সংক্ষিপ্ত

ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক

শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

এম্-এ, পি-আর-এস্ (কলিকাতা), ডি-লিট্ (লণ্ডন), এফ্-আর্-এ-এস্-বি

প্রণীত

বেঙ্গল পাব্লিশার্স

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বেঙ্গল পাব্লিশার্সের পক্ষে প্রকাশক
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ,
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৫২ (আগষ্ট ১৯৪৫)
মূল্য ২৸০ মাত্র

B11467

মুদ্রাপক—শ্রীকালীশঙ্কর বাকৃচি, এম্-এস্-সি
ইণ্ডিয়ান্ ডাইরেক্টরী প্রেস,
পি, এম, বাকৃচি এণ্ড কোং লিঃ
৩৮।এ মস্জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

মৎপ্রণীত "ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ" ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং ঐ বৎসর হইতে পুস্তকখানি প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য-রূপে চলিয়া আসিতেছে। বইখানির সম্বন্ধে বহু শিক্ষক ও ছাত্রের নিকট হইতে লিখিত ও মৌখিক অনুযোগ পাইয়াছি—এখানি প্রবেশিকা পরীক্ষার পক্ষে নিতান্ত বৃহৎ। প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী ইস্কুলের বালক-বালিকাদের উপযোগী ইহার একটী লঘু সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য এই কয় বৎসর ধরিয়া অনুরুদ্ধ হইতেছি। তদনুসারে, প্রবেশিকা শ্রেণীর ও তৎপূর্ব শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য, এই "সংক্ষিপ্ত ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ" প্রকাশিত হইল। পাঠের সহায়তার জন্য আলোচিত প্রত্যেক বিষয়ের অন্তে প্রশ্নময় অনুশীলনীও এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে প্রদত্ত হইয়াছে। মূল পুস্তকখানিকে আরও একটু বড় করিয়া, এবং বাঙ্গালা ধ্বনি ও রূপাবলীর ব্যুৎপত্তি আংশিক-ভাবে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠের জন্য নূতন করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। আশা করি এই সংক্ষিপ্ত আকারের "ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ" প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীদের পক্ষে অধিকতর কার্য্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইতি আষাঢ় সংক্রান্তি, বঙ্গাব্দ ১৩৫২।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় } শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রবেশক	১—১৯
ধ্বনিতত্ত্ব	২০—৮৯
(ক) বাঙ্গালা ধ্বনি, বর্ণ ও উচ্চারণ	২০—৫৫
(খ) বাঙ্গালা উচ্চারণের ও ধ্বনি-পরিবর্তনের কয়েকটী বিশেষ রীতি	৫৫—৬৭
(গ) তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ রীতি—ণত্ব-বিধান, ষত্ব-বিধান, সন্ধি। বাঙ্গালা—সন্ধি, ছন্দ	৬৮—৮৯
রূপতত্ত্ব	৯০—৩৩২
(ক) শব্দের গঠন-মূলক ও অর্থ-মূলক শ্রেণী-বিভাগ—বিভিন্ন প্রকারের শব্দ	৯০—১০০
(খ) শব্দ-গঠন—কৃৎ, তদ্ধিত, উপসর্গ	১০০—১৪৬
(গ) সমাস ও দ্বিরুক্ত শব্দ	১৪৬—১৭৩
(ঘ) শব্দরূপ—বিশেষ্য, শ্রেণী, লিঙ্গ, বচন-কারক ...	১৭৩—২২৯
(ঙ) বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ সংখ্যা-বাচক শব্দ ...	২২৯—২৪৪
(চ) সর্বনাম	২৪৫—২৬১
(ছ) ক্রিয়া-পর্য্যায়	২৬১—৩২৮
(জ) অব্যয়	৩২৮—৩৩২
বাক্য-রীতি	৩৩৩—৩৪৮
পরিশিষ্ট	৩৪৯—৩৭৪
(ক) ছন্দ—কবিতার ভাষা	৩৪৯—৩৬৬
(খ) বাঙ্গালায় আগত সংস্কৃত-ধাতুজ তৎসম শব্দ ...	৩৬৭—৩৭৪

সংক্ষিপ্ত

ভাষা-প্রকাশ
বাঙ্গালা ব্যাকরণ

প্রবেশক

ভাষা

মানুষের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা তাহার কণ্ঠ, নাসিকা, এবং **মুখের** ভিতরে অবস্থিত জিহ্বা প্রভৃতি বাগ্-যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত **ধ্বনির দ্বারা** প্রকাশিত হয়। এক বা একাধিক ধ্বনির যোগে, বিশেষ-ভাব-প্রকাশক, অর্থ-যুক্ত এক-একটী **শব্দ** (Word) বা **পদ** (Inflected Word) হয়।

ভিন্ন-ভিন্ন মানব-সমাজে, একই ভাব বা অর্থ জানাইবার জন্য, বিভিন্ন প্রকারের **ধ্বনি-** বা ধ্বনিসমষ্টি-যোগে নিষ্পন্ন শব্দ বা পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যেমন, বাঙ্গালা «এ» (='ইহা'—**একমাত্র** ধ্বনিময় শব্দ), «পা» (—[প্ + আ]—'চরণ'-অর্থে দুই-ধ্বনি-নিষ্পন্ন শব্দ), ইংরেজী **this** ('এই' বা 'ইহা'-অর্থে—th+i+s [দ্+ই+স্]—তিন-ধ্বনিময় শব্দ), foot ('চরণ'-অর্থে—f+oo+t [ফ্+উ+ট্]—'তিন-ধ্বনিময় শব্দ)।

বিশেষ কোনও মানব-সমাজে ব্যবহৃত এইরূপ শব্দের বা পদের সমষ্টি **লইয়া**, সেই সমাজের **ভাষা** গঠিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী **জন-সমাজে** ব্যবহৃত শব্দ লইয়া, **বঙ্গভাষা** বা **বাঙ্গালা ভাষা** গঠিত।

ভাষার সংজ্ঞা

মনের ভাব-প্রকাশের জন্য, বাগ্-যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির **দ্বারা** নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জন-সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ-সমষ্টিকে **ভাষা** বলে। দেশ-, কাল- ও সমাজ-ভেদে, ভাষার রূপ-ভেদ দেখা যায়।

ভাষা লিখন

কানে যে ভাষা শোনা যায়, সেই শোনা ভাষাকে চোখের সামনে প্রকাশ করার নাম **লেখা**। লেখার কার্য্যে, উচ্চারিত ও শ্রুত ধ্বনিগুলির প্রতীক (Symbol)-রূপে কতকগুলি চিহ্ন (Sign) ব্যবহার করা হয়।

যেমন-যেমন ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়, সাধারণতঃ তেমন-তেমন তাহাদের প্রতীকগুলিও পর-পর লিখিত হয়; যথা, বাঙ্গালা « হাত » (=[হ্+া=আ+ত=ত্]), ইংরেজী hand « হ্যান্ড্ » (=h+a+n+d, [হ্+অ্যা+ন্+ড্])।

কখনও-কখনও এইরূপ হইয়া থাকে যে, কোনও ভাষার ধ্বনি-লিখনে, এক-ই চিহ্ন-দ্বারা একাধিক ধ্বনির প্রকাশ করা হইয়া থাকে; যেমন, বাঙ্গালায় « স্ব » শব্দে, সংযুক্ত বর্ণ « স্+ব্ »-দ্বারা « শ্ »-এর ধ্বনি; « ক্ষমা » শব্দে, « ক্ষ » অর্থাৎ « ক্+ষ্ »-দ্বারা কেবলমাত্র « খ »-এর ধ্বনি; ইত্যাদি। এরূপ হওয়ার কারণ এই যে, প্রাচীন উচ্চারণ ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানের পরিবর্ত্তন সহজে করা হয় না, সুতরাং কাল-ক্রমে একটা অসঙ্গতি ঘটিয়া যায়।

আবার কখনও-কখনও এইরূপ হয় যে, দুইটী বিভিন্ন ধ্বনির বিভিন্ন চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু ধ্বনি দুইটী পাশাপাশি আসিলে, নূতন চিহ্ন-দ্বারা তাহাদের মিলিত বা সংযুক্ত অবস্থান দেখানো হয়; যেমন, বাঙ্গালায় « ক্ »+« উ » মিলিয়া « কউ » না হইয়া, হইল « কু »; « হ্ » ও « ম » একত্র থাকিলে হইয়া যায় « হ্ম »; « ক্ » ও « ত » মিলিত হইয়া দাঁড়াইল « ক্ত »; « ক্ » ও « ষ » মিলিয়া « ক্ষ »। এইরূপ ব্যত্যয়ের কারণ—কোথাও-বা প্রাচীন সংযুক্ত বর্ণের বিকৃতি (যেমন, « ক্ষ », « ক্ত », « হ্ম » প্রভৃতিতে—« ক্ত »-এ « ক »-এর আঁকড়ী ও « ত »-এর পূর্ণ রূপ দেখা যাইতেছে, « হ্ম » এবং « ক্ষ »-এর প্রাচীন রূপ আলোচনা করিলে, « হ্ » ও « ম » এবং « ক্ » ও « ষ » পৃথক্-পৃথক্ ধরা যায়); আর কোথাও-বা, মূলে অক্ষর-সৃষ্টি-কালেই, মিলিত-বর্ণের স্থলে নূতন বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছিল, সংযোগ করিয়া হয় নাই।

সাহিত্যের ভাষা ও কথিত ভাষা

যে-সমস্ত জন-সমাজে, প্রাচীন কাল হইতেই, সেই সমাজে ব্যবহৃত ভাষার চর্চা আছে ও সেই ভাষাতে কাব্যাদি রচিত হয়, প্রায়ই তাহাদের ভাষার দুইটী রূপ পাওয়া যায়; একটী, তাহার লিখিত (অথবা মুখে-মুখে প্রচারিত) সাহিত্যের

রূপ ; এবং আর একটী, তাহার মৌখিক (অথবা দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় কথোপ-কথনের) রূপ। স্থান-ভেদে এবং সমাজের শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও উচ্চ-নীচ স্তর-ভেদে, ভাষার মৌখিক রূপের মধ্যেও আবার অল্প-বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়।

সাহিত্যের ভাষা সাধারণতঃ একটু প্রাচীন-পন্থী হইয়া থাকে ; ভাষার প্রাচীন অবস্থায় ব্যবহৃত শব্দ ও রূপ প্রভৃতি ইহাতে একটু বেশী করিয়া রক্ষিত হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে, একাধিক প্রাদেশিক ভাষার প্রভাবও সাহিত্যের ভাষায় দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন, বহু স্থলে এরূপ হইয়া থাকে যে, সাহিত্যের ভাষা যদি অধিক মাত্রায় প্রাচীনতার পক্ষপাতী হয় এবং মৌখিক ভাষা হইতে দূরে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে ভদ্র-সমাজের মৌখিক ভাষাকে অবলম্বন করিয়া আবার নূতন একটী সাহিত্যের ভাষা গড়িয়া উঠে।

বাঙ্গালা সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষা

সাধারণ গদ্য-সাহিত্যে ব্যবহৃত বাঙ্গালা ভাষাকে **সাধু-ভাষা** বলে। সমগ্র বঙ্গদেশে গদ্য-লেখায়, চিঠি-পত্রাদিতে প্রায়শঃ এই ভাষাই ব্যবহৃত হয়।

জেলা- এবং বহু স্থলে মহকুমা-ভেদে, বাঙ্গালা মৌখিক ভাষারও নানা রূপ আছে।

তন্মধ্যে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে, ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী স্থানের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা, সমগ্র বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত সমাজ-কর্তৃক শ্রেষ্ঠ মৌখিক ভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত নবদ্বীপ-নগরী বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির প্রাচীন কেন্দ্র-স্থান ছিল বলিয়া, এবং কলিকাতা-নগরী বঙ্গদেশের (ও ১৯১২ সালের শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের) রাজধানী থাকায় ও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শিক্ষার ও মানসিক উৎকর্ষের কেন্দ্র হওয়ায়, এইরূপ ঘটিয়াছে। এই মৌখিক ভাষাকে বিশেষ-ভাবে **চলিত-ভাষা** বা **চলতি ভাষা** বলা হয় ; এবং অধুনা, সাহিত্যে সাধু-ভাষার পার্শ্বে, এই মৌখিক বা চলিত-ভাষার আধারের উপরে স্থাপিত আর একটী সাহিত্যিক

ভাষা বিশেষ স্থান পাইয়াছে; সেই নূতন সাহিত্যিক ভাষাকেও **চলিত-ভাষা** বলা হয়।

অতএব, আজকালকার সাহিত্যে ব্যবহৃত বাঙ্গালা ভাষার দুইটী রূপ: [১] সাধু-ভাষা ও [২] চলিত-ভাষা। আধুনিক বাঙ্গালার মুদ্রিত পুস্তক-পত্রিকাদি, গদ্য ও পদ্য, পড়িয়া বুঝিতে হইলে, এই দুই প্রকারেরই ভাষা-সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

সাধু-ভাষা সমগ্র বাঙ্গালা দেশের সম্পত্তি, ইহার আলোচনার একটী রীতি-মত প্রয়াস সর্বত্র প্রচলিত থাকায়, ইহাতেই লেখা এখন সকল বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ। এই ভাষার ব্যাকরণের রূপগুলি (বিশেষতঃ ক্রিয়াপদে) প্রাচীন বাঙ্গালার—তিন-চার শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালার—রূপ; এই-সমস্ত রূপ সর্বত্র মৌখিক ভাষায় আর ব্যবহৃত হয় না। আবার এই ভাষা মুখ্যতঃ পশ্চিম-বঙ্গের প্রাচীন মৌখিক ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, পূর্ব-বঙ্গেরও বহু রূপ এবং বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ইহার উপর পড়িয়াছে। সাধু-ভাষায়, সমস্ত প্রাদেশি-কতার উর্ধ্বে অবস্থিত, সর্বজন-বোধ্য সংস্কৃত শব্দই বেশী করিয়া প্রযুক্ত হয়। ইহার বাক্য-রীতিও কতকটা নিয়ম-নিবদ্ধ ও কৃত্রিম। মোটের উপর, সাধু-ভাষার যে একটী সহজ গাম্ভীর্য, আভিজাত্য এবং সৌষম্য আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

চলিত-ভাষা কিন্তু ভাগীরথীর তীরবর্তী স্থান-সমূহের মৌখিক ভাষার রূপান্তর বলিয়া, ইহার সহিত ঐ অঞ্চলের একটী বিশেষ যোগ আছে—সে-রূপ যোগ অন্য অঞ্চলের মৌখিক ভাষার সহিত ততটা নাই। ইহাতে ব্যবহৃত প্রাদেশিক শব্দাবলী, ইহার চটুল গতি, ইহার বিশিষ্ট বাক্য-ভঙ্গী—সমস্তই জীবন্ত; সুতরাং লেখায় ও কথোপকথনে ভাল-রূপে এই ভাষার প্রয়োগ করা, বাঙ্গালা দেশের অন্য অঞ্চলের লোকের পক্ষে অনেক সময়ে শিক্ষা-সাপেক্ষ হইয়া থাকে।

সাহিত্যে বা কথোপকথনে, এই দুই ভাষার মিশ্রণ সম্পূর্ণ-রূপে বর্জনীয়; বিশেষ করিয়া রচনা-কার্যে, হয় বিশুদ্ধ সাধু-ভাষার প্রয়োগ করা উচিত, না হয়

অন্য স্থানের প্রাদেশিক বা গ্রাম্য শব্দ, তথা সাধু-ভাষার বিশিষ্ট রূপ, এই উভয়েরই সহিত অ-বিমিশ্রিত ভাগীরথী-তীরের মৌখিক ভাষার ব্যাকরণ-সম্মত ও বাক্য-ভঙ্গীর অনুমোদিত চলিত-ভাষা প্রয়োগ করা উচিত।

বাঙ্গালা সাধু, চলিত ও প্রাদেশিক ভাষার নিদর্শন

সাধু-ভাষা—এক ব্যক্তির দুইটী পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে বলিল (বা কহিল), "পিতঃ, আপনার সম্পত্তির মধ্যে আমার প্রাপ্য অংশ আমাকে দিউন (বা দিন্)।" তাহাতে তাহাদিগের (বা তাহাদের) পিতা নিজ সম্পত্তি তাহাদিগের মধ্যে বিভাগ (বণ্টন) করিয়া দিলেন।

চলিত-ভাষা—একজন লোকের দুটী ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটোটী বাপকে ব'ল্লে, "বাবা, আপনার বিষয়ের মধ্যে যে অংশ আমি পাবো, তা আমাকে দিন্।" তাতে তাদের বাপ নিজের বিষয়-আশয় তাদের মধ্যে ভাগ-ক'রে (বেঁটে) দিলেন।

প্রাদেশিক ভাষা—ঢাকা (মাণিকগঞ্জ)—একজনের দুইডি ছাওয়াল আছিলো। তাগো মৈদ্ধে ছোটডি তার বাপেরে কৈলো, "বাবা, আমার ভাগে যে বিত্তি-বেসাদ পরে, তা আমারে দেও।" তাতে তাগো বাপে তান বিষয়-সোম্পত্তি তাগো মৈদ্ধে বাইটা দিল্যান।

প্রাদেশিক ভাষা—মানভূম—এক লোকের দুটা বেটা ছিল। তাদের মধ্যে ছুটু বেটা তার বাপকে বল্লেক, "বাপ হে, তোমার দৌলতের যা হিস্‌সা আমি পাবো, তা আমাকে দাও।" এতে তাদের বাপ আপন দৌলৎ তাদের মধ্যে বাখরা-ক'রে দিলেক্।

প্রাদেশিক ভাষা—চট্টগ্রাম—ঔগ্ গোয়া মাইন্‌ষ্যের দুয়া পোয়া আছিল্। তার মৈদ্ধে ছোডুয়া তার বারে কইল, "বা-জি, আঁওনর্ সম্পত্তির মৈদ্ধে যেই অংশ আঁই পাইয়্‌ম্, হেইইন্ আঁরে দেওক্।" তখন্ তারার বাপ তারার মৈদ্ধে নিজের সম্পত্তি ভাগ করি দিল্।

প্রাদেশিক ভাষা—কোচবিহার—একজনা মান্‌সির দুই-কোনা বেটা আছিল্। তার মদ্ধে ছোট জন উয়ার বাপোক্ কইল্, "বা, সম্পত্তির যে হিস্যা মুই পাইম্, তাক্ মোক্ দেন।" তাতে তাঁয় তাঁর মাল-মাত্তা দোনো বেটাক্ বাটিয়া-চিরিয়া দিল্।

বাঙ্গালা দেশের জন-সাধারণ-মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা বলিয়া এই ভাষার নাম 'বাঙ্গালা ভাষা', সংক্ষেপে 'বাঙ্গালা'। এই নামটীর নিম্ন-লিখিত বিভিন্ন বানান দেখা যায়—

দেশ-অর্থে	ভাষা-অর্থে	জাতি-অর্থে
বাঙ্গালা	বাঙ্গালা	(১) বাঙ্গালী, বাঙালী
বাঙ্গলা	বাঙ্গলা	= সাধারণ-ভাবে বঙ্গবাসী
বাংলা	বাংলা	(২) বাঙ্গাল, বাঙাল = বিশেষ-ভাবে
বাঙলা (বাঙ্‌লা)	বাঙলা (বাঙ্‌লা)	বঙ্গদেশ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ-বাসী

'বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাংলা, বাঙলা (বাঙ্‌লা)'; কোন্‌ বানান ঠিক? শব্দটীর মূল হইতেছে সংস্কৃতে প্রাপ্ত শব্দ 'বঙ্গ'; প্রাচীন কালে ইহার দ্বারা কেবল পূর্ব-বঙ্গকে বুঝাইত, এখনকার মত ব্যাপক-ভাবে সমগ্র বাঙ্গালা দেশকে বুঝাইত না। 'বঙ্গদেশ' বা পূর্ব-বঙ্গের সহিত পার্থক্য জানাইবার জন্য, পশ্চিম-বঙ্গকে 'গৌড়দেশ' বলা হইত; সারা বাঙ্গালার 'গৌড়-বঙ্গ' এই যুগ্ম বা মিলিত নাম প্রচলিত ছিল; বাঙ্গালী-অর্থে 'গৌড়িয়া' শব্দের ব্যবহার প্রাচীন বঙ্গভাষায় আছে; 'গৌড়জন', 'গৌড়ীয় ভাষা' এই শব্দদ্বয়ও প্রযুক্ত হইত।

'বঙ্গ' শব্দের উত্তর, অধিবাসী-অর্থে 'আল' প্রত্যয়-যোগে 'বঙ্গাল'-শব্দ পূর্ব-বঙ্গের অধিবাসিগণকে উল্লেখ করিতে ব্যবহৃত হইত। পশ্চিম-বঙ্গে 'ঙ্গ' অর্থাৎ 'ঙ্‌ + গ'-এর 'গ'-কে বহু স্থলে উচ্চারণ করা হয় না, তাই পশ্চিম-বঙ্গে এই শব্দের রূপ দাঁড়াইল 'বাঙাল'; গৌড় (পশ্চিম-বঙ্গ) ও পরে বঙ্গ (পূর্ব-বঙ্গ) ক্রমে তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইল। তুর্কীরা এ দেশে রাজকার্য্যে ফারসী ভাষা ব্যবহার করিত, ফারসীতে 'ব-ঙ্গা-ল' শব্দটী 'বঙ্গালহ্‌ (বা বঙ্গালা) রূপ ধারণ করে। বাঙ্গালী জনসাধারণের নিকট, বিদেশীর দেওয়া এই নাম স্বীকৃত হইল, এবং দেশবাসীর মুখে ইহার রূপ দাঁড়াইল 'বাঙ্গালা'। 'বাঙ্গালা' শব্দকে সাধু-ভাষার রূপ বলা যাইতে পারে। মৌখিক ভাষায় আদ্য অক্ষরে বল বা ঝোঁকের ফলে দ্বিতীয় অক্ষর দুর্বল হইয়া পড়িয়া, অবশেষে তাহার আ-কার ধ্বনিকে হারাইল, তাহার ফলে 'বাঙ্গলা' বা 'বাঙ্গ্‌লা'। ইহাই আজকালকার কথিত রূপ। পশ্চিম-বঙ্গে 'ঙ্গ' অর্থাৎ 'ঙ্‌গ'-এর 'গ' লোপ পাওয়ায়, 'বাঙ্‌লা' এই রূপের উদ্ভব; এবং অনুস্বারের ধ্বনি বাঙ্গালা ভাষায় 'ঙ'-এর উচ্চারণের সহিত অভিন্ন হইয়া দাঁড়ানোর ফলে, 'বাঙ্‌লা' শব্দকে 'বাংলা' রূপে লেখা হয়। কিন্তু 'বাঙাল— বাঙালী', এই শব্দদ্বয়ে অনুস্বার লেখা অসম্ভব। সুতরাং এগুলির সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য, অনুস্বার দিয়া 'বাংলা' না লিখিয়া, চলিত-ভাষায় 'বাঙলা (বা বাঙ্‌লা)' লেখাই ভাল।

ব্যাকরণ

যে বিদ্যার দ্বারা কোন ভাষাকে বিশ্লেষ করিয়া তাহার স্বরূপটী আলোচিত হয়, এবং সেই ভাষায় পঠনে, লিখনে, ও কথোপকথনে, শুদ্ধ-রূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার **ব্যাকরণ** (Grammar) বলে।

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ বলিলে, যে ব্যাকরণের সাহায্যে এই ভাষার স্বরূপটী সব দিক্ দিয়া আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায়, এবং শুদ্ধ-রূপে (অর্থাৎ ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে যে রূপ প্রচলিত সেই রূপে) ইহা পড়িতে ও লিখিতে ও ইহাতে বাক্যালাপ করিতে পারা যায়, সেইরূপ ব্যাকরণ বুঝায়।

'ব্যাকরণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ হইতেছে 'বিশ্লেষণ' (বি+আ+কৃ বা কর্+অন, অর্থাৎ 'বিশেষ এবং সম্যক্-রূপে বিশ্লেষণ করা')। ব্যাকরণ বিদ্যার পুস্তক-অর্থে, কেবল 'ব্যাকরণ'-শব্দ সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইংরেজী Grammar শব্দ, গ্রীক ভাষা হইতে উদ্ভূত, ইহার অর্থ 'শব্দ-শাস্ত্র'। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্যাকরণের চর্চা হইয়া আসিতেছে; সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ-রচনায়, প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতগণ অপূর্ব চিন্তা, বিজ্ঞান ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের কথিত ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষাগুলির ব্যাকরণও বিশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে, মৌখিক ও অর্বাচীন ভাষা বলিয়া, বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভাষার আলোচনায় ভারতীয় পণ্ডিতেরা অবহিত হয়েন নাই।

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ সর্ব-প্রথম লেখেন একজন বিদেশীয়—পোর্তুগীস পাদ্রি মানোএল-দা-আস্সুম্প্সাম (Manoel da Assumpcam), ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে, এখন হইতে দুইশত বৎসরের অধিক কাল পূর্বে; ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগালের রাজধানী লিস্‌বোআ বা লিস্‌বন্ নগরীতে, রোমান অক্ষরে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়—তখন ছাপিবার জন্য বাঙ্গালা অক্ষর তৈয়ারী হয় নাই। এই বইয়ে, ঢাকার ভাওয়াল-অঞ্চলে তখনকার দিনে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। পরে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিদ্বান্ নাথানিএল্ ব্রাসি হাল্‌হেড্ (Nathaniel Brassey Halhed), হুগলী হইতে ইংরেজী ভাষায় তাঁহার বাঙ্গালা সাধু-ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করেন; এই বইয়ে বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম মুদ্রণ-কার্য্য হইয়াছিল। হাল্‌হেড্-এর পরে অনেক ব্যাকরণ লেখা হয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথমে মনীষী রাজা রামমোহন রায় ইংরেজী ভাষায় তাঁহার ব্যাকরণ লেখেন (১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বই প্রকাশিত হয়, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হয়)।

বাঙ্গালা ভাষার শব্দাবলী

বাঙ্গালা ভাষায় যে-সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেগুলি নিম্নে আলোচিত বিভিন্ন পর্য্যায় বা শ্রেণীতে পড়ে।

[১] **বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব শব্দ**—যেগুলিকে লইয়াই এই ভাষার

বৈশিষ্ট্য—ইহার ‘বাঙ্গালা-ত্ব’। এই শব্দগুলি, বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টির সময় হইতেই এই ভাষায় বিদ্যমান আছে। ভারতের সুপ্রাচীন কালে আর্য্য-জাতি যে ভাষায় কথা বলিত, ভারতীয় সেই ‘আদি-আর্য্যভাষা’ (‘বৈদিক’, বা ‘সংস্কৃত’) বংশ-পরম্পরা-ক্রমে লোক-মুখে বিকৃত বা পরিবর্তিত হইয়া, ‘প্রাকৃত’ রূপ ধারণ করিল; আদি-আর্য্য-যুগের শব্দাবলী, তাহাদের পূর্ব বিশুদ্ধি বা পূর্ণতা রক্ষা করিতে না পারিয়া, পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; এইরূপ পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত শব্দকে **তদ্ভব** শব্দ বলে; « তদ্ভব বা তদ্‌-ভব », অর্থাৎ « তৎ » (‘তাহা,’ অর্থাৎ মূল আর্য্য-ভাষা সংস্কৃত যাহার প্রকৃষ্ট রূপ) হইতে « ভব » (অর্থাৎ ‘উৎপত্তি’) যাহার—« তদ্ভব », অর্থাৎ আদি-আর্য্যভাষা হইতে উৎপন্ন শব্দ। যেমন সংস্কৃত « কৃষ্ণঃ » হইতে প্রাকৃতে পরিবর্তিত শব্দ « কণ্‌হ », « আবিশতি » হইতে « আবিসদি, আইসই », « কার্য্য » হইতে « কয্য, কজ্জ », « হস্ত » হইতে « হত্থ » ইত্যাদি। এই রূপ আর্য্য-শব্দ ব্যতীত, প্রাকৃত ভাষাতে বহু অনার্য্য শব্দ ও অজ্ঞাত-মূল শব্দ আসিয়া গেল,—এইরূপ শব্দকে **দেশী** শব্দ বলা হয়; যথা, « পোট্ট » = ‘পেট’, « চঙ্গ » = ‘ভাল’, « ঢুণ্ঢ » = ‘অন্বেষণ’, « গোড্ড » = ‘পা’ ইত্যাদি। প্রাচীন ভারতে, বিদেশীয়দের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে, দুই-দশটী **বিদেশী** শব্দও, গ্রীক, প্রাচীন-পারসীক প্রভৃতি ভাষা হইতে, প্রাকৃতে প্রবেশ লাভ করিল; যথা, « দ্রম্ম » বা « দম্ম » (= ‘মুদ্রা-বিশেষ’; প্রাচীন-গ্রীক drakhme [দ্রাখ্‌মে] হইতে), « মোচিঅ » (= ‘চর্ম্মকার’, প্রাচীন-পারসীক mocak [মোচক্‌] হইতে, mocak অর্থে ‘পাদত্রাণ, বুট-জুতা’) ইত্যাদি।

প্রাকৃতের এই সমস্ত « তদ্ভব », « দেশী » ও « বিদেশী » শব্দ, কাল-ক্রমে আরও পরিবর্তিত হইয়া, খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষের দিকে, বাঙ্গালা শব্দে পরিণত হইল; এবং তখন বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব ঘটিল; যেমন, সংস্কৃত « কৃষ্ণ » হইতে প্রাকৃত « কণ্‌হ » তাহা হইতে প্রাচীন-বাঙ্গালা « কাণ্‌হ », মধ্য-যুগের বাঙ্গালা « কান », আদরে «-উ » এবং «-আই»-প্রত্যয়-যোগে « কানু, কানাই »; সংস্কৃত

« আবিশতি » হইতে প্রাকৃত « আইসই », তাহা হইতে বাঙ্গালা « আইসে, আসে » ; সংস্কৃত « কার্য্য » হইতে প্রাকৃত « কয্য, কজ্জ », তাহা হইতে বাঙ্গালা « কাজ » ; সংস্কৃত « হস্ত » হইতে প্রাকৃত « হত্থ », তাহা হইতে প্রাচীন-বাঙ্গালা « হাথ », আধুনিক বাঙ্গালা « হাত » ; « পোট্ট » = বাঙ্গালা « পেট » ; « চঙ্গ » হইতে প্রাদেশিক বাঙ্গালা « চাঙ্গা » ; « ঢুণ্ঢ » হইতে বাঙ্গালা « ঢুঁড » = 'খোঁজা' ; « দম্ম » হইতে বাঙ্গালা « দাম », 'মূল্য'-অর্থে ; « মোচিঅ » হইতে বাঙ্গালা « মুচি »।

এইরূপ শব্দ হইতেছে খাঁটি বাঙ্গালা বা বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব শব্দ, এবং (প্রাকৃতের 'দেশী' ও 'বিদেশী' শ্রেণীর শব্দ বাদে) এই শব্দগুলিকে বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃতের মধ্য দিয়া উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাচীন-আর্য্যভাষার নিকট হইতে পাইয়াছে। এগুলিকে বাদ দিলে, বাঙ্গালা ভাষা চলে না, বা থাকে না। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অধিকাংশ সাধারণ বাঙ্গালা শব্দ এই প্রকারের, এবং প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা প্রত্যয়, কৃৎ, তদ্ধিত ও বিভক্তি, এই-রূপে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। সংস্কৃত বা আদি-আর্য্য-ভাষা হইতে প্রাকৃত বা মধ্যযুগীয় আর্য্য-ভাষা, প্রাকৃত হইতে নব্য আর্য্য-ভাষা বাঙ্গালা—ভাষার এইরূপ পরিবর্তনের স্রোতে বাঙ্গালায় যে উপাদান (শব্দ ও প্রত্যয়াদি) আসিয়াছে, তাহাকেই আমরা « খাঁটি বা মৌলিক বাঙ্গালা » বলিতে পারি। প্রাকৃত হইতে লব্ধ সমস্ত « তদ্ভব » শব্দ তো বটেই, প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত «দেশী» এবং « বিদেশী » শব্দ-গুলিকেও এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন, প্রাকৃত হইতে লব্ধ শব্দ ও খাঁটি বাঙ্গালা প্রত্যয়, উভয়ে মিলিয়া বাঙ্গালা ভাষায় যে-সকল শব্দ সৃষ্টি করে, সেগুলিকেও এই পর্য্যায়ে ধরিতে হয়।

বাঙ্গালা ভাষার এইরূপ শব্দের নাম-করণ করা যায়—**প্রাকৃত-জ** শব্দ। আমাদের 'ঘরোয়া' এবং 'গাঁউয়া' বা 'গেঁয়ো' শব্দ—মানব-দেহের অংশ, ও সমাজ, সম্পর্ক, বৃত্তি, এবং সাধারণ দৃশ্যমাণ প্রাকৃতিক বস্তু, পশু ও পক্ষী, তথা নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্তু প্রভৃতির নাম, সাধারণ গুণ-বাচক বিশেষণ, সংখ্যা-বাচক শব্দ,

সর্বনাম, সাধারণ ক্রিয়া, সাধারণ অব্যয়, এবং প্রত্যয়, বিভক্তি প্রভৃতি শব্দ ও শব্দাংশ, প্রায়শঃ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত—প্রাকৃত-জ শব্দ ; যথা—

বাঙ্গালা	মূল সংস্কৃত	বাঙ্গালা	মূল সংস্কৃত

মানব-দেহের অঙ্গাদি

গা	গাত্র	পা	পাদ
হাত	হস্ত	কান	কর্ণ
চোখ	চক্ষু	মাথা	মস্তক-

সমাজ, সম্পর্ক, বৃত্তি

মা	মাতা	বিয়া	বিবাহ
ভাই	ভ্রাতৃ বা ভ্রাতা	ঘর	গৃহ (প্রাকৃত * গর্হ, ঘর)
বোন	ভগিনী (প্রাকৃত বহিণী)	বামুন	ব্রাহ্মণ
দেওর	দেবর	সাঁওতাল	সামন্তপাল
কামার	কর্মকার	কুমার	কুম্ভকার
তাঁতী	তন্ত্রিক	জেলে, জালিয়া	জালিক-

প্রাকৃতিক বস্তু প্রভৃতি

ভুঁই	ভূমি	গাছ	গচ্ছ
সায়র	সাগর	তেল	তৈল (প্রাকৃত তেল্ল)
চাঁদ	চন্দ্র	বাঘ	ব্যাঘ্র
তারা	তারকা	হাতী	হস্তিন্
বাজ	বজ্র	ষাঁড়	ষণ্ড
তামা	তাম্র-	গাই	গাবী
লোহা	লৌহ-	তিতির	তিত্তিরী

নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি

কাপড়	কর্পট	ভাঁড়	ভাণ্ড
পাখা	পক্ষ-	দিয়াশলাই	দীপশলাকা
ঝড়া	ঝট-	খাট, পালং	খট্বা, পর্য্যঙ্ক

সাধারণ গুণ-বাচক বিশেষণ

উঁচু	উচ্চ-	হ'লদে	হরিদ্রা-
কালো	কালক	মিছা	মিথ্যা-
ভালো	ভদ্রক	মিঠা	মিষ্ট-

সংখ্যা-বাচক শব্দ

« এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ » ইত্যাদি

আধ	অর্ধ	সাড়ে	সার্ধ-

সর্বনাম

মুই	ময়া	এ	এতদ্
আমি	অস্মে	আপন	আত্মনঃ
তুই	ত্বয়া	কোন্	কঃ পুনঃ

সাধারণ ক্রিয়া

করে	করোতি	খায়	খাদতি
চলে	চলতি	পুছে	পৃচ্ছতি
বইসে, বসে	উপবিশতি	শুনে	শৃণোতি

সাধারণ অব্যয়

আর	অপর	না	ন ; নাম
ও	উত	পর	উপর

বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত প্রাথমিক ও মৌলিক শব্দ প্রাকৃত-জ শ্রেণীতে পড়ে। মূলে আদি-আর্য্য-ভাষা (বা সংস্কৃত) হইতে জাত হইলেও, এগুলির রূপ-পরিবর্তন লক্ষণীয়; এবং মধ্যকার প্রাকৃত রূপগুলি না দেখিলে, এই পরিবর্তন-ধর্ম প্রথমে অনুধাবন করা যায় না। এই-সকল পরিবর্তন সব ক্ষেত্রেই বিশেষ নিয়ম অনুসারে ঘটিয়াছে। সেই-সব নিয়ম বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য। আবার বহু সরল শব্দে বিশেষ লক্ষণীয় কোনও পরিবর্তন হয় নাই ; যেমন, « জল, ফল, কাল (= সময়), জন, মানুষ, বল, চরণ, চলন, করণ » ইত্যাদি।

[২] **সংস্কৃত উপাদান।** আদি-আর্য্য ভাষা ভাঙ্গিয়া গিয়া মধ্য-আর্য্য বা প্রাকৃত ভাষায় পরিবর্তিত হইলেও, আদি-আর্য্য ভাষার এক সাহিত্যিক রূপ

সংস্কৃতের চর্চা বিশেষ প্রবল ছিল। সংস্কৃত প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও সাহিত্যের বাহন—ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন; প্রাচীন কাল হইতেই প্রাকৃত ভাষা আবশ্যক হইলে সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালা ভাষাও তাহার উৎপত্তি-কাল হইতেই তদ্রূপ সংস্কৃতের শব্দ-ভাণ্ডার হইতে আবশ্যক-মত শব্দ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। আধুনিক কালেও এই ব্যাপার চলিতেছে। সংস্কৃত হইতে আগত বহু বহু শব্দ বাঙ্গালায় আছে। « প্রাকৃত-জ » শব্দ হইতে এই শব্দগুলির পার্থক্য এই যে, প্রাচীন কাল হইতে বহু শতাব্দী ধরিয়া, ভাষার পরিবর্তন-শীল গতির মধ্য দিয়া বাহিত হইয়া, সংস্কৃত হইতে বদলাইয়া, প্রাকৃত-জ শব্দ বাঙ্গালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; আর এই-সকল সংস্কৃত শব্দ, সরাসরি সংস্কৃত ভাষার অভিধান বা অন্য পুস্তক হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের পরিবর্তনের রীতি-অনুযায়ী পরিবর্তন এগুলিকে স্পর্শ করে নাই, এবং প্রাকৃত শব্দ যে রীতিতে পরিবর্তিত হইয়া বাঙ্গালা হইয়াছে, সেই রীতিও আবার এগুলির মধ্যে কার্য্যকর হইতে পারে নাই।

বাঙ্গালা ভাষায় আগত ও ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ কিন্তু সর্বত্র অবিকৃত নাই। বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন বা আধুনিক উচ্চারণ ধরিয়া, বহু স্থানে এগুলি ঈষৎ বা বহুল পরিমাণে বিকৃত হইয়াছে; যেমন, সংস্কৃত « কৃষ্ণ » শব্দ, অবিকৃত রূপে (অন্ততঃ লেখায়) বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালায় « কৃষ্ণ » শব্দের একটী উচ্চারণ ছিল [ক্রেষ্টঁ]; এই উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া, « কৃষ্ণ »-শব্দের বাঙ্গালায় প্রচলিত একটী রূপ দাঁড়াইয়াছে « কেষ্ট »। ঐতিহাসিক ক্রম-লব্ধ প্রাকৃত-জ রূপ « কান, কানু, কানাই » (« কৃষ্ণ>কণ্হ>কাণ্হ>কান »), এবং বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের বিকৃত উচ্চারণ-জাত রূপ « কেষ্ট »—এই দুইটীই, মূল সংস্কৃত শব্দ « কৃষ্ণ » হইতে উদ্ভূত হইলেও, উভয়ে একেবারে পৃথক্—প্রথমটী (« কান- ») বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন স্তরের প্রাকৃত-জ শব্দ, দ্বিতীয়টী (« কেষ্ট ») অর্বাচীন—সংস্কৃত হইতে ধার-করা শব্দের বিকৃত রূপ।

উচ্চারণে যাহাই হউক না কেন, অবিকৃত বানানে সংস্কৃত শব্দকে **তৎসম**

শব্দ বলা হয় (« তৎসম », অর্থাৎ « তৎ » কিনা 'তাহা', অর্থাৎ সংস্কৃতের « সম » বা 'সমান') ; এবং বিকৃত-সংস্কৃত বা বিকৃত-তৎসম শব্দকে **অর্ধ-তৎসম** শব্দ বলা হইয়া থাকে। « কৃষ্ণ » তৎসম শব্দ, « কেষ্ট » অর্ধ-তৎসম শব্দ।

বাঙ্গালায় আগত বহু সংস্কৃত তৎসম শব্দ এইরূপে বিকৃত হইয়া, অর্ধ-তৎসম শব্দে পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত « গৃহিণী » হইতে, প্রাকৃতের মধ্য দিয়া তদ্ভব বা প্রাকৃত-জ শব্দ « ঘরণী » হইয়াছে ; ইহার পাশে শুদ্ধ তৎসম শব্দ « গৃহিণী »-ও বিদ্যমান ; এবং « গৃহিণী » শব্দের উচ্চারণ-বিকারে « গিরহিণী, *গিরইনী, *গিরনী » এবং পরে « গিন্নী, গিন্নি » শব্দ, বাঙ্গালায় প্রচলিত অর্ধ-তৎসম।

বহু-প্রচলিত এবং দৈনন্দিন জীবন-সংশ্লিষ্ট সংস্কৃত শব্দ অনেক স্থলে অর্ধ-তৎসমে পরিবর্তিত হইয়াছে ; যথা, « চন্দর (চন্দ্র ; প্রাকৃত-জ—চাঁদ), সুয্যি (সূর্য ; প্রাকৃত-জ রূপ—সুজ্জ—প্রা-বাং-তে পাওয়া যায়) ; নেমন্তন্ন (নিমন্ত্রণ ;—সংস্কৃত 'নিমন্ত্র' হইতে প্রাকৃত-জ রূপ 'নেওতা', প্রাদেশিক-বাঙ্গালাতে মিলে) ; ছেরাদ্দ (শ্রাদ্ধ) ; খিদে (ক্ষুধা) ; পরশ (স্পর্শ) ; বষ্টুম (বৈষ্ণব) ; মোচ্ছব (মহোৎসব) ; মাগ্‌গি (মহার্ঘ্য) ; যজ্ঞি (যজ্ঞ) ; পুরুত (পুরোহিত) ; ভকতি (ভক্তি) ; পিরীতি (প্রীতি) » ইত্যাদি। কথোপকথনের ভাষায় এইরূপ অর্ধ-তৎসম শব্দ খুবই ব্যবহৃত হয় ; বাঙ্গালা কাব্যের ভাষায় সংস্কৃতের সংযুক্ত বর্ণকে ভাঙ্গিয়া লইয়া কোমল করিবার রীতি থাকায়, « মুগধ (মুগ্ধ), মরম (মর্ম), ধৈরজ (ধৈর্য), রতন (রত্ন), যতন (যত্ন), জোছনা (জ্যোৎস্না) » প্রভৃতি অর্ধ-তৎসম রূপ কবিতায় বেশী করিয়া আইসে।

উচ্চ ভাব বা বিষয় অবলম্বন করিয়া কিছু লিখিতে বা বলিতে গেলে, তৎসম বা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সাধু-ভাষায় এই শ্রেণীর শব্দ-ই অধিক ব্যবহৃত হয়।

[৩] **বিদেশী উপাদান।** বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির পরে, অন্যান্য ভাষা হইতে যে-সব শব্দ এই ভাষায় আসিয়া গিয়াছে, সেগুলি হইতেছে বাঙ্গালার **বিদেশী** উপাদান।

বাঙ্গালা ভাষায় যে-সকল বিদেশী শব্দ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রথম স্থান হইতেছে **ফারসী** শব্দগুলির। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে, তুর্কী-বিজয়ের পর হইতে, বাঙ্গালায় ফারসী শব্দের প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হয়। ষোড়শ শতকের শেষ হইতে, বাঙ্গালা দেশ দিল্লীর মোগল সম্রাট্‌-কর্তৃক বিজিত হইয়া মোগল-

সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইবার পরে, ফারসী শব্দ খুব বেশী করিয়া বাঙ্গালায় আসিতে থাকে। এখন প্রায় আড়াই হাজার ফারসী শব্দ বাঙ্গালা-ভাষায় পাওয়া যায়। ফারসী-ভাষাতে বিস্তর আরবী শব্দ আছে, এবং কিছু তুর্কী শব্দও আছে; ফারসীর মারফৎ এগুলিরও কিছু-কিছু বাঙ্গালায় আসিয়াছে, এবং কার্য্যতঃ এগুলিকে ফারসী শব্দ বলিয়াই ধরিতে হয়। ফারসী শব্দের দৃষ্টান্ত—

রাজ-দরবার, যুদ্ধ ও শিকার-সংক্রান্ত শব্দ:—« আমীর, ওমরা, উজীর, দরবার, দৌলৎ, নকীব, বাদশা, মালিক, হুজুর; সোয়ার, সেপাই, কুচ, কাওয়াজ, কাবু, তাঁবু, তোপ; শিকার, বাজ, হিম্মৎ » ইত্যাদি।

আইন-আদালৎ, রাজস্ব ও শাসন-সংক্রান্ত শব্দ:—« আদম-শুমারী, আবাদ, আসামী, এক্তিয়ার, ওয়াসীল, খাজনা, খারিজ, গোমস্তা, জমা, জমী, তহসীল, তালুক, দারোগা, দপ্তর, নাজির, পিয়াদা, মহকুমা, মোহর, রায়ৎ, শহর, সন, সরকার, হদ্দ, হিসাব, হিস্সা; আইন, আদালত, উকীল, এজাহার, ওজর, কসুর, কানুন, ক্রোক, জবানবন্দী, জব্দ, জারী, জেরা, তকরার, তামিল, দলীল, দস্তখত, নাবালক, নালিশ, পেশা, ফেরার, বাজেয়াপ্ত, মোকদ্দমা, মুনসেফ, রদ, রায়, রুজু, শনাক্ত, সালিস, হক, হাকিম, হেফাজৎ » ইত্যাদি।

মুসলমান-ধর্ম-সম্বন্ধীয় শব্দ:—« আল্লা, ইঞ্জিল, ইমান, ঈদ, কবর, কাফের, কাবা, কোরবানী, খোদা, গাজী, জবাই (জবেহ), জেহাদ, জুম্মা, তোবা, দরগা, দরবেশ, দান, দোয়া, নবী, নমাজ, নিকাহ, পয়গম্বর, ফেরেস্তা, বুজরুগ, মসজিদ, মোহরম, মোমিন, মোল্লা, শরিয়ৎ, শহীদ, শিরনী, শিয়া, হদীস, হালাল, হুরী » ইত্যাদি।

মানসিক সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও কলা-সংক্রান্ত শব্দ:—« আদব, আলেম, এলেম, কেচ্ছা, খৎ, গজল, মুন্শী, বয়েৎ, শাগরেদ, সেতার, হরফ » ইত্যাদি।

সাধারণ সভ্যতার অঙ্গ-স্বরূপ বিলাস, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক শব্দ:—« আয়না, আচকান, আঙ্গুর, আতর, আতশবাজী, আরক, কাগজ, কুলুপ, কিংখাপ, কিশমিশ, কসাই, কাঁচী, খরমুজ, খাতা, খানসামা, খাসী, গজ, গোলাপ, চরখা, চশমা, চাপকান, চাবুক, চিক, জরী, জামা, জীন, তাগুা, তকমা, তাকিয়া, দালান, দস্তানা, দূরবীন, দোয়াত, পরদা, পাজামা, পোলাও, ফরাশ, ফানুস, বরফ, বরফী, বাগিচা, বাদাম, বারকোশ, বুলবুল, মখমল, ময়দা, মলম, মশলা, মিছরী, মীনা, মুহুরী, মেজ, রিফু, রুমাল, রেকাব, রেশম, শানাই, শাল, শিশি, সিন্দুক, সোরাই, হাউই, হালুয়া, হুঁকা, হোজ » ইত্যাদি।

বিদেশী জাতির নাম :—« আরব, আরমানী, ইংরেজ, ইহুদী, হাবশী » ইত্যাদি। « হিন্দু » নামটীও ফারসী (সংস্কৃত « সিন্ধু » শব্দের প্রাচীন পারসীক বিকার-জাত)।

প্রাকৃতিক-বস্তু-বিষয়ক ও দৈনন্দিন-জীবন সম্পৃক্ত শব্দ :— « অন্দর, আওয়াজ, আব-হাওয়া, আসমান, আসল, ইয়ার, ওজন, কদম, কম, কায়দা, কারখানা, কোমর, খবর, খোরাক, গরম, গুজরান, চাঁদা, চাকর, জলদী, জানোয়ার, জাহাজ, জিদ, তল্লাশ, তাজা, দখল, দম, দরকার, দরুন, দাগা, দানা, দোকান, নগদ, নমুনা, নেহাৎ, পেশা, পছন্দ, পরী, ফুরসৎ, বজ্জাত, বন্দোবস্ত, বাহবা, বেকুব, মজবুত, মিয়াঁ, মোরগ, মুলুক, রকম, রোশনাই, সাদা, সাফ, হপ্তা, হাজার, হজম, হুঁশিয়ার, হুজুগ » ইত্যাদি।

তুর্কী শব্দ :—« আলখাল্লা, উর্দু, কাঁচী, কাবু, কোর্মা, খাতুন, -খাঁ, খানুম, গালিচা, চকমকি, চিক, চাকু, তবক, তুর্ক, দারোগা, বকশী, বাবুর্চী, বাহাদুর, বিবি, বেগম, মুচলকা, লাশ, সওগাৎ » ইত্যাদি।

ফারসীর পরে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে পোর্তুগীস-ভাষী 'ফিরাঙ্গী'-গণের বাণিজ্য-উপলক্ষ্যে বঙ্গ-দেশে আগমন ও হুগলী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম-অঞ্চলে ইহাদের বাসের ফলে, বাঙ্গালা ভাষায় **পোর্তুগীস** ভাষার কতকগুলি শব্দ প্রবেশ-লাভ করে। অষ্টাদশ শতকের মধ্য-ভাগে পোর্তুগীস ভাষার প্রভাব কমিয়া যায়। বাঙ্গালাতে প্রায় এক শত পোর্তুগীস শব্দ আছে; যথা, « ক্রুশ, গরাদিয়া, চাবি, জানেলা, তোয়ালিয়া, নিলাম, নোনা, পাঁউ-রুটী, পেঁপে, বালতি, বিস্তি, বোতাম, মিস্ত্রি, যীশু, সাবান » প্রভৃতি। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে, বাণিজ্য-হেতু, বঙ্গদেশে আগত ফ্রেঞ্চ বা ফরাসী ও ডচ্ বা ওলন্দাজদের ভাষারও কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালায় আসিয়া গিয়াছে; যথা—**ফরাসী**, « কার্তুজ, মেটে-ফিরাঙ্গী, ওলন্দাজ, দিনেমার, কুপন » ইত্যাদি; **ওলন্দাজ** ভাষার—« ইস্ক্রুপ, বোম (ঘোড়ার গাড়ীর), ক্রুপ বা তুরুপ, হরতন, রুইতন, ইস্কাবন ('চিঁড়িতন', 'চিঁড়িয়া' বা 'ছিঁড়িমার' শব্দটী কিন্তু দেশীয়) »।

এতদ্ভিন্ন, বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরেজীর প্রভাব এখন বাঙ্গালায় বিশেষ প্রবল—বিস্তর **ইংরেজী** শব্দ বাঙ্গালা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে, এবং আরও হইবে; জীবন-যাত্রার ও চিন্তা-জগতের সমস্ত দিক্ সংক্রান্ত ইংরেজী শব্দ, এখন ভারতীয় জীবনে প্রবর্ধমান ইউরোপীয় প্রভাবের সঙ্গে-সঙ্গে, বাঙ্গালা তথা অন্য ভারতীয় ভাষাতে আসিতেছে। এতদ্ভিন্ন, ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার নানা ভাষার শব্দ, প্রথম ইংরেজীতে গৃহীত হইয়া, পরে ইংরেজী শব্দ রূপেই বাঙ্গালাতে আসিতেছে; যথা, « জেব্রা » (দক্ষিণ-আফ্রিকার), « কাঙ্গারু » (অষ্ট্রেলিয়ার), « কুইনাইন » (পেরু—দক্ষিণ-আমেরিকার) « হারাকিরি, রিক্‌শা » (জাপানী), « গুদাম,

ক্রিস্ বা কিরিচ্ » (মালাই), « ম্যাজেণ্টা » (ইতালীয়), « লামা » (তিব্বতী), « বলশেভিক » (রুষ) ইত্যাদি।

ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া যায়। ইহাদের কতকগুলি সরাসরি মূল ভাষা হইতে গৃহীত, কতকগুলি আবার ইংরেজী বা অন্য ভাষার সংবাদ-পত্র বা পুস্তকের ভিতর দিয়া আসিয়াছে; যথা, « বরগী » (মারাঠি), « বানী » (হিন্দী), « তবলী, হরতাল » (গুজরাটী), « চেট্টি » (তামিল), « বোঙ্গা, হাঁড়িয়া » (সাওঁতালী- কোল-শ্রেণীর ভাষা), « লামা, য়াক্ » (ভোট বা তিব্বতী) « ফুঙ্গী, নাপ্পি » (বর্মী)। বাঙ্গালায় বিদেশী শব্দগুলি, বহু স্থলে বিকৃত, বা বাঙ্গালার উচ্চারণ-অনুসারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তদনুসারে বিদেশী শব্দগুলিকে দুইটী শ্রেণীতে ফেলা যায়—'শুদ্ধ' ও 'পরিবর্তিত'। « লাট, ডাক্তার, হাঁসপাতাল, বাক্স, কৌঁশুলি » (=lord, doctor, hospital, box, counsel), পরিবর্তিত ইংরেজী শব্দের নিদর্শন; তদ্রূপ, মূল ফারসী « খরীদার » স্থলে « খ'দ্দের », « মজ্.দূর » স্থলে « মজুর », « আলা হিদা » স্থলে « আলাদা », « জ়মীন্ » স্থলে « জমি », পরিবর্তিত ফারসী শব্দের নিদর্শন।

[৪] এতদ্ভিন্ন, পূর্বোক্ত তিন প্রকারের শব্দের সংযোগে (compounded), বা এক শ্রেণীর শব্দের সহিত অন্য শ্রেণীর প্রত্যয়াদির মিশ্রণে (affixed) সৃষ্ট, যে সমস্ত-পদ বা অন্য শব্দ বাঙ্গালাতে মিলে, সেগুলিকে বাঙ্গালা ভাষার মিশ্র শব্দ (Hybrid Words, বা Hybrids) বলা যায়। উদাহরণ যথা—

সমস্ত-পদ :—দেশী + বিদেশী—« রাজা-উজীর, হাট-বাজার, ধন-দৌলত, গোরা-বাজার, শাক-সবজী »; বিদেশী + দেশী—« পাঁউ-রুটী, মাষ্টার-মশাই, ডাক্তার-বাবু, হেড-পণ্ডিত »; বিদেশী + বিদেশী—« হেড-মৌলবী, পুলিশ-সাহেব, উকিল-ব্যারিষ্টার »। বিদেশী শব্দ + প্রাকৃত-জ প্রত্যয় :— « বাজার + -ইয়া = বাজারিয়া, বাজারে'; মাষ্টার + -ঈ = মাষ্টারী »; তৎসম শব্দ + বিদেশী প্রত্যয়— « পণ্ডিত + -গিরি = পণ্ডিতগিরি; দস্ত + -দান = দস্তদান »; বিদেশী শব্দ + তৎসম প্রত্যয়— « হিন্দু + ত্ব = হিন্দুত্ব; স-বুট পদাঘাত; নিকাহ্ + -ইতা = নিকাহিতা বিবি; শহর বা সহর + -ইক (ষ্ণ) = সাহরিক (নাগরিক-এর অনুকরণে, রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্যবহৃত) »; অর্ধ-তৎসম শব্দ + প্রাকৃত-জ প্রত্যয়—« গৃহিণী < গিন্নী + -পনা = গিন্নীপনা : বৈষ্ণব < বোষ্টম + -ঈ স্ত্রীলিঙ্গে = বোষ্টমী »; বিদেশী শব্দ + বিদেশী (অন্য ভাষার) উপসর্গ বা প্রত্যয়—« বে- (ফারসী) + টাইম (ইংরেজী) = বে-টাইম; বে-(ফারসী) + হেড (ইংরেজী) = বে-হেড; ডেপুটি-গিরি » ইত্যাদি।

বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় তৎসম শব্দের সংখ্যা খুবই বেশী—শতকরা প্রায় ৪৫টী শব্দ এই শ্রেণীর। প্রাকৃত-জ ও অর্ধ-তৎসম শব্দ সাধারণ ভাব লইয়া; কিন্তু শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও ভাবের যত শব্দ বাঙ্গালার

আছে, সেগুলির প্রায় সমস্তই তৎসম শব্দ। প্রাকৃত-জ, এবং বহু প্রাচীন বিদেশী শব্দের উৎপত্তি ও ইতিহাস, ভাল করিয়া আলোচিত হয় নাই, এবং এইগুলির সম্বন্ধে সকলে অবহিতও নহেন। অর্ধ-তৎসম শব্দ যে সংস্কৃত শব্দের বিকৃত রূপ, তাহা দর্শন-মাত্রই বুঝা যায়।

সংস্কৃত ভাষা গত তিন হাজার বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ভারতবর্ষের চিন্তা ও সভ্যতার সহিত একাঙ্গীভূত হইয়া আছে। প্রায় সমস্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া, এবং আবশ্যক হইলে সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয়ের সাহায্যে নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া, পুষ্টিলাভ করিয়াছে। নূতন যুগের নূতন ভাব, নূতন চিন্তাধারা, গভীর জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির কথা—এ-সব বিষয়ে কিছু বলিতে হইলেই, যেখানে পূর্ণভাব-দ্যোতক শব্দের আবশ্যকতা ঘটে, ভাষায় প্রচলিত প্রাকৃত-জ শব্দের সাহায্যে সেই আবশ্যকতা পূর্ণ করা সহজ-সাধ্য হয় না—প্রাকৃত-জ শব্দগুলি নূতন ভাব-প্রকাশের উপযোগী হয় না; এবং অপরিচিত বলিয়া বিদেশী শব্দও বহু স্থলে লোকে ব্যবহার করিতে চাহে না। এই জন্য, আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলির মূল-স্থানীয় সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। সংস্কৃতের অক্ষয় ও অনন্ত ভাণ্ডার, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী (হিন্দী), পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী, এবং তেলুগু, কানাড়ী, তমিল্, মালয়ালম্ প্রভৃতি আর্য্য ও অনার্য্য ভারতীয় ভাষা-সমূহের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। দেশের লোকের মনে যতই নূতন ভাব-সম্পৎ আসিতেছে, ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজনীয়তা ততই বেশী করিয়া অনুভূত হইতেছে। একে তো ভারতের প্রাচীন ভাষা বলিয়া, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ও ধর্মের বাহন বলিয়া, সংস্কৃত ভাষার প্রতিষ্ঠা সংস্কৃত শব্দাবলীর সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে; তদুপরি, সংস্কৃত ব্যাকরণের কল্যাণে এগুলির ব্যুৎপত্তি-ও সুনির্দিষ্ট, এবং এই ভাষার শব্দ-দ্বারা মানুষের মনের তাবৎ চিন্তা অতি সুচারু-রূপে প্রকাশিত হইতে পারে; এই হেতু, কালোপযোগী ভাব-সমূহের প্রকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক বলিয়া, সকলেই সংস্কৃত শব্দাবলীর অত্যাবশ্যকতা এবং অপরিহার্য্যতা স্বীকার করেন। মাতৃভাষার আলোচনাকারী বাঙ্গালীর কাছে, প্রাকৃত-জ, অর্ধ-তৎসম ও ভাষাগত বিদেশীয় শব্দের

প্রয়োগ সুপরিচিত; কিন্তু উচ্চভাব-দ্যোতক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ ও সাধন, তাহার কাছে যত্ন করিয়া আলোচনা করিবার বস্তু। সংস্কৃত ব্যাকরণ সুনিয়ন্ত্রিত বলিয়া, সেই ব্যাকরণ-অনুসারে সিদ্ধ সংস্কৃত শব্দকে অন্য-রূপে লিখিলে বা প্রয়োগ করিলে, ভাব-প্রকাশে বা অর্থ-গ্রহণে নানা অসুবিধা ঘটিতে পারে; এই জন্য এখানে নিয়মানুবর্তিতার অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে। এই-সব কারণে, এবং বাঙ্গালা ভাষার তৎসম শব্দাবলীর সংখ্যা-বাহুল্য ও সেগুলির প্রাধান্যের কথা চিন্তা করিয়া, বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায়, তৎসম শব্দগুলির সাধন- ও প্রয়োগ-বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে। এই-সকল শব্দের বর্ণ-বিন্যাস-রীতি, এগুলির স্বর-বর্ণ ও ব্যঞ্জন-বর্ণের পরিবর্তন, এগুলির ব্যুৎপত্তি, ধাতু, কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়,—সমস্তই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে হইলেও, সেই-সকল নিয়ম বাঙ্গালা ব্যাকরণের অঙ্গীভূত বলিয়া ধরা হয়।

এই ব্যাকরণে, বাঙ্গালার নিজস্ব উচ্চারণ-রীতি ও ধ্বনি-তত্ত্ব, রূপ-তত্ত্ব এবং বাক্য-রীতি আলোচিত হইয়াছে,—যে-সমস্ত রীতি ও তত্ত্ব, প্রাকৃত-জ, তৎসম, অর্ধ-তৎসম, বিদেশী ও মিশ্র নির্বিশেষে, সমস্ত বাঙ্গালা শব্দ-সম্বন্ধে প্রযোজ্য; এতদ্ভিন্ন, সঙ্গে-সঙ্গে বিশেষ-ভাবে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দাবলীর সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী সাধন ও প্রয়োগ-ও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অনুশীলনী

১। ভাষা কাহাকে বলে? ব্যাকরণ কাহাকে বলে? বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ বলিতে কি বুঝায়? বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ প্রথম কে রচনা করেন?

২। 'সাহিত্যের ভাষা' ও 'কথিত ভাষা' বলিতে কি বুঝায়? বাঙ্গালা 'সাধু-ভাষা' ও 'চলিত-ভাষা'র পার্থক্য কি?

৩। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলিকে কয়টী শ্রেণীতে ফেলা যায়? উদাহরণ-সহ বাঙ্গালা শব্দ-ভাণ্ডারের শ্রেণী-বিভাগ কর।

৪। 'মিশ্র শব্দ' কাহাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রত্যেকটীর শ্রেণী নির্দেশ কর :—

« চাঁদ, নেমন্তন্ন, শুনে, আদালত, চন্দর, হ'লুদে, সবুজ, মসজিদ, জমি, ইস্কাবন, লাট, ভোট, স্লেব্রা, সোভিয়েট, কুইনাইন, মাষ্টারী, মজুরনী, খাঁ, বেকার, বে-টাইম »।

ব্যাকরণের বিভাগ

ব্যাকরণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা হইয়া থাকে—

[১] ভাষার ধ্বনি (Sounds) সম্পর্কীয় নিয়ম অবলম্বন করিয়া, ভাষার **ধ্বনিতত্ত্ব** (Phonology)। ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় :—ভাষার ধ্বনিগুলির উচ্চারণ; ধ্বনিগুলির ক্রিয়া; ভদ্র বা শিষ্ট সমাজে প্রচলিত উচ্চারণ; ছন্দো-বিধি; এবং লিখিবার সময়ে শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস ও যতিচ্ছেদের নিয়ম।

[২] ভাষার শব্দের রূপ (Forms) সম্পর্কীয় নিয়ম অবলম্বন করিয়া ভাষার **রূপতত্ত্ব** (Morphology)। শব্দ ও পদ-সাধনে কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়, সমাস, সুপ্-তিঙ্, অব্যয় বা নিপাত—এই-সমস্ত বিষয়ের আলোচনা রূপতত্ত্বের অন্তর্গত।

[৩] **বাক্য-রীতি**—ভাষার বাক্য-গত শব্দের ক্রম (Word-Order, Syntax); বাক্য-বিশ্লেষ (Analysis of Sentences) ইহার অন্তর্গত।

---

[১] ধ্বনিতত্ত্ব

উচ্চারণ-তত্ত্ব (Phonetics)—বাঙ্গালার উচ্চারণ (Pronunciation), শুদ্ধ বর্ণ-বিন্যাস (Orthography) ও বাঙ্গালা শব্দের সাধু উচ্চারণ (Orthoëpy).

বাঙ্গালা বর্ণমালা ও উচ্চারণ

কোনও ভাষার উচ্চারিত শব্দকে (Word-কে) বিশ্লেষ করিলে, আমরা কতকগুলি **ধ্বনি** (Sound) পাই।

যে ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং পূর্ণ ও পরিস্ফুট-ভাবে উচ্চারিত হয়, এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া অন্য ধ্বনি প্রকাশিত হয়, তাহাকে **স্বর-ধ্বনি** (Vowel Sound) বলে ; যেমন, « আ, অ্যা, এ, ও »।

যে ধ্বনি স্বর-ধ্বনির সাহায্য ব্যতীত স্পষ্ট-রূপে উচ্চারিত হইতে পারে না, এবং সাধারণতঃ যে ধ্বনি অপর ধ্বনিকে আশ্রয় করিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহাকে **ব্যঞ্জন-ধ্বনি** (Consonant Sound) বলে ; যেমন, « ক্, চ্, ড়্, শ্ » ইত্যাদি। এগুলিকে শ্রুতি-যোগ্য করিয়া প্রকৃষ্ট-রূপে উচ্চারণ করিতে হইলে, স্বর-ধ্বনির আশ্রয় লইতে হয় ; যেমন, « ক » (=ক্+অ), « কা » (ক্+আ), « অক্ », « কি » (ক্+ই), « ইশ্ », « চি » (চ্+ই), « এচ্ », « আড়্ » ইত্যাদি।

ধ্বনি-নির্দেশক চিহ্নকে **বর্ণ** (Letter) বলে ; যেমন, « অ, ই, ক, শ, ল » ইত্যাদি। স্বরধ্বনি-দ্যোতক চিহ্নকে **স্বর-বর্ণ** (Vowel Letter) ও ব্যঞ্জনধ্বনি-দ্যোতক চিহ্নকে **ব্যঞ্জন-বর্ণ** (Consonant Letter) বলে।

কোনও ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণগুলির সমষ্টিকে সেই ভাষার **বর্ণমালা** **(Alphabet)** বলা হয়।

বাঙ্গালা বর্ণমালা

বাঙ্গালা বর্ণমালায় নিম্নে প্রদত্ত সরল বা বিযুক্ত বর্ণগুলি আছে—

স্বর-বর্ণ—অ, আ, ই, ঈ, ঋ, (ৠ, ঌ), এ, ঐ, ও, ঔ।

ব্যঞ্জন-বর্ণ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ ; চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ; ত, থ, দ, ধ, ন ; প, ফ, ব, ভ, ম ; য, র, ল, ৱ ; শ, ষ, স, হ ; ড়, ঢ়, য় ; ং, ঃ।

বাঙ্গালা স্বর-বর্ণের উচ্চারণ

ব্যঞ্জন-বর্ণের পরে থাকিলে, স্বর-বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। কেবল অ-কারের জন্য কোনও বিশেষ সংক্ষিপ্ত রূপ নাই—অ-কার ব্যঞ্জন-বর্ণের গাত্রের মধ্যে যেন নিলীন থাকে ; এবং « ্ » চিহ্ন ব্যঞ্জন-বর্ণের নিম্নে বসাইলে, এই অ-কারের লোপ বিজ্ঞাপিত হয় ; « ্ » চিহ্নের নাম হসন্ত বা বিরাম।

অন্য স্বর-বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ—« আ = া ; ই = ি ; ঈ = ী ; উ = ু, ু, ু » ; ঊ = ূ, ূ ; ঋ = ৃ ; ৠ = ৄ ; ঌ = ৢ ; এ = ে ; ঐ = ৈ , ও = ো ; ঔ = ৌ »।

অ—« অ »-কারের দুই প্রকার উচ্চারণ বাঙ্গালায় পাওয়া যায় ; [১] সাধারণ উচ্চারণ—অনেকটা ইংরেজী law, all, caught-এর স্বর-ধ্বনির মত ; যেমন, « কথা, চলা, অধীর » ইত্যাদি ; ইহাই বাঙ্গালা « অ »-এর স্বকীয় উচ্চারণ ; [২] ও-কারবৎ উচ্চারণ—সাধারণতঃ পরবর্তী অক্ষরে « ই » বা « উ » ধ্বনি থাকিলে, বা য-ফলা বা « ক্ষ » (বাঙ্গালা উচ্চারণে [খ্য]) থাকিলে, অ-কার ও-কারবৎ উচ্চারিত হয় ; যেমন, « অতি [= ওতি], বসু [= বোশু] » ; « সে করে », কিন্তু « আমি করি [= কোরি] »—ই-কার থাকায়, এখানে অ-এর ও-ধ্বনি ; « চলুক [= চোলুক্] » ; « তাৎপর্য্য [= তাৎপোর্‌জো] » ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় অ-কার, একাক্ষর শব্দে দীর্ঘ-রূপেও উচ্চারিত হয় ; যথা—« জল = জ—ল্ (কিন্তু জ-লা) ; কর = ক—র্ (কিন্তু ক-রা) »।

যেখানে « অ-» বা « অন্-», 'না' এই অর্থে শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হয়, সেখানে কিন্তু পরে

« ই » বা « উ » ধ্বনি থাকিলেও, ইহার ও-উচ্চারণ হয় না ; যেমন, « অ-স্থির, অ-ধীর, অ-নিত্য, অ-কুল, অনুচিত, অনৃত, অ-তুল » (শেষোক্ত শব্দটী ব্যক্তি-বিশেষের নাম-রূপে ব্যবহৃত হইলে, উচ্চারণে [ওতুল] হয়) ; তুলনীয়—« অস্থির অঙ্গারের অ-স্থির স্ফুলিঙ্গ » (=[ওস্থির্ অঙ্গারের্ অস্থির্ স্ফুলিঙ্গ], অর্থাৎ 'হাড়ের কয়লার চঞ্চল ফিন্‌কি')। এই প্রকার, 'সহিত'-অর্থে অথবা 'সম্পূর্ণ'-অর্থে, শব্দের আদিতে « স-» বা « সম্ » আসিলে, ইহার অন্তর্গত অ-কারের উচ্চারণ « অ »-ই থাকে, « ও » হয় না ; যথা—« সবিনয়, সধূম, সমূলক, সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণ, সম্প্রীতি »।

কতকগুলি পদের অন্তস্থিত অ-কার সাধারণতঃ ও-কার-রূপে উচ্চারিত হয় ; যেমন, « ভাল, কাল, বড়, ছোট=[ভালো, কালো, বড়ো, ছোটো] »। বাঙ্গালা ভাষায় শব্দ যদি দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য তাহাকে ছোট (সাধারণতঃ দুই অক্ষর-ময়) অক্ষর-সমষ্টিতে ভাঙ্গিয়া লওয়া হয়, এবং এইরূপ অক্ষর-সমষ্টির শেষ অক্ষরে « অ » থাকিলে, সেই « অ »-এর ধ্বনি ও-কারবৎ হয় ; যেমন, « অনবরত=[অনো-বরো-তো] »। শব্দে দুই অক্ষরের শেষের অক্ষরে « অ » থাকিলে, তাহা ও-বৎ উচ্চারিত হয় ; « অনল=[অনোল্] », ইংরেজী number « নম্বর= [নম্বোর্] », « পিতল=[পিতোল, পেতোল] » ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন, কতকগুলি ণ- বা ন-কারান্ত একাক্ষর শব্দে « অ »-এর উচ্চারণ ও-কার হয় ; যেমন, « পণ (=পরিমাণ), মন, বন, ধন, জন » ; কিন্তু « পণ (=প্রতিজ্ঞা), রণ, গণ, শণ, সন »-এর বেলায় শুদ্ধ « অ » হয়।

বাঙ্গালা অন্ত্য « অ »-কার

আধুনিক বাঙ্গালায় শব্দের অন্তের « অ »-কার (যাহা ব্যঞ্জন-বর্ণের গাত্রে লীন হইয়া অদৃশ্য-রূপে থাকে তাহা) বহুশঃ অনুচ্চারিত থাকে—শেষ বর্ণটী হসন্ত-রূপে উচ্চারিত হয় ; যথা, « রাম, হাত, কান, ধান, কাল, সলিল, মাতুল » ইত্যাদি। প্রাকৃত-জ, অর্ধ-তৎসম এবং বিদেশী শব্দে আজকাল অনেক লেখক ও-কারের ন্যায় উচ্চারিত অন্ত্য « অ »-কারকে পুরাপুরি ও-কার (ো) রূপে লিখিয়া, ইহার অস্তিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন ; যেমন « কাল [=কাল্] (সময়), কাল=কালো (কৃষ্ণবর্ণ) ; বার [=বার্] (দিন, সময়), বার=বারো (দ্বাদশ) ('কা'ল রবিবার যখন সন্ধ্যাকাল, কালো কাকটা তখন বারো বার এসেছিল') » ; « পাঠান্ (তিনি প্রেরণ করেন), পাঠান (আফগান-জাতীয়), পাঠানো (প্রেরিত) » ইত্যাদি। প্রাকৃত-জ, অর্ধ-তৎসম ও বিদেশী শব্দে, আমাদের সহজ ভাষাজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা ঠিক-মতন উচ্চারণ করিয়া যাই—বানানে ও-কার না লিখিয়া « অ »-কার রাখিয়া দিলেও, বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না—যদিও ও-কার লিখিলে নিশ্চিত-রূপে উচ্চারণটা ধরা যায়।

বাঙ্গালা প্রাকৃত-জ শব্দে বা পদে, কতকগুলি বিশেষ স্থলে ও প্রত্যয়ে, অন্ত্য «-অ»-কার উচ্চারিত হয়; যথা, [১] কতকগুলি বিশেষণে: «ভাল, বড়, ছোট, খাট, কাল, ধল» ইত্যাদি; সর্বনাম-জাত বিশেষণে; «এত, অত, তত, যত কত; হেন, যেন, কেন»; [২] «মত» (-মন্ত প্রত্যয় হইতে); [৩] সংখ্যা-বাচক শব্দে: «এগার, বার, তের, পনের, ষোল, সতের, আঠার»; [৪] «-অন» -প্রত্যয়ে: «করান, বা করানো»; [৫] দ্বিরুক্ত বিশেষণে এবং অনুকার-শব্দে: «মর-মর, কাঁদ-কাঁদ, ঝর-ঝর, ছল-ছল (ঝর্-ঝর্, ছল্-চল্ ইত্যাদির পার্শ্বে)»; [৬] ক্রিয়ায়: অতীতে «-ইল» বা «-ল», ভবিষ্যতে «ইব, -ব», নিত্যবৃত্ত অতীতে «-ইত, -ত», অনুজ্ঞায় «-অ»।

তৎসম শব্দে অনেক সময়ে সন্দেহ থাকে। তৎসম শব্দের অন্ত্য «-অ»-কারের উচ্চারণ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম দেওয়া গেল—

তৎসম শব্দে সাধারণতঃ অন্ত্য «অ»-কারের লোপ হয়; যেমন, «বিচার, বিচরণ, বর্ধন, ধীর, প্রবীর, অনুপম, অসুর» ইত্যাদি। কিন্তু -

[১] অন্ত্য অক্ষরে সংযুক্ত বর্ণ (অর্থাৎ দুইটী বা দুইয়ের অধিক ব্যঞ্জন) একত্র থাকিলে, «অ»-কারের লোপ হয় না; যেমন, «ভক্ত, চিহ্ন, স্বাস্থ্য, সূর্য্য, চন্দ্র, ধর্ম, পূর্ব, বিজ্ঞ, অন্ত» ইত্যাদি। অন্ত্য অক্ষরের পূর্বে অনুস্বার বা বিসর্গ থাকিলেও «অ»-কার সংরক্ষিত হয়; যথা. «হংস, বংশ, দুঃখ»।

[২] ই-কার ও এ-কারের পরে «য়» থাকিলে, সেই «য়»-র অ-কার লুপ্ত হয় না। যথা— «প্রিয়, দেয়, পেয়, বিধেয়, নির্ণেয়; মৈত্রেয়, আত্রেয়» (কিন্তু «বিষয়, ন্যায়, উপায়, বিনয়»)।

[৩] বিশেষণ শব্দের শেষ অক্ষরে «ঢ, হ» থাকিলে, অন্ত্য «অ»-কারের লোপ হয় না; যথা, «দৃঢ়, গাঢ়, মূঢ়; দেহ, স্নেহ, বিবাহ, অনুগ্রহ» ইত্যাদি।

[৪] «-ত» ও «-ইত»-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদে «অ»-কার লোপ পায় না; «পুলকিত, গত, নত, মত, রত, অনূদিত, অনুবাদিত, ব্যাখ্যাত, গীত, নীত, রক্ষিত, পীত» ইত্যাদি। এইরূপ শব্দ বিশেষ্য-রূপে ব্যবহৃত হইলে কিন্তু «-অ»-কারের লোপ হয়; যথা, «গীত, মত, বিহিত, নিশ্চিত, পালিত্ (পদবী—কিন্তু 'পালিত পুত্র'), রক্ষিত্ (পদবী)»। দুই-এক স্থলে কিন্তু এই নিয়মের ব্যত্যয় বিকল্পে ঘটিতে দেখা যায়, যথা, «গর্হিত বা গর্হিত্; বর্জিত বা বর্জিত্»।

[৫] «-তর, -তম» -প্রত্যয়-যুক্ত বিশেষণ পদে, বহু স্থলে «-অ»-কার লুপ্ত হয় না; «উচ্চতর, নিম্নতর» (কিন্তু «উত্তর, উত্তম, প্রিয়তম» প্রভৃতিতে অনুচ্চারিত)।

সাধারণ ভাবে, যে-সকল তৎসম শব্দ কথোপকথনের ভাষায় তেমন বেশী করিয়া ব্যবহৃত হয় না,

সেগুলির অন্ত্য « -অ » লোপ পায় না; যেমন, « নগ, নব (কিন্তু যব্, রব্), তব, মম, শম, দম, দ্রোণ, ব্রণ (ব্রণ্), বৃষ, কৃশ, তৃণ (তৃণ্), মৃগ » ইত্যাদি। শব্দের প্রথম অক্ষরে « ঐ » ও « ঔ » থাকিলে, যদি এই দুই স্বর-ধ্বনিকে একাক্ষর করিয়া উচ্চারণ করা হয়, তাহা হইলে অন্ত্য « অ »-কারের লোপ হয় না; যথা, « তৈ-ল, শৈ-ল, মৌ-ন, গৌ-ণ », অ-কারান্ত; কিন্তু « ঐ, ঔ » -কে ভাঙ্গিয়া দুই অক্ষর « অ ই, অ উ » করিয়া লইলে, « অ » -কারের লোপ হয়; যথা, « ত-ইল্, শ-ইল্, ম-উন্, গ-উণ্ » ইত্যাদি।

সমাস-নিবদ্ধ পদে, প্রথম শব্দের অন্ত্য « অ » -কার, সাধারণতঃ উচ্চারিত হয়; যেমন, « পদ-সেবা, রণ-তরী, জন-সমাজ, গণ-তন্ত্র, চিকুর-ভার, দান-বীর, গীত-গোবিন্দ, ভার-বাহী (বিকল্পে দান্-বীর্ গীত্-গোবিন্দ, ভার্-বাহী) » ইত্যাদি।

« নিজ » শব্দ, চলিত-ভাষায় অ-কারান্ত [নিজ্অ]; কিন্তু বহু স্থলে, বিশেষতঃ পূর্ব-বঙ্গে, ইহা হসন্ত [নিজ্]-রূপে উচ্চারিত হয়।

লুপ্ত অ-কার—সংস্কৃতে বহু স্থলে সন্ধি বা দুইটী শব্দের ধ্বনির মিলন হইলে, অ-কারের লোপ হয়। এই লুপ্ত অ-কারের জন্য একটী অক্ষর আছে—« ঽ »; পাঠ-কালে ইহা উচ্চারিত হয় না; তবে ইহার অবস্থানের দ্বারা, পূর্বে যে একটী অ-কার ছিল তাহা জানানো হয়; যথা, « ততঃ+অধিক = ততোঽধিক », উচ্চারণে [ততোধিক]।

আ—ইহার উচ্চারণ-অনেকটা ইংরেজী father, calm শব্দের a-র মত। বাঙ্গালায় বহু শব্দে « আ » হ্রস্ব করিয়া উচ্চারিত হয়; যেমন, « রাম [রা—ম্]» —এখানে আ-কার দীর্ঘ; « রামা »—এখানে আ-কার অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব।

ই, ঈ—হ্রস্ব ও দীর্ঘ—« দিন-দিন » এবং « দিন » ও « দীন » শব্দের মত। [নিম্নে ‘ হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর ’ শীর্ষক অংশ দ্রষ্টব্য।]

উ, ঊ—হ্রস্ব ও দীর্ঘ—যথাক্রমে « রূপা » ও « রূপ » শব্দের « উ »-ধ্বনির মত। [নিম্নে ‘ হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর ’ শীর্ষক অংশ দ্রষ্টব্য।]

ঋ, ৠ, ঌ—বাঙ্গালায় এই তিনটী বর্ণের উচ্চারণ [রি, রী, লি]। বাঙ্গালায় এগুলিকে ঠিক স্বর-ধ্বনি বলা চলে না, কারণ বাঙ্গালায় এগুলি হইতেছে, র-ল-এর সহিত সংযুক্ত ই-ঈ-র ধ্বনি। সংস্কৃতে এগুলি স্বর-ধ্বনি রূপে উচ্চারিত

হইত, [রি, লি] রূপে ; ই-কার বা অন্য কোনও স্বর এগুলিতে আসিত না ; সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারেই বাঙ্গালা বর্ণমালায় এগুলি স্বরবর্ণ-সমূহের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় ঌ-র ব্যবহার নাই।

« ঋ, ৃ » বাঙ্গালায় সাধারণতঃ তৎসম শব্দের বানানেই মিলে—যেমন, « ঋষি, ঋণ, ঋগ্বেদ, পিতৃব্য, সুকৃতি, ভ্রাতৃস্নেহ, পিতৃণ, কৢপ্ত » ইত্যাদি ; এবং সময়ে-সময়ে বিদেশী শব্দে, লিখন-সংক্ষেপের জন্য « রি » (অর্থাৎ র-ফলার পরে ই-কার) না লিখিয়া, কেবল « ৃ »-দ্বারা কাজ চালানো হয় ; যেমন, « মৃজা=মির্জা বা মীরজা ; বৃটিশ=ব্রিটিশ ; খৃষ্ট=খ্রীষ্ট বা খ্রিষ্ট »। এই ভাবে বিদেশী শব্দে « ৃ » ব্যবহার করা অনুচিত, « রি » বা র-ফলা ব্যবহার করাই উচিত ; এই জন্য « ব্রিটিশ, খ্রীষ্ট, প্রিভি-কাউন্‌সিল, ক্রিকেট », প্রকৃষ্ট বর্ণ-বিন্যাস ; « বৃটিশ, খৃষ্ট, পৃভি-কাউন্‌সিল, কৃকেট » প্রভৃতি সর্বথা বর্জনীয়।

এ—এই বর্ণের দুইটী উচ্চারণ—[১] ইহার নিজ উচ্চারণ, যেমন, « দেশ, মেঘ, অবশেষ » ইত্যাদি ; ইহাই এই বর্ণের মূল ধ্বনি। [২] বিকৃত উচ্চারণ—« 'অ্যা' », ইংরেজী cat, bat-এর a-র মত ; যেমন, « এক, একা, দেখেন=[অ্যাক্, অ্যাকা, দ্যাখেন] » ইত্যাদি। এ-কারের এই বিকৃত উচ্চারণ কেবল শব্দের আদিতে পাওয়া যায়।

ঐ—এটী একটী যৌগিক স্বর-ধ্বনি বা সন্ধ্যক্ষর (Diphthong) : বাঙ্গালায় ইহা যেন « ও » এবং « ই » এই দুই ধ্বনির পর-পর দ্রুত উচ্চারণের ফল ; যথা, « ঐক্য, চৈতন্য, ধৈর্য্য, বৈদেশিক=[ওইক্কো, চোইতোন্নো, ধোইর্‌জো, বোইদেশিক্] »।

সংস্কৃতে কিন্তু ইহার উচ্চারণ ছিল « আ+ই=আই »। এই জন্য সংস্কৃতের « নৈ+অক » হইতে « নায়ক », অর্থাৎ « নাই+অক=নাইঅক, নায়্অক, নায়ক »।

প্রাকৃত-জ ও বিদেশী শব্দের « অই, অয়্ » বা « ওই » কে সংক্ষেপের জন্য অনেক সময়ে « ঐ » লেখা হয় ; যথা, « দৈ, খৈ, কৈ-মাছ, তৈয়ারী, কৈসর-এ-হিন্দ্ » ইত্যাদি।

ও—ইংরেজী robe, boat প্রভৃতি শব্দের o, oa-র সহিত ইহার উচ্চারণের মিল আছে ; যথা, « রোগ, রোগা, শোক, পুরোহিত, ভোগ, যোগ, বিয়োগ, বোন্ » ইত্যাদি।

ঔ—এটীও একটী **যৌগিক স্বর-ধ্বনি** (Diphthong) ; ইহার বাঙ্গালা উচ্চারণ « ও+উ » ; যথা, « যৌবন, কৌরব, সৌরভ, দৌড় »।

সংস্কৃতে ইহার উচ্চারণ কিন্তু ছিল « আ+উ=আউ » ; এই জন্য সংস্কৃতে « গৌ+ঈ=গাবী, অর্থাৎ গাউ+ঈ=গাউঈ=গাবী (এখানে ব হইতেছে অন্তঃস্থ ব, সংস্কৃত উচ্চারণ মত w) »।

প্রাকৃত-জ ও বিদেশী শব্দের « অউ, অও » বা « ওউ »-কে সংক্ষেপে বহু স্থলে « ঔ » কার দিয়া লেখা হয় : « বৌ=বউ, মৌ=মউ, জৌ=জউ, নৌ-রোজ, সোখীন (=শৌকীন) » ইত্যাদি।

বাঙ্গালা বর্ণমালায় স্বর-**বর্ণের** সংখ্যা তেরটী, কিন্তু সাধু ও চলিত বাঙ্গালার বিভিন্ন ও বিশিষ্ট স্বর-**ধ্বনি** (কলিকাতা-অঞ্চলের ভদ্র ভাষায়) মাত্র এই সাতটী—[**অ, আ, ই, উ, এ, 'অ্যা', ও**]।

বাঙ্গালা সন্ধ্যক্ষর

এই স্বর-ধ্বনিগুলির সমবায়ে বা মিলনে, নানা **সন্ধ্যক্ষর**, বা **যৌগিক -ধ্বনির** (Diphthong-এর) উদ্ভব হয় ; তন্মধ্যে মাত্র দুইটীর জন্য বর্ণ, বাঙ্গালা বর্ণমালায় মিলে : « ঐ=[ওই], ঔ=[ওউ] »। অবশিষ্ট যৌগিক স্বর-ধ্বনির জন্য পৃথক্ বর্ণ নাই, এগুলির মৌলিক বর্ণগুলিকে (একক, অথবা য়-কারের সহিত যুক্ত করিয়া) পাশাপাশি লিখিয়া, এগুলিকে প্রকাশ করা হয়।

চলিত-ভাষায় এরূপ ২৫টী যৌগিক স্বর-ধ্বনি আছে ; যথা—

« ইএ, ইএ—নিয়ে' ; ইআ, ইয়া—ইয়ার ; ইও, ইয়ো—দিও, প্রিয় ; ইউ—পিউ, মিউ-মিউ, এই—লেই, খেই ; এআ, এয়া—খেয়া, কেয়া ; এও—চেও=চাহিও ; এউ—কেউ, ঘেউ-ঘেউ ; অ্যাএ, অ্যায়্—দ্যায়্ ; অ্যাও—ম্যাও ; আই—যাই, খাই ; আএ, আয়্—খায়, নায় ; আও—যাও, খাও ; আউ—দাউ-দাউ ; অএ=অয়্—হয়, নয় ; অআ—সওয়া=সআ ; অও—হও, কও, নও ; ওই—কই, ঐ ; ওএ=ওয়্—ক'যে, ধোয ; ওআ, ওয়া—ধোয়া, রোয়া ; ওউ=ঔ বউ, জৌ ; উই—দুই ; উএ=উয়ে—দুয়ে=দুহিয়া ; উআ=উয়া—জুয়া ; উও, উয়ো—কুয়ো। »

দ্রুত উচ্চারণে, পূর্বোক্ত স্বর-ধ্বনিগুলি যৌগিক স্বর-ধ্বনি হইয়া যায় ; আবার ধীরে উচ্চারণ করিলে, দুইটী পৃথক স্বর রূপেই প্রতিভাত হয়।

তিনটী স্বর-ধ্বনির মিশ্র বা যৌগিক স্বর ধ্বনিও (Triphthongs) বাঙ্গালায় সম্ভব ; যথা, তিনটী ধ্বনির : « ইয়েই ; ইয়েও ; ইআএ, ইয়ায় ; এইয়ে ; এইও, এইয়ো ; এয়াও ; এওই ; এউও ;

অ্যায়েই ; অ্যাওই ; আইয়ে ; আইও ; আয়েই ; আওই ; আউই ; অয়ই ; অওই ; অএও, অয়ও, অয়েও ; ওইয়ে ; ওয়েই ; ওয়েও ; ওয়াই ; ওআএ, ওয়ায় ; ওউই ; উইয়ে ; উইও ; উয়েই ; উযেও ; উআএ, উয়ায় ; উয়াও ; উওএ, উওয় » ।

একটী স্বর, অবিকৃত বা অমিলিত ভাবে, পর পর দুইবার বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় ; যথা, « ই-ই » —« নিইই—আমি তো নিই-ই » ; « ও-ও » —« ধোও, ধোও » ; « এএ »—« খেয়ে [খেএ]= খাইয়া » ।

অক্ষর (Syllable)

বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনিকে **অক্ষর** (Syllable) বলে। এক বা একাধিক ধ্বনি লইয়া অক্ষর গঠিত হয়। প্রত্যেক অক্ষরে একটী স্বর-ধ্বনি (সরল বা যৌগিক, অথবা স্বর-রূপে ব্যবহৃত ব্যঞ্জন) থাকে। অক্ষর **স্বরান্ত** (Open) বা **ব্যঞ্জনান্ত** (Closed) হয়। স্বরান্ত অক্ষর যথা, « এ ; ও ; স্ত্রী ; কে ; মা-লা, পি-তা » ; ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর, « কার্ ; ত্যাগ্ ; এক্-টা ; ধর্ম=ধর্-ম ; চন্দ্র=চন্-দ্র » ইত্যাদি। সন্ধ্যক্ষরাত্মক অক্ষরকে বিকল্পে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর রূপে গ্রহণ করা যায় ;—যথা, « ভাই, ওই, কেউ, কএ=কয়, দাও (ই, উ, এ, ও—ব্যঞ্জন-ধ্বনির ন্যায় প্রযুক্ত) » ।

সানুনাসিক স্বর (Nasalised Vowels)

সাধু বাঙ্গালার সাতটী স্বর-ধ্বনি ও বিভিন্ন যৌগিক স্বর বা সন্ধ্যক্ষর, সানুনাসিক করিয়া উচ্চারণ করা যায়—অর্থাৎ উচ্চারণের সময়ে মুখ ও নাসিকা উভয় পথ দিয়া বায়ুকে নির্গত করা যায় বলিয়া, এগুলি 'নাক্কী' স্বরেও উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালায়, « ঁ » (**চন্দ্রবিন্দু**) এই চিহ্ন-দ্বারা স্বর-বর্ণের সানুনাসিক ভাব প্রদর্শিত হয় ; যথা, « আ—আঁ ; পাক—পাঁক ; তাহার—তাঁহার » ইত্যাদি।

বাঙ্গালা-দেশের কোনও-কোনও প্রান্তে সানুনাসিক উচ্চারণ অজ্ঞাত ; চন্দ্রবিন্দু-যোগে সানুনাসিক উচ্চারণ প্রদর্শন ও উচ্চারণ করণ সম্বন্ধে সেই-সমস্ত প্রান্তের ছাত্রদের অবহিত হওয়া উচিত, কারণ

সানুনাসিক হইলে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে; যথ—« কাটা, কাঁটা; পাক, পাঁক; তাত, তাঁত » ইত্যাদি।

শব্দ-মধ্যে « ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ঁ » প্রভৃতি নাসিক্য ধ্বনি থাকিলে, নিকটবর্তী স্বর-ধ্বনিও বাঙ্গালার উচ্চারণে অনুনাসিক-ভাব-গ্রস্ত হয়; যথা, « মা »—বাঙ্গালা উচ্চারণে [ম্—আ] নহে, [ম্-আঁ, মাঁ]; « নাম » =[ন্—আম্] নহে, [ন্-আঁম, নাঁম্]—ইত্যাদি।

হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর (Short and Long Vowels)

স্বর-ধ্বনির হ্রস্বতা- বা দীর্ঘতা-সম্বন্ধে বাঙ্গালা উচ্চারণে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। Monosyllabic অর্থাৎ **একাক্ষর পদ,** সাধারণতঃ বাঙ্গালায় দীর্ঘ করিয়া উচ্চারিত হয়: « দিন ('দিবস'), দীন ('দরিদ্র'), দিন (='দিউন, আপনি দান করুন'), দীন ('মুসলমান ধর্ম') »—এই চারিটী একাক্ষর শব্দের উচ্চারণ এক প্রকারের—একক অবস্থিত বা উচ্চারিত হইলে, চারিটীই দীর্ঘ করিয়া উচ্চারিত হয়; কিন্তু একাধিক অক্ষরের পদে, অথবা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত বাক্যে আসিলে, এই কয়টী শব্দের ই-ধ্বনি, দীর্ঘ হইতে হ্রস্ব হইয়া দাঁড়ায়; যথা, « দিন-কাল; দীন-দুঃখী; বইটী আমায় দিন্ তো; দীন-দুনিয়ার মালিক »।

[ক] ই (ঈ)-কারের উচ্চারণে জিহ্বা আগাইয়া আইসে, ও উচ্চে অগ্র-তালুর কঠিনাংশের কাছাকাছি পহুঁছে। এ-কারের উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান, ই-কারের মত সম্মুখে, কিন্তু একটু নীচে; 'অ্যা'-কারের বেলায় আরও নীচে। [ই (ঈ), এ, 'অ্যা']—এগুলির উচ্চারণে জিহ্বা আগাইয়া সম্মুখ ভাগে (দন্তের দিকে) চলিয়া আইসে বলিয়া, এগুলিকে 'সম্মুখস্থ স্বর-ধ্বনি' (Front Vowels) বলা হয়। ই (ঈ)-কারের বেলায় জিহ্বা উচ্চে থাকে; অতএব ইহাকে 'উচ্চাবস্থিত সম্মুখস্থ স্বর-ধ্বনি' (High Front Vowel) বলা চলে; [এ] তদ্রূপ 'মধ্যাবস্থিত' (Mid Front Vowel), এবং ['অ্যা'] 'নিম্নাবস্থিত সম্মুখস্থ স্বর-ধ্বনি' (Low Front Vowel)।

[খ] উ (ঊ)-কারের উচ্চারণে জিহ্বা পিছাইয়া আইসে, ও পশ্চাত্তালুর কোমল অংশের কাছাকাছি উঠে। ও-কারের উচ্চারণে জিহ্বা আরও একটু নিম্নে আইসে, এবং অ-কারের বেলায় আরও নিম্নে। মুখের পশ্চাৎ বা অভ্যন্তর ভাগে জিহ্বার আগমনের কারণ, এই ধ্বনিত্রয়কে 'পশ্চাদ্ভাগস্থ স্বর-ধ্বনি' (Back Vowels) বলে। এই 'পশ্চাদ্ভাগস্থ' স্বর-ধ্বনিগুলির মধ্যে,

বাঙ্গালা স্বর-বর্ণের উচ্চারণে মুখের অভ্যন্তরে জিহ্বাদি বাগ্-যন্ত্রের সমাবেশ (Position of the Vocal Organs in pronouncing the Bengali Vowels), **এবং বাঙ্গালা স্বর-ধ্বনির শ্রেণী-বিভাগ** (Classification of the Bengali Vowel Sounds)।

সাধু-বাঙ্গালার ও চলিত-বাঙ্গালার সাতটী স্বর-ধ্বনি « অ, আ, ই, উ, এ, 'অ্যা', ও »—এগুলির উচ্চারণের সময়ে মুখাভ্যন্তরে জিহ্বার অবস্থান, নিম্নে প্রদত্ত চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

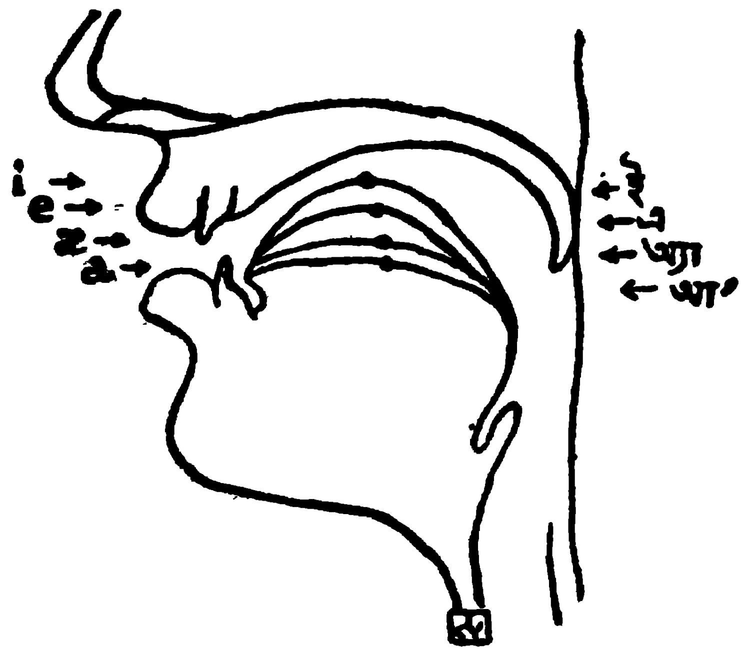

জিহ্বা সম্মুখভাগে দন্তের দিকে প্রসৃত করিয়া উচ্চারিত ধ্বনি—
[ই, এ, 'অ্যা', আ'—i, e, æ a]

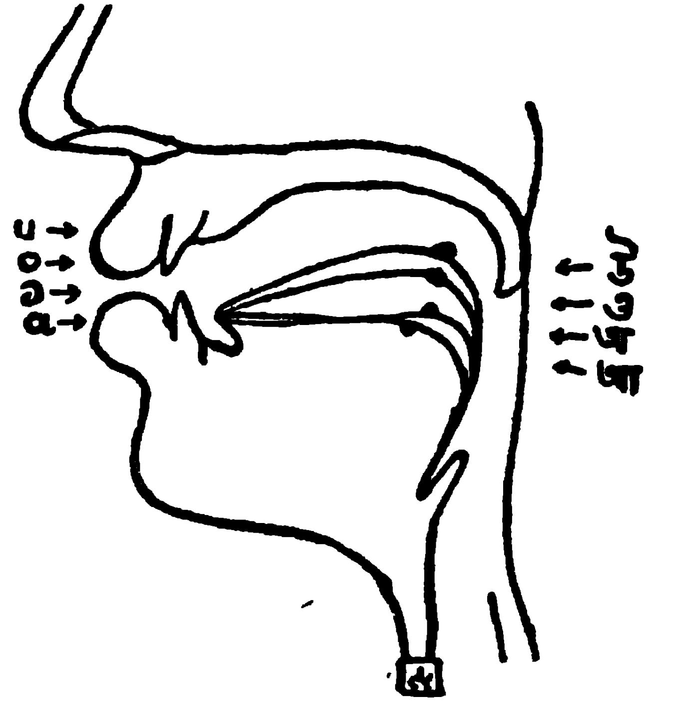

জিহ্বা পশ্চাতে কণ্ঠের দিকে আকর্ষিত করিয়া উচ্চারিত ধ্বনি—
[আ, অ, ও, উ—ɑ, ɔ, o, u]

[উ (ঊ)] 'উচ্চাবস্থিত' (High Back), [ও] 'মধ্যাবস্থিত' (Mid Back), এবং অ] 'নিম্নাবস্থিত' (Low Back)।

[গ] বাঙ্গালা আ-কারের উচ্চারণে জিহ্বা সাধারণ ভাবে শায়িত অবস্থায় থাকে, বরং একটু কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়। ইহা একটী 'নিম্নাবস্থিত' (Low) স্বর-ধ্বনি; এবং মুখের সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশের মাঝামাঝি (অথবা কেন্দ্রস্থানীয়) অংশেই অবস্থিত থাকে বলিয়া, ইহাকে 'কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত' (Low Central) স্বর-ধ্বনি বলা হয়। মুখ-বিবর উন্মুক্ত বা বিবৃত থাকে বলিয়া, ইহাকে 'বিবৃত' (Open) ধ্বনিও বলা হয়।

[ঘ] এই 'কেন্দ্রীয়' আ-কার ভিন্ন, বাঙ্গালার প্রাদেশিক উচ্চারণে আর এক প্রকার সম্মুখে বা মুখাগ্রভাগে উচ্চারিত 'আ' ধ্বনি আছে, ইহাকে 'তালব্য আ' (Palatal a) বলা যায়; 'কল্য' অর্থে « কাইল্, কা'ল [কাল] », 'প্রহার' অর্থে « মাইর্, মা'র [মার্] » প্রভৃতি শব্দে এই তালব্য আ-কার মিলে; কিন্তু কণ্ঠ্য-আ-কার-যুক্ত « কাল » শব্দের অর্থ 'সময়, মৃত্যু', « মার » শব্দের অর্থ 'মদন' বা 'পাপ-পুরুষ'।

বাঙ্গালা স্বর-ধ্বনির উচ্চারণ-সঙ্গত বর্গীকরণ

	সম্মুখাবস্থিত Front (প্রসৃত Spread অধরোষ্ঠ)	কেন্দ্রীয় Central (বিবৃত Open অধরোষ্ঠ)	পশ্চাদবস্থিত Back (বর্তুল Rounded অধরোষ্ঠ)
উচ্চ High	ই (ঈ)		উ (ঊ)
উচ্চ-মধ্য High-Mid	এ		ও
নিম্ন-মধ্য Low-Mid	'অ্যা'		অ
নিম্ন Low	[আ', আ়] (প্রাদেশিক ভাষায়)	আ	

পূর্বে ২৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত মুখাভ্যন্তরের দুইটী চিত্রে, বাঙ্গালা স্বর-ধ্বনির উচ্চারণে মুখের ভিতরে জিহ্বার আপেক্ষিক অবস্থান, পর পৃষ্ঠে প্রদত্ত চিত্রের দ্বারা প্রণিধান করা সহজ হইবে, এবং উচ্চারণ-সঙ্গত বর্গীকরণ বুঝা যাইবে।

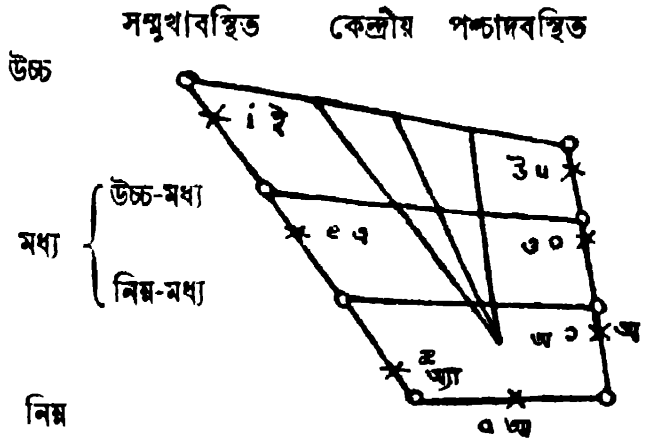

বাঙ্গালা ব্যঞ্জন-বর্ণের উচ্চারণ

« ক » হইতে « ম » পর্য্যন্ত পঁচিশটী বর্ণকে **স্পর্শ-বর্ণ** (Stops, Occlusives) বলে ; এগুলির উচ্চারণে, জিহ্বার কোনও অংশের সহিত কণ্ঠ, তালু বা দন্তের, কিংবা ওষ্ঠে ও অধরে স্পর্শ হয়।

স্পর্শবর্ণগুলি আবার উচ্চারণ-স্থান (অর্থাৎ স্পর্শের স্থান) অনুসারে পাঁচটী **বর্গ** বা শ্রেণীতে পড়ে। মুখের ভিতর হইতে ধরিলে, উচ্চারণ-স্থান এইগুলি—**কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ**।

[১] **ক-বর্গ বা কণ্ঠ্য বর্ণ** (Gutturals, Velars)—« ক, খ, গ, ঘ, ঙ » ;

[২] **চ-বর্গ বা তালব্য বর্ণ** (Palatals)—« চ, ছ, জ, ঝ, ঞ » ;

[৩] **ট-বর্গ বা মূর্ধন্য বর্ণ** (Cerebrals, Cacuminals বা Retroflex Sounds)—« ট, ঠ, ড, ঢ, ণ » ;

[৪] **ত-বর্গ বা দন্ত্য বর্ণ** (Dentals)—« ত, থ, দ, ধ, ন » ; এবং

[৫] **প-বর্গ বা ওষ্ঠ্য বর্ণ** (Labials)—« প, ফ, ব, ভ, ম »।

প্রত্যেক বর্গে পাঁচটী করিয়া বর্ণ বা ধ্বনি। এগুলির মধ্যে, বর্গের শেষ বর্ণ-কয়টী (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) **নাসিক্য-ধ্বনি**। স্পর্শবর্ণের উচ্চারণ-কালে,

মুখের অভ্যন্তরে বা ঠোঁটে-ঠোঁটে স্পর্শ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু উপরন্তু নাসিক্য-বর্গের বেলায় নাসিকা দিয়া বায়ু বহির্গত হয়, মুখ-বিবর দিয়া নহে।

প্রতি বর্গের প্রথম চারিটী বর্ণের মধ্যে, দ্বিতীয় ও চতুর্থটী যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয়টীতে **প্রাণ-** বা **নিঃশ্বাস** (অর্থাৎ হ-কার-জাতীয় ধ্বনি)-যোগে সৃষ্ট হয়; এই জন্য এগুলিকে **মহাপ্রাণ** (Aspirate) ধ্বনি বলে; যথা—« খ, ঘ; ছ, ঝ; ঠ, ঢ; থ, ধ; ফ, ভ »। « খ, ঘ; ছ, ঝ; ঠ, ঢ; থ, ধ; ফ, ভ »-কে যেন « ক্‌হ, গ্‌হ; চ্‌হ, জ্‌হ; ট্‌হ, ড্‌হ; ৎহ, দ্‌হ; প্‌হ, ব্‌হ »-রূপে বিশ্লিষ্ট করা যায়। বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনিগুলিতে এই প্রাণ (Aspiration) নাই, এ জন্য এগুলিকে **অল্পপ্রাণ** (Unaspirated) ধ্বনি বলে; যথা—« ক, গ; চ, জ; ট, ড; ত, দ; প, ব »। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণ মৃদু ও গাম্ভীর্য্য-হীন, কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের এবং পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণ গম্ভীর; এই জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণকে **অঘোষ-বর্ণ** (Voiceless বা Unvoiced Sounds) অথবা **শ্বাস-বর্ণ** (Breath Sounds, Hard Sounds, Tenues) বলে; এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণকে **ঘোষ-বর্ণ** (Voiced Sounds) বা **নাদ-বর্ণ** (Soft Sounds বা Mediae) বলে।

উচ্চারণ-স্থান	অঘোষ Voiceless (১)	(২)	ঘোষ Voiced (৩)	(৪)	(৫)
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ	ক [k]	খ [kh]	গ [g]	ঘ [gh]	ঙ [ṅ]
তালু	চ [c]	ছ [ch]	জ [j]	ঝ [jh]	ঞ [ñ]
মূর্ধা	ট [ṭ]	ঠ [ṭh]	ড [ḍ]	ঢ [ḍh]	ণ [ṇ]
দন্ত	ত [t]	থ [th]	দ [d]	ধ [dh]	ন [n]
ওষ্ঠ	প [p]	ফ [ph]	ব [b]	ভ [bh]	ম [m]

« য, র, ল, ব »—স্পর্শ-বর্ণ ও উষ্ম-বর্ণের 'অন্তঃ' বা অন্তরে (মাঝে) আছে বলিয়া এগুলিকে **অন্তঃস্থ-বর্ণ** বলে। এগুলির ইংরেজী নাম Semivowels অর্থাৎ **অর্ধ-স্বর** (য=y, ব=ৱ=w), ও Liquids অর্থাৎ **তরল-স্বর** (র, ল); এই অক্ষরগুলির অন্তর্নিহিত অ-কারকে বাদ দিলে যথাক্রমে স্বরধ্বনি « ই (=য়্), ঋ (=র্), ৯ (=ল্), উ (=ৱ, w) » মিলিবে।

« শ, ষ, স, হ্ »—এগুলিকে **উষ্ম-বর্ণ** বলে। 'উষ্ম' শব্দের অর্থ 'নিঃশ্বাস'—যতক্ষণ শ্বাস থাকে, ততক্ষণ এগুলির উচ্চারণ প্রলম্বিত করা যায়; যেমন—« ইশ্‌শ্‌শ্‌শ্‌......»; কিন্তু নাসিক্য ভিন্ন, অন্য স্পর্শবর্ণগুলিকে এরূপে প্রলম্বিত করা যায় না; যেমন—« ইক্; ইট্; ইব্ »। উষ্ম-বর্ণের ইংরেজী নাম Spirant অর্থাৎ 'নিঃশ্বসিত' বা 'নিঃশ্বাসাশ্রয়ী'।

কলিকাতা-অঞ্চলের উচ্চারণে, সাধু- ও চলিত-বাঙ্গালার শব্দের মধ্যে বা শেষে অবস্থিত মহাপ্রাণ বর্ণগুলির অল্পপ্রাণ-রূপে উচ্চারিত করিবার দিকে একটা প্রবণতা আছে; যথা- « মুখ - মুক, দেখ্‌তে - দেক্‌তে, রথযাত্রা - রত্‌যাত্রা, বাঁধা - বাঁদা, মাথা - মাতা, বাঘ - বাগ, দৃঢ় - দৃড়ো, পাঁঠা পাঁটা, হঠাৎ - হটাৎ » ইত্যাদি।

☞ পূর্ব-বঙ্গের কথিত ভাষায়, ঘোষ মহাপ্রাণ-ধ্বনির উচ্চারণ বিশুদ্ধ-ভাবে করা হয় না—« ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ »-এর উচ্চারণে, « গ, জ, ড, দ, ব »-এর পরে প্রাণ বা হ-কার যোগ করা হয় না (হ-কারের নিজস্ব ধ্বনিও পূর্ব-বঙ্গে অজ্ঞাত); মহাপ্রাণ বর্ণের স্থানে, পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায় সাধারণতঃ কণ্ঠের অভ্যন্তরস্থ glottal passage বা শ্বাস-নালী বা শ্বাস-পথকে চাপিয়া বা রুদ্ধ করিয়া « গ, জ, ড, দ, ব » উচ্চারণ করা হয় (pronounced with glottal closure, 'শ্বাস-নালীয়'- বা 'কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ-মিশ্র')। এই হেতু, পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসীদের কানে পূর্ব-বঙ্গবাসীর উচ্চারিত « ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ » কতকটা যেন বিকৃত « গ, জ, ড, দ, ব »-এর মত লাগে। কেবল পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষার ব্যবহারে যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহাদের পক্ষে বিশুদ্ধ মহাপ্রাণ উচ্চারণ-শিক্ষা-সাপেক্ষ।

বাঙ্গালার বিভিন্ন ব্যঞ্জন-বর্ণের উচ্চারণ-আলোচনা—

ক-বর্গ—« ক, খ, গ, ঘ, ঙ »। জিহ্বার মূল- বা পশ্চাদ্ভাগ-দ্বারা কণ্ঠের দিকে তালুর কোমল অংশে স্পর্শ করিয়া, এই বর্গের ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়।

ঙ বর্ণের উচ্চারণ ইংরেজী sing শব্দের ng-র মত।

চ-বর্গ—« চ, ছ, জ, ঝ, ঞ »। জিহ্বার মধ্য-ভাগ-দ্বারা তালুর সম্মুখ বা কঠিন অংশে স্পর্শ করিয়া, এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ করা হয়।

☞ বাঙ্গালা « চ, ছ, জ, ঝ »-এর উচ্চারণ ইংরেজী ch বা tch, ch-h বা tch-h, j বা dg, ও jh বা dge-h-এর মত। চ বর্গের এইরূপ উচ্চারণ এখন ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাষায় প্রচলিত। কিন্তু পূর্ব- ও উত্তর-বঙ্গে, এই বর্ণগুলির উচ্চারণ একেবারে পৃথক্। « চ »-এর উচ্চারণ ইংরেজী ch বা tch-এর মত না হইয়া, ইংরেজী ts এর মত হয়; « ছ », মহাপ্রাণ « চ » অর্থাৎ « চ্হ্ » বা ch-h না হইয়া, ইংরেজীর s-এর ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় (অর্থাৎ ইহা স্পর্শ মহাপ্রাণ হইতে উষ্ম ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে); « জ » তদ্রূপ ইংরেজীর j-র মত না হইয়া, dz বা z-এর মত হয়; এবং « ঝ », j-h-এর মত না হইয়া, চাপা গলায় উচ্চারিত dz-এর মত হয়। পূর্ব-বঙ্গের ছাত্রগণের পক্ষে বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় ব্যবহৃত চ-বর্গের উচ্চারণ বিশেষ যত্ন করিয়া আয়ত্ত করা উচিত: কারণ এই প্রাদেশিক উচ্চারণ অনেক সময়ে সংস্কৃত ফারসী ইংরেজী প্রভৃতি অন্য ভাষা শিক্ষা কালে সেগুলিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে—যেমন ইংরেজী watch-কে [wats], church-কে [tsarts], college-কে [kӧledz] বা [kӧlez], judge-কে [zaz] বলা হয়, এবং এই প্রকার কদুচ্চারণ খুবই শুনা যায়।

☞ চ-বর্গের এবং ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণগুলির পশ্চিম-বঙ্গে ও প্রায় সমগ্র ভারতে প্রচলিত উচ্চারণ, বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে ভদ্র ও শিক্ষিত উচ্চারণ বলিয়া পরিগণিত হওয়ায়, এ বিষয়ে সকলের অবহিত হওয়া আবশ্যক।

« ঞ »-র উচ্চারণ সানুনাসিক « য়ঁ » অর্থাৎ « ইঁঅঁ »-র মত; এই জন্য এই বর্ণের নাম « ইঁঅঁ »। এই বর্ণ সাধারণতঃ চ-বর্গের বর্ণগুলির পূর্বে অবস্থান করে; তখন বাঙ্গালায় উচ্চারণ দন্ত্য-ন-কারবৎ হয়; যেমন—« পঞ্চ = [পন্‌চ], অঞ্জলি = [অন্‌জোলি], বাঞ্ছা = [বান্‌ছা], ঝঞ্ঝা = [ঝন্‌ঝা] »। অন্যত্র « য়ঁ »-র মত উচ্চারণ: « মিঞা = মিয়ঁা »। সংস্কৃত « যাচ্ঞা » শব্দের প্রাচীন বাঙ্গালা উচ্চারণ [জাচিঙ্গা], আধুনিক [জাচ্‌ন্যা]।

« জ্ + ঞ = জ্ঞ »-এর উচ্চারণ বাঙ্গালায় [গ্যঁ]।

ট-বর্গ—« ট, ঠ, ড, ঢ, ণ »: এগুলির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে প্রতিবেষ্টিত করিয়া (অর্থাৎ উল্টাইয়া), মূর্ধা অর্থাৎ তালুর শীর্ষদেশের সন্নিকটে (সাধারণ বাঙ্গালা উচ্চারণে, আরও একটু নীচে), তালুর কঠিন অংশে

স্পর্শ করিতে হয়। মূর্ধন্ বা মূর্ধা প্রদেশে স্পর্শ হয় বলিয়া এগুলিকে মূর্ধন্য বর্ণ (Cerebrals) বলে; জিহ্বাগ্রকে উল্টাইয়া লইয়া উচ্চারণ করা, মূর্ধন্য বর্ণগুলির বিশিষ্ট লক্ষণ; এই জন্য ইহাদিগকে Retroflex বা প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি বলা হয়।

☛ ইংরেজীর t, d ধ্বনি ঠিক আমাদের মূর্ধন্য « ট, ড » নহে: ইংরেজীর ধ্বনি দুইটী আমাদের কানে আমাদের মূর্ধন্য « ট, ড »-র মত লাগিলেও, t, d তিনটী বিষয়ে মূর্ধন্য বর্ণ হইতে পৃথক্; ইংরেজী t, d-তে [১] জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টানো হয় না, [২] স্পর্শ-স্থান মূর্ধা নহে, মূর্ধার বহু নিম্নে দন্তমূলের উপরিভাগে (Alveolum বা Teeth-ridge-এ); এবং [৩] জিহ্বাগ্রকে সূক্ষ্মাকার করিয়া, বিস্তৃত না করিয়া, দন্তমূলের উপরে স্পর্শ করিতে হয়। বস্তুতঃ, কানে আমাদের « ট, ড »-এর মত শুনাইলেও, ইংরেজীর দন্তমূলীয় t, d আমাদের « ত, দ »-এর সহিত সগোত্র, « ট, ড »-এর সহিত নহে।

শব্দের মধ্য-ভাগে ও অন্তে « ড, ঢ » বাঙ্গালায় « ড়, ঢ় » হইয়া যায়। সংস্কৃতে « পীড়া », « মূঢ় » প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ ছিল [পী-ডা, মূ-ঢ]। আধুনিক ভাষার এই পরিবর্তিত উচ্চারণ, « ড, ঢ » এ বিন্দু যোগ করিয়া দ্যোতিত হয়। বিন্দু-যুক্ত « ড, ঢ » বর্ণদ্বয় বাঙ্গালায় নূতন, প্রাচীন বাঙ্গালার বা তৎ-পূর্বেকার বর্ণমালায় নাই।

« ড় »-এর উচ্চারণে, জিহ্বাগ্রের অধোভাগ-দ্বারা দন্তমূলে (উপরের দন্ত-পঙ্‌ক্তির পশ্চাদ্ভাগে স্থিত উচ্চ বা স্ফীত অংশে) তাড়ন বা আঘাত করিতে হয়। « ড় » ক্ষণিক ধ্বনি। জিহ্বার অধোভাগ-দ্বারা দন্তমূলে-তাড়ন হইতে উৎপন্ন বলিয়া, এই ধ্বনিকে তাড়ন-জাত (Flapped) ধ্বনি বলা যায়। ইহার মহাপ্রাণ রূপ হইতেছে « ঢ় »

☛ পূর্ব-বঙ্গে সাধারণতঃ, এবং পশ্চিম-বঙ্গের কোনও-কোনও স্থলে, « ড় », র-এর মত উচ্চারিত হয়। ইহার ফলে অনেক সময়ে লেখায় « ড় » ও « র »-এর বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে—« ঘর ভাড়া » স্থলে « ঘড় ভারা » লেখা দেখা যায়। « পড়া—পরা; কড়া—করা; বাড়ী (বাড়ি)—বারি; তাড়া—তারা; হাড়—হার; নড়—নর » প্রভৃতি শব্দ-মধ্যে, « ড় » বা « র »-এর পরিবর্তনে অর্থের পরিবর্তন হয়। যাঁহাদের প্রাদেশিক উচ্চারণে « ড় »-এর বিশুদ্ধ ধ্বনি নাই,

সাধুভাষানুমোদিত « ড় »-এর উচ্চারণ এবং বানান-বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত।

মূর্ধন্য « ণ »-এর ধ্বনি এখন বাঙ্গালায় লুপ্ত—সংস্কৃত শব্দে, এবং ক্বচিৎ প্রাকৃত-জ ও বিদেশী শব্দে « ণ » লিখিত হইলেও, বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ দন্ত্য « ন »-র উচ্চারণ হইতে অভিন্ন; যথা—« রণ, চরণ, পুরাণ, করুণা; কাণ, পাণ, বাণান, সোণা (কান, পান, বানান, সোনা); কোরাণ, ফর্মাণ, নির্মাণ, রিপণ, জার্মেণী (কোরান্ বা কুর্‌আন্, ফরমান, নরমান্, রিপন, জরমানি) » ইত্যাদি। কেবল « ট, ঠ, ড, ঢ »-র পূর্বে, ণ-কারের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়—« ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ »-তে জিহ্বা উল্‌টাইয়া মূর্ধন্য-স্থানে মূর্ধন্য ণ-কার ধ্বনিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালীর কানে তাহা দন্ত্য ন-কারের মত শোনায়। বিশুদ্ধ মূর্ধন্য ণ-এর ধ্বনি কানে কতকটা [ড়ঁ]-এর মত শোনায়।

☞ তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে অবস্থিত « মূর্ধন্য ণ »-সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত—এ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম আছে—নিম্নে 'ণত্ব-বিধান' দ্রষ্টব্য।

ত-বর্গ—« ত, থ, দ, ধ, ন »। জিহ্বার অগ্রভাগকে পাখার মত প্রসারিত করিয়া, তদ্দ্বারা উপরের দন্ত-পঙ্‌ক্তির পশ্চাদ্দিকে নিম্নভাগে স্পর্শ করিয়া ত-বর্গের উচ্চারণ হয়। দন্ত স্পর্শ করিয়া উচ্চারণ হয় বলিয়া, এগুলির নাম **দন্ত্য** বর্ণ (Dentals)। কেবল দন্ত্য ন-র উচ্চারণে সাধারণতঃ জিহ্বাগ্রভাগ দন্ত-পঙ্‌ক্তির একটু ঊর্ধ্বে কোনও স্থানে ঠেকে, কিন্তু « ত, থ, দ, ধ »-এর পূর্বে থাকিলে (« ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ »-তে), ন-কারের উচ্চারণে একেবারে দাঁতের উপরে জিভ ঠেকে।

প-বর্গ—« প, ফ, ব, ভ, ম »। এগুলির উচ্চারণে ওষ্ঠ ও অধর পরস্পরের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, এই জন্য এগুলিকে **ওষ্ঠ্য** বর্ণ (Labials) বলে।

☞ মহাপ্রাণ « ফ » ও « ভ »-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ « প্+হ, ব্+হ »—ইংরেজীর loop-hole, club-house-এর p-h ও b-h-এর মত। « প্রফুল্ল, প্রভা » প্রভৃতি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ যেন—[প্রপ্‌হুল্ল, প্রব্‌হা]। বাঙ্গালাতে কিন্তু « ফ » ও « ভ » আর বিশুদ্ধ মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ধ্বনি নাই, Spirant বা উষ্ম ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, কতকটা ইংরেজী f ও v-র মত। এইরূপ উষ্ম উচ্চারণ বাঙ্গালায় খুবই শোনা যায় বলিয়া, ইংরেজীতে বাঙ্গালা নাম ও শব্দ লিখিবার কালে, « ফ, ভ » স্থলে ph, bh না লিখিয়া, অনেকে f, v লেখেন; « ফণী, ফটিক, প্রফুল্ল, প্রভাত, সভা, শোভা » =Fani, Fotic, Profullo, Provat, Sava বা Sova, Shova

(এগুলির স্থলে Phani, Phatik, Praphulla, Prabhat, Sabha, Sobha বা Shobha লেখাই ঠিক—ইহাতে সংস্কৃতের তথা ভারতের অন্য প্রদেশের সহিত যোগ থাকে, বাঙ্গালার মত উচ্চারণেও ব্যাঘাত হয় না; তদ্রূপ, সোভান « সোভান=সুব্‌হান »=Subhan, Shovan নহে)।

অন্তঃস্থ বর্ণ—« য, র, ল, ব »।

« **য** »—এখন এই বর্ণ উচ্চারণে বাঙ্গালায় « জ » হইতে অভিন্ন। ইহার প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণ ছিল « ইঅ »; প্রাকৃতে ও তদনুসারে বাঙ্গালায় ইহা দাঁড়াইয়াছে « জ »। য-কারের প্রাচীন উচ্চারণ « ইঅ »-কে জানাইবার জন্য, আধুনিক যুগে বাঙ্গালায় বিন্দু-যুক্ত « য় » অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে।

☛ তৎসম শব্দের বানানে « জ, য »-এর পার্থক্য সাবধানতার সহিত রক্ষা করা উচিত।

কোনও ব্যঞ্জনবর্ণের পরে বসিলে, « য » (বা « য ») নিজ রূপ পরিবর্তিত করিয়া « ্য » (য-ফলা) রূপ ধারণ করে; যথা—« সত্‌-য=সত্য, বাক্‌-য়=বাক্য »। বাঙ্গালায় ব্যঞ্জনের পরে য-ফলা আসিলে, ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির 'দীর্ঘ উচ্চারণ' বা দ্বিত্ব-ভাব হয়, এবং য-ফলা-যুক্ত অক্ষরের পূর্ব অক্ষরে অ-কার থাকিলে, উচ্চারণে সেই অ-কার ও-কার হইয়া যায়; যথা—« পথ্য=[পোত্‌থো], হত্যা=[হোৎত্যা] » ইত্যাদি। (এতদ্ভিন্ন, প্রাচীন বাঙ্গালায় ও পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় য-ফলার উচ্চারণ-সম্পর্কে, নিম্নে 'অপিনিহিতি' দ্রষ্টব্য।)

« **র** »—জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করিয়া, তদ্দ্বারা দন্তমূলে একাধিক বার দ্রুত আঘাত করিয়া, « র »-ধ্বনির উৎপত্তি হয়। জিহ্বাগ্রকে কম্পিত করা হয় বলিয়া এই ধ্বনিকে **কম্পন-জাত** (Trilled) ধ্বনি বলা যায়। (ইংরেজীর r, বাঙ্গালা « র » হইতে বিশেষ পৃথক্)।

« **ল** »—জিহ্বাগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকাইয়া রাখিয়া, জিহ্বার দুই পাশ দিয়া মুখ-বিবর হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া, ল-কারের উচ্চারণ হয়। দুই পাশ দিয়া বায়ু নিষ্কাশিত হয় বলিয়া ইহাকে **পার্শ্বিক** (Lateral) ধ্বনি বলা চলে।

ল-কারের পরেই « ত, থ, দ, ধ » বা « ট, ঠ, ড, ঢ » আসিলে, পরবর্তী দন্ত্য বা মূর্ধন্য বর্ণের প্রভাবে, এগুলির উচ্চারণ-স্থান একটু পরিবর্তিত হয়; যেমন—« আলতা (=আল্‌তা), হ'ল্‌দে » শব্দে ল-কার দন্তে উচ্চারিত হয়; আবার « উল্‌টা, পাল্‌টা, লাল ডাক-গাড়ী » প্রভৃতি শব্দে বা শব্দ-সমষ্টিতে, ইহা মূর্ধন্য-ল-রূপে উচ্চারিত হয়।

« **ব** »—এই বর্ণ (অন্তঃস্থ ব), ও বর্গীয় « ব », বাঙ্গালায় আকৃতিতে ও উচ্চারণে এক্ষণে অভিন্ন; কিন্তু প্রাচীন কালে ও দুইটার রূপ ও ধ্বনি উভয়ই পৃথক্ ছিল। বর্গীয় ব = ব = b, অন্তঃস্থ ব বা ৱ = উঅ, w। সংযুক্ত-বর্ণে ব্যঞ্জনের পরে ব-ফলা-রূপে সাধারণতঃ এই অন্তঃস্থ ব-ই আসে; ব-ফলা বাঙ্গালায় উচ্চারিত হয় না, কেবল পূর্বস্থিত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-ভাব ঘটায়; আদ্য অক্ষরে ব-ফলা থাকিলে তাহার উচ্চারণ-ই হয় না; যথা—« পক্ব = [পক্‌ক], অদ্বয় = [অদ্‌দয়্]; স্বত্ব = [শৎত], দ্বিত্ব = [দিৎত] » ইত্যাদি। « জিহ্বা, আহ্বান, বিহ্বল = [জিউহা, আওহান্, বিউহল্] » = এখানে অন্তঃস্থ ব-এর w-বৎ উচ্চারণের কিঞ্চিৎ নিদর্শন পাওয়া যায়; এই প্রকার শব্দের আবার [জিব্‌ভা, আব্‌ভান্, বিবভল্] উচ্চারণও আছে—সে উচ্চারণ প্রাচীন বাঙ্গালার বা প্রাকৃতের অনুরূপ।

☛ অন্তঃস্থ ব বা w-এর জন্য বিশেষ বর্ণ বাঙ্গালা বর্ণমালায় না থাকিলেও, ধ্বনিটী বাঙ্গালা ভাষায় আছে, এবং এই ধ্বনি বাঙ্গালায় « ওয় »-রূপে (প্রাকৃত-জ ও বিদেশী শব্দে) লিখিত হয়; যথা—« পাওয়া » = pāwā, « রেলওয়ে » = railway, « এড্‌ওয়ার্ড » = Edward, « ওয়াকিফ হাল » = wākif-hāl, « নাম-কে-ওয়াস্তে » = nām-kē-wāstē ইত্যাদি। কখনও কখনও ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সুবিধার জন্য আসামী ৱ = w বাঙ্গালাতেও অন্তঃস্থ ব-য়ের জন্য লিখিত হয়।

উষ্ম-বর্ণ « শ, ষ, স, হ »।

« **শ, ষ, স** »—এই তিনটী ধ্বনির উচ্চারণ এখন বাঙ্গালায় এক—ইংরেজীর sh-এর মত। শিশ্-দেওয়ার ধ্বনির সহিত এগুলির সাদৃশ্য আছে বলিয়া, এগুলিকে Sibilant বা **শিশ্-ধ্বনি** বলা যায়। প্রাচীন কালে এগুলির পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ ছিল।

« সবিশেষ » শব্দটী বাঙ্গালীর মুখে এখন shŏ-bi-shesh : প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণে sa-wi-s'ē-sha ছিল। এখন কেবল « ত, থ, ন, র, ল »-এর পূর্বে আসিলে, « শ, স »-এর দন্ত্য-স (s)-ধ্বনি বাঙ্গালায় শোনা যায়; যথা—« শ্রী = উচ্চারণে srī (shrī নহে), শ্লীল = slīl (shlīl নহে) স্নান = snān (shnān নহে), সমস্ত = sho-mo-sto (shomoshto নহে) »।

« শ, ষ, স »-র শুদ্ধ বাঙ্গালা উচ্চারণ ইংরেজীর sh-এর মত, কদাচ এগুলি ইংরেজীর s-এর মত বাঙ্গালা ভাষাতে করা উচিত নহে।

« হ »—কণ্ঠনালীতে উৎপন্ন হ-কার, উষ্ম ঘোষবর্ণ ; যতক্ষণ শ্বাস থাকে, ততক্ষণ « শ, ষ, স »-এর মত ইহাকেও প্রলম্বিত করা যায় : « হ্ হ্ হ্ হ্…» ।

পূর্ব-বঙ্গে উষ্ম উচ্চারণের স্থানে হ-কার কণ্ঠনালীর স্পৃষ্ট ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়, যথা—« হাত » স্থলে ['আৎ], « হয় » স্থলে ['অয়], « হরি » স্থলে ['অরি], « হালি » স্থলে ['আইল্] « হিন্দু » স্থলে ['ইন্দু] ইত্যাদি। সাধু- বা চলিত-ভাষার ব্যবহার-কালে পূর্ব-বঙ্গের এই প্রাদেশিক উচ্চারণ বর্জন করিয়া, শুদ্ধ « হ » বলা উচিত।

অনুস্বার—« ং »। সংস্কৃতে, ইহা যে স্বরবর্ণের আশ্রয়ে (বা পরে) আসিয়া বসিত, সেই স্বর-বর্ণকে এই বর্ণ আংশিক-ভাবে সানুনাসিক করিত। বাঙ্গালায় কিন্তু অনুস্বারের উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে « ঙ্ »। বাঙ্গালার « ং » ও « ঙ » উচ্চারণে অভিন্ন হইয়া যাওয়ায়, একের বদলে অন্যের ব্যবহার খুবই সাধারণ, যথা—« বাংলা—বাঙ্‌লা ; রং, রঙ—রঙের ; ভাং—ভাঙড় » ইত্যাদি।

বিসর্গ—« ঃ »। ইহা এক প্রকার « হ্ »-এর ধ্বনি। সাধারণ « হ » হইতেছে ঘোষ ধ্বনি, « ঃ » তাহার অনুরূপ অঘোষ ধ্বনি। এই ধ্বনি সংস্কৃত শব্দে প্রায়ই মিলে, আর বাঙ্গালা ভাষায় একমাত্র বিস্ময়াদি-প্রকাশক অব্যয়েই বিসর্গের ধ্বনি শোনা যায় ; যথা—« আঃ, উঃ, ওঃ » ইত্যাদি। সাধারণ বাঙ্গালা উচ্চারণে, পদের অন্তে থাকিলে, বিসর্গ প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকে ; যেমন—« বিশেষতঃ। » পদের মধ্যে থাকিলে, বিসর্গ পরবর্তী ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব করিয়া দেয় ; যেমন—« দুঃখ = [দুক্‌খ] », ইত্যাদি। এই হেতু, ব্যঞ্জন-বর্ণের দ্বিত্ব-ভাব কখনও-কখনও বিসর্গ দিয়া লেখা হয় ; যথা—« মফস্‌সল = মফঃসল বা মফঃস্বল »।

চন্দ্রবিন্দু—« ঁ »। এই চিহ্ন স্বর-ধ্বনির সানুনাসিকতার দ্যোতনা করে : « আ—আঁ, পাক—পাঁক » ইত্যাদি।

ব্যঞ্জন-বর্ণের দ্বিত্ব-ভাব বা দীর্ঘীকরণ

(Doubling or Lengthening of Consonant Sounds)

বাঙ্গালা ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করা যায়। এই দীর্ঘ উচ্চারণ (অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া উচ্চারণ-স্থানে জিহ্বাদি বাগ্‌যন্ত্র স্থাপিত

করিয়া রাখা), সাধারণতঃ 'দ্বিত্ব উচ্চারণ' বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং ধ্বনি-দ্যোতক বর্ণটীকে দুই বার লিখিয়া, এই দীর্ঘ উচ্চারণ প্রদর্শিত হয়। বস্তুতঃ, ধ্বনিটীর দুই বার উচ্চারণ হয় না। « মত্ত » শব্দে, বাস্তবিক পক্ষে « মত্ ত » বা « মত্—ত » এইরূপ দ্বিত্ব-ভাবে বা পৃথক্-রূপে উচ্চারিত দুইটী ত-কার নাই—দন্তে জিহ্বাগ্র বেশী ক্ষণ ধরিয়া লাগাইয়া রাখিয়াই এই « ত্ত »-এর উচ্চারণ হয়, এবং ইহা দীর্ঘ « ত »-এর উচ্চারণ। তদ্রূপ « অশ্ব = [অশ্ শ] »—এখানে দীর্ঘকাল ধরিয়া তালু-স্থানে জিহ্বার অবস্থানের ফলে দীর্ঘ [শ্ শ্] ধ্বনি—[অশ্—অ] ; « ফুল্ল = [ফুল্—অ] »—এখানেও তাহাই।

বাঙ্গালায় স্বর-বর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ স্বয়ংসিদ্ধ এবং স্বতন্ত্র নহে, শব্দের দৈর্ঘ্য, এবং বাক্যের মধ্যে শব্দের অবস্থান প্রভৃতি বিষয়ের উপরে, বাঙ্গালার স্বর-ধ্বনির দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। বাঙ্গালায় ব্যঞ্জন-বর্ণের দৈর্ঘ্যের কিন্তু স্বতন্ত্রতা আছে। ব্যঞ্জনধ্বনি দীর্ঘ বা হ্রস্ব হওয়ার উপরে (অর্থাৎ দ্বিত্ব বা একক থাকার উপরে), শব্দের অর্থ নির্ভর করে ; যথা—« মালা », একক বা হ্রস্ব « ল », অর্থ 'ফুলের হার' (বা 'নারিকেল মালা'), কিন্তু « মাল্লা », দীর্ঘ « ল » বা দ্বিত্ব « ল », অর্থ 'নৌকার মাঝী-মাল্লা' ; « আটা »—হ্রস্ব « ট », অর্থ 'গোধূম-চূর্ণ', « আট্টা » দীর্ঘ « ট্ট », অর্থ 'অষ্ট খণ্ড', বা 'আট ঘটিকা' ; « কাঁচা » = 'অপক্ক', « কাঁচ্চা » = 'তৌল বা পরিমাপ-বিশেষ' ; « ফুলো »—'স্ফীত', « ফুল্‌ল, ফুল্ল » = 'প্রফুল্ল', অথবা 'স্ফীত হইল' ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় বিশেষ জোর বলিতে হইলে, কচিৎ শব্দ-স্থিত ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে দীর্ঘ বা দ্বিত্ব করিয়া উচ্চারণ করা হয় ; যথা—« সকলে—সক্‌কলে, সক্কলে ; সবাই—সব্বাই ; তখনি—তক্ষনি (= তক্‌খনি) ; জলে একেবারে জলময়—জলে এক্কে-বারে জলম্ময় ; কিছু না—কিচ্ছু না » ; ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষার (চলিত-ভাষার উচ্চারণে) **ধ্বনি**-সমূহ—

ক] উচ্চারণ-স্থান-অনুসারে—

[১] কণ্ঠ্য—ঃ, হ [h, ħ] ;

[২] জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালু-জাত--ক, খ, গ, ঘ, ঙ [k, kh, g, gh, ṅ];

[৩] তালব্য বা অগ্রতালু-জাত--চ, ছ, জ, ঝ, শ [c, ch, j, jh, ʃ]; অন্তঃস্থ য় = y [ĕ];

[৪] মূর্ধন্য (বা প্রতিবেষ্টিত)—ট, ঠ, ড, ঢ [ṭ, ṭh, ḍ, ḍh];

[৫] মূর্ধন্য ও দন্তমূলীয়--ড়, ঢ় [ṛ, ṛh];

[৬] দন্তমূলীয়—র, ল, স (s), জ় (z), ন [r, l, s, z, n];

[৭] দন্ত্য—ত, থ, দ, ধ [t, th, d, dh];

[৮] ওষ্ঠ্য—প, ফ, ব, ভ, ম [p, ph, b, bh, m]; ফ়, ভ় (f, v -জাতীয় ধ্বনি); অন্তঃস্থ ব = ওয়্ = w[ŏ]।

[খ] উচ্চারণ-রীতি-অনুসারে—

[১] স্পৃষ্ট :—

অল্পপ্রাণ—ক গ, ট ড, ত দ, প, ব

মহাপ্রাণ—খ ঘ, ঠ ঢ, থ ধ, ফ, ভ;

[২] ঘৃষ্ট :—অল্পপ্রাণ—চ জ; মহাপ্রাণ—ছ ঝ;

[৩] নাসিক্য—ঙ, ন, ম;

[৪] পার্শ্বিক—ল;

[৫] কম্পন-জাত—র;

[৬] তাড়ন-জাত—অল্পপ্রাণ ড়, মহাপ্রাণ ঢ়;

[৭] উষ্ম—(তালব্য ও দন্ত্য) শ (স), জ় (= z); (ওষ্ঠ্য) ফ়, ভ় [f, v]; (কণ্ঠ্য) হ, ঃ (h, ḥ):

[৮] অর্ধ-স্বর—য়, ওয়্ (y, w)।

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ স্থান (Places of Articulation for Consonants)

উচ্চারণেরর রীতি (Manner of Articulation)			কণ্ঠনালী	কণ্ঠ (কোমল তালু) ও জিহ্বা-মূল	কঠিন তালুর উর্ধ্বভাগ ও জিহ্বা-মধ্য	মূর্ধা বা তালুর শিরোভাগ উল্‌টানো জিহ্বাগ্র	দন্তমূল ও জিহ্বাগ্রভাগ	দন্ত ও জিহ্বাগ্রভাগ	দন্ত ও ওষ্ঠ (অধর)	ওষ্ঠদ্বয়
স্পর্শবর্ণ	অল্পপ্রাণ	অঘোষ		ক	চ	ট		ত		প
		ঘোষ		গ	জ	ড		দ		ব
	মহাপ্রাণ	অঘোষ		খ	ছ	ঠ		থ		ফ
		ঘোষ		ঘ	ঝ	ঢ		ধ		ভ
		নাসিক্য (ঘোষ)		ঙ	ঞ	ণ	ন			ম
কম্পনজাত (ঘোষ)							র			
পার্শ্বিক (ঘোষ)							ল			
তাড়নজাত		অল্পপ্রাণ				ড়				
		মহাপ্রাণ				ঢ়				
উষ্মবর্ণ		অঘোষ	ঃ (বিসর্গ)							
		ঘোষ	হ							
		শিশ্‌ধ্বনি (অঘোষ)			শ	ষ	স জ = z (ঘোষ)			
অর্ধস্বর (ঘোষ)					য় = (y)					অন্তঃস্থ ব w (ওয়)

সংযুক্ত ব্যঞ্জন-বর্ণ (Conjunct Consonants)

দুইটী বা ততোঽধিক ব্যঞ্জন-ধ্বনির মধ্যে স্বর-ধ্বনি না থাকিলে, বাঙ্গালায় ঐ ব্যঞ্জন-বর্ণ দুইটীকে জুড়িয়া, একত্র লেখা হয়; যেমন—« আপ্ত »—এখানে « প »-এর নীচে « ত » লিখিয়া সংযুক্ত-বর্ণ « প্ত »-এর সৃষ্টি করা হইয়াছে; হসন্ত চিহ্ন দিয়া « আপ্‌ত »-ও লেখা যাইত; কিন্তু সুপ্রাচীন কাল হইতে, হসন্ত দিয়া না লিখিয়া, সংযুক্ত করিয়া লিখিবার রীতিই প্রচলিত আছে। অধুনা-প্রচলিত কতকগুলি বাঙ্গালা সংযুক্ত-বর্ণের সহিত মূল বর্ণের কোনও সাদৃশ্য দেখা যায় না; বহু শত বৎসর ধরিয়া এই সংযুক্ত অক্ষরগুলি লিখিত হইয়া আসার ফলে এইরূপ হইয়াছে।

« ক্ষ » ও « জ্ঞ », এই দুইটী সংযুক্ত-বর্ণ সম্বন্ধে একটু বিশেষ মন্তব্য আবশ্যক।
« ক্ষ »—মূলে এটী « ক্ » ও « ষ্ »-এর সংযোগে জাত; ইহার প্রাচীন (সংস্কৃত যুগে) উচ্চারণ ছিল [ক্‌ষ]: « লক্ষ = [লক্‌ষ], রক্ষা = [রক্‌ষা] »। বাঙ্গালায় কিন্তু ইহার উচ্চারণ হয় [খ্য]—« লক্ষ = লখ্য = [লোক্‌খো] (পশ্চিম-বঙ্গে), [লইক্‌খ] (পূর্ব-বঙ্গে), রক্ষা = রখ্যা = [রোক্‌খ্যা] (পশ্চিম-বঙ্গে), [রইক্‌খা] (পূর্ব-বঙ্গে) » ইত্যাদি। « জ্ঞ »—মূলে এটী « জ্ » ও « ঞ্ » যোগে গঠিত সংযুক্ত-বর্ণ, প্রাচীন উচ্চারণ ছিল [জ্‌ঞ]। এখন বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ [গ্যঁ]: « বিজ্ঞ = বিগ্যঁ = [বিগ্‌গঁ]; জ্ঞান্ = [গ্যাঁন]; আজ্ঞা = [আগ্যাঁ] = পশ্চিম-বঙ্গে [আগ্‌গ্যাঁ, আগ্‌গেঁ], পূর্ব-বঙ্গে [আইগ্‌গ্যা] » ইত্যাদি।

সংযুক্ত-বর্ণের প্রথমে বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ, অথবা « শ, ষ, স » থাকিলে এবং শেষে ম-কার থাকিলে, ঐ ম-কার চন্দ্রবিন্দুবৎ উচ্চারিত হয়, ও পূর্বের ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয় (ক্বচিৎ ম-কারের পূরাপূরি লোপও হয়): যথা—« রুক্মিণী = [রুক্‌কিঁনি], মহাত্মা = [মহাৎত্তাঁ], ([মহাৎমা উচ্চারণ ইংরেজী বা হিন্দীর অনুকরণে, ইহা খাঁটী বাঙ্গালা উচ্চারণ নহে), পদ্ম = [পদ্‌দ] বা [পদ্দো], ভীষ্ম = [ভীশ্‌শঁ], শ্মশান = [শঁশান্] বা [শশান্], অকস্মাৎ = [অকোশ্‌শাঁৎ] » ইত্যাদি।

বর্ণের পরে « র » আসিলে; এই « র » তাহার পায়ের তলায় বসিয়া « ্র » (র-ফলা) রূপ ধরে; পূর্বে আসিলে, « র্ » (রেফ) রূপ ধারণ করিয়া মাথার উপরে চড়ে। রেফের পরে « শ, ষ, স, হ » ব্যতীত কতকগুলি বর্ণের বানানে দ্বিত্ব হয়, কিন্তু উচ্চারণে নহে; যথা—« ধর্ম্ম = [ধর্-ম] ; কার্য্য = কার্য—[কার্-জ], ঊর্দ্ধ = [উর্-ধ্ব, উর্-ধ] » ইত্যাদি। য-ফলার পূর্বেকার ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিন্তু দ্বিত্ব হয়, যদিও এ ক্ষেত্রে লেখায় তাহার কোনও আভাস থাকে না : যথা—« বিক্রয় = [বিক্ক্রয়্], অপ্রতুল—[অপ্প্রোতুল্], নম্র—[নম্ম্র] » ইত্যাদি। ল-কারের পূর্বেকার ব্যঞ্জনেরও তদ্রূপ দ্বিত্ব-উচ্চারণ হয় : যথা— « অম্ল = [অম্ম্ল] ; শুক্ল—[শুক্ক্ল] » ইত্যাদি।

দুইটী মহাপ্রাণ বর্ণ দ্বিত্ব করিলে সংযুক্ত বর্ণ হয় না—মহাপ্রাণের অল্পপ্রাণ রূপই উচ্চারণ ও লেখা উভয়েই আইসে : যথা—« বর্ধমান » শব্দে « ধ »-কে দ্বিত্ব করা হয়, « ধ্ধ » লিখিয়া নহে, কিন্তু « দ্ধ » অর্থাৎ « দ্ধ » লিখিয়া ; « সথ্য, পথ্য »—উচ্চারণে [সোথ্থ, পোথ্থ] নহে, কিন্তু [সোক্থ, পোত্থ] ; « দুঃখ », উচ্চারণে [দুক্খ], [দুখ্খ] নহে।

দুইয়ের অধিক বর্ণেও মিলিয়া সংযুক্ত-ব্যঞ্জন সৃষ্টি করে। আ-কার ই-কার উ-কার প্রভৃতি স্বর-ধ্বনি, সরল বর্ণের মত যথারীতি সংযুক্ত-বর্ণেও যুক্ত হয়। যেখানে সংযুক্ত-বর্ণ লেখার সুবিধা হয় না বা ছাপার হরফে পাওয়া যায় না, সেখানে হসন্ত-চিহ্ন দিয়া কাজ চালাইতে বাধা নাই।

আদ্য-অক্ষর-অনুসারে বাঙ্গালা বর্ণমালার সংযুক্ত-ব্যঞ্জন :—

ক : ক্ক ক্থ ক্ট ক্ত ক্ত্য ক্ত্র ক্ত্ব ক্ন ক্ম ক্য ক্র ক্ল ক্ব ক্ষ ক্ষ্ম ক্ষ্ব ক্স ;

খ : খ্য খ্র ;

গ : গ্ন গ্দ গ্ধ গ্ন (গ্+ণ, গ্+ন—বাঙ্গালায় এই দুইটীর রূপ এক, উচ্চারণও এক ; সংস্কৃত-মতে « ভগ্ন » শব্দে দন্ত্য ন, « রুগ্ণ » শব্দে মূর্দ্ধন্য ণ) গ্ম গ্য গ্র্য গ্র গ্ল গ্ব ;

ঘ : ঘ্ন ঘ্ন্য ঘ্য ঘ্র ঘ্ন ঘ্ব ;

ঙ : ঙ্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ ;

চ : চ্চ চ্ছ চ্ছ্ব চ্ছ্র চ্ঞ চ্য চ্র চ্ন চ্ব ;

ছ : ছ্য ছ্র, ছ্ব ;

জ : জ্জ জ্জ্ব জ্ঝ জ্ঞ জ্ঞ্য জ্য জ্র জ্ন জ্ব ;

ঝ : ঝ্য ;

ঞ : ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ ;

ট : ট্ট ট্ঠ ট্ম ট্য ট্র ট্ন ট্ব ;

ঠ : ঠ্য

ড : ড্গ ড্ড ড্য ড্র ড্ন ড্ব ;

ঢ : ঢ্য ঢ্ব ;

ণ : ণ্ট ণ্ঠ ণ্ঠ্য ণ্ড ণ্ড্র ণ্ঢ ণ্ণ ণ্য ণ্ব ;

ত : ৎক ত্ত ত্ত্য ত্র ত্ত্ব ত্থ ত্ন ৎপ ৎফ ত্ম ত্ম্য ত্য ত্র ত্র্য ত্ন ত্ব ;

থ : থ্য থ্র থ্ব ;

দ : দ্গ দ্ঘ দ্দ দ্ধ দ্ধ্ব দ্ন দ্ন্য দ্ব্য (দ্য) দ্র দ্ন দ্ব ;

ধ : ধ্ম ধ্য ধ্র ধ্ন ধ্ব (ধ্ব) ;

ন : ন্ত ন্ত্য ন্ত্ব ন্ত্র ন্ত্র্য ন্থ ন্দ ন্দ্য ন্দ্র ন্দ্র্য ন্দ্ব ন্ধ ন্ধ্য ন্ধ্র ন্ধ্ব ন্ন ন্ম ন্য ন্ব ;

প : প্ট প্ত প্ন প্প প্য প্র প্ল প্ব ;

ফ : ফ্য ফ্র ;

ব : ব্জ ব্দ ব্ধ ব্ধ্ব ব্ব (= বর্গীয় ব + বর্গীয় ব) ব্ভ ব্য ব্র ব্ল ব্ব (= বর্গীয় ব + অন্তঃস্থ ব) ;

ভ : ভ্য ভ্র ভ্ন ভ্ব ;

ম : ম্প ম্ফ ম্ব ম্ভ ম্ম ম্য ম্র ম্ল ম্ব ;

য : য্য য্ব ;

র : র্ক (র্ক্ক) র্ক্ষ র্ক্ষ্য র্খ র্গ (র্গ্গ) র্ঘ র্চ (র্চ্চ) র্ছ (র্চ্ছ) র্জ (র্জ্জ) র্ঝ (র্জ্ঝ) র্ণ (র্ণ্ণ) র্ত (র্ত্ত) র্থ (র্থ্থ) র্দ (র্দ্দ) র্ধ (র্দ্ধ) র্ধ্ব (র্দ্ধ্ব) র্ন র্প (র্প্প) র্ফ র্ব (র্ব্ব) র্ভ (র্ভ্ভ) র্ম (র্ম্ম) র্য (র্য্য) র্ল (র্ল্ল) র্ব (র্ব্ব) র্শ র্ষ র্হ (এগুলি আবার য-ফলা যুক্ত হইতে পারে) ;

ল : ল্ক ল্গ ল্ট ল্প ল্ব (=ল+বর্গীয় ব)-ল্ম ল্য ল্ব (=ল+অন্তঃস্থ ব);

ব : ব্য ব্র ব্ল ব্ব; (=অন্তঃস্থ ব+অন্তঃস্থ ব);

শ : শ্চ শ্ছ শ্ন শ্ম শ্য শ্র শ্ল শ্ব;

ষ : ষ্ট ষ্ট্য ষ্ট্র ষ্ঠ ষ্ঠ্য ষ্ঠ্ব ষ্ঠ্য ষ্ণ (প্রাচীন বাঙ্গালা উচ্চারণে ছিল « ষ্‌টঁ » এক্ষণে « ষ্‌ণ » বা [শ্‌ন]) ষ্ণ্য ষ্ণ্ব ষ্য ষ্ব;

স : স্ক স্খ স্ত স্থ স্ন স্প স্ফ স্ম স্য স্র স্ল স্ব; (স্ট=স্‌+ট—নূতন সংযুক্ত-বর্ণ)।

হ : হ্ণ হ্ন হ্ম হ্য হ্র হ্ল (হ্‌) হ্ব («হ্য»—[জ্ঝ]; অন্যত্র হ্‌-কার উচ্চারণে ব্যঞ্জন-ধ্বনির পরে আইসে; হ্ল=[ল্‌হ], হ্ম=[ম্‌হ])।

☛ সংযুক্ত-বর্ণ-সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত। বর্ণগুলির কোন্‌টী কোন্‌টীর পরে আসে, তাহা বিচার করিয়া, সংযুক্ত-বর্ণের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে হয়। সাধারণতঃ ছাত্রগণ « ক্ষ » ও « হ্ম », « ক্র » ও « ত্রু » (=ত্‌+র্‌+উ), « ষ্ক », « স্ক » ও « স্ম », « গ্ম » ও « জ্ঞ », « হ্ণ » ও « হ্ন »—এইগুলির মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলে।

বাঙ্গালা নামের ইংরেজী প্রতিবর্ণী-করণের এবং ইংরেজী উচ্চারণের বাঙ্গালা ভাষায় অনুকরণ

☛ বাঙ্গালা বা অন্য ভারতীয় ভাষার নাম বা শব্দগুলির ইংরেজী বানান বা কদুচ্চারণের অনুকরণে, বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথনকালে বিকৃত করিয়া বলা, অথবা লিখন-কালে বিকৃত বানানে লেখা, অতি অবশ্য পরিহর্তব্য। ইংরেজেরা আমাদের দেশের নাম বা শব্দের উচ্চারণ ঠিক-মত করিতে পারে না; এবং অনেক সময়ে যথাযথ বাঙ্গালা বানানের প্রতিবর্ণীকরণও ঠিক হয় নাই। অনেকে অনবধানতা-বশতঃ, অথবা অন্য ইংরেজী শব্দের সহযোগে, ইংরেজী-রূপ-গ্রস্ত সেই সকল বাঙ্গালা নাম বা শব্দ ইংরেজীরই অনুকরণ করিয়া বলেন ও লেখেন। এরূপ করা, বাঙ্গালা ভাষার উপর অত্যাচার; এবং ইহা মাতৃভাষা-সম্বন্ধে শিষ্টতার অভাবের পরিচায়কও বটে। « কলিকাতা » শব্দের চলিত-ভাষার রূপ « ক'লকাতা [কোল্‌কাতা, কোল্‌কেতা] » অথবা প্রাদেশিক ভাষার রূপ [কইল্‌কাত্তা] না বলিয়া, Calcutta [কাল্‌কাটা] (পূর্ব-বঙ্গে আবার ইহা বহুশঃ [ক্যাল্‌কাডা] হইয়া দাঁড়ায়!); «কাঁথি» না বলিয়া, বা না লিখিয়া, ইহার ইংরেজী অনুকরণ Contai-এর বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণ

করিয়া, [কণ্টাই] লেখা ও বলা ; « শক্তিগড় »-স্থলে তদ্রূপ Saktigarh [সাক্টিগার] বা [সাক্‌টি] বলা ; « চট্টগ্রাম বা চাটিগাঁ অথবা চাটগাঁ »-স্থলে Chittagong [চিট্টাগঙ্‌] বলা বা লেখা ; « বনগাঁ »-স্থলে, Bongong [বঙ্গঙ্‌] ; « মেদিনীপুর »-স্থলে Midnapore [মিড্‌ন্যাপোর্‌] ; « বালেশ্বর »-স্থলে Balasore [ব্যালাসোর্‌] ; « কটক »-স্থলে Cuttack [কাটাক্‌] ; « বোম্বাই » স্থলে Bombay [বম্বে], « মাদ্রাজ »-স্থলে [ম্যাড্‌রাস্‌] ; « কন্যাকুমারী »-স্থলে Comorin [কমোরিন্‌] ; « হরিদ্বার »-স্থলে Hardwar [হার্ডোয়ার্‌] ; « বর্ধমান »-স্থলে Burdwan [বার্ডোয়ান] ; « সংস্কৃত »-স্থলে Sanskrit [স্যান্‌স্‌ক্রিট্‌] (অথবা কলিকাতার ছাত্রদের মুখে শ্রুত [স্যাঁয়েস্‌কাট্‌] ।) », « আরবী »-স্থলে Arabic [অ্যারেবিক্‌] (বিদেশী নামের মধ্যে « রুষদেশ » স্থলে Russia [রাশ্যা], « চীন »-স্থলে China [চায়না], « পারস্য »-স্থলে Persia [পার্শিয়া] প্রভৃতি)—কথন ও লিখন, উভয় ক্ষেত্রেই এইরূপ বর্বরতা-সম্বন্ধে অবহিত হওয়া কর্তব্য।

নিম্নলিখিত উপাধিগুলির প্রয়োগ-কালেও, মূল বাঙ্গালা রূপের ইংরেজী কদুচ্চারণ অথবা ইংরেজী বানানের বাঙ্গালা প্রতিলিপি, লিখন ও কথোপকথন উভয়-ক্ষেত্রেই সর্বথা বর্জনীয় :—

« চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় »—সাধু-ভাষার সংস্কৃতীকৃত রূপ (সংক্ষেপে « চট্ট, মুখো, বন্দ্য, গঙ্গো ») ; প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ, « চাটুর্জ্যা, মুখুর্জ্যা, বাঁড়ুর্জ্যা, গাঙ্গলী», চলিত-ভাষায় « চাটুজ্যে, মুখুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে (চাটুর্জ্যে, মুখুর্জ্যে, বাঁড়ুর্জ্যে), গাঙ্গুলি » রূপে প্রচলিত ; এগুলির ইংরেজী অনুকরণ Chatterji (বা Chatterjee, Chatarji, Chatterjea প্রভৃতি), Mukherji (বা Mookerjee, Mukharji, Mukerjea ইত্যাদি), Banerji (Banerjee, Banarji, Banerjea ইত্যাদি, ও Gangooly ; বাঙ্গালা ভাষায় পুরা সংস্কৃত রূপ « চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় » লেখার অসুবিধা হইলে, চলিত-ভাষার রূপ « চাটুজ্যে, মুখুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, গাঙ্গুলি » ব্যবহার করা উচিত—বাঙ্গালা ভাষায় কথা-বার্তায় বা লেখায় [চ্যাটার্জি বা চাটার্জি, মুখার্জি, ব্যানার্জি, গ্যাঙ্গোলী] প্রভৃতি ইংরেজীর অনুকরণ, ভাষা-গত বর্বরতা বা অশিষ্টতা বিধায়, সর্বতোভাবে বর্জনীয়। তদ্রূপ—«ঠাকুর» স্থলে ইংরেজী Tagore-এর নকলে বাঙ্গালায় [টেগোর], « মিত্র » স্থলে Mitter [মিটার], « বসু বা বোস্‌ » স্থলে Basu [বাসু, বাশু] (যথা—« ইনি হ'চ্ছেন মিস্‌টার বাশু »), « দাঁ » স্থলে Dawn [ডন্‌], « পাল » স্থলে Paul [পল্‌], « রায় » Ray স্থলে Roy [রয়], অথবা Ray-এর ইংরেজী উচ্চারণে [রে], « নন্দী » স্থলে Nandy [ন্যাণ্ডি], « দত্ত» স্থলে Dutt [ডাট্‌] বা Datta [ড্যাটা] প্রভৃতি উচ্চারণ বা বানান পরিত্যাজ্য।

ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত বা বল (Stress, Respiratory Accent)

কোনও ভাষার Sentence বা ব্যাকের উচ্চারণ-কালে, সেই বাক্যের অন্তর্গত পদ-সমূহের মধ্যে কতকগুলি পদ একটু বিশেষ জোরের সহিত উচ্চারিত হয়। এই জোর, পদের কোনও একটী Syllable বা অক্ষরকে অবলম্বন করিয়া থাকে। এই জোরকে **ঝোঁক, বল** অথবা **শ্বাসাঘাত** (Stress বা Respiratory Accent) বলা হয়। (নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলিতে, যে অক্ষরে বল পড়ে, সেই অক্ষর মোটা হরফে মুদ্রিত হইয়াছে, এবং অক্ষরটীর পূর্বে « ' » চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।) বাঙ্গালার সাধু-ভাষায়, এবং বিশেষ করিয়া চলিত-ভাষায় এই জোর পদের আদ্য অক্ষরেই সাধারণতঃ পড়িয়া থাকে; যেমন—«'**আ**ছে (আ'**ছে** নহে); '**গো**সাঁই (হিন্দীতে ঝোঁক দ্বিতীয় অক্ষরে—গু'**সাঈঁ**); '**দে**বতা বা '**দে**ব্‌তা; '**ক**'রছে; '**স্বা**ধীন; '**অ**বলম্বন; '**খ**রিদ্দার; '**রে**লগাড়ী» ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষায় শব্দগুলি স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থান করিলে, এই আদ্য অক্ষরের উপরে শ্বাসাঘাত পড়ে। কিন্তু বাক্যে প্রযুক্ত হইলে, শব্দের স্বকীয় বল বহুশঃ খর্ব হইয়া যায়।

বাঙ্গালা ভাষায়, এক নিঃশ্বাসে উচ্চার্য্য পূর্ণার্থ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কতকগুলি খণ্ডে, ইংরেজীতে যাহাকে Breath Group অর্থাৎ **একনিশ্বাসময় পর্ব** বা **শ্বাস-পর্ব**, অথবা Sense Group অর্থাৎ **পূর্ণার্থক পর্ব** বা **অর্থ-পর্ব** বলে, এইরূপ খণ্ডে বাক্য বিভক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ এক-একটী খণ্ডে—শ্বাস-পর্বে বা অর্থ-পর্বে—একাধিক শব্দ বা পদ থাকে। পর্বান্তর্গত এই শব্দ বা পদগুলিতে, এগুলির নিজস্ব শ্বাসাঘাত অব্যাহত থাকে না। বাক্য-খণ্ডে বা পর্বে, আদ্য শব্দের আদ্য অক্ষরে বল বা শ্বাসাঘাত পড়ে; পর্বস্থিত অন্য শব্দের শ্বাসাঘাত লোপ পায়—মাত্র আদ্য শব্দে একটী শ্বাসাঘাত সমগ্র শ্বাস- বা অর্থ-পর্ব-মধ্যে মিলে; যেমন এই বাক্যটী—« আমাদের সঙ্গে 'আরো অনেক যাত্রী মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছিল »। পৃথক্-পৃথক্ ধরিলে, এই বাক্যের প্রত্যেকটী শব্দের আদ্য অক্ষরে শ্বাসাঘাত বিদ্যমান; কিন্তু বাক্যের মধ্যে প্রযুক্ত হওয়ায়, কতকগুলি শব্দ,

অবস্থা-গতিকে পড়িয়া, নিজ-নিজ শ্বাসাঘাত বর্জন করিয়াছে ; ঐ বাক্যটী নিম্ন-লিখিত কয়টী বাক্য-খণ্ডে বা পর্বে স্বাভাবিক ভাবেই বিভক্ত হয়, এবং প্রত্যেক বাক্য-খণ্ডের প্রথম বিশিষ্টার্থ শব্দের আদ্য অক্ষরে মাত্র ঝোঁক পড়ে ; যথা— « 'আমাদের সঙ্গে। 'আরো অনেক যাত্রী। 'মন্দিরের মধ্যে। 'প্রবেশ ক'রেছিল। »।

ইংরেজীর শ্বাসাঘাত-পদ্ধতির সহিত বাঙ্গালার এ বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়—ইংরেজীর Particle ও Preposition, অর্থাৎ অব্যয়, নিপাত ও কর্মপ্রবচনীয় ব্যতীত, অন্য শব্দগুলিতে সাধারণতঃ আদ্য অক্ষরে ঝোঁক পড়ে ; এবং বাক্যে ব্যবহৃত হইলেও, প্রত্যেক শব্দটীর স্বকীয় শ্বাসাঘাত অব্যাহত থাকে ; যেমন উপরের বাঙ্গালা বাক্যের ইংরেজী অনুবাদ করিলে, দেখা যাইবে যে প্রায় সমস্ত বিশিষ্টার্থ শব্দেই বল বিদ্যমান—'Many 'other 'pilgrims 'entered the 'temple ('came in 'side the 'temple) with 'us। চলিত-বাঙ্গালায় « হাওয়া » শব্দ এবং « উত্তুরে' » শব্দ স্বতন্ত্র-ভাবে উচ্চারিত হইলে, প্রত্যেকটীর প্রথম অক্ষরে ঝোঁক পড়ে—« 'হাওয়া ; 'উত্তুরে' » ; কিন্তু একত্র করিয়া বলিলে, এই দুইটী শব্দে মিলিয়া একটী বাক্য-খণ্ড হয়, « 'উত্তুরে' হাওয়া », এবং এই বাক্য-খণ্ডে একবার মাত্র, প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরে মাত্র, শ্বাসাঘাত হয় ; দুইটী শব্দেই শ্বাসাঘাত দিলে—যেমন « 'উত্তুরে 'হাওয়া »—বাক্য-খণ্ডটী বাঙ্গালীর কানে বিসদৃশ ঠেকিবে। কিন্তু ইংরেজীর 'North ও 'Wind উভয় শব্দের শ্বাসাঘাত, শব্দদ্বয়কে মিলিত করিয়া the 'North 'Wind বলিলেও, লোপ পায় না।

বাঙ্গালা শ্বাসাঘাত-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই :—

[১] স্বতন্ত্র-ভাবে উচ্চারিত শব্দের আদ্য অক্ষরে বল বা ঝোঁক পড়ে।

[২] বাঙ্গালা বাক্য, এক- বা একাধিক-শব্দ-যুক্ত বাক্যাংশে (পর্বে) বিভক্ত হয় ; সাধারণতঃ প্রতি পর্বের অর্থ সম্পূর্ণ, এবং এক-নিঃশ্বাসে ইহা উচ্চার্য্য ; এইরূপ প্রত্যেক পর্বে মাত্র একটী করিয়া শ্বাসাঘাত পাওয়া যায় ; এই শ্বাসাঘাত, বাক্য-খণ্ডের প্রথম বিশিষ্টার্থক শব্দের আদ্য অক্ষরের উপরই হইয়া থাকে, এবং বাক্য-খণ্ডের অন্তর্গত অন্য শব্দ তাহাদের নিজ-নিজ পৃথক্ শ্বাসাঘাত হারায়।

শ্বাসাঘাত বিশেষ প্রবল করিবার চেষ্টায়, কচিৎ অক্ষরস্থ স্বর-ধ্বনির পরের ব্যঞ্জন দ্বিত্ব করা হয় ; যথা—« কখনও না—'কক্‌খনও না ('কক্ষনো না) ; সবাই—'সব্বাই ; জলময়—জ'লম্ময় » ইত্যাদি।

বাক্যের সুর বা উদাত্তাদি স্বর (Pitch Accent, Musical, Accent বা Intonation)

পূর্বোক্ত বল বা শ্বাসাঘাত, বাক্য-উচ্চারণ-কালে অক্ষর-বিশেষের উপরে শক্তি-প্রয়োগের ফল। এইরূপ শ্বাসাঘাত ভিন্ন, ভাষায় আর এক প্রকার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য আছে—কণ্ঠ-স্বরের উচ্চ বা নিম্ন গতিকে অবলম্বন করিয়া এই বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষায় এই-রূপ কথার সুর বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল—শব্দের অক্ষর-বিশেষ, উঁচু বা বড় সুরে বলা হইত। বৈদিক ভাষায় কণ্ঠ-স্বর সাধারণতঃ তিন প্রকারের উঁচু-নীচু সুরে ফিরিত—[১] উঁচু সুর বা আরোহী সুর—ইহার নাম ছিল **উদাত্ত স্বর** ; [২] নিম্ন স্বর—ইহার নাম ছিল **অনুদাত্ত স্বর** ; এবং [৩] উচ্চ হইতে নিম্নগামী সুর বা অবরোহী স্বর—ইহার নাম ছিল **স্বরিত স্বর**।

বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রকারের সুর বা উদাত্তাদি স্বর, অথবা কণ্ঠ-স্বরের উন্নয়ন ও অবনমন, সাধারণতঃ একক শব্দ বা অক্ষরকে অবলম্বন করিয়া হয় না—কেবল মাত্র সমগ্র বাক্যেই সার্থক-ভাবে ব্যবহৃত হয়। ঝোঁকের বদলে সুর দিয়া যদি বাঙ্গালা শব্দ উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে তাহা বড়ই হাস্যকর লাগিবে : « তুমি »—এই শব্দে « তু » এই অক্ষরের উপরে স্বাভাবিক ঝোঁক না দিয়া, যদি এই অক্ষরকে উদাত্ত স্বরে বলা যায়—তাহা হইলে « তু মি » এইরূপ উঁচু হইতে নীচু সুরে উচ্চারণ করিলে, ঠিক বাঙ্গালার মত উচ্চারণ হয় না। সমগ্র বাক্যকে অবলম্বন করিয়া কিন্তু সুরের প্রয়োগ আছে ; যেমন—সাধারণ অনুজ্ঞা-বাচক বাক্য, « তুমি যাবে »।—এখানে সুরের বৈচিত্র্য নাই ; কিন্তু প্রশ্ন-সূচক বাক্য, « তুমি যা বে ? »—এখানে « তুমি » শব্দটী উঁচু সুরে বলা হয়, « যাবে »-র « যা- » অক্ষর খুব নীচু সুরে বলা হয়, আবার « -বে » অক্ষরের বেলায় সুর বেশ উঁচুতে উঠে। চিত্রের দ্বারায় এই দুই বাক্যের সুর-সমাবেশ দেখাইতে পারা যায়—

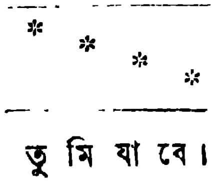

—এখানে « তু-» হইতে আরম্ভ করিয়া সুরের ক্রমিক **অবনমন**।

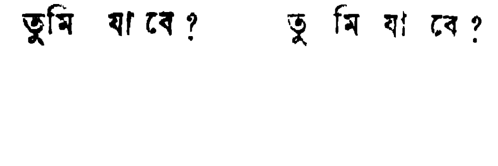

—এখানে « মি » হইতে « যা- »-তে অবনমন, পরে আবার « -বে » তে উন্নয়ন।

সাধারণ বাক্য, প্রশ্ন-সূচক বাক্য, হর্ষ-বিস্ময়াদি-দ্যোতক বাক্য—এই রূপ বিবিধ প্রকারের বাক্য-সমূহে, বাক্য-গত উদাত্তাদি স্বর, একটী বিশেষ আলোচ্য বিষয়। স্বর-অনুসারে বাক্য উচ্চারণ করার উপরে, অভিপ্রেত অর্থের প্রকাশ নির্ভর করে; যথা—

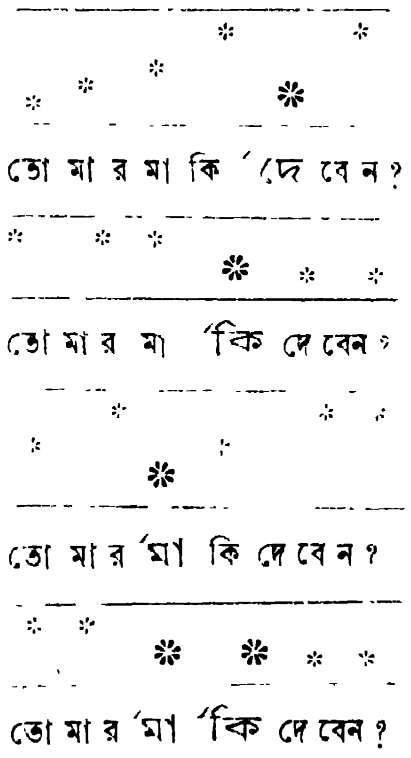

দুই-একটী অব্যয়-শব্দে সুর যোগ করিয়া, বাক্যের সুরের ন্যায় সার্থকতা আনা হয়; যথা—অব্যয় শব্দ [ম্], ইহাকে «উঁ» রূপেও লেখা হয়; সুর-অনুসারে ইহার অর্থ পরিবর্তিত হয়; যথা—

«´উঁ»—উচ্চ হইতে উন্নীয়মান সুর=প্রশ্নে;

«`উঁ»—উচ্চ হইতে অবনীয়মান সুর—'তা বটে' এই অর্থে;

«)উঁ»—নিম্ন হইতে অবনীয়মান ও প্রলম্বিত সুর—'বেশ, দেখা যাবে'; অথবা—'বটে, দেখে নেবো' এই অর্থে;

«ᵛউঁ»—উচ্চ হইতে ঈষৎ অবনমন ও পুনরায় উন্নয়ন—'বটে, কিন্তু—' এই অর্থে;

«উঁ (বা উঁঃ)»—আকস্মিক দ্রুত উচ্চারণ—আপত্তি- বা বিরক্তি-ব্যঞ্জক;

তদ্রূপ, «´হাঁ»—উচ্চ হইতে উন্নীয়মান=বিস্ময়-সূচক প্রশ্নে;

—হাঁ»—উচ্চ সমরেখ সুর=স্বীকারে;

«হাঁ (বা হাঁঃ)»—আকস্মিক দ্রুত উচ্চারণ=অনাদর।

যতিচ্ছেদ-বিধি (Punctuation)

লিখিত ভাষা হইতেছে মুখ-নিঃসৃত কথিত ভাষার প্রতিরূপ। কথিত ভাষায় ঝোঁক ও সুরের দ্বারা, উচ্চারিত বাক্যের অর্থ-বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন, কথোপকথনে বক্তার স্বল্প- বা দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী বিশ্রান্তিও, বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করিতে সাহায্য করে। সাধারণতঃ লেখায় ঝোঁক ও সুরের নির্দেশ করা হয় না—কিন্তু প্রশ্ন এবং হর্ষ-বিস্ময়াদি বিশেষ ভাব, যেখানে কণ্ঠস্বর বা সুরের পরিবর্তন সাতিশয় প্রবল (এইরূপ কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনকে « কাকু » বলে), তাহা জানাইবার জন্য, লেখায় দুই-একটী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়; এবং স্বল্প বা দীর্ঘ বিশ্রান্তিও, অর্থ-গ্রহণের সুবিধার জন্য, ছেদ-চিহ্ন-দ্বারা জানানো হয়।

আজকাল বাঙ্গালা লেখায় নিম্নে-প্রদত্ত চিহ্নগুলি, যতি অথবা বাক্য-মধ্যে বিরাম প্রভৃতি জানাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই চিহ্ন-মধ্যে প্রায় সবগুলিই ইংরেজী হইতে গৃহীত। প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথিতে কেবল এক দাঁড়ি « । » ও দুই দাঁড়ি « ॥ » ব্যবহৃত হইত, অন্য কোনও ছেদের রেওয়াজ ছিল না। বাক্যস্থ শব্দাবলীর মধ্যেও সব সময়ে ফাঁক রাখিয়া লেখা হইত না, একটানা লিখিয়া যাওয়া হইত।

« মহাভারতের কথা—অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥ »

এই পয়ারটী প্রাচীন পুঁথিতে সাধারণতঃ এইরূপেই লিখিত হইত :—

« মহাভারতেরকথাঅমৃতসমান।কাশীরামদাসকহেশুনেপুণ্যবান॥ »

আধুনিক বাঙ্গালা যতি-চিহ্ন—

« , »—**কমা** (Comma) বা **পাদচ্ছেদ** : পাঠ-কালে যেখানে স্বল্প বিশ্রাম আবশ্যক, সেখানে এই চিহ্ন দেওয়া হয়।

« ; »—**সেমিকোলন** (Semi-colon) বা **অর্ধচ্ছেদ**: যেখানে কমা অপেক্ষা একটু অধিক বিশ্রান্তি আবশ্যক, সেখানে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

« : »—**কোলন** (Colon) বা **ছেদ-চিহ্ন**: অল্প বিশ্রান্তির পরেই, বিষয়ান্তরের অবতারণা জানাইবার জন্য, বা পূর্ব প্রস্তাবের পরিণতি- অথবা তাহার দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনের জন্য, এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

« । »—**দাঁড়ি** বা **পূর্ণচ্ছেদ**: যেখানে একটী পূর্ণ বাক্য বা প্রসঙ্গ শেষ হয়, সেখানে দাঁড়ি দেওয়া হয়। কবিতায় পয়ারাদি ছন্দে শ্লোক বা স্তবকের প্রথম ছত্রের শেষে দাঁড়ি বসানো হয়।

« ॥ »—**দুইদাঁড়ি**: ছন্দোবিশেষে যে ছত্রে অন্ত্যানুপ্রাসের পূর্তি থাকে, সেখানে ব্যবহৃত হয়।

« ? »—**প্রশ্ন-চিহ্ন**: যেখানে প্রশ্ন করা হয়, সেখানে বাক্য-শেষে এই চিহ্ন লেখা হইয়া থাকে।

« ! »—**বিস্ময়-** বা **ভাব-দ্যোতক চিহ্ন**: বিস্ময়, আনন্দ, শোক, ভয় প্রভৃতি চিত্তের আবেগ প্রদর্শন করিবার জন্য, বাক্য-শেষে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। সম্বোধন করিতে হইলেও, যাহাকে সম্বোধন করা হইতেছে তাহার নামের বা তাহার উদ্দেশে ব্যবহৃত পদের পরে, এই চিহ্নও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

« — »—**ড্যাশ্** (Dash) বা **বাক্য-সঙ্গতি চিহ্ন**: বক্তব্যকে বিশদ করিবার জন্য, ব্যাখ্যাত করিবার জন্য, এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

« - »—**হাইফেন** (Hyphen) অর্থাৎ **পদ-সংযোগ** বা **শব্দ-বিশ্লেষ চিহ্ন**: শব্দের অংশগুলি বিশ্লেষ করিয়া দেখাইবার জন্য, অথবা একাধিক পদ যেখানে মিলিয়া একটী শব্দ সৃষ্টি করে, সেখানে পদগুলির সংযোজন দেখাইবার জন্য, « - » হাইফেন ব্যবহৃত হয়।

« :— »—**কোলন-ড্যাশ্**: প্রসঙ্গের দৃষ্টান্তের অবতারণার জন্য ব্যবহৃত হয়।

« ‘ ’ », বা « “ ” »—**উদ্ধার-চিহ্ন** : অন্যের উক্ত বাক্য, অথবা কোনও বিশিষ্ট শব্দের প্রতি, পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রযুক্ত হয়।

« [ ], ( ), { } »—**ব্রাকেট** (Brackets) বা **বন্ধনী** : বক্তব্যের মধ্যে প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা, কিংবা বিরোধী বা বিকল্পে কোনও উক্তি, অথবা শব্দান্তর, বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে লিখিয়া, বাক্যের প্রবাহ হইতে এগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখানো হয়।

« ··· », « * * * »—**বর্জন-চিহ্ন** : উক্তির মধ্যে কোনও শব্দ ও বাক্য বাদ দিলে, কিংবা অনুল্লিখিত রাখিলে, একাধিক বিন্দু বা তারকা-চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

« ’ »—**উপরে-লেখা কমা** বা **‘ইলেক’** : শব্দের কোনও অংশ বর্জিত হইলে, বর্জন-স্থানে এই চিহ্ন দেওয়া হয়। অন্ত্য অ-কার উচ্চারিত হইলে, অনেকে এই চিহ্নও ব্যবহার করেন ; যথা—« যাবে ত’ ? »।

যতিচ্ছেদ চিহ্ন ব্যতীত, অন্য বহু সংকেত-চিহ্ন আছে। সবগুলির উল্লেখ এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। তবে নিম্নের এই কয়টী প্রয়োজনীয়।

« > »—**পরিণতি-দ্যোতক** বা **পরবর্তি-রূপ-দ্যোতক চিহ্ন** : ইহাকে « হইতে » বা « পরে » বলিয়া পড়া যাইতে পারে। « রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে » (« রাখিয়া » হইতে « রাইখ্যা », তাহা হইতে « রেখে » ; কিংবা « রাখিয়া », পরে « রাইখ্যা », পরে » রেখে »)।

« < »—**উৎপত্তি-দ্যোতক** বা **পূর্ববর্তি-রূপ-দ্যোতক চিহ্ন** : « পূর্ব-রূপ », « পূর্বে », বা « তৎপূর্বে » বলিয়া পড়া যাইতে পারে। « রেখে < রাইখ্যা < রাখিয়া »—(« রেখে »-র পূর্ব-রূপ « রাইখ্যা », তাহার পূর্ব-রূপ « রাখিয়া » ; কিংবা « রেখে », পূর্বে বা তৎপূর্বে « রাইখ্যা », তৎপূর্বে « রাখিয়া »)।

« √ »—**ধাতু-দ্যোতক** : « কর্ ধাতু – √কর্ » ; তদ্রূপ « √খা, √দে, √নে, √বল্ »।

« /৭, ৭ »—**আঁজি বা গণেশের আঁকুড়ী**—এটী একটী প্রাচীন চিহ্ন, অধুনা অনেকটা অপ্রচলিত। এই চিহ্ন দিয়া পত্রাদি আরম্ভ হইত—ইহা ওঁ-কারের অথবা একমাত্র ঈশ্বরের প্রতীক (৭ = দেবনাগরীর १ = ১)। কাহারও-কাহারও মতে ইহা গণেশ-দেবতার প্রতীক, গণেশের হস্তিমুণ্ডের সংক্ষিপ্ত রূপ, « ৭ »; কিন্তু এই মত ঠিক মনে হয় না।

অনুশীলনী

১। 'ধ্বনি' কাহাকে বলে? স্বর-ধ্বনি ও ব্যঞ্জন-ধ্বনির পার্থক্য কি?

২। 'বর্ণ' কাহাকে বলে? বাঙ্গালা 'বর্ণমালা' বলিতে কি বুঝায়?

৩। 'যৌগিক স্বরধ্বনি' কাহাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৪। 'অক্ষর' শব্দের অর্থ কি? স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের উদাহরণ দাও।

৫। উচ্চারণ-স্থানভেদে বাঙ্গালা-ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণগুলির শ্রেণীবিভাগ কর।

৬। যে-কোনও তিনটীর উচ্চারণ-স্থান নির্ণয় কর:—ঋ, ঔ, ঞ, ভ, স, হ। (C. U. 1944)

৭। যে-কোনও তিনটীর উচ্চারণ-স্থান নির্ণয় কর:—অ, ঋ, ভ, স, ঃ, ক্ষ। (C. U. 1943)

৮। 'র, র-ফলা, রেফ' এগুলির উচ্চারণ বিষয়ে লিখ।

৯। 'শ্বাসাঘাত' কাহাকে বলে? বাঙ্গালায় 'শ্বাসাঘাত' কি ভাবে প্রযুক্ত হয়?

ধ্বনি-তত্ত্ব—ধ্বনি-সমূহের ক্রিয়া
(Phonology—Behaviour of Sounds)

বাঙ্গালা উচ্চারণের ও ধ্বনি-পরিবর্তনের কতকগুলি বিশেষ রীতি

নিম্নে বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি বিশেষ উচ্চারণ-রীতির আলোচনা করা যাইতেছে। সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষায় সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, নিম্নে আলোচিত কয়েকটী উচ্চারণ-রীতির প্রণিধান আবশ্যক।

[১] **স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ ;** [২] **শব্দের অন্তে, সংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির পরে স্বর-বর্ণ-যোজনা ;** [৩] **স্বর-সঙ্গতি ;** [৪] **অপিনিহিতি ;** [৫] **অভিশ্রুতি ;** [৬] **য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি ;** [৭] **শব্দের অভ্যন্তরস্থ র-কার ও হ-কারের লোপ-বিষয়ে প্রবণতা।**

[১] স্বর-ভক্তি বা বিপ্রকর্ষ

(Anaptyxis বা Vowel Insertion)

উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ, সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে ভাঙ্গিয়া উহাদের মধ্যে স্বরধ্বনি আনয়ন করাকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে। প্রাচীন বাঙ্গালায় এই প্রকার স্বর-ভক্তি বা বিপ্রকর্ষের রীতি সাতিশয় প্রবল ছিল। বাঙ্গালা কবিতার ভাষায় এইরূপ বিপ্রকর্ষের বহুল প্রচার আছে। গ্রাম্য উচ্চারণেও বিপ্রকর্ষ-রীতি বিশেষ প্রবল। প্রায়ই সংস্কৃত ও বিদেশী শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিকে এই-রূপে ভাঙ্গিয়া লওয়া হয়।

স্বর-ভক্তি বা বিপ্রকর্ষে বিভিন্ন স্বর, বর্ণের, আগম হয়।

অ-কারের আগম—« রত্ন—রতন ; কর্ম ধর্ম মর্ম—করম, ধরম, মরম ; চন্দ্র—চন্দর ; সূর্য্য—সুরজ, ধৈর্য্য—ধৈরজ ; চক্র—চক্কর (চলিত-ভাষায়) ; জন্ম—জনম ; লুব্ধ—লুবধ ; মুগ্ধ—মুগধ ; ভক্তি—ভকতি ; মূর্তি—মূরতি ; পূর্ব—পূরব ; গর্জে—গরজে ; নির্মিল—নিরমিল ; স্তব্ধ—স্তবধ, তবধ » ; **বিদেশী শব্দ**—ফারসী « shahr শহ্‌র্—শহর [shŏhŏr], zak*h*m জ.খ্‌.ম্—জখম [jŏkhŏm] ; sharm শর্ম্—সরম (শরম='লজ্জা') ; hazm হজ.ম্—হজম [hŏjŏm] ; chashm চশ্‌ম্—চশম [chŏshŏm] ; mard মর্দ্—মরদ [mŏrŏd] » ইত্যাদি ; ইংরেজী « mutton—[mătn, ম্যাট্‌ন্]—মটন ; guard—গারদ » ; ইত্যাদি।

ই-কার : « শ্রী—ছিরি ; হর্ষ—হরিষ ; বর্ষণ—বরিষণ ; প্রীতি—পিরীতি, পিরীত ; স্নান—সিনান ; মিত্র—মিত্তির, ইন্দ্র—ইন্দির (চলিত-ভাষায়) »

ইত্যাদি ; কারসী—« fikr ফিক্র্—ফিকির ; zikr জি.ক্র্—জিকির, জিগির ; nirkh নির্খ্—নিরিখ » ইত্যাদি ; ইংরেজী film, clip—চলিত উচ্চারণে « ফিলিম্, কিলিপ্ »।

উ-কার : « দুর্যোগ—দুরুযোগ, দুরুজোগ ; পদ্মিনী—পদুমিনী ; মুগ্ধ, লুব্ধ—মুগুধ, লুবুধ ; রাজপুত্র—রাজপুত্তুর, শূদ্র—শূদ্দুর, ভ্রূ—ভুরু (চলিত-ভাষায়) ; মুক্তা—মুকুতা ; শুক্রবার—শুক্কুরবার (চলিত-ভাষায়) » ইত্যাদি। ফারসী—« burj বুর্জ্—বুরুজ ; mulk মুল্ক্—মুল্লুক ; Turk তুর্ক্—তুরুক ; qufl কুফ্ল্ >*কুলুফ্—কুলুপ » ; ইংরেজী « flute ফ্লুট্—ফুলুট, brush ব্রাশ্—বুরুশ, blue ব্লু—বুলু »।

এ-কার : « গ্রাম—গেরাম ; শ্রাদ্ধ—ছেরাদ্দ » ; ফারসী « sirf সির্ফ্—সেরেফ » ; পোর্তুগীস « prego প্রেগু—পেরেক », ইংরেজী « glass গ্লাস—গেলাস »।

ও-কার—« শ্লোক—শোলোক » ; ফারসী « murgh মুর্গ্—মোরোগ, মোরগ »।

বাঙ্গালায় ঋ-কার (অর্থাৎ 'রি') ব্যঞ্জন-বর্ণের পরে আসিলে (র-ফলা ও হ্রস্ব-ই যুক্ত) সংযুক্ত-বর্ণের মত উহা উচ্চারিত হয়—এখানেও বিপ্রকর্ষ দেখা যায় ; যথা—« তৃপ্ত—তিরপিত ; কৃপা—কিরিপা ; সৃজিল—সিরিজিল » ইত্যাদি।

[২] শব্দের অন্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির পরে স্বর-বর্ণ-যোজনা

বাঙ্গালা ভাষার অন্তে দুইটী ব্যঞ্জন-ধ্বনি থাকে না ; হয় উহাদিগকে ভাঙ্গিয়া লইয়া বিপ্রকর্ষ করিতে হয়, না হয় উহাদের শেষে একটী স্বর-ধ্বনি যোগ করিতে হয়।

« ধর্ম্, চন্দ্র্, সূর্য্, [dharm, chandr, suryy] » প্রভৃতি হিন্দীর মত উচ্চারণ বাঙ্গালায় অজ্ঞাত : হয় « ধর্ম, চন্দ্র, সূর্য্য [dhŏrmo, chŏndro, shurjo] », না হয় « ধরম্, চন্দর্,

সুরজ »—ইহাই বাঙ্গালার রীতি। এই জন্য ইংরেজীর bench, desk, list, box, বা ফারসীর narm, garm, pasand, shinākht প্রভৃতি, বাঙ্গালায় অন্ত্য স্বর-যোগে অথবা বিপ্রকর্ষ-দ্বারা দাঁড়াইয়াছে « বেঞ্চি [benchi], ডেস্ক [deshko], বাক্স [baksho], লিষ্টি [lishti], নরম [nōrom], গরম [gōrom), পছন্দ [pōchhondo], শনাক্ত [shōnakto] »।

[৩] স্বর-সঙ্গতি (Vowel Harmony)

কখনও-কখনও সাধু-ভাষায়, এবং বিশেষ করিয়া চলিত-ভাষায়, পরের বা পূর্বের স্বর-ধ্বনির প্রভাবে, পদ-স্থিত অন্য অক্ষরের স্বর-ধ্বনির উচ্চারণ-স্থান পরিবর্তিত হইয়া যায়। উচ্চারণ-গত এই বৈশিষ্ট্যকে বাঙ্গালা ভাষার **স্বর-সঙ্গতি** বলা হয়।

এই সকল পরিবর্তনের মূল কথা এই—'উচ্চ' স্বর-ধ্বনির প্রভাবে, 'নিম্ন' ও 'মধ্য' স্বর-ধ্বনি, এক ধাপ করিয়া উপরে উঠিয়া আসে; এবং তদনুরূপ 'নিম্ন' ও 'মধ্য' স্বর-ধ্বনির প্রভাবে, 'উচ্চ' স্বর-ধ্বনি এক ধাপ নীচে নামিয়া আসে। (পূর্বে ২৯· পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রে, উচ্চ-মধ্য-নিম্ন ও সম্মুখাবস্থিত-কেন্দ্রীয়-পশ্চাদবস্থিত নির্বিশেষে স্বর-ধ্বনির পারস্পরিক সমাবেশ দ্রষ্টব্য)।

বাঙ্গালা ভাষায় স্বর-সঙ্গতির উদাহরণ—

[ক] পরবর্তী স্বরের সহিত সঙ্গতি

[১] পরবর্তী syllable বা অক্ষরে « ই » বা « উ », বা « য-ফলা », কিংবা « জ্ঞ, ক্ষ [= গ্যঁ, খ্য] » থাকিলে, পূর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণ [ও] হইয়া যায়; [ও]-তে উচ্চারণের এই পরিবর্তন কিন্তু বানানে ধরা হয় না, « অ »-ই লিখিত হইয়া থাকে; যথা—« অতি [= ওতি], অমুক [ওমুক], বসু [বোশু], বসুক [বোশুক্], চলি [চোলি] (কিন্তু « চলে, চলা » প্রভৃতি রূপে অ-কারের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে), চলুন [চোলুন্], সমীর [শোমির্], গফুর [গোফুর্], কবুল্ [কোবুল], পথ্য [পোৎথ], হত্যা [হোৎত্যা], দৈবজ্ঞ [দোইবোগ্‌গঁ], লক্ষ [লোক্‌খ] » ইত্যাদি।

কিন্তু যেখানে শব্দের আদিতে 'না' অর্থে « অ » বা « অন্-», এবং সহিত-অর্থে অথবা 'সম্পূর্ণ' অর্থে « স » বা « সম্-» বসে, সেখানে এই অ-কার, ও-কারে পরিবর্তিত হয় না; যেমন—« অধীর, অসুখ, অন্যায়, অজ্ঞ, অক্ষম, অনিশ্চিত, অনিয়ম, অনুচিত, অনৃত, সসীম, সধুম, সবিনয়, সম্প্রীতি সপিণ্ড, সমূলক, সমিদ্ধ, সমৃদ্ধ » ইত্যাদি। এগুলি কখনও [ওধীর্, ওশুখ্, ওন্নায়্, ওগ্গোঁ, ওক্খোম্, ওনিশ্চিতো, ওনিওম্, ওনুচিতো, শোশিম্, শোধুম্, শোবিনয়্, শোম্প্রিতি] প্রভৃতি রূপে উচ্চারিত হয় না)।

[২] পরবর্তী syllable বা অক্ষরে « আ, এ, ও, অ » থাকিলে, পূর্ববর্তী অক্ষরের ই-কার উচ্চারণে [এ] হইয়া যায়; যথা—« গিল্ » ধাতু—« গিল্+আ » > « গিলা » > « গেলা », « গিল্+এ » > « গিলে » > « গেলে »; কিন্তু « গিল্+ই » > « গিলি », « গিল্+উক্ » > « গিলুক্ »; তদ্রূপ « মিশ্ » ধাতু—« মেশে, মেশা; মিশি, মিশুক্ »; « লিখ্ » ধাতু—« লেখে; লিখি » ইত্যাদি।

[৩] পরবর্তী অক্ষরে « আ, এ, ও, অ » থাকিলে, পূর্ববর্তী উ-কারের উচ্চারণ [ও] হইয়া যায়; যেমন—« শুন্ » ধাতু: « শুন্+আ » > « শুনা » > « শোনা », « শুন্+এ » > « শুনে » « শোনে », « শুন্+ও » > « শোনো »; কিন্তু « শুন্+ই » > « শুনি », « শুন্+উক্ » > « শুনুক্ » ইত্যাদি।

[৪] পরবর্তী অক্ষরে « আ, এ, ও, অ » থাকিলে, পূর্ববর্তী এ-কারের উচ্চারণ 'বাঁকা এ' অর্থাৎ [অ্যা] হইয়া যায়; কিন্তু পরে « ই, উ » থাকিলে, এ-কারের নিজস্ব উচ্চারণ অবিকৃত থাকে; যথা—« দেখ্ ধাতু—দেখ্+আ > দেখা [দ্যাখা], দেখ্+এ = দেখে [দ্যাখে], দেখ্+ও বা অ = দেখো, দেখ [দ্যাখো] »; কিন্তু « দেখ্+ই = দেখি, দেখ্+উক্ = দেখুক্ »; « এক = [অ্যাক্], একা [অ্যাকা], একটা [অ্যাক্টা] », কিন্তু « একটী, একটু »-তে ই- ও উ- থাকায়, এ-র ধ্বনি অবিকৃত।

[৪ক] কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পরবর্তী অক্ষরে « ই » বা « উ » থাকিলে, পূর্বের এ-কারকে টানিয়া ই-কারের উচ্চারণে উন্নীত করা হয়; যেন—« দে (ধাতু) »+« এ » = « দেএ, দেয় » = [দ্যায়] ; « দে+ও » > « দেও » > [দ্যাও], পরে « দাও » ; কিন্তু « দে+ই » > « দেই », পরে « দিই, দি' » ; « দেশী » > « দিশি » ; « দিয়াছিল > দিয়েছিল > দিয়িছিল, দিছিল > দিছ্‌ল » (শেষোক্ত উচ্চারণটী অতি আধুনিক) ; « মেশামেশি > মেশামিশি » ; « গিয়াছি > গিয়েছি > গিইছি > গিছি ('গেছি' রূপও শোনা যায়) » ইত্যাদি।

[৫] পরবর্তী অক্ষরে « আ, এ, ও, অ » থাকিলে, পূর্ববর্তী ও-কারের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে ; কিন্তু « ই, উ » থাকিলে, ও-কার উ-কারে পরিবর্তিত হয় ; যথা—« শো » ধাতু—« শো+আ > শোয়া ; শো+এ > শোএ, শোয় ; শো+ও > শোও » ; কিন্তু « শো+ই > শোই > শুই, শো+উক্ > শুউক্ > শু'ক্ » ; « ঘোড়া+স্ত্রী-প্রত্যয় -ঈ » > « ঘোড়ী » -স্থলে « ঘুড়ী » ; « গোলা+ ক্ষুদ্রত্ব-বাচক প্রত্যয় -ঈ » > « গোলী » -স্থলে « গুলি » ; তদ্রূপ—« পোথা— পুথী, ঝোড়া—ঝুড়ী, নোড়া—নুড়ী » ; « পুরোহিত > *পুরুইত > পুরুৎ » ; « আমোদ + -ইয়া > আমোদিয়া > আমুদে' » ; « নিয়োগী > নেওগী > নেউগী » (কলিকাতা অঞ্চলের চলিত উচ্চারণে) ; ইত্যাদি। পরে য-ফলার অন্তর্নিহিত ই-কারের প্রভাবে আগের অক্ষরের ও-কারও উ-কারে পরিবর্তিত হয়—বিশেষ করিয়া চলিত-ভাষায় ; যথা—« যোগ্য = যোগ্‌ইয় > যুগ্যি [জুগ্‌গি] ; পোষ্য = পোষ্‌ইয় > পুষ্যি [পুশ্‌শি] » ইত্যাদি।

[৬] তিন বা তিনের অধিক অক্ষরের শব্দে যদি শেষে « ই, ঈ » থাকে, তাহা হইলে পদ-মধ্যস্থিত « অ » বা « আ », « উ »-তে পরিবর্তিত হয় ; যথা—« এখন+ই > এখনি > এখোনি > এখুনি ; আাঠ-পহরিয়া > আটপহোরে' আট-পউরে' ; উড়ানী > উড়োনী > উড়্‌নি ; কুড়ালী > কুড়্‌ল ; সংস্কৃত ছাদনিকা > প্রাকৃত ছাঅনিআ > ছাঅনী > ছাউনী ; ঠকুরাণী > ঠাকুরোণী > ঠাকরুইন্ >

ঠাকরুন্; প্রাচীন বাঙ্গালা তেন্তলী > পূর্ব-বঙ্গে তেন্তইল্, চলিত-ভাষায় তেঁতুল; নাটক + -ইয়া > নাটকিয়া > নাটুকে'; নগর, শহর + -ইয়া > নগরিয়া, শহরিয়া > নগুরে', শহুরে' »; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বাঙ্গালা চলিত-ভাষার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই অভিশ্রুতি। এই রীতি-অনুসারে সৃষ্ট বহু শব্দ ও পদ, চলিত-ভাষা হইতে এখন অল্পে-অল্পে সাধু-ভাষাতেও গৃহীত হইতেছে; যথা— সাধু-ভাষার অনুমোদিত রূপ « থাকিয়া, চাহিয়া যাইয়া, ছালিয়া, » স্থলে « থেকে, চেয়ে যেয়ে, ছেলে, » ইত্যাদি।

[খ] পূর্ববর্তী স্বরের সহিত সঙ্গতি।

[১] শব্দ-মধ্যে প্রথমে « ই » থাকিলে, পরের অক্ষরের আ-কার, ই-কারের প্রভাবে এ-কারের উচ্চারণ-স্থানে আকৃষ্ট হইয়া, এ-তে পরিবর্তিত হয়; যথা—« ইচ্ছা—ইচ্ছে; মিথ্যা—মিথ্যে; চিন্তা—চিন্তে; মিছা—মিছে; ভিক্ষা—ভিক্ষে; পিসা—পিসে; মিঠা—মিঠে; আজিকার, কালিকার > আজকের, কালকের; দিলাম—দিলেম; ছিলাম—ছিলেম; করিতাম—করিতেম, ক'র্‌তেম; করিনা—করিনে; হিসাব—হিসেব; বিলাত—বিলেত; পোর্তুগীস pipa, পিপা—পিপে, fita ফিতা—ফিতে » ইত্যাদি।

[২] আগে উ-কার বা ঊ-কার থাকিলে, শেষের « আ », ও-কার হইয়া যায়; যথা « পূজা—পূজো; তুলা—তুলো; রূপা—রূপো; মূলা—মূলো; ধূলা—ধুলো; খুড়া—খুড়ো; চূড়া—চূড়ো; শুখা—শুখো; দুয়ার—দুয়োর—দোর; শূয়ার—শূওর—শোর; জুয়া—জুও—জো; হুঁকা—হুঁকো; ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—কলিকাতা-অঞ্চলের ভাষায় প্রচলিত উচ্চারণে « টা—টো—টে » লক্ষণীয়:—« একটা [=অ্যাক্‌টা]—একটী [=এক্‌টি]; (দুইটা—দু'টা—) দুটো; (তিনিটা—তিন্‌টা—) তিন্‌টে; (চারিটা—চাইর্‌টা—) চারটে »।

[৩] দুই অক্ষরের শব্দে, দ্বিতীয় অক্ষরে অ-কার থাকিলে, চলিত-ভাষায় এই « অ » সাধারণতঃ পূর্ণ ও-কার রূপে, বা ঈষৎ ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়; যথা—« রতন, কম্বল, গরব, অর্জন, সকল, বরণ, বর্জন, ভারত, কাঁদন, মঙ্গল, নিয়ম, বিষম, সুজন, পূরণ, বৃহৎ, বেদন, কৈতব, মোহন, গোবর, লোটন,

সৌরভ, গৌরব ; ডজন, বোতল, মোরগ, ডবল, গজল, নম্বর, মোটর (=মটোর) » ইত্যাদি।

[৪] অপিনিহিতি (Epenthesis)

শব্দের মধ্যে « ই » বা « উ » থাকিলে, সেই « ই » বা « উ »-কে আগে হইতেই উচ্চারণ করিয়া ফেলিবার রীতি বাঙ্গালার একটী বৈশিষ্ট্য। এই রীতির নাম-করণ হইয়াছে **অপিনিহিতি**। (য-ফলায় যে ই-ধ্বনি আছে, তাহাও প্রকট ই-কার হইয়া, এই রীতি-অনুসারে পূর্বে আইসে।) অপিনিহিতি এক সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে বিদ্যমান ছিল, এখনও পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় ইহা প্রায় পূর্ণভাবে সংরক্ষিত আছে। পশ্চিম-বঙ্গের ভাষায় অপিনিহিতি এখন আর শোনা যায় না ; হয় অপিনিহিত « ই » বা « উ » লুপ্ত হইয়াছে, না হয় এই « ই » ও « উ »-কে অবলম্বন করিয়া পশ্চিম-বঙ্গের উচ্চারণে আর একটী নূতন উচ্চারণ-রীতি, **অভিশ্রুতি,** আসিয়া গিয়াছে (অভিশ্রুতি-সম্বন্ধে নিম্নে দ্রষ্টব্য)।

অপিনিহিতি কিন্তু সাধু-ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। অপিনিহিতির দৃষ্টান্ত—

ই-কারের অপিনিহিতি ঃ « রাখিয়া = রাখ্-ই-য়া > রাইখ্-ই-য়া (খ-এর পরে অবস্থিত ই-কারের, খ-এর আগেই উচ্চারণ) > রাইখ্যা (পুরাতন-বাঙ্গালায় ও আধুনিক পূর্ব-বঙ্গে) > রেখ্যা, রেখ্যে > রেখে » ; « আলিপনা > আইল্‌পনা > আ'লপনা » ; « কাল + -ইয়া = কালিয়া > কাইলিয়া > কাইল্যা > কেলে » ; « আজি, কালি > আইজ্, কাইল্ < আ'জ, কা'ল » ; « রাতি > রাইত > রা'ত, রাইতের বেলা > রেতের বেলা » ; (কলিকাতা-অঞ্চলে) « গাঁঠি > গাঁইঠ্ > গাঁঠ, গাঁইঠের কড়ি > গেঁঠের কড়ি » ; « জালিয়া > জাইল্যা > জেলে » ; ইত্যাদি।

উ-কারের অপিনিহিতি ঃ উ-কার সাধারণতঃ পরে ই-কারে পরিবর্তিত হইয়া যায় ঃ « সাথ্ + -উয়া > সাথুয়া > সাউথুআ > সাইথুআ > সেথো » ; » জলুয়া > জউলুয়া > জইলুয়া > জ'লো [জোলো] » ; « দদ্রু > প্রাকৃত দদ্দু >

দাহু > দাউদ > দা'দ » ; « সাধু > সাউধ > সাইধ্—সাধুয়ের > সাউধের > সাইধের > সেধের » ; « মাঝুয়া > মাউঝুয়া > মাইঝুয়া > মেঝো, মেজো » ; ইত্যাদি।

য-ফলার অন্তর্নিহিত ই-কারের অপিনিহিতি এখন পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণে বিশেষরূপে বিদ্যমান : « সত্য, কন্যা, কাব্য, যোগ্য, কার্য বা কার্য্য », অর্থাৎ [সৎতিয়, কন্‌নিয়া, কাব্‌বিয়, যোগ্‌গিয়, কার্‌য়িয় বা কার্‌জিয়], পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণে [শইত্ত, কইন্না, কাইব্ব, জোইগ্‌গ, কাইর্জ]। সংযুক্ত বর্ণদ্বয় « ক্ষ, জ্ঞ » উচ্চারণে [খ্য, গ্যঁ] বলিয়া, ইহাদের বেলাতেও ই-কারের অপিনিহিতি হয় : « লক্ষ = লখ্য [লইক্‌খ] ; যজ্ঞ = জগ্যঁ [জইগ্‌গ] »।

☞ অপিনিহিতি ঠিক ই-কার বা উ-কারের আগম নহে—অনেকাক্ষর শব্দে এই স্বর-বর্ণ যথাস্থানেই থাকে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ব হইতেই যেন ইহার আবাহন ঘটিয়া, অধিকন্তু পূর্বের অক্ষরে ই-কার বা উ-কারের প্রতিষ্ঠা ঘটে। একাক্ষর শব্দে এই স্বর-বর্ণের স্বস্থান হইতে পূর্বে আনয়ন ঘটে।

[৫] অভিশ্রুতি (Umlaut, Vowel Mutation)

« ই » এবং « উ » (বা « উ » হইতে জাত « ই »), অপিনিহিত হইলে, পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায় এখনও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে (বিশেষতঃ চলিত-ভাষায়) এই « ই » ধ্বনি, একাক্ষর শব্দে সাধারণতঃ লোপ পাইয়া থাকে, এবং একাধিক অক্ষরময় শব্দে পূর্ব-স্থিত স্বর-ধ্বনিকে প্রভাবান্বিত করিয়া, উহাকে পরিবর্তিত করিয়া দেয়। এইরূপ পরিবর্তনকে এক প্রকার 'আভ্যন্তর সন্ধি' বলা যাইতে পারে ; যেমন—সাধু-ভাষার « রাখিয়া » শব্দ : এই রূপটী ছিল প্রাচীন বাঙ্গালার ; অপিনিহিতির ফলে « রাখিয়া » হইল « রাইখিয়া », পরে « রাইখ্যা »—« রাইখ্যা » পূর্ব-বঙ্গে এখন প্রচলিত, প্রাচীন কালে পশ্চিম-বঙ্গেও প্রচলিত ছিল ; পরে পশ্চিম-বঙ্গে « আ + ই »-র সন্ধি হইয়া « রেখ্যা, রেখ্যে » রূপের মধ্য দিয়া « রেখে » রূপে, « রাখিয়া » পদের শেষ পরিণতি দাঁড়াইল। « রাখিয়া » > « রাইখ্যা » (অপিনিহিতি) > « রেখে » (অভিশ্রুতি)। « আ + ই + আ »—এইরূপ স্বর-সমাবেশ, সংক্ষিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল « এ +

এ »-তে : এই প্রকার অপিনিহিত ই-কারের প্রভাবে, পূর্ব-স্থিত স্বরের পরিবর্তন অথবা পূর্ব-স্থিত স্বর-বর্ণের নব-রূপ-ধারণকে **অভিশ্রুতি** নাম দেওয়া হইয়াছে।

অভিশ্রুতি নানা ভাষায় দেখা যায়। ইংরেজী, ও ইংরেজীর সহিত সম্পৃক্ত জরমান, সুইডীয়, ওলন্দাজ প্রভৃতি অন্যান্য কতকগুলি ভাষাতে মিলে। প্রাচীনতম ইংরেজী যুগে man (mann) শব্দের বহুবচন ছিল * mann-iz, পরে *mann-i : এই *mann-i শব্দের বিকারে, বহুবচনে menn (men) রূপ দাঁড়াইয়াছে; অপিনিহিত i বা ই-কারের প্রভাবে, a বা আ-কারের e বা এ-কারে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। * mann-i > * mainn > menn, men ; তুলনীয় বাঙ্গালা « গ্রন্থি > গাঁঠি > গাঁঠি > গাঁইঠ > গেঁঠ, গেঁট »)।

অভিশ্রুতির উদাহরণ

[১] « অ+ই+অ » > « অ' = ও+ও » : « চলিল > * চইল্‌ল > চ'ল্‌ল = [চোল্‌লো]; নড়িল > নইড়্‌ল > ন'ড়্‌ল [নোড়্‌লো]; বলিব > বইল্‌ব > ব'ল্‌ব, ব'ল্‌বো [বোল্‌বো]; ধরিব > ধ'রবো ; সত্য = সৎতিয় > (উচ্চারণে) [শোত্তো] ; লক্ষ = লখ্য = লক্‌খিয় > (উচ্চারণে) [লোক্‌খো] » ইত্যাদি।

[২] « অ+ই+আ, বা এ » > « অ' = ও+এ » : « চলিয়া > চইল্যা > চ'লে = [চোলে]; করিয়া > কইর্‌যা > ক'রে = [কোরে]; করিবা > কইর্‌বা > ক'র্‌বে [কোর্‌বে]; ধরিলে > ধইর্‌লে > ধ'রলে [ধোর্‌লে]; অভ্যাস = অব্‌ভিয়াস = (উচ্চারণে) [ওব্‌ভেশ্‌] » ; ইত্যাদি।

[৩] « আ+ই+অ, বা ও » > « এ+ও » : « রাখিহ > রাখিঅ, রাখিও রাইখ্যো > রেখো ; খাইহ > খেয়ো, খেও »। সাধু-ভাষার প্রভাবে, « বাসিল > বাস্‌ল, নাচিব > নাচ্‌ব » প্রভৃতি স্থলে আ-কার সংরক্ষিত হইয়াছে।

[৪] « আ+ই+আ » > « এ+এ » : « রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে ; আসিয়া > আইস্যা > এসে ; বাছিয়া > বেছে ; পানিহাটী > *পাইন্‌হাটী, *পাইনাটী > পেনেটী ; কাঁদিহাটী > কেঁদেটী » ইত্যাদি। « রাখিলা > রাখ্‌লে » —এইরূপ ক্ষেত্রে সাধু-ভাষার প্রভাবে আ-কার রক্ষিত হইয়াছে।

[৫] « অ, আ, ই, উ, এ, বা ও+আই+আ »>যথাক্রমে « অ'=ও, আ, ই, উ, ই, উ+ই+এ » : « বলাইয়া>ব'লিয়ে [বোলিয়ে] ; নাচাইয়া> নাচিয়ে' ; ডিঙ্গাইয়া>ডিঙিয়ে' ; শুখাইয়া>শুখিয়ে' ; দেওয়াইয়া (=দেআইয়া) দিইয়ে' ; শোয়াইয়া>শুইয়ে' » ।

[৬] « অ+ইআ+ই » > « অ'=ও+এ+ই » : « করিয়াছি>ক'রেছি [কোরেচি] ; বসিয়াছিল>ব'সেছিল » ।

[৭] « অ, আ, আই, ই, উ, এ, ও+অ+ইআ »>যথাক্রমে « অ'=ও, আ, এ, ই, উ, ই, উ+উ+এ » : « নগরিয়া>ন'গুরে, নগুরে' [নোগুরে] ; শহরিয়া>শহুরে' ; চন্দ্র=চন্দর, চন্দরিয়া>চন্দুরে' [চোন্দুরে] ; কান্দনিয়া >কাঁদুনে' ; বাইগণিয়া>বেগুনে' ; শিখনিয়া>শিখুনে' ; জুড়নিয়া>জুড়ুনে' ; দেঅনিয়া>দিউনে ; কোন্দলিয়া>কুঁদুলে' » ।

[৮] « অ+উ+আ »>« অ'=ও+ও » : « জলুয়া>জ'লো [জোলো] ; পটুয়া>প'টো [পোটো] » ইত্যাদি ।

[৯] « আ+উ+আ »>« এ+ও » : « সাথুয়া>সাউথুআ>সাইথুআ> সেথো ; গাছুয়া>গেছো ; মাছুয়া>মেছো ; তারা—তারুয়া (অনাদরে)> তেরো ; চারু—চারুআ (অনাদরে)>চেরো ; মাধব—মাধু+আ (অনাদরে)> মেধো » ইত্যাদি ।

দেখা যাইতেছে যে, চলিত ভাষায় অপিনিহিত ই-কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী অ-কার ও-কার হইয়া যায়, আ-কার এ-কার হইয়া যায়, এবং অপিনিহিত ই-কারের-ও লোপ হয়। অভিশ্রুতির ফলে সৃষ্ট চলিত-ভাষার এই সব রূপে, যেখানে অ-কার ও-কার হইয়া গিয়াছে, সেখানে লুপ্ত অ-কারের চিহ্ন-স্বরূপ [']-চিহ্নকে পরিবর্তিত অক্ষরের শীর্ষদেশে বসাইয়া বর্ণ-বিন্যাস করাই বাঙ্গালা ধ্বনির ইতিহাসের অনুযায়ী হইবে; যেমন—« চলিয়া>চইল্যা, চ'ল্যা>চ'লে » (« চোলে, চলে' » বা শুধু « চলে » নহে)। « রাখিয়া>রাইখ্যা>রেখে, রেখে' » ; এখানে [']-চিহ্ন না দিলে-ও চলে।

[৫] য়-শ্রুতি ও (অন্তঃস্থ-) ব-শ্রুতি

(Insertion of Euphonic Glides—« y » and « w »)

বাঙ্গালায় শব্দের অভ্যন্তরে পাশাপাশি দুইটী স্বর-ধ্বনি থাকিলে, যদি এই দুইটী স্বর মিলিয়া একটী যৌগিক স্বরে বা সন্ধ্যক্ষরে পরিণত না হয়, তাহা হইলে এই দুইটী স্বরের মধ্যে ব্যঞ্জনের অভাব-জনিত ফাঁকটুকুতে, উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থে অন্তঃস্থ য় (y) বা অন্তঃস্থ ব (ব় = w = ওয়, ও)-এর আগম হয়। শ্রুতিসুখকরত্বের জন্য এই অপ্রধান ব্যঞ্জন-ধ্বনির আগমকে **য়-শ্রুতি** ও **ব-শ্রুতি (অন্তঃস্থ-ব-শ্রুতি)** বলা হয়। « মা আমার »—এই বাক্যাংশটীতে, দুইটী পদ পাশাপাশি বসায় দুইটী আ-কার পর-পর আসিয়াছে; সাধারণতঃ বাঙ্গালীর মুখে এখানে য়-শ্রুতি হয়—« মা-য়্-আমার »। বাঙ্গালায় গান করিবার কালে, এই শ্রুত্যাগম বিশেষ-ভাবে কর্ণগোচর হয়; যথা—« সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চক্ষের জলে = [সকলো-য়্-অহঙ্কারো হে-য়্-আমার্] » ইত্যাদি।

য়-শ্রুতি য়-বর্ণ-দ্বারা নির্দিষ্ট হয়; ব-শ্রুতি-সম্বন্ধে কিন্তু লিখন বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা উদাসীন—« ওয়, ও, বা য় » এই তিনটীই ব্যবহৃত হয়; যথা—« রাখিআ—রাখিয়া; খাআ—খাওয়া; ধোআ—ধোওয়া [dhowā]; মোআ—মোয়া [mowā]; মালপুআ—মালপুয়া [puwā]; পিআনো (piano)—পিয়ানো; নাহা—নাআ—নাওয়া [nāwā]; কেআরী—কেয়ারী; কেঅড়া—কেওড়া »। য়-কার ও ব-কারের অদল-বদলও দেখা যায়; যথা—দেআল [deāl]>দেওয়াল [dewāl], দেয়াল [deyāl]; ছায়া [chāyā]—ছাওয়া [chāwā]।

[৬] শব্দের অভ্যন্তরস্থ র-কার ও হ-কারের লোপ-প্রবণতা (Tendency to drop internal « r » and « h »)

বাঙ্গালা উচ্চারণের ইহা আর একটী বৈশিষ্ট্য। বহু সংস্কৃত ও বিদেশী এবং **প্রাকৃত-জ শব্দ** এই বৈশিষ্ট্যের ফলে বাঙ্গালায় রূপ বদলাইয়া ফেলিয়াছে। শব্দের অভ্যন্তরে অন্য ব্যঞ্জনের পূর্বে র-কার (রেফ) থাকিলে, সেই রেফ, চলিত-বাঙ্গালা উচ্চারণে বহুস্থলে লুপ্ত হয়; এবং দুই স্বরের মধ্যাবস্থিত হ-কার-ও **সহজেই লুপ্ত হইয়া যায়**। অন্ত্য হ-কার-ও লোপপ্রবণ বর্ণ। যথা—

[১] র-এর লোপ : « করিতে>ক'র্‌তে>ক'ত্তে [কোত্তে] ; তর্ক>তক্ক ; ধর্ম>ধম্ম ; অর্ধ>অদ্ধ ; সূর্য্য>সুজ্জি ; ক'রছি>ক'চ্ছি ; মারিল=মার্‌ল, মারলে >[মাল্‌লে] ; করিলাম=ক'র্‌লুম্>ক'ল্লাম, ক'ল্লুম ; (ফারসী) শীরীনী>শির্‌নী >শিন্নী ; গৃহিণী*>গির্‌হিণী>গির্‌নী>গিন্নী ; নৃত্য>নের্ত>নেত্ত ; চর্ব্য> [চোব্ব] » ইত্যাদি।

কিন্তু ক্রিয়া-পদে, ব-য়ের পূর্বস্থিত র-কারের লোপ হয় না ; যথা—« করিবার >কর্‌বার ('কব্বার' নহে) ; ধরিবার>ধর্‌বার ; হারিবে>হার্‌বে »। কতক-গুলি বিদেশী শব্দে র-লোপ হয় না, যথা—« সর্‌কার, দর্‌বার (কিন্তু সর্‌দার> সদ্দার) ; কুরনিশ্ ; সার্‌কুলার (কিন্তু 'রিপোর্ট' স্থলে 'রিপোট' শুনা যায়), চার্জ, পার্‌সেন্ট » ইত্যাদি। সংস্কৃত শব্দে র-লোপ করা না-করা, বক্তার শিক্ষার উপরে নির্ভর করে ; সংস্কৃত ও অন্য শব্দের বানানে এই জন্য র-লোপ করা হয় না।

[২] হ-লোপ : « ফলাহার>*ফলাআর>ফলার ; পুরোহিত>*পুরুইত্ত >পুরুত ; গাহিলাম>গাইলাম ; কহে>কয় ; চাহে>চায় ; সিপাহী>সেপাই ; সুরহী>সোরাই ; মহোৎসব>মোচ্ছব ; মহার্ঘ্য>মাগ্‌গি (র ও হ—উভয়ের লোপ) ; পন্নরহ্>পনের ; সাধু>সাহু>সাহ, সাহা বা সা ; (আরবী>ফারসী) অল্লাহ্>আল্লা ; আলাহিদা>আলাদা ; (ফারসী) শাহ্>শা, শাহা »।

অনুশীলনী

১। উদাহরণসহ নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলির ব্যাখ্যা কর :—

বিপ্রকর্ষ (C. U. 1942), অপিনিহিতি, স্বরসঙ্গতি, অভিশ্রুতি।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির উপর টীকা লিখ :—

ভকতি, সিলিতি, রেখে, মেলে, দেখে, দেখে', জ'লো, মেঝো, পেনেটি, খাওয়া, গিন্নী, ফলার, ঠাকরুন।

৩। যে কোন তিনটির উচ্চারণস্থান নির্ণয় কর :—

ঈ ; ঐ , ঙ ; চ ; ফ ; শ। (C. U. 1945)

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ-সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি

[১] ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান

[১ক] ণত্ব-বিধান

খাঁটী বাঙ্গালা অর্থাৎ প্রাকৃত-জ শব্দের বানানে মূর্ধন্য « ণ »-য়ের ব্যবহার ক্বচিৎ দেখা যায়—কিন্তু বাঙ্গালায় মূর্ধন্য « ণ »-য়ের বিশিষ্ট উচ্চারণ এখন অজ্ঞাত; এই সকল প্রাকৃত-জ শব্দে দন্ত্য « ন » লিখিলে কোনও ক্ষতি নাই—দন্ত্য « ন » লেখাই বরং ভাল; প্রাকৃত-জ শব্দে কেবল মাত্র দন্ত্য « ন »,—এই রীতি স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। প্রাকৃত-জ শব্দে যে মূর্ধন্য « ণ » লেখা হয়, তাহা, হয় মূল সংস্কৃত শব্দের প্রভাবে, না হয় অনুরূপ সংস্কৃত শব্দের অনুকরণে ঘটিয়া থাকে। কতকগুলি শব্দে মূর্ধন্য « ণ » ও দন্ত্য « ন » দুই-ই ব্যবহৃত হয়; যথা—« রাণী—রানী; ঠাকুরাণী, ঠাকরুণ—ঠাকুরানী, ঠাকরুন; কাণ—কান; সোণা—সোনা; ঝরণা—ঝরনা; পুরাণ—পুরানো; হারাণ—হারানো, হারান; বাণান—বানান; পরণ—পরন » ইত্যাদি। বিদেশী শব্দেও কখনও কখনও সংস্কৃত শব্দের বানানের অনুকরণে « ণ » লেখা হয় (সাধারণতঃ শব্দের শেষে), কিন্তু এ ক্ষেত্রেও দন্ত্য « ন » লেখাই সমীচীন; যথা—« কোরাণ ('পুরাণ' শব্দের দেখাদেখি)—কোরান; দূরবীণ—দূরবীন; কুর্ণিশ—কুরুনিশ্; ইরাণ, তুরাণ—ঈরান, তূরান; ট্রেণ—ট্রেন; রিপণ—রিপন; নর্ম্মাণ—নর্মান; জার্ম্মাণী—জর্মানি » ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দে কিন্তু যেখানে মূর্ধন্য « ণ » আছে, সেখানে এই বর্ণকে যথাযথ-ভাবে রক্ষা করা উচিত। সংস্কৃত ভাষায় দন্ত্য-ন-এর মূর্ধন্য ণ-য়ে পরিবর্তনের নিয়মকে **ণত্ব-বিধান** বলে। ণত্ব-বিধান, যথা—

[১] ট-বর্গের পূর্বে ণ হয়: « **বণ্টন, কণ্টক, লুণ্ঠন, অবগুণ্ঠন, চণ্ড, খণ্ড, দণ্ড, ভাণ্ড** »।

[২] « ঋ, ঋৃ, র, ষ » এই কয় বর্ণের পরে পদ-মধ্যবর্তী দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হইয়া যায় ; যথা—« ঋণ, পিতৃণ (পিতৃ+ঋণ), ঘৃণা, কৃষ্ণ, বর্ণ, বিষ্ণু, পূর্ণ » ইত্যাদি।

[৩] « ঋ, র্, ষ্ »'-এর পরে স্বর-বর্ণ, ক-বর্গ প-বর্গ, য, ব, হ, অথবা অনুস্বার থাকিয়া, তাহার পরে দন্ত্য-ন থাকিলে, উহা মূর্দ্ধণ্য-ণ হয়। যথা—« করণ (<√কৃ, কর্+অন), দর্পণ (√দৃপ্, দর্প্+অন), শ্রবণ (√শ্রু, শ্রব্+অন) ; হরিণ, বক্ষ্যমাণ, রুক্মিণী, বিষয়িণী, পাষাণ, সৃক্কণী, বিষাণ, নির্বাণ, কৃপণ, রেণু, লক্ষণ, লক্ষ্মণ » ইত্যাদি।

কিন্তু « ঋ, র, ষ » ও পরবর্তী দন্ত্য-ন-য়ের মধ্যে অন্য বর্ণের ব্যবধান থাকিলে, ণ-ত্ব হয় না ; যেমন—« মর্দন, দর্শন, প্রার্থনা, কর্তন, অর্চনা, বর্ণনা, রচনা, রঞ্জন » ইত্যাদি। পদের অন্তে দন্ত্য-ন (অর্থাৎ হসন্ত-যুক্ত দন্ত্য-ন) মূর্ধন্য-ণ হয় না—পূর্বেকার অক্ষরের « ঋ, র, ষ »-র পরে, স্বর-বর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ য-, ব-, হ্-কার ও অনুস্বার থাকিলেও ; যেমন—« ব্রহ্মন্, শ্রীমান্ »।

যেখানে দুইটী পদ মিলিয়া একটী শব্দ, সেখানে উপরের [২] ও [৩]-এর নিয়ম কার্য্যকর হয় না, যথা—« দুর্নাম ('দুর্+নাম'—'দুর্ণাম' নহে), হরিনাম ('হরিণাম' নহে), ত্রিনয়ন, বারিনিধি » ইত্যাদি। « সূর্প+নখ+আ= সূর্পণখা ('যাহার কুলার মত নখ এমন নারী') »—এই শব্দ ব্যক্তি-বিশেষের (রাক্ষসরাজ রাবণের ভগিনীর) নাম হইল বলিয়া, এক-পদ-রূপে বিবেচ্য ; সেই জন্য এখানে পূর্বের নিয়ম ধরিয়া ণত্ব-বিধান হইল ; কিন্তু « তাম্রনখ ('তামার মত অর্থাৎ লাল নখ যাহার') »-শব্দ কাহারও নাম নহে, ইহাতে দুইটী পদের অর্থ বিশ্লিষ্ট আছে, তাই এখানে « ণ » হইল না। তদ্রূপ « ত্রি+হায়ন, চতুর্+হায়ন » এই দুই শব্দ 'তিন বৎসরের বা চারি বৎসরের শিশু' বুঝাইলে এক-পদ-রূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানে মূর্ধন্য-ণ,—« ত্রিহায়ণ, চতুর্হায়ণ » ; কিন্তু 'তিন বৎসর', 'চারি বৎসর' অর্থে পদদ্বয়ের অর্থ পৃথক্, সেখানে দন্ত্য-ন-ই থাকে ; তুলনীয়—মাসের নাম « অগ্রহায়ণ »।

[৪] উপরের দুইটী নিয়ম-অনুসারে, « প্র, পরা, পরি, নির্ » এই চারিটী উপসর্গের ও « অন্তর্ »-শব্দের পরস্থিত « নদ্, নম্, নশ্, নহ্, নী, নুদ্, অন্, হন্ » এই কয়টী ধাতুর দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়; যথা—« নমে » কিন্তু « প্রণমে »; « নষ্ট—প্রণষ্ট; নীত—প্রণীত; নতি—প্রণতি, পরিণতি; হনন—প্রহণন » ইত্যাদি। « প্র, পরি » ইত্যাদির পরে « নি » উপসর্গ থাকিলে তাহা « ণি » হয়; যথা—« নিধান—প্রণিধান; নিপাত—প্রণিপাত » ইত্যাদি। « পরায়ণ, পারায়ণ, উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ » শব্দের ণ-ও এই কারণে (« পর, পার, উত্তর, চান্দ্র, নার+অয়ন »)।

এতদ্ভিন্ন, অন্য কতকগুলি শব্দ-সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম আছে, বাঙ্গালার পক্ষে সেগুলি তত আবশ্যক নহে। নিম্নলিখিত শব্দগুলি দ্রষ্টব্য :—

« অহন্—অহ্ন » শব্দ (দন্ত্য-ন): « আহ্নিক, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন »-তে দন্ত্য-ন; « প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ »—এখানে মূর্ধন্য-ণ।

« প্রকম্পন, পরিগমন »—এখানে মূর্ধন্য-ণ হয় না (নিয়মের প্রতিকূল)। « আম্রবণ, শরবণ, ইক্ষুবণ » ইত্যাদি কতকগুলি শব্দে « বন »-শব্দের দন্ত্য-ন-স্থানে মূর্ধন্য-ণ হয়—বিশেষ নিয়ম-অনুসারে; বাঙ্গালায় কিন্তু সাধারণতঃ « আম্র-বন, শর-বন, ইক্ষু-বন » প্রভৃতি লেখা হয়।

দ্রষ্টব্য :—বাঙ্গালায় প্রচলিত কয়েকটী সংস্কৃত শব্দে স্বভাবতঃই 'ণ' ব্যবহৃত হয়—

অণু, আপণ ('দোকান' অর্থে), কঙ্কণ, কণা, কফোণি, কল্যাণ, গণ, গুণ, গৌণ, ঘুণ, চিক্কণ, পণ্য, পাণি, পুণ্য, ফণা, ফণী, বণিক্, বাণ, মণি, লবণ, লাবণ্য ইত্যাদি।

[১খ] ষত্ব-বিধান

খাটী বাঙ্গালা অর্থাৎ প্রাকৃত-জ শব্দে কখনও-কখনও সংস্কৃত বানানের অনুকরণে মূর্ধন্য ষ লিখিত হইয়া থাকে; যেমন « ভয়ষা ঘী ('মহিষ' শব্দের প্রভাবে), আঁষ ('আমিষ' শব্দের প্রভাবে), ঘষা ($\sqrt{}$ঘর্ষ্), নিষুতি (<নিষুপ্তিক), উড়িষ্যা (<ঔড্রীবিষয়-), আউষ (<আ-বৃষ্)» ইত্যাদি। বিদেশী শব্দেও তদ্রূপ « স » বা « শ »-স্থলে ক্বচিৎ « ষ » মিলে; যথা—« মুষলমান ('মুসল-

মান'-স্থলে), কানখুষ্কি ('খুশ্কি' স্থলে), জিনিষ (=জিনিস), বারকোষ (=কোশ), বালাপোষ, তক্তপোষ, খরগোষ (সর্বত্র 'শ'-স্থলে 'ষ'-ই সাধারণ); বুরুষ (brush ব্রাশ্) » ইত্যাদি। কতকগুলি প্রাকৃত-জ শব্দে « ষ » এক রকম সুদৃঢ়-ভাবেই বাঙ্গালা বানানে গৃহীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদেশী শব্দে « ষ » না লিখিয়া, উচ্চারণ-অনুসারে « স » বা « শ » লেখাই উচিত।

সংস্কৃতে « ট »-এর পূর্বে কেবল « ষ » ব্যবহৃত হয়—« ষ্ট »; সেই জন্য ইংরেজী শব্দে st অর্থাৎ [স্ট] থাকিলে, « স্ট » না লিখিয়া সাধারণতঃ « ষ্ট » লেখা হয়ঃ « ষ্টেশন, খ্রীষ্ট »।

ষত্ব-বিধানের নিয়ম

[১] ঋ-কারের পরে « ষ » হয়; যথা—« ঋষি, বৃষ, ঋষভ, বৃষ্ণি » ইত্যাদি।

[২] « অ, আ » ভিন্ন স্বর, এবং « ক » ও « র »—এই কয়টী বর্ণের পরে প্রত্যয়াদির দন্ত্য-স আসিলে, তাহা মূর্ধন্য-ষ-য়ে পরিবর্তিত হয়; যথা—« কল্যাণীয়েষু (কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে 'কল্যাণীয়াসু'), মুমূর্ষু, মুমুক্ষু, চিকীর্ষা » ইত্যাদি।

ব্যত্যয়ঃ—কিন্তু 'সাৎ' প্রত্যয়ের 'স', মূর্ধন্য 'ষ' হয় না—'ভূমিসাৎ', অগ্নিসাৎ'

উপসর্গের ই-কার ও উ-কারের পরস্থিত কতকগুলি ধাতুর দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়; যথা—« অভি+√সিচ্ > সেক্+অ=অভিষেক; স্থা+অন=স্থান, কিন্তু অধি+স্থান=অধিষ্ঠান, অনু+স্থান=অনুষ্ঠান, প্রতি+স্থিত=প্রতিষ্ঠিত; নি+স্নাত=নিষ্ণাত; সিদ্ধ—কিন্তু নিষিদ্ধ, নিষেধ; সন্ন—নিষণ্ণ » ইত্যাদি। কতকগুলি ধাতুতে কখনও-কখনও « স » এইরূপে « ষ » হয়, কিন্তু সর্বত্র নয়; যথা—« অনুসন্ধান, বিসর্গ, অনুস্বার » ইত্যাদি।

[৩] দুইটী পদ সমাস-যুক্ত হইয়া একটী শব্দ হইয়া গেলে, প্রথম পদের শেষে « ই, উ, ঋ, ও » থাকিলে, পরবর্তী পদের আদ্য « স », « ষ »-য়ে পরিবর্তিত হয়; যথা—« যুধি+স্থির=যুধিষ্ঠির; অগ্নি+স্তোম=অগ্নিষ্টোম; সু+স্থু=সুষ্ঠু; মাতৃ+স্বসা=মাতৃষ্বসা; পিতৃ+স্বসা=পিতৃষ্বসা; গো+স্থ=গোষ্ঠ; হরি+

সেন—হরিষেণ; সু+সমা=সুষমা; সু+সেন=সুষেণ; বি+সম=বিষম » ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য ঃ—সংস্কৃত হইতে গৃহীত কয়েকটী শব্দে স্বভাবতঃই 'ষ' ব্যবহৃত হয় ঃ—

« আষাঢ়, ঈষৎ, ঈর্ষা (ঈর্ষ্যা), ঊষা (উষা), ঊষর, ঊষ্ম, ইষ্ ধাতু, ওষধি, ঔষধ, কোষ, কর্ষণ, গণ্ডূষ, গ্রীষ্ম, ঘর্ষণ, তুষার, তুষ, তুষ্ ধাতু, দুষ্ ধাতু, নিকষ, পরুষ, পুরুষ, পুষ্প, প্রত্যূষ (প্রত্যুষ), প্রদোষ, পাষাণ, পুষ্ ধাতু, পৌষ, ভীষ্ম, ভূষণ, ভাষা, ভীষক্, মেষ, মহিষ, মহিষী, মূষিক (মূষীক), যূষ, রোষ, বিশেষ, বিশেষণ, বিষ, বিষাণ, বর্ষণ, শেষ, শোষ, শ্লেষ, শ্লেষ্মা, ষট্, ষোড়শ, ষণ্ড, সর্ষপ, হর্ষ » ইত্যাদি।

[২] সন্ধি (Liaison বা Assimilation)

দুইটী (বা ক্বচিৎ দুইটীর অধিক) ধ্বনি একই পদে বা দুইটী বিভিন্ন পদে পাশাপাশি অবস্থান করিলে, দ্রুত উচ্চারণের ফলে সেই দুইটীর মধ্যে আংশিক বা পূর্ণ-ভাবে মিলন হয়, কিংবা একটীর লোপ হয়, অথবা একটী অপরটীর প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। এইরূপ মিলন বা লোপ বা পরিবর্তনকে **সন্ধি** বলে।

সকল ভাষাতেই এইরূপ সন্ধি আছে, তবে সে সন্ধির নিয়ম ভাষাভেদে পৃথক্ হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারণে যে পরিবর্তন ঘটিত, বানানে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইত। কিন্তু অনেক ভাষায় আবার সন্ধি-জাত মিলন বা লোপ অথবা উচ্চারণের পরিবর্তন, লেখায় দেখানো-ই হয় না।

বাঙ্গালা সন্ধির দৃষ্টান্ত ঃ কলিকাতার চলিত-ভাষায়, « দেই > দিই (স্বর-সঙ্গতি) > দি (দুইটী ই-কারে মিলিয়া একটী ই-কারে পরিবর্তন); জুয়া > জুও > জো (স্বর-সঙ্গতি এবং তৎপরে সন্ধিতে উ-কার লোপ); বিয়া > বিয়ে > ব্যে > বে; দিয়া > দিয়ে > দ্যে > দে; কোথা যাবে > [কোজ্জাবে] (থা-এর আ-কারের লোপ, পরে পরবর্তী য-কারের প্রভাবে থ-এর পরিবর্তন) পাঁচ সের (উচ্চারণে [শের]) > [পাঁশ-শের] (শ-এর প্রভাবে চ-এর পরিবর্তন); বড়-ঠাকুর > বট্-ঠাকুর (ড়-কারের অ-লোপ, পরে ঠ-এর প্রভাবে ড়-এর ট-তে পরিবর্তন); পাঁচ জন > [পাঁজ্জন]; হাত-ধরা > [হাদ্ধরা]; মেখ ক'রেছে > [মেক্কোরেচে] » ইত্যাদি উচ্চারণ আমরা সর্বদা কানে শুনি, কিন্তু লেখায় কখনও প্রদর্শন করি না। ইংরেজী সন্ধির দৃষ্টান্ত ঃ extraordinary—উচ্চারণে

[ikstrordinari] (a এবং o-র সন্ধিতে প্রথম স্বর-ধ্বনির লোপ); drawers—উচ্চারণে [drōz] (draw-শব্দের অ-ধ্বনি ও -ers প্রত্যয়ের স্বর-ধ্বনির সন্ধি); five pence [faiv+pens]—উচ্চারণে [faif pens], p-র প্রভাবে পূর্বের v-র f-এ পরিবর্তন; begged—উচ্চারণে [begd=বেগ্ড্], -ed প্রত্যয়ের d-র ঘোষ-ধ্বনি, g বা গ-এর ঘোষ-ধ্বনির সাহায্যে এখানে অবিকৃত; কিন্তু locked উচ্চারণে [lukt=লুক্ট্]—এখানে অঘোষ k-র প্রভাবে -ed-র d-ধ্বনির অঘোষ t-তে পরিবর্তন; horse+shoe—উচ্চারণে [hōrs-shu] না হইয়া [hōrshshu, hōshshu] « হস্‌´শু » স্থানে « হর্শ্‌ শু » বা « হশ্‌শু »]।

খাঁটী বাঙ্গালা সন্ধিরও নিয়ম আছে; বাঙ্গালা উচ্চারণ-রীতি, পূর্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহার সহিত বাঙ্গালার সন্ধির নিয়ম জড়িত। কিন্তু বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণে যে সন্ধি আসিয়া যায়, সাধারণতঃ বানানে তাহা লেখা হয় না। খাঁটী বাঙ্গালা সন্ধি-তত্ত্ব এখনও কতকটা আলোচনা ও গবেষণার ব্যাপার হইয়া আছে। তবে এইটুকু প্রণিধান করা আবশ্যক—বাঙ্গালার উচ্চারণ-রীতি, সংস্কৃতের উচ্চারণ-রীতি হইতে নানা বিষয়ে পৃথক বলিয়া, সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম বাঙ্গালার পক্ষে খাটে না—বাঙ্গালা সন্ধির অন্য নিয়ম আছে। এগুলি পরে উল্লিখিত হইয়াছে ('সন্ধির পরিশিষ্ট' অংশে)।

বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ একক পাওয়া যায়, আবার অন্য শব্দের সহিত সমস্ত বা মিলিত অবস্থাতেও পাওয়া যায়। এই মিলিত রূপে, সন্ধি-হেতু মূল শব্দগুলির ধ্বনি ও তদবলম্বনে সেগুলির বানান অনেক সময়ে বদলাইয়া যায় বলিয়া (এবং ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দের সংযোগে আবশ্যক-মত নূতন শব্দ-সৃষ্টি হইলে, সংস্কৃতের নিয়ম-অনুসারে তাহাদের সন্ধি হয় বলিয়া), বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট সংস্কৃত শব্দের আলোচনায় তাহাদের সন্ধির নিয়মও জানা আবশ্যক; যেমন—সংস্কৃত « অতি » ও « আচার » এই দুইটী শব্দ পৃথক্ ভাবে বাঙ্গালায় পাওয়া যায়; কিন্তু « অতি » ও « আচার » [ati+āchāra] মিলিয়া হইল « অত্যাচার »; প্রাচীনকালে « অত্যাচার »-এর উচ্চারণ ছিল কতকটা যেন [অৎ-ইয়া-চা-র, at-iā-chā-ra, at-yā-chā-ra], কিন্তু এখন বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে [ওৎ-ত্যা-চার, ot-tæ-char] (পূর্ব-বঙ্গে [অইত্তাচার, oit-ta-tsar])। « অত্যাচার » শব্দের গঠন বুঝিতে হইলে, সংস্কৃতে « ই » ও « আ » পর-পর আসিলে মিলিয়া যে « য়া » হয়, এবং এই « য়া », য-ফলার রূপ ধারণ করিয়া পূর্ব ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হয়, এই সন্ধি-নিয়ম জানিতে হইবে। « উপরি+উপরি [=upari+upari>upary-upari, uparyy-

upari] », বানানে « উপর্য্‌পরি, উপর্য্যুপরি », আধুনিক উচ্চারণে পশ্চিম বঙ্গের সাধু-ভাষায় [uporjupori], পূর্ব-বঙ্গে [upoirdzuporl]। এইরূপে এখন প্রাচীন সংস্কৃত ধরণে উচ্চারণ করা হয় না বলিয়া, সন্ধির সার্থকতা সহজে বোঝা যায় না এবং নিয়মগুলি কিছু কষ্ট-সহকারে মনে রাখিতে হয়। প্রাচীন উচ্চারণ ধরিয়া জিনিসটী আলোচনা করিলে, সন্ধি-প্রকরণ অতি সহজ-বোধ্য হইয়া যায়। অন্য উদাহরণ—« বধূ+আগমন (wadhū+āgamana)=বধ্বাগমন », প্রাচীন উচ্চারণে [বধ্‌বাগমন]=[wadhwāgamana]; এখন বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে [বোদ্‌ধাগমোন]=[boddhagŏmon]; « নৌ=ইক » হইতে « নাবিক » [nāu+ika= nāwika], এখনকার বাঙ্গালার উচ্চারণে আর অন্তঃস্থ ব-কার নাই—বর্গীয়-ব হইয়াছে, [nābik]; « সাধু+ ঈ=সাধ্বী » [sādhu+ī=sādhwi], এখন বাঙ্গালা উচ্চারণে [shāddhi]; « তৎ+ শক্তি=তচ্ছক্তি »; « মনঃ+গত>মনোগত » ইত্যাদি। ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দের সন্ধির উদাহরণ- Cape of Good Hope-এর অনুবাদ, « উত্তম-আশা অন্তরীপ— উত্তমাশা অন্তরীপ »; « ভারত+ঈশ্বরী=ভারতেশ্বরী; বঙ্গেশ্বর; বিচার+আলয়=বিচারালয় » ইত্যাদি।

স্বর-বর্ণে স্বর-বর্ণে মিলিয়া যে সন্ধি হয় তাহার নাম **স্বর-সন্ধি**; ব্যঞ্জন-বর্ণে এবং ব্যঞ্জন-বর্ণে বা স্বর-বর্ণে মিলিয়া যে সন্ধি হয়, তাহার নাম **ব্যঞ্জন-সন্ধি**।

[২ক] স্বর-সন্ধির নিয়ম

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, সংস্কৃতে বাঙ্গালার মত দুইটী স্বর-ধ্বনি পাশাপাশি থাকিতে পারে না—পাশাপাশি আসিলেই তাহাদের সংযোগে একটী অক্ষরের সৃষ্টি হয়। « এ, ও » মূলে ছিল « অই, অউ » এবং « ঐ, ঔ » ছিল « আই, আউ »—সন্ধিতেই এই চারিটী বর্ণের এই প্রকৃতি প্রকট হয়।

কেবল দুই-চারিটী বিশেষ স্থলে সংস্কৃত ভাষায় দুইটী স্বর পাশাপাশি থাকিলেও সন্ধি করা হয় না। এইরূপ স্বরকে **প্রগৃহ্য** বলে; যথা—« কবী+ এতৌ=কবী এতৌ; সাধূ+ইমৌ=সাধূ ইমৌ »।

[১] দুইটী পদে বা পদাংশে, একই স্বর-বর্ণ, হ্রস্ব-ভাবেই হউক বা দীর্ঘ-ভাবেই হউক, পর-পর বা পাশাপাশি অবস্থান করিলে, এই উভয় অবস্থান মিলিয়া উক্ত স্বর-বর্ণের দীর্ঘ-রূপে পরিণতি হয়, এবং এই দীর্ঘ স্বরে পদ বা পদাংশ দুইটী মিলিত হয়; যথা—

অ+অ=আ : বেদ+অন্ত>বেদান্ত; ধর্ম+অধর্ম>ধর্মাধর্ম; অন্য+অন্য>অন্যান্য; অপর+অপর>অপরাপর; বর+অভয়>বরাভয়; নব+অন্ন>নবান্ন; নর+অধম>নরাধম; ইত্যাদি।

অ+আ=আ : দেব+আলয়>দেবালয়; জল+আশয়>জলাশয়; হিম+আলয়>হিমালয়; ঈশ্বর+আদেশ>ঈশ্বরাদেশ; চন্দ্র+আনন>চন্দ্রানন; পুস্তক+আগার>পুস্তকাগার; ইত্যাদি।

আ+অ=আ : আশা+অতিরিক্ত>আশাতিরিক্ত; আজ্ঞা+অধীন>আজ্ঞাধীন; বিদ্যা+অলঙ্কার>বিদ্যালঙ্কার; মহা+অর্ণব>মহার্ণব; নিন্দা+অর্হ>নিন্দার্হ; হত্যা+অপরাধ>হত্যাপরাধ।

আ+আ=আ : দয়া+আর্দ্র>দয়ার্দ্র; মহা+আশয়>মহাশয়; বিদ্যা+আলয়>বিদ্যালয়; শিলা+আসীন>শিলাসীন; মাত্রা+আধিক্য>মাত্রাধিক্য; আশা+আনন্দ>আশানন্দ।

ই+ই=ঈ : গিরি+ইন্দ্র>গিরীন্দ্র; অভি+ইষ্ট>অভীষ্ট; অতি+ইত>অতীত; মুক্তি+ইচ্ছা>মুক্তীচ্ছা।

ই+ঈ=ঈ : ক্ষিতি+ঈশ>ক্ষিতীশ; প্রতি+ঈক্ষা>প্রতীক্ষা; অধি+ঈশ্বর>অধীশ্বর।

ঈ+ই=ঈ : শচী+ইন্দ্র>শচীন্দ্র; মহী+ইন্দ্র>মহীন্দ্র।

ঈ+ঈ=ঈ : সতী+ঈশ>সতীশ; রজনী+ঈশ>রজনীশ।

উ+উ=ঊ : সু+উক্ত>সূক্ত; ভানু+উদয়>ভানূদয়; গুরু+উপদেশ>গুরূপদেশ; সাধু+উত্তম>সাধূত্তম।

উ+ঊ=ঊ : লঘু+ঊর্মি>লঘূর্মি।

ঊ+ঊ=ঊ : ভূ+ঊর্ধ্ব>ভূর্ধ্ব।

ঋ+ঋ=ৠ : পিতৃ+ঋণ>পিতৄণ।

[২] « অ » বা « আ » পূর্বে থাকিলে, পরবর্তী স্বর যদি « ই » বা « ঈ » হয়, তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া « এ » হয়; যদি « উ » বা « ঊ » হয়, তাহা

হইলে উভয়ে মিলিয়া « ও » হয় ; « ঋ » হইলে, « অর্ » হয় ; « ঌ » হইলে, « অল্ » ; এবং « এ » বা « ঐ » হইলে, « ঐ » হয় ; এবং « ও » বা « ঔ » হইলে, « ঔ » হয় ; যথা—

অ+ই, ঈ=এ : দেব+ইন্দ্র>দেবেন্দ্র ; রাজ+ইন্দ্র>রাজেন্দ্র ; পূর্ণ+ইন্দু>পূর্ণেন্দু ; গণ+ইশ>গণেশ ; পরম+ঈশ্বর>পরমেশ্বর।

আ+ই, ঈ=এ ; যথা+ইষ্ট>যথেষ্ট ; উমা+ঈশ>উমেশ ; রমা+ঈশ>রমেশ।

অ+উ, ঊ=ও : হিত+উপদেশ>হিতোপদেশ ; সূর্য্য+উদয়>সূর্য্যোদয় ; পর্বত+ঊর্ধ্ব>পর্বতোর্ধ্ব ; এক+ঊনবিংশতি>একোনবিংশতি।

আ+উ, ঊ=ও : মহা+উদয়>মহোদয় ; মহা+উৎসব>মহোৎসব ; মহা+ঊর্মি>মহোর্মি।

অ+ঋ=অর্ : দেব+ঋষি>দেবর্ষি।

আ+ঋ=অর্ : মহা+ঋষি>মহর্ষি।

এই নিয়মের ব্যত্যয় ; « পরম—ঋত—পরমত »—« অ+ঋ—অর্ » ; কিন্তু « শীত+ঋত—শীতার্ত, ক্ষুধা+ঋত—ক্ষুধার্ত »—এই দুইটী শব্দে, 'শীত বা ক্ষুধার দ্বারা কাতর (ঋত)', এই অর্থে তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হওয়ার কারণে, বিশেষ-ভাবে এই দুই শব্দে « অ, আ+ঋ »—« অর্ » না হইয়া, বৃদ্ধি হইয়া « আর্ » হয়।]

অ+এ, ঐ=ঐ : এক+এক>একৈক ; হিত+এষী>হিতৈষী ; রাজ+ঐশ্বর্য্য>রাজৈশ্বর্য্য ; মত+ঐক্য>মতৈক্য।

আ+এ, ঐ=ঐ : সদা+এব>সদৈব ; মহা+ঐশ্বর্য্য>মহৈশ্বর্য্য।

অ+ও, ঔ=ঔ : মাংস+ওদন>মাংসৌদন ; দিব্য+ঔষধ>দিব্যৌষধ।

আ+ও, ঔ=ঔ ; মহা+ঔষধ>মহৌষধ।

[৩] পূর্বে যদি « ই ঈ, উ ঊ, বা ঋ » থাকে, এবং পরে যদি অন্য স্বর-বর্ণ আসে, তাহা হইলে « ই ঈ » স্থানে « য় (য-ফলা) », « উ ঊ » স্থানে « ব্ (=অন্তঃস্থ ব, ব-ফলা) », এবং « ঋ » স্থানে « র

(র-ফলা) » হয়; এই « য, ব, র » (ফলা-রূপে) পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হয়। যথা—

ই, ঈ+অ, আ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ : অতি+অন্ত>অত্যন্ত; অতি +আচার>অত্যাচার; উপরি+উপরি>উপর্যুপরি (অর্থাৎ উপর্‌্যপরি); প্রতি+উত্তর>প্রত্যুত্তর; অতি+ঊর্ধ্ব>অত্যূর্ধ্ব; প্রতি+এক>প্রত্যেক; অতি+ঐশ্বর্য>অত্যৈশ্বর্য; ইতি+ওম্>ইত্যোম; নদী+অম্বু>নদ্যম্বু; নদী+উপকণ্ঠ>নদ্যুপকণ্ঠ; ইত্যাদি।

উ, ঊ+অ, আ, ই, ঈ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ : অনু+অয় > অন্বয়; সু+আগত > স্বাগত; অনু+ইত > অন্বিত; বহু+ঋচ=বহ্বৃচ; অনু+এষণ > অন্বেষণ; পশু+অধম > পশ্বধম; বধূ+আনয়ন > বধ্বানয়ন; ইত্যাদি।

ঋ+অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও ঔ : পিতৃ+অনুমতি>পিত্রনুমতি; পিতৃ+আলয়>পিত্রালয়; মাতৃ+উপদেশ>মাত্রুপদেশ; ইত্যাদি।

[৪] পূর্বে « এ ঐ, ও ঔ » থাকিলে, পরবর্তী যে-কোন স্বরের যোগে « এ ঐ (অর্থাৎ সন্ধ্যক্ষর অই, আই) » স্থলে « অয়, আয় » এবং « ও ঔ (অর্থাৎ সন্ধ্যক্ষর অউ, আউ ») স্থলে « অব্ আব্ (অব়্, আব়্) » হয়। এইরূপ সন্ধি, বাঙ্গালায় দুইটী বিভিন্ন পদের মিলনে হয় না—পদ-মধ্যে ধাতুর সহিত প্রত্যয়ের যোগে সৃষ্ট শব্দে এইরূপ সন্ধি পাওয়া যায়। যথা—« নে+অন>নয়ন (অর্থাৎ নী ধাতুর গুণ—নই, সংক্ষেপে নে; নে=নই+অন=নইঅন=নয়ন); শে+অন=শয়ন (শী ধাতুর গুণ—শে=শই+অন=শয়ন); নৈ+অক>নায়ক (নী ধাতুর বৃদ্ধি—নী=নাই; নাই+অক=নায়ক); গৈ+অক=(গাইঅক=গায়ক; শ্রো+অন=শ্রবণ (শ্রু ধাতু হইতে শ্রউ বা শ্রব়্+অন>শ্রব়ণ, শ্রবণ); পো+অন>পবন (পূ ধাতু>পো বা পউ—পউ+অন=পব়্+অন>পবন); গো+এষণা>গবেষণা (গো=গউ বা গব্+এষণা=গবেষণা); পৌ+অক>পাবক (পূ—পৌ বা পাউ+অক>পাব়্+অক>পাব়ক, পাবক); নৌ+

ইক>নাবিক (নৌ=নাউ+ইক=নাউইক, নাব্-ইক, নাবিক); ভৌ+উক ভাবুক (ভৌ=ভাউ+উক>ভাব্+উক, ভাবুক) » ইত্যাদি।

স্বর-সন্ধির নিয়মের ব্যত্যয়

উপরের নিয়ম কয়টী, সংস্কৃতের স্বর-সন্ধির সাধারণ নিয়ম। এতদ্ভিন্ন, ঐ সকল নিয়মের প্রতিকূল সন্ধি কতকগুলি স্থলে দেখা যায়। ইহাদের কতকগুলির সম্বন্ধে সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ পৃথক্ নিয়ম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; আবার কতকগুলির সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে এইরূপ সন্ধি « নিপাতনে সিদ্ধ », অর্থাৎ নিয়ম-বহির্ভূত। সন্ধির ব্যত্যয়-ফলে উদ্ভূত এইরূপ কতকগুলি শব্দ (বাঙ্গালায় যেগুলির ব্যবহার আছে) নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওষ্ঠ=বিম্বোষ্ঠ » (নিয়মানুসারে), এতদ্ভিন্ন নিপাতনে « বিম্বোষ্ঠ »; তদ্রূপ « রক্তৌষ্ঠ, রক্তোষ্ঠ »; « শুদ্ধ+ওদন>শুদ্ধোদন »; স্ব+ঈর>স্বৈর (স্ত্রীলিঙ্গে স্বৈরিণী); অক্ষ+ঊহিণী>অক্ষৌহিণী; অন্য+অন্য>অন্যান্য, এবং অন্যোন্য; প্র+ঊঢ়>প্রৌঢ়; সার+অঙ্গ>সারঙ্গ; প্র+এষণ প্রেষণ; মনস্+ঈষা> মনীষা; গো+ঈশ্বর=গউ+ঈশ্বর—গব+ঈশ্বর=গবীশ্বর, অধিকন্তু নিয়মাতিরিক্ত গবেশ্বর; তদ্রূপ, গো+ইন্দ্র>গবেন্দ্র, গো+অক্ষ>গবাক্ষ »।

[২খ] ব্যঞ্জন-সন্ধি

[১] অঘোষ স্পর্শ-বর্ণের ঘোষ-বর্ণে পরিণতি—

[ক] স্বর-বর্ণ পরে থাকিলে, পূর্বে অবস্থিত অঘোষ-বর্ণ « ক চ ট ত প », যথাক্রমে ঘোষ-বর্ণ « গ জ ড (ড়) দ ব »-তে পরিণত হয়; যথা—« বাক্+ঈশ> বাগীশ; দিক্+অন্ত>দিগন্ত; ণিচ্+অন্ত>ণিজন্ত; ষট্+আনন>ষড়ানন; জগৎ+ঈশ্বর>জগদীশ্বর; সুপ্+অন্ত>সুবন্ত; ষট্+ঋতু>ষড্ঋতু, ষড়্ঋতু » ইত্যাদি। কিন্তু « যাচ্+অক>যাচক », « যাজক » নহে—এখানে এই নিয়মের ব্যত্যয় হইয়াছে।

[খ] বর্গের ঘোষ-বর্ণ (তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ—« গ ঘ; জ ঝ; ড ঢ; দ ধ; ব ভ ») অথবা অন্তঃস্থ বর্ণ (« য=য়, র, ল, ব ») পরে থাকিলে, « ক চ

ট ত প » ঘোষ-বর্ণে পরিণত হয়; যথা—» দিক্+গজ>দিগ্গজ, দিগ্‌গজ; বাক্+জাল বাগ্‌জাল; প্রাক্+জ্যোতিষ>প্রাগ্‌জ্যোতিষ; শ্রক্+ধরা> শ্রগ্ধরা; ষট্+দর্শন>ষড়্‌দর্শন; জগৎ+বন্ধু>জগদ্বন্ধু; উৎ+ঘাটন>উদ্ঘাটন; উৎ+ভব>উদ্ভব; মৃৎ+ভাণ্ড>মৃদ্ভাণ্ড; অপ্+জ>অব্জ; অপ্+ধি>অব্ধি; বৃহৎ+রথ>বৃহদ্রথ; উৎ+যোগ>উদ্‌যোগ, উদ্যোগ; উৎ+যম>উদ্যম; ভরৎ+বাজ>ভরদ্বাজ; বাক্+লোপ>বাগ্‌লোপ; ষট্+বর্গ ষড়্‌বর্গ » ইত্যাদি।

এই সম্পর্কে নিম্নে প্রদত্ত [৩ ক, খ, গ] নিয়ম দ্রষ্টব্য।

[গ] বর্গের পঞ্চম বর্ণ অর্থাৎ নাসিক্য-বর্ণ « ঙ ঞ ণ ন ম » পরে থাকিলে, পূর্বাবস্থিত অঘোষ-বর্ণ « ক চ ট ত প » ঘোষ-বর্ণ « গ জ ড (ড়) দ ব »-তে পরিণত হয়; অথবা বিকল্পে, স্বকীয় বর্গের নাসিক্য বর্ণের সহিত সারূপ্য প্রাপ্ত হয়; যথা—« দিক্+নাগ>দিগ্‌নাগ, অথবা দিঙ্‌নাগ; দিক্+নির্ণয়>দিগ্‌নির্ণয়, দিঙ্‌নির্ণয়; ষট্+মাস>ষড়্‌মাস, ষণ্মাস; জগৎ+নাথ>জগন্নাথ বা জগদ্‌নাথ; পরিষদ্ বা পরিষৎ+মন্দির>পরিষদ্‌মন্দির, পরিষণ্মন্দির; তদ্ বা তৎ+মধ্য >তদ্‌মধ্য, তন্মধ্য » ইত্যাদি। « -ময় » -প্রত্যয়ের ও « মাত্র » শব্দের পূর্বে কিন্তু কেবল পঞ্চম বর্ণ হয়; যথা—« বাঙ্‌ময়; মৃন্ময়; চিন্ময়; এতন্মাত্র » ইত্যাদি।

পদের অন্তে স্থিত ত্-এর পরে « হ » থাকিলে, ত্-স্থানে « দ্ » ও হ্-স্থানে « ধ » হয়; যথা—« পৎ+হতি>পদ্ধতি; উৎ+হৃত>উদ্ধৃত » ইত্যাদি।

[২] ঘোষ স্পর্শ-বর্ণের অঘোষ-বর্ণে পরিণতি—

বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ, কিংবা « স », পরে থাকিলে, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের স্থলে প্রথম বর্ণ হয়। বিশেষতঃ ত-বর্গ সম্পর্কে। যথা—« তদ্+ কাল>তৎকাল; তদ্+ত্ব>তৎত্ব=তত্ত্ব; তদ্+পর>তৎপর; তদ্+ফল >তৎফল; তদ্+সম>তৎসম; তদ্+সহিত>তৎসহিত; ক্ষুধ্+পিপাসা> ক্ষুৎপিপাসা » ইত্যাদি।

[৩] পরবর্তী বর্ণের সহিত সারূপ্য বা সাগোত্র্য লাভ—

[ক] ত-বর্গীয় বর্ণের চ-বর্গের বর্ণের সহিত সারূপ্য বা সাগোত্র্য লাভ হয়। « চ বা ছ » পরে থাকিলে, « ত্ ও দ্ »-স্থলে « চ্ » হয় ; যথা—« সৎ+চরিত্র>সচ্চরিত্র ; বিপদ্+চয়>বিপচ্চয় ; উৎ+ছেদ>উচ্ছেদ ; বিপদ্+চিন্তা>বিপচ্চিন্তা »। « জ বা ঝ » পরে থাকিলে, « ত্ ও দ্ »-স্থানে « জ্ » হয় ; যথা—« উৎ+জ্বল>উজ্‌জ্বল, উজ্জ্বল ; জগৎ+জন >জগজ্জন ; যাবৎ+জীবন >যাবজ্জীবন ; সৎ+জন > সজ্জন ; তদ্+জন্ত>তজ্জন্ত ; কুৎ+ঝটিকা> কুজ্ঝটিকা ; পদ্+ঝটিকা>পজ্ঝটিকা »। তালব্য-শ পরে থাকিলে, ক-বর্গের বর্ণের স্থানে « চ্ » হয়, এবং « চ্ » ও তালব্য-শ, « চ্ছ »-য়ে পরিণত হয় ; যথা—« উৎ+শৃঙ্খল>উচ্ছৃঙ্খল ; চলৎ+শক্তি>চলচ্ছক্তি ; তদ্+শক্তি> তচ্ছক্তি ; উৎ+শ্বাস>উচ্ছ্বাস » ইত্যাদি। চ-বর্গের পরে « ন » থাকিলে, তাহা « ঞ » হইয়া যায় ; যথা—« যাচ্+না >যাচ্ঞা ; রাজ্+নী> রাজ্ঞী » ; কিন্তু পূর্বে তালব্য-শ থাকিলে, এই দন্ত্য-ন পরিবর্তিত হয় না ; যথা—« প্রশ্ন »।

[খ] ত-বর্গীয় বর্ণের ট-বর্গে পরিবর্তন :—

ত-বর্গ ট-বর্গের পূর্বে আসিলে, ট -বর্গে পরিণত হয় ; যথা—« উৎ+টলন> উট্টলন ; উৎ+ডীন>উড্ডীন ; বৃহৎ+ঢক্কা > বৃহড্‌ঢক্কা ; তদ্+টীকা> তট্টীকা » ইত্যাদি। মূর্দ্ধন্য ষ-এর পরে ত-বর্গ আসিলে, ট-বর্গে পরিণত হয় ; যথা—« আ+কৃষ্+ত > আকৃষ্ট ; দৃশ্=দৃষ্+তি> দৃষ্টি ; ষষ্+থ> ষষ্ঠ ; সৃজ্=স্রষ্+তা>স্রষ্টা ; প্র-বিশ্=প্রবিষ্+ত>প্রবিষ্ট » ইত্যাদি।

[গ] « ল » পরে থাকিলে, পূর্ববর্তী « ত্ » ও « দ্ », ল-এর সহিত সারূপ্য লাভ করে :—« উৎ+লেখ > উল্লেখ ; উৎ+লম্ফ > উল্লম্ফ ; তদ্+লোক > তল্লোক ; সম্পদ্+লাভ > সম্পল্লাভ » ইত্যাদি। দন্ত্য-ন-ও « ল » হইয়া যায়, কিন্তু ইহার অনুনাসিকত্ব একেবারে যায় না, উহা চন্দ্রবিন্দু-তে পরিণত হয় ; যথা—« বিদ্বান্+লোক >বিদ্বাল্লোঁক »।

[ঘ] নাসিক্য ও অনুস্বার—

[ক] স্পর্শ-বর্ণ পরে থাকিলে, পদের অন্তস্থিত « ম্ », যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে সেই বর্গের পঞ্চম বা নাসিক্য বর্ণে পরিণত হয়; বিকল্পে এই নাসিক্য বর্ণকে অনুস্বার-রূপেও লেখা যায়; যথা—« সম্+কলন > সঙ্কলন, সংকলন; সম্+গীত > সঙ্‌গীত=সঙ্গীত, বা সংগীত; সম+ঘাত > সঙ্ঘাত, সংঘাত; বরম্+চ > বরঞ্চ; সম্+চয় > সঞ্চয়; কিম্+চিৎ > কিঞ্চিৎ; সম্+তাপ > সন্তাপ; বসুম্+ধরা > বসুন্ধরা; সম্+ধান > সন্ধান; সম্+ন্যাসী > সন্ন্যাসী; কিম্+নর > কিন্নর; কিম্+পুরুষ >কিম্পুরুষ, কিংপুরুষ; কিম্+ভূত>কিম্ভূত, কিংভূত; সম্+মান>সম্মান » ইত্যাদি।

পদের মধ্যে ত-এর পূর্বে ম্-স্থানে এইরূপে « ন্ » হয়, যথা—« গম্+তব্য>গন্তব্য; শম্=শাম্+ত>শান্ত; কিম্+তু>কিন্তু; পরম্+তু>পরন্তু; নি+যম্+তা (তৃ)>নিয়ন্তা » ইত্যাদি।

[খ] অন্তঃস্থ- বা উষ্ম-বর্ণ (« য, র, ল, ব ; শ, ষ, স ; হ ») পরে থাকিলে, পদের অন্তস্থিত ম-স্থানে অনুস্বার হয়; যথা—« সম্+যোগ>সংযোগ; সম্+রক্ত>সংরক্ত; সম্+লগ্ন>সংলগ্ন; সম্+শয়>সংশয়; সর্বম্+সহা>সর্বংসহা; সম্+হার>সংহার » ইত্যাদি। [কেবল « সম্+√রাজ্ »—এইখানে এই নিয়মের ব্যত্যয় হয়—« সংরাজ্ » না হইয়া « সম্রাজ্ » হয়, ম-কার অবিকৃত থাকে।]

এই নিয়ম-অনুসারে, অন্তঃস্থ-ব (w)-এর পূর্বে অনুস্বার হওয়া উচিত: « সংবাদ, কিংবা, প্রিয়ংবদা, বশংবদ, স্বয়ংবরা, সংবরণ » ইত্যাদি শব্দ, প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণে ও লিখনে অনুস্বার যুক্ত হইত। কিন্তু বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ-ব-এর প্রাচীন w (বা v) ধ্বনি পরিবর্তিত হইয়া, ওষ্ঠ্য বর্গীয়-ব বা b হইয়া গিয়াছে, এবং এই b-এর প্রভাবে পড়িয়া পূর্ববর্তী অনুস্বার ওষ্ঠ্যবর্ণ ম্-হইয়া গিয়াছে—এবং তদনুসারে বাঙ্গালা অক্ষরে বানানেও বহুশঃ « সম্বাদ, কিম্বা, প্রিয়ম্বদা, বশম্বদ, স্বয়ম্বরা, সম্বরণ » দৃষ্ট হয়। « ংব « স্থলে « ম্ব » লেখার কারণ—এই উচ্চারণের পরিবর্তন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এখনও বাঙ্গালায় সংস্কৃত-ভাষার রীতি-অনুসারে « ংব » দিয়া এই-রূপ শব্দ লেখা অধিকতর শিষ্ট-রীতি-সম্মত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, « ংব » লেখাই ভাল।

[গ] দন্ত্য-ন-এর পরে উষ্ম-বর্ণ « শ, ষ, স, হ » থাকিলে, এই « ন্ » অনুস্বার

হইয়া যায় ; যথা—« √দন্‌শ্ > দংশ ; √শন্‌স্ > শংস্—প্রশংসা ; √জিঘান্‌স্-জিঘাংস্ ; বৃন্‌হিত > বৃংহিত » ইত্যাদি।

[৫] স্বর-বর্ণের পরে « ছ » আসিলে, ছ-স্থানে « চ্ছ » হয় ; যথা—« পরি + ছেদ > পরিচ্ছেদ ; বৃক্ষ, তরু, বট + ছায়া > বৃক্ষচ্ছায়া, তরুচ্ছায়া, বটচ্ছায়া ; অব + ছেদ > অবচ্ছেদ ; বি + ছেদ > বিচ্ছেদ ; পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ ; মধু + ছন্দস্ > মধুচ্ছন্দাঃ (ব্যক্তির নাম) ; গায়ত্রী + ছন্দস্ = গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ; ভাষা + ছন্দস্ > ভাষাচ্ছন্দঃ » ইত্যাদি।

[৬] উৎ-উপসর্গের পরে স্থা-ধাতু ও স্তন্‌ভ্-ধাতুর স-কার লোপ হয় ; যথা—« উৎ + স্থান > উত্থান ; উৎ + স্থাপন > উত্থাপন ; উৎ + স্তম্ভ > উত্তম্ভ »।

[৭] « সম্ » ও « পরি » উপসর্গদ্বয়ের পরে কৃ-ধাতু আসিলে, ধাতুর পূর্বে স-কারের আগম হয় ; যথা—« সম্ + কৃত > সংস্কৃত ; সম্ + কার > সংস্কার ; পরি + কার > পরিস্-কার পরিষ্কার (ষত্ব-বিধান-অনুসারে দন্ত্য-স-স্থানে মূর্ধন্য-ষ—পূর্বে দ্রষ্টব্য) » ইত্যাদি।

[৮] হ-কারের পূর্বে « ত্ » থাকিলে, « ত্ »-স্থানে « দ » হয়, « দ্ » অবিকৃত থাকে, এবং হ-কার, ধ-য়ে পরিবর্তিত হয় ; যথা—« ৎ + হ, দ্ + হ দ্ধ : উৎ + হৃত > উদ্ধৃত ; তদ্ + হিত > তদ্ধিত »।

[৯] পদের মধ্যে « ঘ (হ-কারের সহিত সংপৃক্ত), « ধ » এবং « ভ »-য়ের পরে ত-কার আসিলে, « ঘ্‌ত (হ্‌ত), ধ্‌ত, ভ্‌ত » যথাক্রমে « গ্‌ধ (গ্ধ), দ্‌ধ (দ্ধ), ব্‌ধ (ব্ধ) »-তে পরিণত হয় ; যথা—« দুহ্ + ত > দুঘ্‌ত > দুগ্ধ ; দহ্ + ত > দঘ্‌ত > দগ্ধ ; বুধ্ + ত > বুদ্ধ ; লভ্ + ত > লব্ধ » ইত্যাদি।

[১০] **বিসর্গ-সংক্রান্ত সন্ধি—**

[ক] পদের অন্তস্থিত « র্ » ও « স্ (ষ্) »-স্থানে সংস্কৃতে বিসর্গ হয় ; যথা—« অহন্, অহর্—অহঃ ; অন্তর্—অন্তঃ ; মনস্—মনঃ ; বয়স্—বয়ঃ ; আশিস্, আশিষ্—আশীঃ, আশীর্ »। র-স্থানে যে বিসর্গ হয়, তাহাকে **র-জাত বিসর্গ**, ও স-স্থানে যে বিসর্গ হয়, তাহাকে **স-জাত বিসর্গ** বলে। বাঙ্গালায় এই

অন্ত্য বিসর্গ উচ্চারিত হয় না। (কিন্তু « বয়স্‌ = বয়ঃ » শব্দের স-কারকে অ-কারান্ত-বৎ করিয়া, বাঙ্গালায় « বয়স » শব্দ গঠিত হইয়াছে।)

[খ] বিসর্গ-যোগে অ-কারের ও-কারে পরিবর্তন—

(/০) অ-কারের পরে বিসর্গ থাকিলে এবং অ-কার পরে থাকিলে, পূর্ব অ-কার ও বিসর্গ উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয়, ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়, এবং পরবর্তী অ-কারের লোপ হয়; এই লুপ্ত অ-কার কখনও কখনও « ঽ » অক্ষর দ্বারা প্রদর্শিত হয়; যথা—« বয়ঃ+অধিক>বয়োঽধিক, বয়োধিক; ততঃ+অধিক>ততোঽধিক, ততোধিক; যশঃ+অভিলাষ>যশোঽভিলাষ, যশোভিলাষ » ইত্যাদি।

(৵) বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ কিংবা « য, র, ল, ব, হ » পরে থাকিলে, অ-কার ও অ-কারের পরস্থিত বিসর্গ, উভয়ের স্থানে ও-কার হয়, ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়; যথা—« মনঃ+গত>মনোগত; মনঃ+মোহন > মনোমোহন; মনঃ+যোগ > মনোযোগ; অধঃ+মুখ >অধোমুখ; পুরঃ+হিত > পুরোহিত; মনঃ+রম>মনোরম; সদ্যঃ+জাত > সদ্যোজাত; মনঃ+জ > মনোজ; সরঃ+জ > সরোজ; সরঃ+বর>সরোবর » ইত্যাদি।

[গ] বিসর্গ ও « র »—

(/০) স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অথবা « য, র, ল, ব, হ » পরে থাকিলে, « অ, আ » ভিন্ন স্বরের পরস্থিত বিসর্গ-স্থানে « র্‌ » হয়; « র্‌ » পরবর্তী স্বরে যুক্ত হয়, কিংবা রেফ-রূপে পরবর্তী ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত হয়; যথা—« নিঃ+অবধি>নিরবধি; নিঃ+আকার >নিরাকার; দুঃ+আত্মা>দুরাত্মা; দুঃ+অপনেয়>দুরপনেয়; চক্ষুঃ+উন্মীলন>চক্ষুরুন্মীলন; বহিঃ+গমন>বহির্গমন; নিঃ+গত> নির্গত; দুঃ+গতি > দুর্গতি; নিঃ+ঘোষ > নির্ঘোষ; নিঃ+ঝর > নির্ঝর; নিঃ+জল > নির্জল; দুঃ+দম > দুর্দম;

দুঃ+বোধ > দুর্বোধ ; আবিঃ+ভাব > আবির্ভাব ; প্রাদুঃ+ভাব > প্রাদুর্ভাব ; দুঃ+যোগ > দুর্যোগ ; আশীঃ+বাদ, বচন > আশীর্বাদ, আশীর্বচন ; দুঃ+অবস্থা>দুরবস্থা ; জ্যোতিঃ+ইন্দ্র> জ্যোতিরিন্দ্র ; মুহুঃ+মুহুঃ >মুহুর্মুহুঃ ; চতুঃ+ভুজ, হস্ত > চতুর্ভুজ, চতুর্হস্ত » ইত্যাদি।

(৵০) স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অথবা « য, র, ল, ব, হ » পরে থাকিলে, অ-কারের পরস্থিত র-জাত বিসর্গ নিজ মূল রূপ অর্থাৎ র্-ভাব ফিরিয়া পায়, এবং এই র-কার পরবর্তী স্বরে যুক্ত হয় ; যথা—« পুনর্=পুনঃ+আগত>পুনরাগত, পুনঃ+অপি>পুনরপি ; প্রাতর=প্রাতঃ+আশ>প্রাতরাশ ; অন্তর্=অন্তঃ+ধান>অন্তর্ধান ; পুনঃ+বার>পুনর্বার » ইত্যাদি।

[ঘ] বিসর্গের « শ, ষ, স »-তে পরিবর্তন—

(/০) « চ » কিংবা « ছ » পরে থাকিলে, পূর্ববর্তী বিসর্গ-স্থানে তালব্য « শ » হয় ; যথা—« দুঃ+চরিত্র>দুশ্চরিত্র ; নিঃ+চয় > নিশ্চয় ; শিরঃ+ছেদ>শিরশ্ছেদ ; দুঃ+চিকিৎস্য>দুশ্চিকিৎস্য » ইত্যাদি।

(৵০) « ট » কিংবা « ঠ » পরে থাকিলে, পূর্ববর্তী বিসর্গ-স্থানে মূর্ধন্য « ষ » হয় ; যথা—« ধনুঃ+টঙ্কার > ধনুষ্টঙ্কার ; নিঃ+ঠুর > নিষ্ঠুর » ইত্যাদি।

(৶০) « ত » কিংবা « থ » পরে থাকিলে, পূর্ববর্তী বিসর্গ-স্থানে দন্ত্য « স » হয় ; যথা—« ইতঃ+ততঃ > ইতস্ততঃ ; নিঃ+তেজ> নিস্তেজ ; মনঃ+তাপ>মনস্তাপ » ইত্যাদি।

(।০) « ক খ, প ফ, » পরে থাকিলে, অ-কার বা আ-কারের পরস্থিত বিসর্গ, দন্ত্য « স » হয় এবং « অ, আ » ভিন্ন অন্য স্বরের পরস্থিত বিসর্গ, মূর্ধন্য « ষ » হয় ; যথা—« নমঃ+কার>নমস্কার ; পুরঃ+কার > পুরস্কার ; তিরঃ+কার > তিরস্কার ; শ্রেয়ঃ+কর >

শ্রেয়স্কর ; মনঃ+কামনা > মনস্কামনা ; অয়ঃ+কান্ত > অয়স্কান্ত ; ভাঃ+কর > ভাস্কর ; বাচঃ+পতি > বাচস্পতি ; যশঃ+কর > যশস্কর ; ভ্রাতুঃ+পুত্র > ভ্রাতুষ্পুত্র ; নিঃ+কলঙ্ক > নিষ্কলঙ্ক ; ধনুঃ+পাণি > ধনুষ্পাণি ; নিঃ+কর্মন্ > নিষ্কর্মা ; আবিঃ+কার > আবিষ্কার ; নিঃ+কৃতি > নিষ্কৃতি ; চতুঃ+কোণ > চতুষ্কোণ ; চতুঃ+তয় > *চতুষ্‌তয় > চতুষ্টয় ; বহিঃ+কৃত > বহিষ্কৃত » ইত্যাদি।

কিন্তু বহু শব্দে এই নিয়ম পালিত হয় না—বিসর্গ অবিকৃত থাকে (বিশেষতঃ « ক, প »-এর পূর্বে) ; যথা—« মনঃকল্পিত, শিরঃকম্পন, শিরঃপীড়া, অন্তঃকরণ, তেজঃপুঞ্জ, অধঃপাত, পয়ঃপ্রণালী, নভঃপ্রদেশ, দুঃখ » ইত্যাদি।

(॥৵০) « শ, ষ, স » পরে থাকিলে, বিসর্গ অবিকৃত থাকে, বা বিকল্পে পরবর্তী sibilant বা শিশ-ধ্বনিটীর সহিত সারূপ্য লাভ করে (বাঙ্গালায় অবিকৃত বিসর্গ-ই প্রচলিত) ; যথা—« নমঃ+শিবায় > নমঃ শিবায় (বা নমশ্‌ শিবায়) ; মনঃ+শান্তি > মনঃশান্তি (বা মনশ্‌শান্তি) ; তপঃসাধন ; মনঃসংযম » ইত্যাদি।

[ঙ] বিসর্গ-লোপ—

(৵০) অ-কার ভিন্ন স্বর পরে থাকিলে, পূর্ববর্তী অ-কারের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয়, লোপের পর আর সন্ধি হয় না (এই সম্পর্কে পূর্বে দত্ত [খ] (৵০) নিয়ম দ্রষ্টব্য) ; যথা—« অতঃ+এব > অতএব ; তপঃ+আধিক্য > তপআধিক্য ; শিরঃ+উপরি > শিরউপরি ; যশঃ+ইচ্ছা > যশইচ্ছা » ইত্যাদি।

(৶০) র-কার পরে থাকিলে, পূর্ববর্তী বিসর্গ-স্থানে যে « র্ » হয়, তাহার লোপ হয়, এবং পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয় ; যথা—« নিঃ+রোগ > নীরোগ ; নিঃ+রস > নীরস ; নিঃ+রব > নীরব ; চক্ষুঃ+রোগ > চক্ষূরোগ » ইত্যাদি।

(৶০) « স্ত, স্থ বা স্প » পরে থাকিলে, বিকল্পে বিসর্গের লোপ হয়; যথা—« নিঃ+স্তব্ধ > নিঃস্তব্ধ বা নিস্তব্ধ, অন্তঃস্থ, অন্তস্থ; বক্ষঃস্থল, বক্ষস্থল; দুঃস্থ, দুস্থ; মনঃস্থ, মনস্থ; নিঃস্পন্দ, নিস্পন্দ » ইত্যাদি।

(।০) সম্বোধন-সূচক সংস্কৃত অব্যয় « ভোঃ », স্বর-বর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ অথবা « য, র, ল, ব, হ »-এর পূর্বে আসিলে, ইহার বিসর্গের লোপ হয়; যথা—« ভোঃ রাজন্ > ভো রাজন্! ; ভোঃ অবনীপতে! >ভো অবনীপতে! » ইত্যাদি।

নিয়ম-বর্হিভূত সন্ধি

উপর্যুক্ত নিয়মাবলীর বর্হিভূত কতকগুলি সন্ধির উদাহরণ লক্ষণীয়—

« গীঃ+পতি>গীষ্পতি ('গীর্পতি, গীঃপতি' রূপ-ও হয়); অহন্ শব্দের ন্-স্থানে র্ হইয়া অহন্+অহন্=অহরহঃ, অহন্+নিশ্ > অহর্নিশ, অহঃ+রাত্র > অহোরাত্র, অহঃ+কর > অহস্কর, অহঃ+পতি > অহস্পতি বা অহর্পতি; হরি+চন্দ্র > হরিশ্চন্দ্র; গো+পদ > গোষ্পদ; বৃহৎ+পতি > বৃহস্পতি; বন+পতি > বনস্পতি; পুংস্+লিঙ্গ > পুংলিঙ্গ, পুংস্+জাতি > পুংজাতি; তদ্+কর > তস্কর; আ+পদ > আস্পদ; আ+চর্য্য > আশ্চর্য্য; ষষ্ (ষট্)+দশ > ষোড়শ; দিব্+লোক, দিব্+মণি > দ্যুলোক, দ্যুমণি; পতৎ+অঞ্জলি > পতঞ্জলি; পশ্চাৎ+অর্ধ > পশ্চার্ধ »।

সংস্কৃতে আরও বহু ধ্বনি-পরিবর্তনের উদাহরণ আছে, সেগুলির মধ্যে কতকগুলি নিয়ম-সিদ্ধ, কতকগুলি আপাত-দৃষ্টিতে নিয়ম-বহির্ভূত, কিন্তু বাঙ্গালায় আগত সেই-রূপ ধ্বনি বা বর্ণপরিবর্তন-যুক্ত শব্দ তত বেশী নাই এবং যেখানে সেই-রূপ শব্দ পাওয়া যায়, সেখানে বিশ্লেষ বা উৎপত্তির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া পুরা শব্দটী আয়ত্ত করাই সহজ। এই হেতু, সেই প্রকার শব্দের সন্ধির আলোচনা বাঙ্গালার পক্ষে বাহুল্য।

সন্ধি-সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ কথা

পূর্বেই বলা হইয়াছে, খাঁটী বাঙ্গালার সন্ধির নিয়ম ও সংস্কৃতের সন্ধির নিয়ম সম্পূর্ণ-রূপে পৃথক্; সুতরাং বাঙ্গালার অ-সংস্কৃত অর্থাৎ প্রাকৃত-জ, অর্ধ-তৎসম ও বিদেশী শব্দে উপরি-লিখিত সংস্কৃতের সন্ধির নিয়মাবলী প্রযোজ্য নহে—অ-সংস্কৃত শব্দে ঐ সকল নিয়মের প্রয়োগ করিলে, ভাষার প্রকৃতির বিরোধী হয়। « তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট »-কে, « তুম্যারোপরাসন্তুষ্ট » বলিলে বা লিখিলে,

বাঙ্গালা হয় না। বাঙ্গালায় দুইটী স্বর-বর্ণ মিলিত না হইয়া পাশাপাশি অবস্থান করিয়া থাকে; সংস্কৃতের অ-কারান্ত শব্দ সাধারণতঃ হসন্ত হইয়া বাঙ্গালায় উচ্চারিত হয়; এই হিসাবে সন্ধি করিয়া লিখিলে, বরং « তুমি আমারূপরসন্তুষ্ট » লেখা যায়—কিন্তু তাহাও বাঙ্গালার রীতি-বিরুদ্ধ। « চিতোর + উদ্ধার » সন্ধি করিয়া « চিতোরোদ্ধার » লিখিলে, না-বাঙ্গালা না-সংস্কৃত, কিছুই হইল না; « চিতোর » বাঙ্গালায় হসন্ত শব্দ—[চিতোর্]: « চিতোর্ + উদ্ধার্ = চিতোরুদ্ধার »-ই হওয়া উচিত; কিন্তু সন্ধি করিয়া এ-রূপে লেখা অপেক্ষা, শব্দগুলি বাঙ্গালায় পৃথক্ রাখাই উচিত।

কিন্তু সাধারণতঃ অ-সংস্কৃত শব্দের মধ্যে বা সংস্কৃত ও অ-সংস্কৃত শব্দের মধ্যে সন্ধি না করিলেও, সন্ধি-গ্রথিত বড় বড় পদ সাধু-বাঙ্গালার বাক্যের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্য বহন করিয়া থাকে বলিয়া, সংস্কৃত পদের অনুকরণে অ-সংস্কৃত (বিশেষতঃ বিদেশী) শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সন্ধি সাধু-ভাষায় বহু স্থলে মিলে; যথা—« দিল্লীশ্বর, ইংলণ্ডাধিপতি, ব্রিটনেশ্বরী ('ভারতেশ্বরী'-র অনুকরণে), আইনানুসারে ('নিয়মানুসারে'র দেখাদেখি), হিসাবাদি, কোটাবৃত, গ্যাসালোক, জাহাজোপরি » ইত্যাদি। এ-রূপ স্থলে সন্ধি না করিয়া, কেবল পদ-সংযোজক চিহ্ন দ্বারা সমাস-যুক্ত করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়, বুঝিবার পক্ষেও সহায়তা হয়; যথা—« আইন-অনুসারে, হিসাব-আদি, কোট-আবৃত, গ্যাস-আলোক, জাহাজ-উপরি » ইত্যাদি। কিন্তু এই-রূপ সন্ধি-দ্বারা গ্রথিত কতকগুলি মিশ্র-শব্দ বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে: « দিল্লীশ্বর, ব্রিটনেশ্বরী, আইনানুসারে » ইত্যাদি বহুশঃ ব্যবহৃত হয়।

প্রাকৃত-জ ও সংস্কৃত শব্দেরও সমাস- বা সংযোগ-কালে, ক্বচিৎ সংস্কৃতের অনুকরণে সন্ধি দেখা যায়; যথা—« বক্ষোমাঝে, মনোমাঝে »; আবার সংস্কৃত হইতে ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা পদ তৈয়ার করিয়া সংস্কৃতের ধরণেও সন্ধি করিতে দেখা যায়; যথা—« মনান্তর (সংস্কৃত 'মনস্' হইতে উদ্ভূত বাঙ্গালা 'মন' শব্দ + 'অন্তর' শব্দ: সংস্কৃত রীতিতে 'মনঃ + অন্তর > 'মনোঽন্তর' হওয়া উচিত, এবং খাঁটী বাঙ্গালা রীতিতে 'মন্ + অন্তর = মনন্তর'); যশাকাঙ্ক্ষা (সংস্কৃত 'যশস্' হইতে বাঙ্গালা 'যশ্' + 'আকাঙ্ক্ষা'); প্রায়াগত (সংস্কৃত 'প্রায়ঃ' হইতে বাঙ্গলা 'প্রায়্' + 'আগত'); পাহাড়োপরি ('পর্বতোপরি'র দেখাদেখি); মনাগুন (মন্ + আগুন); ঢাকেশ্বরী; দিল্লীশ্বর; মক্কেশ্বর; ষাঁড়েশ্বর; (সংস্কৃতের 'জগদ্বন্ধু, জগন্মোহন, জগজ্জন' প্রভৃতির বিকারে বাঙ্গালা) জগবন্ধু, জগমোহন, জগজন » ইত্যাদি। « জ্যোতিঃ + ঈশ, জ্যোতিঃ + ইন্দ্র, তেজঃ + ইন্দ্র », বাঙ্গালায় বহুশঃ বিসর্গের দিকে দৃষ্টি না রাখায়, « জ্যোতীশ, জ্যোতীন্দ্র, তেজেন্দ্র » প্রভৃতি অশুদ্ধ রূপে মিলে (শুদ্ধ রূপ—'জ্যোতিরীশ, জ্যোতিরিন্দ্র, তেজসিন্দ্র')।

সংস্কৃতের পদ-মধ্যস্থিত ধাতু ও প্রত্যয়ের এবং উপসর্গ ও ধাতুর সন্ধি বুঝিয়া লইলে, অনেক সময়ে সংস্কৃত শব্দের আলোচনা সহজ হয়। কিন্তু এইরূপ শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণাঙ্গ শব্দ-হিসাবে

আসিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে এগুলি যেন স্বয়ংসিদ্ধ ; যথা—« মৃণ্ময়, সংসদ্, পরিষদ্, বহিষ্কার, নয়ন, পাচক, প্রাপ্তি, অত্যাচার, উড্ডীন, উত্থান » ইত্যাদি। এগুলির সন্ধি-বিশ্লেষ বাঙ্গালার জন্য তাদৃশ আবশ্যক নহে।

সংস্কৃত সমাসময় পদ একটী পূর্ণ-শব্দ-রূপে যেখানে ব্যবহৃত হয়, সেখানে লেখায় শব্দের ভিতরকার সন্ধি অব্যাহত রাখা কর্তব্য : « বিদ্যালয়, প্রাতরাশ, সায়মাস, ভূম্যধিকারী, অন্তরাত্মা, সরোবর, ভ্রাতুষ্পুত্র, শিরশ্ছেদ, বাগ্‌রোধ » ইত্যাদি। কিন্তু সংস্কৃত সন্ধি-যুক্ত সমস্ত-পদের অংশীভূত পদ, বাঙ্গালা ভাষায় যেখানে পৃথক্ বা স্বাধীন পদ-রূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানে, বাঙ্গালা গদ্যে বা পদ্যে, ভাষার লালিত্যের বা ছন্দোগতির অনুরোধে, সন্ধি ভাঙ্গিয়া পৃথক্ শব্দ-রূপে যথেচ্ছ বলিতে বা লিখিতে পারা যায় ; যথা—« নয়ন-অমৃত নদী প্রবাহিত হয় যদি ; একদা ভাদ্রের গঙ্গা তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে ; নিশাশেষে ঝ'রে পড় বসুধা-উপরে, সিউলি সুন্দরি ! ; নূপুর মঞ্জরি' যাও আকুল-অঞ্চলা, বিদ্যুৎ-চঞ্চলা ; কনক-আসনে বসে দশানন বলী ; হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু-সহ ; কনক-উদয়াচলে' দিনমণি যেন ; কমল-আলয় সরঃ ; তোমার দূতীরা আঁকে ভূষণ-অঙ্গনে আলিম্পনা ; প্রদীপ-আলোকে এস' ধীরে-ধীরে ; সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক পড়িবে ঢাকা » ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিশেষতঃ, যেখানে মিলিত পদ দুইটীর নিজ-নিজ অর্থ অব্যাহত থাকে, সেখানে সন্ধি করিলে যদি শ্রুতি-কটু বা দুরুচ্চার্য্য হয়, সেরূপ স্থলে বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় সন্ধি করা হয় না ; যথা—« সন্ধ্যা-আহ্নিক ; ঈশ্বর-ইচ্ছায় ; যথা-অভিরুচি ; পিতৃ-আজ্ঞা ; স্ত্রী-আচার ; প্রীতি-উপহার ; দেশ-উদ্ধার ; দৃষ্টি-আকর্ষণ ; শ্রীঅঙ্গ ; বাহু-আবেষ্টন ; নাম-উচ্চারণ ; শরৎ-চন্দ্র ; শ্রীঈশ্বরচন্দ্র » ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ছন্দঃ (Prosody, Metrics)

কবিত্বশক্তি প্রভাবে মানুষ যখন কল্পনা ও সৌন্দর্য্যবোধকে ভাষায় প্রকাশ করিতে যায়, তখন সাধারণ গদ্যের ভাষায় তাহার কুলায় না। রসবস্তুকে প্রকাশ করিতে গিয়া তাহার ভাষা একটি সুষমামণ্ডিত স্পন্দনে, একটি শ্রুতিমধুর নৃত্য বা তাল-ভঙ্গীতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ভাষার এই সুষমাময় স্পন্দন বা গতি-মাধুর্য্যকে **ছন্দঃ** বা **ছন্দ** বলে। কোনও ভাষার ছন্দ, সেই ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতির সহিত বিশেষ-ভাবে জড়িত ; ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতির বিরুদ্ধে গমন করিলে, বা উহাকে বিকৃত বা পরিবর্তিত করিলে, ছন্দঃসৃষ্টি হইতে পারে না।

অনুশীলনী

১। উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা কর :—ণত্ববিধান (C. U. 1943), ষত্ববিধান (C. U. 1944)

২। ছয়টী পদের সন্ধি বিচ্ছেদ কর :— ক্ষুধার্ত, অক্ষৌহিণী, প্রৌঢ়, উচ্ছ্বাস, প্রাতরাশ, তরুচ্ছায়া, সম্রাট, কান্না, মনোরম, মনান্তর। (C. U, 1942)

৩। নিম্নলিখিত পদগুলির সন্ধি-বিশ্লেষ কর ও সন্ধির নিয়ম বল :— নীরস, দুশ্চিন্তা, বয়োবৃদ্ধ, ভাস্কর, তদোধিক, কিংবা, সংযোগ, বনচ্ছায়া, বনস্পতি, ইতস্ততঃ।

৪। সন্ধির ভুল সংশোধন কর :— মনমোহন, দুরাদৃষ্ট, জ্যোতীন্দ্র, পর্য্যাটন, নিরব, অধঃমুখ, মনকামনা, সৎচিদানন্দ, তৎভব, বৃক্ষছায়া, পশ্বাধম, জগবন্ধু, উত্তমার্ণ, বিপৎজাল, বাক্রোধ, শরৎচন্দ্র, সৎভাব।

৫। দুইটী সংস্কৃত শব্দ পাশাপাশি থাকিলেও বাঙ্গালায় সন্ধি করা যেখানে উচিত নহে এইরূপ পাঁচটী উদাহরণ দাও।

৬। নিয়ম দেখাইয়া নিম্নলিখিত পদগুলির বা ধাতু ও প্রত্যয়গুলির সন্ধি কর :—অভি+ঈষ্+ত ; নৌ+ইক ; দিক্+বধূ ; গৌ+ঈ ; দুঃ+শীল ; দুঃ+বার ; প্রতি+আশা ; মনঃ+রম ; যাচ্+না ; পুনঃ+আগত ; উৎ+হত ; উৎ+লেখ ; মনঃ+তাপ ; নিঃ+রস।

৭। ছন্দ কাহাকে বলে ?

[২] রূপতত্ত্ব

শব্দ—মৌলিক শব্দ ও সাধিত শব্দ

একটী Sound অর্থাৎ ধ্বনি, অথবা একাধিক ধ্বনির সমষ্টি, যখন কোন বস্তু বা ভাবকে প্রকাশ করে, তখন সেই ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টিকে **শব্দ** (Word) বলে ; যথা—« এ, ও, কে, মা, ভাই, মানুষ » ইত্যাদি।

বাক্যের মধ্যে কতকগুলি শব্দ থাকে। যেমন—« গাছে অনেক ফুল ফুটিয়াছে » ; এখানে, « গাছে », « অনেক », « ফুল » ও « ফুটিয়াছে », এই চারিটী শব্দ আছে। বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত এই -সমস্ত শব্দকে **পদ** (Inflected Word) বলা হয়। এক বা একাধিক পদের সমষ্টি যখন একটী ভাবকে সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশ করে, তখন উহাকে **বাক্য** (Sentence) বলে।

সাধারণতঃ একাধিক পদ লইয়া বাক্য গঠিত হয়। যেমন—« সূর্য্য উঠিয়াছে। আকাশে পাখী উড়িতেছে »। কখনও-কখনও শুধু একটী পদ লইয়া বাক্য হইতে পারে—তখন অন্য পদ উহ্য থাকে। যেমন—« চুপ », অর্থাৎ 'তোমরা চুপ কর' ; « দেখ », অর্থাৎ 'তুমি বা তোমরা ইহা দেখ' (অনুজ্ঞা বা আদেশ অর্থে) ; « তোমার হাতে কি » —« বই », অর্থাৎ 'বই আছে' (এখানে 'আছে'-পদ উহ্য থাকিলেও, শুধু 'বই' এই একটী পদ-দ্বারা ভাব পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে)।

পদের দুইটী অংশ আছে। একটি অংশ **শব্দ** (Word) বা **ধাতু** (Root) ; অপর অংশ **বিভক্তি** (Termination)। যথা—« ছেলেরা পিতামাতাকে ভক্তি করে », এই বাক্যের পদ চারটীকে এইভাবে ভাঙ্গা যায়—

« ছেলেরা »—« ছেলে » শব্দ + « -রা » বিভক্তি ;

« পিতামাতাকে »—« পিতামাতা » শব্দ + « -কে » বিভক্তি ;

'ভক্তি'—« ভক্তি » শব্দ+« ০ » বা শূন্য বিভক্তি (বিভক্তি-জ্ঞাপক কোন চিহ্ন যোগ করা হয় নাই) ;

« করে »—« কর্ » ধাতু+« -এ » বিভক্তি

এখানে « ছেলে », « পিতামাতা», « ভক্তি » এবং « কর্ » এইগুলি **শব্দ** বা **ধাতু**; এবং « -রা », « -কে », « -এ », এইগুলি **বিভক্তি**। অনেক সময় বিভক্তির কোন চিহ্ন থাকে না। « ভক্তি » পদটীতে বিভক্তি আছে বটে, কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন নাই। এইরূপ « শিশু দুগ্ধ পান করে » এই বাক্যে, « শিশু », « দুগ্ধ », এবং « পান », এই তিনটী পদে বিভক্তির কোন চিহ্ন নাই।

শব্দ দুই প্রকারের : [১] **মৌলিক** বা **স্বয়ংসিদ্ধ** (Simple Words বা Root Words) ; এবং [২] **সাধিত** (Derived Words বা Composed Words)।

[১] যে শব্দকে বিশ্লেষ করিতে পারা যায় না, যাহা কোনও পদার্থের **অভিধা** বা **নাম**, এবং যাহার প্রকাশিত অর্থই চরম—যে শব্দকে ভাঙ্গিয়া বা বিশ্লেষ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে, হয় যে ভাষার শব্দ সেই ভাষায় তাহার বিশ্লেষ সম্ভব হয় না, না হয় তাহার ভগ্ন বা বিশ্লিষ্ট অংশের কোনও অর্থ হয় না—সেইরূপ শব্দকে **মৌলিক** বা **স্বয়ংসিদ্ধ** শব্দ বলা যায় ; যেমন— « মা ; ভাই ; হাত ; পা ; চাঁদ ; ঘোড়া ; উট ; ছা ; বউ ; নাক ; রঙ্ » ইত্যাদি।

অন্য ভাষা হইতে গৃহীত শব্দ, সেই ভাষার মৌলিক বা মূল শব্দ না হইলেও, বাঙ্গালা ভাষায় যদি সেগুলির বিশ্লেষ এবং বিশ্লেষ অনুযায়ী সেগুলির ভগ্ন অংশের অর্থগ্রহ না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালার পক্ষে সেগুলি মৌলিক শব্দ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য ; যেমন—« হস্ত, চরণ, চন্দ্র, হস্তী, মনুষ্য, গতি, ভক্তি, আদিত্য ; জামীন, নাজির, বাজেয়াপ্ত, মঞ্জুর, মহকুমা , প্রিণ্টার, রোমাণ্টিক, পিজবোর্ড, ইয়ারিং, লাটিন, ভোট » ইত্যাদি।

[২] যে শব্দকে বিশ্লেষ করিতে পারা যায়, এবং বিশ্লেষ করিয়া যে শব্দের পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে **সাধিত** শব্দ বলে। সাধিত শব্দ দুই প্রকারের :

[ক] **প্রত্যয়-নিষ্পন্ন** (Inflected Words) ; এবং [খ] **সমস্ত** (Compounded Words)।

[ক] যে-সকল শব্দ বিশ্লেষ করিলে, তাহাদের মধ্যে মৌলিকভাব-দ্যোতক একটী অংশ পাওয়া যায়, এবং ঐ মৌলিক ভাবটীর প্রসারণ, সঙ্কোচন ও অন্যবিধ পরিবর্তন নির্দেশ করে এমন আর একটী অংশ (এই অংশটীকে **প্রত্যয়** বলে) পাওয়া যায়, সেই-সকল শব্দকে **প্রত্যয়-নিষ্পন্ন** শব্দ বলে ; যেমন—« অজানা » শব্দ : « জান্ »—এই অংশ হইতেছে শব্দটীর মূল বা ধাতু, জ্ঞানার্থক ; তাহাতে « আ »-প্রত্যয়যোগে হইল « জানা »—আ-য়ের প্রয়োগ হয়, ক্রিয়া হইতে বিশেষ্য-ভাব প্রকাশ করিতে ; এবং 'না'-অর্থে শব্দের পূর্বে বসিয়াছে « -অ »-প্রত্যয় : « অ-জান্-আ > অজানা »। « রাখালি »—মূল অংশ « রাখ্ » = 'রক্ষা করা' ; 'যে করে' এই অর্থে « -আল (প্রাচীন-বাঙ্গালা -ওআল) » প্রত্যয় : « রাখ + -আল্ » = « রাখাল », তাহার ভাব বা কার্য্য অর্থে « -ই (-ঈ) » প্রত্যয়—« রাখ্ + -আল + -ই = রাখালি »।

[খ] যে-সকল শব্দ বিশ্লেষ করিলে, একাধিক মৌলিক অথবা প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলিকে **সমস্ত** (অর্থাৎ **সমাস-যুক্ত** বা **মিলিত**) **শব্দ** বলা হয় ; যথা—« পা-গাড়ি, হাত-পাখা, জল-পথ, চাঁদ-মুখ, কমল-আঁখি, দিন-রাত, অশ্ব-শালা, বর্ষ-ব্যাপী » ইত্যাদি।

প্রকৃতি বা ধাতু ; প্রাতিপদিক ; পদ

ভাষায় যাহার বিশ্লেষ সম্ভব হয় না, এমন মৌলিক শব্দকে **প্রকৃতি** বলে। যখন এই প্রকৃতি-দ্বারা কোনও দ্রব্য জাতি বা গুণ, অথবা অন্য পদার্থ দ্যোতিতে হয়, তখন তাহাকে **নাম-প্রকৃতি** বা **সংজ্ঞা-প্রকৃতি** বলা যায়।

প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দের বিশ্লেষে, মৌলিক ভাব-দ্যোতক যে অংশটুকু পাওয়া যায়, তাহা যখন কোনও দ্রব্য বা জাতি বা গুণ না বুঝাইয়া, কোনও প্রকারের

ক্রিয়া বুঝায়, তাহাকে **ক্রিয়া-প্রকৃতি** বা **ধাতু-প্রকৃতি**, অথবা সংক্ষেপে **ধাতু** বলে।

যেমন—« মা, ছা, চাঁদ, হাত, হাক, নাট, কাঠ »—এগুলি নাম-প্রকৃতি; « জান্, রাখ্, খা, যা, ধো »—এগুলি ক্রিয়া-প্রকৃতি বা ধাতু। বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের প্রত্যয় ও বিভক্তি বাদ দিলে, যে মূল অংশ পাওয়া যায়, তাহাও ধাতু; যথা—« চলা, চলে, চলিল, চলুক, চলিতে, চলায়, চলাইবে » প্রভৃতি ক্রিয়াপদ এবং « চলন্ত, চলন, অচল, চাল, বেচাল, চালানো, চলকানো, চালনি » প্রভৃতি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের মধ্যে, একই **চল্-ধাতু** বিদ্যমান। এই চল্-ধাতুতেই প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগ করিয়া, তাহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া, এই-সব পদের সৃষ্টি।

শব্দ বা ধাতুতে বিভক্তি যোগ করিলে **পদ** হয়, তখন তাহা বাক্যে ব্যবহার করা চলে। পদ না হইলেও শব্দের ব্যবহার হইতে পারে। সমাস-যুক্ত শব্দের প্রথম অংশ সাধারণত বিভক্তি-হীন হইয়া থাকে। যেমন - « জগৎ-সংসারে এমনটী দেখা যায় না »—এই বাক্যে, « জগৎ-সংসারে » পদটীতে « জগৎ » হইতেছে **শব্দ**, পদ নহে। বিভক্তিহীন ধাতুর কিন্তু একেবারেই প্রয়োগ নাই।

বিভক্তি-বিহীন নাম-প্রকৃতি, এবং বিভক্তি-হীন ধাতু-প্রকৃতি বা ধাতু—প্রত্যয়-যুক্ত হইলে এই উভয়কে **প্রাতিপদিক** (Base, Word-base) বলে—**নাম-প্রাতিপদিক** ও **ক্রিয়া-প্রাতি-পদিক**। (প্রত্যয় এবং বিভক্তির পার্থক্য নিম্নে দ্রষ্টব্য।) প্রাতিপদিকের পরে বিভক্তি-যুক্ত হইয়া তবে বাক্যে প্রযুক্ত **পদ** (Inflected Word) সৃষ্ট হয়। « মা, হাত, চলন, বই, পড়া= 'পাঠ-ক্রিয়া' »—এগুলি হইল বিভক্তি-হীন নাম-প্রাতিপদিক (Noun-base); এইগুলি হইতে জাত বিভক্ত্যন্ত পদ—« মায়ের, হাতে, চলনের, বইয়ে, পড়াতে » ইত্যাদি। « রাখ্ » ধাতু + « -ইল » -প্রত্যয় = « রাখিল » « চল্ + -ইব-প্রত্যয় = চলিব » « থাক্ + ইত-প্রত্যয় », এগুলি ক্রিয়ার প্রাতিপদিক (Verb-base): « রাখিলাম, চলিবার, থাকিতে »—« -আম, -আর, -এ » বিভক্তি-যোগে ক্রিয়া-পদ সৃষ্ট হইয়াছে। বিভক্তিগুলি সাধারণতঃ সুস্পষ্ট-ভাবে শব্দের বা ধাতুর সহিত সংলগ্ন হয়; আবার কখনও বা, শব্দ বা ধাতুর সহিত মিলিয়া যায়, বা লুপ্ত হইয়া যায়, অথবা উহ্য থাকে।

এই দেখা যাইতেছে যে, ভাষা-গত পদ বিশ্লেষ করিলে, আমরা পাই—

[১] **নাম-প্রকৃতি** বা **সংজ্ঞা-প্রকৃতি** (Noun Root);

[২] **ক্রিয়া-প্রকৃতি** বা **ধাতু** (Verb Root)।

এগুলির অর্থ সুস্পষ্ট ও বিশিষ্ট করিয়া দিবার জন্য, ইহাদের সহিত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ হয়—

[৩] **প্রত্যয়** (Affix): প্রত্যয়-দ্বারা ক্রিয়া-প্রকৃতি অন্য ধাতু বা শব্দ সৃষ্টি করে। প্রত্যয়ান্ত পদকে প্রাতিপদিক (Word-base) বলে।

[৪] **বিভক্তি** (Inflexion বা Termination): এগুলির যোগে, শব্দ ও ধাতু, পদে পরিণত হইয়া বাক্যে প্রযুক্ত হয়। বিভক্তি-যোগের পরে শব্দে আর কিছু যোগ হয় না।

প্রত্যয় (Formative Affixes)—

[১] কৃৎ ও [২] তদ্ধিত

ধাতুর উত্তর যে-সকল প্রত্যয় যোগ হয়, সেগুলিকে **কৃৎ** বলে; এবং শব্দের উত্তর যে সকল প্রত্যয় যোগ হয় সেগুলিকে **তদ্ধিত** বলে।

কৃৎ-প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত:—« √দেখ্+অন্=দেখন; √খা+আ=খাআ, খাওয়া; √চল্+অন্ত=চলন্ত; √চাল্+অ=চাল্» ইত্যাদি। সংস্কৃত কৃৎ—« √দৃশ=দর্শ্+ অন=দর্শন; √মন্=ম+তি=মতি; √কৃ=কর্+অ=কর; √ভী=ভয়্+অ=ভয়; √জাগৃ=জাগর্+উক=জাগরূক» ইত্যাদি। কৃৎ-প্রত্যয়-সিদ্ধ পদকে **কৃদন্ত** বলে।

কতকগুলি কৃৎ-প্রত্যয়-দ্বারা মূল ধাতু হইতে অন্য ধাতু গঠন করা হয়; এইরূপ কৃৎ-প্রত্যয়কে **ধাত্ববয়ব** বলে; যেমন—« √দেখ্+আ=দেখা» (যথা—« সে দেখে, আমি দেখি কিন্তু « সে দেখায়, আমি দেখাই», ণিজন্ত রূপ)। শব্দের সহিতও যে প্রত্যয় যোগ করিয়া, নূতন ধাতু গঠিত হয়, তাহাও ধাত্ববয়ব, অতএব তাহাও কৃৎ-প্রত্যয়ের মধ্যে গণ্য; যথা—« দাগ্+-আ>দাগা (=দাগ দেওয়া); দমক্+-আ>দমকা»।

তদ্ধিত প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত :—« মিঠা+-আই=মিঠাই ; ঢাকা+ঈ=ঢাকাই ; হিন্দু+ত্ব=হিন্দুত্ব ; সাধু+-তা=সাধুতা ; জেঠা+-আমি=জেঠামি » ইত্যাদি।

বিভক্তি (Inflexions)

[১] শব্দবিভক্তি ও [২] ক্রিয়াবিভক্তি

শব্দ-বিভক্তি যুক্ত হইলে, শব্দ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে পরিণত হয়। বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচন ও কারক বিভক্তি দ্বারা প্রকাশিত হয়; যথা—« মায়েরা, তাদের, চাঁদের, সকলকার, ঘরে, বাড়ীতে, হাতে, আমায়, তাঁকে » ইত্যাদি। সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যবহৃত শব্দ-বিভক্তির একটী নাম হইতেছে **সুপ্**; বিভক্তি-যুক্ত নাম বা সর্বনাম পদকে এই জন্য **সুবন্ত** (সুপ্+অন্ত) পদ বলে।

ক্রিয়া-বিভক্তি, ধাতুতে যুক্ত হইয়া, ক্রিয়া-পদের সৃষ্টি করে। ক্রিয়া-বিভক্তির একটী সংস্কৃত নাম **তিঙ্**; এই হেতু বিভক্ত্যন্ত ক্রিয়া-পদকে **তিঙন্ত** (তিঙ্+অন্ত) পদ বলে। ধাতুর উত্তর কাল-বাচক প্রত্যয়, ও তাহার উত্তর বিভক্তি, সমস্ত মিলিয়া ক্রিয়া-পদ হয়; যথা—« কর্ ধাতু+ইল্-প্রত্যয়=করিল্-প্রাতিপদিক+-আম-বিভক্তি=করিলাম পদ; খা+ইব্=খাইব্+এন্=খাইবেন »। বর্তমানের ক্রিয়ার কিন্তু কাল-বাচক বিশেষ রূপ বাঙ্গালায় বর্তিত হয় না—ইহাতে মাত্র বিভক্তি-দ্বারাই কাল ও পুরুষ উভয়ই ব্যক্ত হয়; যথা—« করে, করি, করিস=কর্+-এ, -ই, -ইস্ » ইত্যাদি।

প্রকৃতি- ও প্রত্যয়-দ্বারা কেবল অসংলগ্ন শব্দ-সৃষ্টি হয় মাত্র। বিভক্তি দ্বারাই ইহাদের পরস্পরের সংযোগ বা সম্বন্ধ সুস্পষ্ট হয়, পূর্ণ অর্থের প্রকাশ হয়। যেখানে বিভক্তির অভাব, সেখানে বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তি-হীন শব্দগুলির অবস্থান সুনির্দ্দিষ্ট থাকে, শব্দের ক্রম (Word Order) দ্বারা সেখানে বিভক্তির অভাব পূরিত হয়। « বাঘ » ও « মানুষ » এই দুইটী শব্দ; « মার্ » একটী ধাতু; বিভক্তি-যুক্ত পদ « বাঘে », বিভক্তি-যুক্ত অথবা বিভক্তি যাহাতে উহ্য আছে এমন পদ « মানুষকে » বা « মানুষ » এবং বিভক্তি-যুক্ত ক্রিয়া-পদ « মারে » ;—তিনে মিলিয়া বাক্য হইল,

« বাঘে মানুষকে মারে » বা « বাঘে মানুষ মারে »। বাক্যটার কর্তায় ও কর্মে বিভক্তি থাকায়, বাক্যগত শব্দ ক্রম একটু উল্টাইয়া দিলে, অর্থ-বিকৃতি হয় না ; যেমন—« মানুষকে বাঘে মারে »। কিন্তু যেখানে কর্তায় বা কর্মে, কোথাও প্রকট-রূপে বিভক্তি থাকে না, সেখানে—প্রথম কর্তা, পরে কর্ম, শেষে ক্রিয়া—এই ক্রম পরিবর্তিত করিয়া দিলে, অর্থ-সংকট ঘটে ; যথা—« বাঘ মানুষ মারে » ;—কিন্তু « মানুষ বাঘ মারে », এই-রূপে কর্তা ও কর্মের অবস্থান উল্টাইয়া দিলে অর্থ অন্য রূপ হইয়া যায়।

বাঙ্গালায় ধাতুর বা শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ না করিলে, অর্থগ্রহই হয় না ; যথা—« বাঘ মানুষ মার্ »। বিভক্তির কার্য্য—সম্বন্ধ-ব্যঞ্জনা ; প্রত্যয়ের কার্য্য—ধাতু বা প্রাতিপদিকের প্রকার-ব্যঞ্জনা ; এবং মৌলিক শব্দ বা ধাতুর কার্য্য—মৌলিক-পদার্থ-ব্যঞ্জনা।

৭। শব্দের অর্থ-মূলক শ্রেণী-বিভাগ

(Semantic Classification of Words)

উপরে, সাধন বা গঠনের দিক্ দিয়া শব্দ-বিচার করা হইল। অর্থের দিক্ দিয়া বিচার করিলে, মৌলিক তথা প্রত্যয়-নিষ্পন্ন এবং সমস্ত বা সমাস-যুক্ত শব্দকে এই কয় শ্রেণীতে ফেলা যায় :—

[১] **যৌগিক বা যোগ শব্দ** (Words of Derivative Sense) : প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে, বা একাধিক শব্দের সংযোগে, যে অর্থ হওয়া উচিত, এই-সকল শব্দে সেই অর্থই প্রকাশিত হয় ; যথা—« রাখাল ('যে রাখে বা রক্ষা করে', বিশেষ করিয়া 'যে গোরু রক্ষা করে') ; মিতালি ('মিতা বা বন্ধুর ভাব') ; দাতা ('যিনি দান করেন') ; অণ্ডজ ('ডিম হইতে যে জীবের উৎপত্তি') ; পিতৃহীন, রাজপুরুষ, মালগাড়ী » ইত্যাদি।

[২] **রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ** (Derived Word of Specialised Sense) : প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অনুসারী অর্থ না হইয়া, যেখানে শব্দের দ্বারা অন্য কিছু বিশেষ পদার্থ বুঝাইয়া থাকে, তাদৃশ শব্দকে **রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ** বলে ; যথা—« জেঠাম (মূল-গত অর্থ—'জেঠার মত কাজ' ; রূঢ়ি অর্থ—'চাপল্য') ; শত্রু (ধাতু ও প্রত্যয়-গত অর্থ—'যে ধ্বংস করে', রূঢ়ি অর্থ—'যে বিরোধী হয়') ;

সন্দেশ ('মিষ্টান্ন'-অর্থে; মূল অর্থ, 'সংবাদ'); পাঞ্জাবী ('এক প্রকারের জামা'-অর্থে); হস্তী, করী (মূল-গত অর্থ—'যাহার হাত আছে', কিন্তু পশু-বিশেষ 'হাতী'-অর্থে রূঢ়ি); কুশল (ধাতু-প্রত্যয়-গত অর্থ—'যে কুশ তুলিতে পারে', কিন্তু প্রচলিত রূঢ়ি অর্থ 'দক্ষ') » ইত্যাদি।

[৩] **যোগরূঢ় শব্দ** (Compounded Words of Specialised Sense): একাধিক শব্দ বা ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন, অথবা সমাস-যুক্ত শব্দ, যেখানে অপেক্ষিত অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া, বিশেষ কোনও অর্থে ব্যবহৃত হয় (যেমন, সমগ্র জাতিকে না বুঝাইয়া, সেই জাতির অন্তর্গত কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়), তদ্রূপ শব্দকে **যোগরূঢ়** শব্দ বলে ; « সরোজ ('যাহা সরোবরে জন্মায়'—সরঃ+জ, 'পদ্ম'-অর্থে রূঢ়ি); জলদ (জল-দ='যাহা জল দেয়'—বিশেষ অর্থ, 'মেঘ'); সুহৃৎ (সু-হৃৎ='সুন্দর হৃদয় যার'—বিশেষ অর্থ 'বন্ধু') ; রা'জপুত ('রাজার পুত্র'—বিশেষ অর্থে, 'ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধৃ-জাতি-বিশেষ') » ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকারের পদ (Parts of Speech)

পদ পাঁচ শ্রেণীর :—[১] **নাম** বা **বিশেষ্য** ; [২] **বিশেষণ** ; [৩] **সর্বনাম** বা **প্রতিনাম** ; [৪] **ক্রিয়া** ; এবং [৫] **অব্যয়** ও **অব্যয়-স্থানীয়**।

[১] নাম, সংজ্ঞা বা বিশেষ্য (Noun)

যে পদ বা শব্দ কোনও বস্তু, সংজ্ঞা, জাতি, সমষ্টি, কার্য্য অথবা ভাব বা গুণ বুঝায়, তাহাকে **নাম** অথবা **বিশেষ্য** বলে। যেমন—« বই, কাগজ, ফুল, মাটি, টাকা » ইত্যাদি শব্দ, বিশেষ-বিশেষ বস্তু বুঝায় ; « রাম, কলিকাতা, আগরা, হিমালয়, গঙ্গা, পারস্য, রামায়ণ, গীতা, বাইবেল, কোরান » ইত্যাদি শব্দ, সংজ্ঞা অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তি অথবা স্থান, দেশ, পর্বত, নদী, গ্রন্থ ইত্যাদির নাম বুঝায় ; « গোরু, মহিষ, গাছ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বাঙ্গালী, ইংরেজ » ইত্যাদি শব্দ, বিশেষ-বিশেষ প্রাণী বা জাতি বুঝায় ; « সাধুতা, মহত্ত্ব, আলস্য, শৈশব, দুঃখ » ইত্যাদি

শব্দ, কোন বস্তু না বুঝাইয়া, বিশেষ-বিশেষ ভাব বা গুণকে নির্দেশ করে; « শয়ন, গমন, পড়া, বলা » ইত্যাদি শব্দ, বিশেষ কোন কার্য্য বুঝায়; এবং « সভা, সমিতি, দল, জনতা, পল্টন, ঝাঁক » ইত্যাদি শব্দ, সমষ্টি বুঝায়।

[২] বিশেষণ (Adjective)

যে শব্দের দ্বারা নামের, বা ক্রিয়ার, বা অন্য কোনও বিশেষণের, গুণ, ধর্ম, কার্য্য বা অবস্থা প্রকাশিত হয়, তাহাকে **বিশেষণ** বলে; যেমন—« পাঁচ হাত; লম্বা দাড়ী; উঁচু নজর; খুব ভাল লোক; অতি নিরীহ মানুষ; বেশ গায়; চমৎকার নাচে » ইত্যাদি। সম্বন্ধ-বাচক ষষ্ঠী বিভক্তির নাম-পদও বিশেষণ-স্থানীয়: « ভাতের হাঁড়ি, সোনার দাঁত, মামার বাড়ী »। অসমাপিকা ও অন্য ক্রিয়া-পদও বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হয়: « নাচিয়া নাচিয়া চলে; গেল বৎসর; আস্‌ছে কাল »।

[৩] সর্বনাম (Pronoun)

যে পদ কোন বিশেষ্য-পদের স্থানে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে **সর্বনাম** বা **প্রতিনাম** বলে। যথা—« রাম-বাবুর বাড়ী গিয়াছিলাম, শুনিলাম **তিনি** বাড়ী নাই »; এখানে « তিনি » পদটী, « রাম-বাবু » এই নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। « **আমি** বলিয়াছিলাম যে **তোমার** সঙ্গে একত্র যাইব »—এখানে, « আমি » বক্তার, ও « তোমার » যাহাকে বলা হইতেছে তাহার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। « কে যায়? »—এখানে « কে » শব্দ কোন অজ্ঞাত ও অনুল্লিখিত-পূর্ব ব্যক্তির স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সর্বনাম-পদ ব্যবহারের দ্বারা একই নাম-শব্দকে বার-বার উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না।

[৪] ক্রিয়াপদ বা আখ্যাত (Verb)

যে পদ-দ্বারা, বাক্য-স্থিত কোনও পদার্থের অবস্থান-সম্বন্ধে, বা তৎসংক্রান্ত কোনও-কিছু করণ বা ঘটন-সম্বন্ধে—এবং এই অবস্থান, করণ বা ঘটনের কাল ও রীতি-সম্বন্ধে—পূর্ণ বোধ জন্মে, তাহাকে **ক্রিয়া** বলে।

পদার্থ বা বিশেষ্যের অবস্থা অথবা কার্য্য-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করে বলিয়া, ক্রিয়া-পদের আর একটী নাম **আখ্যাত**।

ক্রিয়া-পদের দৃষ্টান্ত—« রাম যায় ; শীত পড়িয়াছে ; খাওয়া শেষ হইল ; লোভ ত্যাগ করিবে ; ন্যায়-ধর্ম্ম-ই রাজ্য রক্ষা করে ; আমি কাল সকালে দেখা করিব ; মা ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন » ইত্যাদি। এই-সকল বাক্যে, পদার্থের অবস্থান, বা তাহাদের দ্বারা কৃত কর্ম্ম, অথবা তাহাদের সম্বন্ধে কোনও কিছু ঘটন—এই সব ব্যাপারের পূর্ণ পরিচয় পাইতেছি, এবং বাক্যস্থ বিষয়টীর কাল-সম্বন্ধে এই ক্রিয়া-পদের দ্বারাই আমাদের পূর্ণ বোধ ঘটিতেছে।

« সে করিবে »—« করিবে » ক্রিয়াপদ, ভবিষ্যৎ বাচক, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ; কিন্তু বিভক্তি-বিহীন প্রাতিপদিক রূপ « করিব্ » হইতে যে ক্রিয়া-দ্যোতক নাম-শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে (যেমন « করিবা »- যথা, « করিবা-র, করিবা-মাত্র »), তাহা হইতে কাল-বিষয়ে, অথবা উদ্দেশ্য- বা বিশেষ্য-বিষয়ে, অথবা কর্ত্তার বিষয়ে, কোনও স্পষ্ট ধারণা হয় না।

[৫] অব্যয় ও অব্যয়-স্থানীয় পদ

(Indeclinables—Conjunctions, Interjections etc.)

বাক্য-গত উক্তিকে এবং বাক্যস্থ অন্যান্য পদগুলির পরস্পরের সম্বন্ধকে, স্থান, কাল, পাত্র ও প্রকার-বিষয়ে সুপরিস্ফুট করিয়া দেয়, এমন পদকে **অব্যয়** বলে।

সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ পদ, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম ও ক্রিয়া-পদের ন্যায়, লিঙ্গ, বচন, কারক, এবং কাল- ও পুরুষ-বাচক প্রত্যয়-বিভক্তি গ্রহণ করিত না ; বিভক্তি-যোগে ইহাদের মূল রূপের অথবা অর্থের কোনও ব্যয় অর্থাৎ 'ক্ষয় বা সঙ্কোচ বা পরিবর্ত্তন' হইত না,—এই জন্য এগুলিকে অ-ব্যয় বলা হইত ; যথা—« অপি ; চ ; তথা ; উত ; তু ; ননু » ইত্যাদি। বাঙ্গালায় এইরূপ বিকার-হীন অব্যয় শব্দ আছে ; যথা—« আর ; না ; ও ; তো » ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন, সংস্কৃত ও অ-সংস্কৃত উভয় প্রকারের বহু বিভক্তি-যুক্ত বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম ও ক্রিয়া-পদ, এবং উক্ত-প্রকার পদের সংযোগে সৃষ্ট বাক্যাংশ, বাঙ্গালা-ভাষায় অব্যয়-রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« বরং ; কিন্তু ; অর্থাৎ ; বলিয়া ; তাহা-হইলে » ; এগুলি অব্যয়-পর্য্যায়েই পড়ে। অব্যয়ের আলোচনা-কালে এগুলির বিচার করা হইবে।

অনুশীলনী

১। এই সংজ্ঞাগুলির অর্থ কি ?—শব্দ, পদ, বাক্য, কৃৎ, তদ্ধিত।

২। 'যৌগিক, রূঢ়ি, ও যোগরূঢ় শব্দ' কাহাকে বলে ? দুইটী করিয়া উদাহরণ দাও।

৩। পদ কয় প্রকারের ? বিভিন্ন প্রকারের পদের সংজ্ঞা লিখিয়া উদাহরণ দাও।

শব্দ-গঠন—কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয়

(Word Formation : Affixes—Primary and Secondary)

বাঙ্গালা (প্রাকৃত-জ) কৃৎ-প্রত্যয়

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ক্রিয়া-প্রকৃতি বা ধাতুতে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহাকে **কৃৎ** বলে। বাঙ্গালা ভাষার কৃৎ-প্রত্যয়গুলি সাধারণতঃ প্রাকৃত প্রত্যয় বা শব্দ হইতে লব্ধ। এতদ্ভিন্ন, সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে, সংস্কৃতের বিশেষ কৃৎ-প্রত্যয় পাওয়া যায়—এগুলির দুই-একটী আবার বাঙ্গালা বা প্রাকৃত-জ ধাতুর সহিতও ব্যবহৃত হয়।

নিম্নলিখিত প্রাকৃত-জ কৃৎ-প্রত্যয়গুলি বাঙ্গালায় মিলে; প্রাকৃত-জ ধাতুর সঙ্গেই ইহাদের প্রয়োগ, বাঙ্গালায় আগত তৎসম ধাতুর সহিত এগুলি প্রায় যুক্ত হয় না।

[১] « -অ » প্রত্যয়। আধুনিক বাঙ্গালার উচ্চারণে এই প্রত্যয় এখন লুপ্ত। ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয়-যোগে, ধাতু-গত ক্রিয়া-বাচক নাম-শব্দের সৃষ্টি হয়; যথ—« ধর-পাকড়, ভাঙ্গ-গড়, ভাঙ্গ-চূর, পাক ধরা, কাট ধরা, চল নাই, কাট-ছাঁট, ছাড়-পত্র, বাড়-বাড়ন্ত, জিত » ইত্যাদি। সকল ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হয় না; বিশেষতঃ স্বরান্ত ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় মিলে না। বাঙ্গালায় এই অ-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দগুলি ক্রিয়া-দ্যোতক বিশেষ্য হইয়া থাকে।

[২] « -অ » প্রত্যয় : এই « -অ » উচ্চারিত, এবং ইহা অনুরূপ প্রত্যয় « -ও » বা « -উ » হইতে অভিন্ন। 'প্রায় এইরূপ, পূর্ণভাবে এইরূপ নহে'—এই অর্থে, ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হয়; যথা—« কাঁদ-কাঁদ (কাঁদো-কাঁদো), মরো-মরো, পাকো-পাকো, উড়ু-উড়ু, নিবো-নিবো বা নিবু-নিবু, ডুবু-ডুবু,

দাউ-দাউ করিয়া জ্বলা, হবু-জামাই » ইত্যাদি। এই প্রত্যয়ের সাহায্যে গঠিত পদের সাধারণতঃ দ্বিত্ব হয়—এবং এগুলি বিশেষণ-শব্দ।

[৩] « **-অন** », বিকারে স্বর-বর্ণের পরে « **-ওন** » : ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য সৃষ্টি করে, এবং অর্থ বহুশঃ ক্রিয়া-বাচক হইতে বস্তু-বাচক হইয়া যায় ; যথা— « √খা—খা-অন > খাওন ; √হ—হ-অন > হওন ; √থাক্—থাকন ; √নাচ্—নাচন ; দেখন, বিঁধন (বেঁধন), ঝুলন ; √উজা—উজান ; শুনন, কলন, কাঁদন »। « মরণ (=মরন), করণ (=করন), ধর্—ধরণ (=ধরন), ধার্—ধারণ (=ধারন) » ইত্যাদি কতকগুলি শব্দে সংস্কৃতের « -অন », এই মূর্ধন্য-ণ-যুক্ত রূপে পাওয়া যায়। বস্তু-বাচক—« √ঝাড়্—ঝাড়ন (='ধূলা প্রভৃতি ঝাড়া', এবং 'ধূলা ঝাড়িবার বস্ত্রখণ্ড'), √ফুড়্—ফোড়্—ফোড়ন, √ঢাক্—ঢাকন » ইত্যাদি।

ক্রিয়া-বাচক প্রত্যয়-হিসাবে, « -অন »-এর ব্যবহার এখন চলিত-ভাষায় ও সাধু-ভাষায় কিছু কম।

« -অন » -প্রত্যয়ের প্রসার—

[৩ক] « **-অন+-আ->-অনা, -ওনা** », এবং দ্বিমাত্রিকতা-হেতু অ-কার-লোপে « **-না** » ; যথা—ক্রিয়া-বাচক—« √কান্দ্—কান্দন+-আ >কান্দনা> কান্‌না, কান্না ; √দে+-অন+-আ > দেনা ; √পা+-অন+-আ > পাওনা ; √রান্ধ্+-অন+-আ > রান্ধনা, রান্‌না > রান্না » ইত্যাদি। বস্তু-বাচক—« √কুট্—কুটনা (='খণ্ডে খণ্ডে কাটা শাক-শব্‌জী') ; √বাট্—বাটনা ; √ঢাক্—ঢাকনা ; √বাজ্—বাজ্‌না »। বিশেষ্য ও বিশেষণ—« √মাঙ্গ্—মাঙ্গন, মাঙ্গনা ; √শুখা—শুখানা, শুখনা »। দুই-এক স্থলে ধাতুর দেখাদেখি, নাম-প্রকৃতিতেও এই প্রত্যয় যুক্ত হয় : « ছা (<শাবক)—ছানা ; পো (<পোঅ<পোত)—পোনা ; পক্ষ > পাখ—পাখনা »।

[৩খ] « **-অন+-ঈ, -ই > -অনী (-অনি)** », স্বর-সঙ্গতির ফলে « **-উনী, -উনি** », ও পরে দ্বিমাত্রিকতার কারণ « -উ- » লোপে « **-নী, -নি** »।

স্বল্পতা-দ্যোতক, ক্রিয়া অর্থে, ও ক্ষুদ্র বস্তু অর্থে; এবং 'সে এই কার্য্য করে' এই অর্থে; যথা—« নাচুনী (='নর্তন', তথা 'নর্তকী'); কাঁদুনী; বাঁধন—বাঁধুনী; ঢাকন—ঢাকনা, ঢাকনী, ঢাকুনি; ছাউনী; করণী—করুণী (করুনি—ঘর-করুনি ='যে ঘর করে'); √মহ্—মহনী—মউনি (ঘোল-মউনি); বিননী, বিনুনী; রাঁধুনী (যে রাঁধে); পোড়ন—পোড়নী, জলন—জলনী (চলিত-ভাষায় জলুনি-পড়ুনি) » ইত্যাদি।

[৪] « **-অন্ত** », স্ত্রীলিঙ্গে « **-অন্তী**, **-অন্তি** (স্বর-সঙ্গতির প্রভাবে, **উন্তি**) »। বাঙ্গালার **শতৃ-শানচ**-বাচক প্রত্যয় (Participial Adjective): 'এইরূপ করিতেছে, এইরূপ অবস্থায় আছে',—এই অর্থে, এই প্রত্যয় বিশেষণ এবং বিশেষ্য গঠন করে; যথা—« √জী+-অন্ত>জীয়ন্ত, জ্যান্ত; (সংস্কৃত ধাতু) জীব্—জীবন্ত; চলন্ত, ভাসন্ত, ঘুমন্ত, বাড়ন্ত, উঠন্ত, হাসন্ত, নাচুন্তি, দেখুন্তি » ইত্যাদি। এই প্রত্যয় এখন বাঙ্গালায় আর জীয়ন্ত নহে—সকল ধাতুর সহিত জুড়িয়া ইহার ব্যবহার করাও যায় না, মাত্র কতকগুলি ধাতুর সহিত ইহা মিলে।

এই « -অন্ত » -প্রত্যয়েরই রূপ-ভেদ ও উহার সহিত অনেকটা একার্থক—

[৫] « **-অত** » প্রত্যয়, প্রসারে « **-অতা**, **-অতী** (**-অতি**), **-তা**, **-তি** »: « √ফির্—ফিরত> ফেরত, ফিরতী, বিলাত-ফেরত, বিলাত-ফেরতা; √চল্—চলতী ভাষা; উঠতি বয়স; বহতা নদী; সব-জান্তা (হিন্দীর প্রভাবে); পারত-পক্ষে » ইত্যাদি। « আমার জানত (=জানতো) লোক; করত, করতঃ (=[করতো], অর্থ, 'করিবার পর') »—এই দুই শব্দে অ-কারান্ত অ-প্রত্যয়-ই বিদ্যমান।

এই প্রত্যয়ের প্রসার-জাত «-অতী, -অতি, -তি »-প্রত্যয়, ক্রিয়া এবং বস্তু জানাইতেও ব্যবহৃত হয়; যথা—« কম্‌তি (ফারসী কম্ শব্দ, ধাতু-রূপে ব্যবহৃত)'; গুণতি (গুন্‌তি), ভরতি, বাড়তি, ঘাটতি, ঝড়তি-পড়তি »'ইত্যাদি। (সংস্কৃত « -তি »-প্রত্যয়ের প্রভাব এ স্থলে কিছু আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়

—« ভক্তি, মুক্তি, যুক্তি, মতি, গতি, নতি » প্রভৃতি -তি-প্রত্যয়ান্ত বহু শব্দের বাঙ্গালায় ব্যবহারের ফলে।)

আরবী « ওকালৎ, গাফিলৎ »-এর প্রসারে « ওকালতি, গাফিলতি », এবং ইহার দেখাদেখি ইংরেজী « জজ » শব্দ হইতে « জজিয়ৎ —জজিয়তি »।

[৬] « -আ » : **নিষ্ঠা**, অর্থাৎ কর্ম-বাচ্যের অতীত-কাল-দ্যোতক বিশেষণ (Passive বা Past Participle) এবং ক্রিয়া-বাচক বা ভাব-বাচক বিশেষ্য (Verbal Noun) জানাইতে, ধাতুর উত্তর « -আ » -প্রত্যয় হয় ঃ যথা « √কর্—করা » ঃ (১) নিষ্ঠা='কৃত' অর্থে, যথা « করা কাজ » ; (২) ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য—« করা » ='করণ-ক্রিয়া'। তদ্রূপ « চলা, বলা, খাওয়া, দেখা, দেওয়া, জানা, রাখা » ইত্যাদি।

[৭] « -**আ** » ঃ এই আ-প্রত্যয়, উৎপত্তির দিক্ হইতে দেখিলে, (৬)-সংখ্যক প্রত্যয় « -আ » -প্রত্যয় হইতে ভিন্ন—(৬)-সংখ্যক নিষ্ঠা « -আ » -প্রত্যয় আসিয়াছে সংস্কৃত « -ইত » বা « -ত » প্রত্যয় হইতে, এবং এই [৭] « -আ » প্রত্যয় আসিয়াছে « -অক » (বা « -আক ») প্রত্যয় হইতে। তদ্ধিত « -আ » দ্রষ্টব্য।

ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় বসাইয়া যে শব্দের সৃষ্টি হয়, তাহা একক ব্যবহৃত হয় না, অন্য শব্দের সহিত মিলিত বা সমস্ত হইয়া তবে ব্যবহৃত হয় ; এবং কর্তা, করণ বা অধিকরণ অর্থে এই সমস্ত-পদ প্রযুক্ত হয় ; যথা —« ভাত-রাঁধা হাঁড়ী (করণ) ; ভাত-রাঁধা বামুন (কর্তা) ; গলা-কাটা দাম (অধিকরণ বা করণ), গলা-কাটা দোকানদার (কর্তা) ; কাপড়-কাচা সাবান ; পাঁঠা-কাটা খাঁড়া ; ইট-বহা মজুর ; বুক-ভাঙ্গা দুঃখ ; পাখ-মারা ; বাঘ-মারা ; মুখ-ধোওয়া জল ('মুখ ধুইবার জল', ও 'যে জলে মুখ ধোয়া হইয়াছে') ; আখ-মাড়া কল » ইত্যাদি।

এই নিষ্ঠা আ-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দের সহিত অন্য শব্দের সমাস করা যায়, এবং বহুশঃ সেইরূপ সমস্ত-পদ যে বিশেষ্যের বিশেষণ, সেই বিশেষ্য-শব্দ সমস্ত-পদস্থ ক্রিয়ার কর্মস্থানীয় হইয়া থাকে ; যথা—« ঘরে-পাতা দই ; পায়ে-চলা পথ ; সুর-বাঁধা বীণা ; ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল ; কূয়া-তোলা জল ; বাদুড়-চোষা আম » ইত্যাদি।

[৮] « **-আ** » : **ণিজন্ত** ক্রিয়ার (অর্থাৎ অন্যের দ্বারা করানো ক্রিয়ার), নাম-ধাতুর (অর্থাৎ নাম বা বিশেষ্য হইতে সৃষ্ট ধাতুর) এবং কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার প্রত্যয়। (ধাতুর অংশবৎ ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই প্রত্যয়কে **ধাত্ববয়ব** বলা হয়)। যথা—« √কর্+-আ>√করা—করায় ; √জান্+-আ>√জানা—জানায় ; √চাখ্+-আ>√চাখা ; √ধো+-আ>√ধোয়া ; √শো—শোয়া ; √খা—√খাওয়া ; রাঙ্গা=রক্তবর্ণ+-আ>√রাঙ্গা—রাঙ্গায় (= 'রক্তবর্ণে রঞ্জিত করে', নাম-ধাতু) ; চড়্-শব্দ='চপেটাঘাত'>√চড়া নাম-ধাতু ; বিষ—√বিষা (নাম-ধাতু) ; শাণ—√শাণা ; √বিঁধ্—√বেঁধা (যথা—'কান বেঁধায়') ; √শুন্—√শোনা ('কথাটা ভাল শোনায় না'—কর্মবাচ্যে) ; √কহ্—√কহা (কর্ম-বাচ্যে : 'সে লোক ভালো কহায় বটে, কিন্তু আসলে সে মানুষ ভালো নয়') » ইত্যাদি।

[৯] « **-আই** » : ভাব-বাচক ক্রিয়া-দ্যোতক (এবং কচিৎ ভাব- হইতে বস্তু-দ্যোতক)। ধাতু ও শব্দ, উভয়ের উত্তর এই প্রত্যয় আইসে : « যাচাই, বাছাই, খোদাই, ঢালাই, লড়াই, (কাঠ-)ফাড়াই ; বামনাই, বড়াই, লম্বাই, চৌড়াই (চওড়াই) ; দোলাই, মিঠাই ; ভালাই, পাল্টাই, চোরাই ; সাফাই (ফারসী 'সাফ' হইতে) »। (« চড়াই, উৎরাই, সেলাই, ধোলাই, চোলাই »—এই « -আই »-প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি হিন্দুস্থানী হইতে গৃহীত ; এবং হিন্দুস্থানী « বনাঈ » শব্দের বিকারে আমাদের « বানী » শব্দ—'সেকরার পারিশ্রমিক' অর্থে)।

[১০] « **-আইৎ** », চলিত-ভাষায় « **-আৎ** », স্ত্রীলিঙ্গে « **-আতী** » : ধাতুর উত্তর (এবং শব্দের উত্তর) শতৃ-বাচক প্রত্যয়, অথবা 'তাহার আছে' এই অর্থ-দ্যোতক প্রত্যয় ; যথা—« √ডাক্—ডাকাইত, ডাকাত ; বাইতি ('যে বাজায়'—প্রাচীন বাঙ্গালা « √বা » = 'বাজানো') » ; শব্দের উত্তরে—« সেবা—সেবাইত ; সঙ্গ—সাঙ্গাইত, সাঙ্গাত ; পো—পোহাইতী, পোয়াতী='সন্তানবতী, শিশুর মাতা' »।

[১০ক] এই প্রত্যয়ে, ভাবার্থে « -ঈ বা -ই » যোগ করিয়া « **-আইতী**,

-আতি » প্রত্যয় পাওয়া যায়—« ডাকাইত—ডাকাইতী, ডাকাতি ; সাঙ্গাতী »।

[১১] « **-আও** »: ধাতুর উত্তর ভাবার্থে এই প্রত্যয় হয় : « চড়াও, ঘেরাও, ছাড়াও, বনিবনাও »। (হিন্দুস্থানীতে এই প্রত্যয়ের রূপ « আব »: হিন্দুস্থানী « ফৈলাব » হইতে বাঙ্গালা « ফয়লাও, ফালাও »—'প্রসার' অর্থে)।

[১২] « **-আন্, -আন (-আনো)** »: এই প্রত্যয়-যোগে ণিজন্ত ক্রিয়া হইতে ক্রিয়া-বাচক ও তাহার অর্থ-পরিবর্তনে কচিৎ বস্তু-বাচক বিশেষ্য সৃষ্ট হয় ; যথা—« আঁচানো ; জানান্ ('জানান্ দিয়া যাওয়া'), জানানো ('তাকে জানানো না-জানানো দুই-ই সমান') ; চালান্ ('মাল চালান্ দেওয়া'—'ইটের গাড়ীর চালান্'), চালানো ('এ কাজ চালানো আমার দ্বারা সম্ভব নয়') ; মানান্ ('মানান্-সহি'), মানানো ; শোনানো » ইত্যাদি। নাম-ধাতু হইতে —« জুতা—জুতান্, জুতানো ; যোগ—যোগান্, যোগানো ; ঠক—ঠকান্, ঠকানো ; হাত—হাতানো ; কম—কমানো ; জমা—জমানো » ইত্যাদি।

বিশেষার্থে « -আন্ », সামান্যার্থে « -আনো » প্রত্যয় হয়। এই « আন্, আনো » -প্রত্যয়ের প্রসার—

[১২ক] « **-আনি, -আনী** », ও তাহার বিকারে « **-অনী, -অনি, -ওনী, -উনী, -উনি** »: ভাব-বাচক ক্রিয়া জানাইতে ব্যবহৃত হয় : কচিৎ বস্তু-বাচক নাম-রূপেও ব্যবহৃত হয় ; যথা—« শুনানী, শোনানী ; পারানী, দেখানী, ঝাঁকানী ; নিড়ানী ; উড়ানী, উড়ানি, উড়নি, উড়ুনি জ্বালানি ; ঝাঁকানী, ঝাঁকনি, ঝাঁকুনি ; শেজ-তোলানী, শেজ-তুলুনি »।

[১৩] « **-আন (-আনো)** »—ণিজন্ত বা নাম-ধাতুর নিষ্ঠা অর্থে, [৬] « -আ » দ্রষ্টব্য ; যথা—« করানো, দেখানো, হওয়ানো » ইত্যাদি।

[১৪] « **-ই** »: কতকগুলি ধাতুতে « -ই » -প্রত্যয় পাওয়া যায়—ভাব-বাচ্যে ; এই « -ই » চলিত ভাষায় লুপ্ত হয়, কিন্তু অপিনিহিত অবস্থায় পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায় ইহা বিদ্যমান থাকে ; যথা, « মারি—(মাইর্)—মার ;

হাসি—(হাইস্)—হাস (চলিত-ভাষায় হাঁসি); মারি-ধরি > মাইর্-ধইর্—চলিত-ভাষায় মার-ধোর্ ; হারি—(হাইর্)—হার্ » ইত্যাদি।

[১৫] « **-ইত-** », চলিত-ভাষায় আনুষঙ্গিক ই-কারের লোপের ফলে « **-ত-** » (অভিশ্রুতি-হেতু পূর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণ ও-কার হয়)। ইহা বাঙ্গালা ভাষার **শতৃ-প্রত্যয়,** সাধারণতঃ পদটীতে দ্বিত্ব করিয়া ব্যবহৃত হয় ; [৪, ৫] « -অন্ত, -অত » -প্রত্যয়-দ্বয়ের সহিত সম-মূল ; যথা—« √কর্ + -ইত্-+-এ = করিতে (করিতে-করিতে), চলিত-ভাষায় ক'র্‌তে [= কোর্‌তে] ; চাইতে = চাহিতে = √চাহ্ + -ইত্- + -এ » ইত্যাদি।

[১৬] « - **ইব-** », চলিত-ভাষায় « - **ব-** » (আনুষঙ্গিক ই-লোপ এবং তদনন্তর অ-কারের অভিশ্রুতিতে ও -কারে পরিবর্তন); ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার প্রাতিপদিক রূপ এই প্রত্যয়-দ্বারা সাধিত হয় ; যথা—« √কর্ + -ইব্- — করিব্—করিব্ + -অ = করিব, করিব্- + এন্ = করিবেন ; চলিব্-, খাইব্-, যাইব্-, দেখিব্- » ইত্যাদি।

[১৭] « **-ইবা** » ; এই প্রত্যয়ের যোগে ক্রিয়া-বা ভাব-বাচক বিশেষ্য হয় ; যথা—« করিবা-মাত্র, দিবা-র জন্য »। এই « -ইবা » -প্রত্যয়, চলিত-ভাষায় ই-কার লোপে « - **বা** » হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ধাতুতে অ-কার থাকিলে, অভিশ্রুতি-দ্বারা ও-তে তাহার পরিবর্তন ঘটে না—যথা « করিবা-মাত্র > কর্‌বা-মাত্র », উচ্চারণে [কোর্‌বা-মাত্র] নহে।

[১৮] « **-ইয়া** » ; অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয়, চলিত-ভাষায় « - এ, - য়ে » (অভিশ্রুতি সহ); যথা—« করিয়া—ক'রে, বহিয়া—ব'য়ে, খাইয়া—খেয়ে, চাহিয়া—চাইয়া > চেয়ে » ইত্যাদি।

[১৯] « **-ইয়া** » ; কতকগুলি ধাতুর উত্তর, 'সেই বিষয়ে প্রবীণ বা নিপুণ' অর্থে, চলিত-ভাষায় এই প্রত্যয় মিলে ; যথা—« খাইয়ে', গাইয়ে', বাজিয়ে', চলিয়ে', বলিয়ে' » ইত্যাদি।

[২০] « - **ইল্-** », অতীত কালের ক্রিয়ার প্রাতিপদিক রূপ এই প্রত্যয়-

যোগে হয়; (চলিত-ভাষায় « -ল্ », সঙ্গে-সঙ্গে ই-কার-লোপ, এবং অ-কারের অভিশ্রুতি-জাত ও-কারে পরিবর্তন; এবং চলিত-ভাষায় ধাতুর « আ+ই » মিলিয়া এ-কারে পরিবর্তিত হয়—কিন্তু মূলে ধাতুতে « হ্ » থাকিলে, এই হ-লোপের পরে অবশিষ্ট « আ+ই » মিলিয়া « এ » হয় না, « আই » থাকে); যথা—« চলিল্-, খাইল্- (চলিত-ভাষায় খেল্-), যাইল্-, বলিল্-; চাহিল্ (>চাইল্), নাহিল্- (>নাইল্-) » ইত্যাদি। ইহার-ই প্রসারে—

[২০ক] « -ইলে » প্রত্যয়—অসমাপিকা-ক্রিয়া-দ্যোতক, [২০] সংখ্যক প্রত্যয়ের অনুরূপ; চলিত-ভাষায় « -লে »; « চলিলে—চ'ললে, রহিলে—বইলে, খাইলে—খেলে, চাহিলে—চাইলে ('চেলে' নহে), রহিলে—রইলে » ইত্যাদি।

[২১] « -উআ (-উয়া) » (চলিত-ভাষায় « -ও » —আনুষঙ্গিক অভিশ্রুতি সহ); 'সে করে' এই অর্থে; « √ পঢ় >পড় = 'পাঠ করা'—পড়ুয়া>প'ড়ো (= 'ছাত্র'); √ খা—খাউয়া, খেয়ো; √পড়্ (= পতিত হওয়া)—পড়ুয়া>প'ড়ো ('প'ড়ো বাড়ী') » ইত্যাদি। প্রত্যয়টী অন্য শব্দের সঙ্গে-ও প্রযুক্ত হয়, এবং সম্পর্ক জানায়; যথা— « সাথ—সাথুআ, সাথুয়া > সেথো; জল—জলুয়া > জ'লো » ইত্যাদি।

[২২] « -উক »;—প্রসারে « -উক+-আ= -উকা »; স্বভাব প্রকাশ করে; যথা—« √খা—খাউকা—খেকো; √মিশ্—মিশুক »। নাম-পদের সহিতও যুক্ত হয়; যথা—« পেট—পেটুক; মিথ্যা—মিথ্যুক; হিংসা—হিংসুক »।

[২৩] « -ক »;—প্রসারে « -কা, -কী, -কি »; স্বার্থে, এবং সংযোগ জানাইতে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়; যথা—« √মুড়্—মোড়ক; √টান্—টনক; √চড়্—চড়ক; √ছল্—ছলক; √কাট্—কাটক, ফটক; সড়ক, সড়কী; মড়ক (<মড়া); (√চু- >) চুক; পটকা; √চল্—চল্‌কা; √বৈঠ্—বৈঠক; হেঁচকা, হেঁচকী; হুড়কা » ইত্যাদি। « -ক »-প্রত্যয় নাম-পদের সহিতও ব্যবহৃত হয়।

এতদ্ভিন্ন, **ধাতুর প্রসারক কতকগুলি কৃৎ-প্রত্যয়** বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। এগুলির দ্বারা ধাতুর অর্থ ঈষৎ পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত অথবা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। এগুলি যথা—

[ক] « **-ক-** »; √কুঁচ্—কোঁচকা; খিঁচকা; টপকা; √থাম্—থমকা; ঠমকা; √নড়্—নড়কা; ভড়কা; √বহ্—বহকা, বখা, বকা; জমকা; সটকা; √মুচ্—মুচকা; √চল্—চলকা » ইত্যাদি।

[খ] « **-ট-**; « কষটা; কছটা; ঘষটা; চিপটা; জাপটা; পাশটা; দাপটা; লপটা » ইত্যাদি।

[গ] « **-ড়-** »; « ঘষড়া; ঘেঁষড়া; দাবড়া; হেঁচড়া; আঁচড়া; খেদড়া; খিঁচড়া; চুমড়া; তাঙ্গড়া; থাবড়া; নিঙ্গড়া; দৌড়া (সংস্কৃত√দ্রু—দ্রব+-ড-); হুমড়া; হাঁকড়া; হাতড়া » ইত্যাদি।

[ঘ] « **-র-** »; « ঠাহরা, চুমরা, ঝাঁকরা, হাঁকরা, ডুকরা, ফুকরা »।

[ঙ] « **-ল-** »; « আগলা, খোসলা, ছোবলা, খেঁতলা, দাঁদলা, পিকলা, ফুসলা, বাওলা, হামলা » ইত্যাদি।

[চ] « **-স-, -চ-** »; « গুমসা, চকসা, ঝলসা; ধামসা, বালসা; ভাপসা (<ভাপ=বাষ্প); লেঙ্গচা, ভাঙ্গচা, ভেঙ্গচা (< ভুঙ্গ =মুখভঙ্গী) » ইত্যাদি।

সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়

বাঙ্গালায় বহু সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই-সকল শব্দের আলোচনা সংস্কৃত ব্যাকরণেরই অন্তর্ভুক্ত—সংস্কৃত ধাতু ও সংস্কৃত প্রত্যয় যোগে কি করিয়া সেগুলি গঠিত হইল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রকার শব্দের বিশেষ আধিক্য হেতু, এগুলির আলোচনা বাঙ্গালা ব্যাকরণেরই অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। কখনও-কখনও সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয়, বাঙ্গালা ধাতু ও প্রত্যয়ের সঙ্গে সমান; এবং যেখানে পার্থক্য থাকে, সাধারণতঃ সেখানেও এই দুইয়ের যোগ বোঝা কঠিন হয় না। সংস্কৃতের সহিত তুল্য রূপ বাঙ্গালা ধাতু ও প্রত্যয়, যথা—« √চল্+

অন = চলন ; √মৃ—মর্—মর্ + অন = সংস্কৃত মরণ, বাঙ্গালা মরন ; √কৃ—কর্ —কর্ + অন = সংস্কৃত করণ, বাঙ্গালা করন »। সংস্কৃত হইতে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে বাঙ্গালার প্রাকৃত-জ ধাতু—« (সংস্কৃত) পঠ্—পঠন, (বাঙ্গালা) পঢ়্ > পড়্—পড়ন ; (সংস্কৃত) খাদ্—খাদন, (বাঙ্গালা) খা—খাওন » ; ইত্যাদি।

সংস্কৃতে কৃৎ (এবং তদ্ধিত) প্রত্যয় যুক্ত হইলে, 'গুণ', 'বৃদ্ধি' ও 'সম্প্রসারণ' (অর্থাৎ সংস্কৃতের স্বরধ্বনির পরিবর্তনের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম) হেতু, ধাতুর মধ্যস্থ স্বরধ্বনির বহুশঃ পরিবর্তন হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন, ধাতুর স্বর- বা ব্যঞ্জন-বর্ণের বিলোপও হইতে পারে। প্রত্যয়-রূপে প্রযুক্ত অক্ষরটী হয় তো এক ; কিন্তু এই এক প্রত্যয়-ই, বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ধাতুতে, অর্থের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে, ধাতুর রূপেরও নানা প্রকারের পরিবর্তন আনয়ন করে ; যেমন—বিশেষ্য পদ-দ্যোতক « -অ » -প্রত্যয় ; ইহার যোগে ধাতুতে নানা প্রকারের পরিবর্তন দেখা যায় ; যথা—« √বুধ্ (= বুঝা, জানা) + অ = বুধ » ('যে বুঝে বা জানে, পণ্ডিত',—এখানে ধাতুতে কোনও পরিবর্তন নাই) ; « √বদ্ + অ = বদ » ('যে বলে' ; যথা—« বশংবদ, প্রিয়ংবদ », এখানেও ধাতুতে কোনও পরিবর্তন নাই) ; কিন্তু « √বদ্ + অ = বাদ » ('বলা, বলার ভাব', এখানে ধাতুতে 'বৃদ্ধি' হইল, অ-কার আ-তে পরিবর্তিত হইল) ; « অনু + √জন্ + অ = অনু-জ » (এখানে জন্-ধাতুর ন-কারের ও অ-কারের লোপ হইয়া, তবে অ-প্রত্যয় যুক্ত হইল) ; « √জি + অ = জই-অ = জয় » (এখানে ধাতুর স্বর-ধ্বনির 'গুণ' হইয়াছে)।

প্রত্যয়গুলির শক্তি, এবং প্রত্যয়-যোগে ধাতুর রূপের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া, পাণিনি-প্রমুখ সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ প্রত্যয়গুলির এমন ভাবে নাম-করণ করিয়াছেন, যাহাতে নাম দর্শন-মাত্রেই সেগুলির কার্য্য পুরাপুরি বুঝিতে পারা যায়। মূল প্রত্যয়টীকে (অর্থাৎ যে একটী বা একাধিক অক্ষর প্রত্যয়ের কাজ করে সেটীকে) ধরিয়া, তাহার অগ্রে ও পশ্চাতে অন্য কতকগুলি অক্ষর জুড়িয়া দিয়াছেন ; অক্ষরগুলি বিশেষ-বিশেষ অর্থের অথবা বিশেষ-বিশেষ পরিবর্তনের নির্দেশক ; যেমন—« √বুধ্ + অ = বুধ » ; এ ক্ষেত্রে, এই « -অ »-প্রত্যয়কে, মাত্র « অ » না বলিয়া, ইহাতে « ক্ » বর্ণ জুড়িয়া দিয়া, ইহার নামকরণ হইয়াছে « ক্ + অ » = « ক » -প্রত্যয়, « ক্ » -দ্বারা পাণিনির ব্যাখ্যা-মতে এইটুকু দ্যোতিত হয় যে, যে ধাতুর সঙ্গে এই « ক » (বা « অ ») -প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহার স্বর-ধ্বনি « ই, উ, ঋ, ৯ »—এই কয়টীর একটী, এবং ইহার দ্বারা 'সে করে' এই অর্থ দ্যোতিত হয় ; এবং এই অর্থে, « জ্ঞা, প্রী ও কৄ », দীর্ঘ-স্বর-যুক্ত এই তিনটী ধাতুর পরে যে « অ » আইসে, তাহাকেও « ক » -নামে অভিহিত করা হয়। « √বদ্ + অ » = « বাদ », এখানে « অ »-প্রত্যয়ের পূর্বে « ঘ্ »-বর্ণ ও পরে « ঞ্ »-বর্ণ জুড়িয়া দিয়া, ইহার নাম করা হইয়াছে « ঘঞ্ »—

« ঘ্‌+অ+ঞ্‌ »;—« ঞ্‌ »-এর অর্থ এই যে, ধাতুতে যদি হ্রস্ব স্বর থাকে, এবং হ্রস্ব স্বরের পরে যদি অন্য ধ্বনি থাকে, তাহা হইলে এই হ্রস্ব স্বরের গুণ হয়; আর যদি ধাতুতে স্বর-ধ্বনির পরে ব্যঞ্জন না থাকে, তাহা হইলে এই স্বর-ধ্বনির বৃদ্ধি হয়; এবং যদি ধাতুতে অ-কার থাকে, তাহা হইলে অ-কারের বৃদ্ধি হইয়া আ-কার হয়; এবং « ঘ্‌ » -দ্বারা ইহাই দ্যোতিত হয় যে, সৃষ্ট শব্দটী কর্তৃবাচক হয় না,—কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ, ভাব ইত্যাদি বাচক হয়; « ঘঞ্‌ » নামে পরিচিত এই « অ »- প্রত্যয়-দ্বারা ভাব-বাচ্যের বা কর্মবাচ্যের ক্রিয়া-বাচক নাম-শব্দ সৃষ্ট হয়। « অনু-জ » শব্দে যে « অ » -প্রত্যয় আছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে « ড » (« ড্‌+অ »), এবং এই « ড্‌ » -দ্বারা ইহা সূচিত হয় যে, স্বরান্ত ধাতু হইলে ইহার স্বরবর্ণ, এবং ব্যঞ্জনান্ত ধাতু হইলে ইহার স্বর ও অন্ত্য ব্যঞ্জন উভয়ই, লুপ্ত হয়; যেমন —« অনু+ √জন্‌+অ » — এখানে « জন্‌ (জ্‌অন্‌) »- ধাতুর স্বর « অ » ও অন্তিম ব্যঞ্জন « ন্‌ » দুইয়েরই লোপ হইল, ধাতুর মাত্র « জ্‌ » অবশিষ্ট রহিল, এবং এই « জ্‌ » -এ « অ »-প্রত্যয় যোগ হওয়ায়, প্রত্যয়ান্ত ধাতুর রূপ হইল « জ »—« অনু+ √জন্‌+অ > অনু+জ্‌ অন্‌+অ > অনু+জ্‌+অ, অনুজ »।

সংস্কৃত ব্যাকরণে এইরূপে প্রত্যয়ের নাম-করণের জন্য, সেগুলির কার্য্য-বাচক যে ধ্বনি বা বর্ণ যোগ করা হয়, সেই বর্ণগুলিকে **অনুবন্ধ** বলে। অনুবন্ধের বর্ণকে বাদ দিয়া (সংস্কৃত ব্যাকরণের ভাষায়, আগত এই-সব বর্ণকে **ইৎ** অর্থাৎ **লোপ** করিয়া) যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, সেই টুকুই হইতেছে **সত্যকার প্রত্যয়**।

নীচে বাঙ্গালায় আগত সাধারণ সংস্কৃত শব্দে প্রাপ্ত আবশ্যক সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ের তালিকা প্রদত্ত হইল—তালিকায় প্রথমতঃ প্রত্যয়ের অক্ষরটী, ও পরে অনুবন্ধ-বর্ণ-যুক্ত প্রত্যয়ের নাম দেওয়া হইল।

[১] **শূন্য প্রত্যয়**—যেখানে ধাতুর উত্তর কোনও প্রত্যয় যুক্ত হয় না, মূল ধাতুই শব্দ-রূপে ব্যবহৃত হয়;—এই-রূপ শব্দকে যুগপৎ ধাতু-প্রকৃতি ও নাম-প্রকৃতি বলা যায়। কর্তৃবাচ্যে ও ভাবে, উভয়বিধ অর্থে, প্রত্যয়-হীন ধাতু এই-রূপে নাম বা শব্দের কার্য্য করে;—কেবল, যেখানে ধাতু হ্রস্ব-স্বরান্ত, সেখানে ধাতুর পরে একটী « ত্‌ (ৎ) » বসে; যথা—« উদ্‌+ √ভিদ্‌=উদ্ভিদ্‌ ('যাহা ভেদ করিয়া উপরে উঠে'); সেনা+ √নী=সেনানী ('যিনি সেনাকে চালান'); ভাষা+ √বিদ্‌=ভাষাবিদ্‌ ('যিনি ভাষা জানেন' : সংস্কৃতের প্রথমার একবচনের রূপ ধরিয়া, ত্‌-কারান্ত 'ভাষাবিৎ' রূপই বাঙ্গালায় সাধারণ); তদ্রূপ, ধর্মবিৎ, ব্রহ্মবিৎ, তত্ত্ববিৎ, ভূগোলবিৎ ইত্যাদি; পরি+ √সদ্‌=পরিষৎ,

পরিষদ্ ('সভা'); উপ+নি+√সদ্=উপনিষৎ, উপনিষদ্ ('যাহার জন্য গুরুর কাছে বসে, তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানের শাস্ত্র'); সভা+√সদ্=সভাসদ্ ('সভায় বসে যে'); স্বয়ম্+√ভূ=স্বয়ম্ভূ; ইন্দ্র+√জি=ইন্দ্রজিৎ (ত-কারের আগম,—'ইন্দ্রকে যে জয় করিয়াছে'); বি+√পদ্=বিপদ্; তদ্রূপ আপদ্, সম্পদ্; √চিৎ=চিৎ ('জ্ঞান'); সম্+√বিদ্=সংবিৎ; আ+√শাস্=আশিষ্, আশীঃ; বি+√দ্যু (বা দ্যুৎ)=বিদ্যুৎ; ব্রহ্ম+√হন্=ব্রহ্মহন্, ব্রহ্মহা; সম্+√স্থা=সংস্থা; বীর+√সূ=বীরসূ; অগ্র+√নী=অগ্রণী; স্ব+√রাজ্=স্বরাজ্ ('স্বরাট্'—সংস্কৃতের প্রথমার একবচনের এই রূপই বেশী প্রচলিত; 'স্বাধীন রাজ্য'-অর্থে বাঙ্গালা 'স্বরাজ' শব্দ কিন্তু সংস্কৃত 'স্বরাজ্য' হইতে জাত); সম্+√রাজ্=সম্রাট্ (সংস্কৃতের প্রথমার একবচনের রূপ); দুঃখ+√ভজ্=দুঃখভাক্ »; ইত্যাদি। সংস্কৃতে এই শূন্য প্রত্যয়ের « **ক্বিপ্, ক্বিন্** » প্রভৃতি কতকগুলি নাম আছে।

[২] « -**অ** » প্রত্যয়। কর্তার, অথবা ভাবের প্রকাশ করিবার জন্য, এই প্রত্যয়টী ব্যবহৃত হয়—এটী সংস্কৃতের একটী বহুল-প্রযুক্ত প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের কার্য্য অবস্থা-গতিকে বিভিন্ন হয়; এবং অনুবন্ধ-সমূহ যোগ করিয়া, এই সকল বিভিন্নতা প্রদর্শিত হয়। তদনুসারে, এই « অ »-প্রত্যয়ের বিভিন্ন রূপ হয়; ইহার এই কয়টী বিভিন্ন রূপ লক্ষণীয়:—

[২ক] « অ=অ »: অন্ত-প্রত্যয়-যুক্ত ধাতুতে, তথা ব্যঞ্জনান্ত দীর্ঘ-স্বর-যুক্ত ধাতুতে, এই « অ » যোগ করিয়া, ভাববাচী সংজ্ঞা বা নাম সৃষ্টি করা হয়; নব-সৃষ্ট এই-রূপ ভাব-বাচক শব্দ, সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ হয় বলিয়া, এগুলিতে উপরন্তু « -আ »-প্রত্যয়ও যুক্ত হক্ত হয়; যথা—'করা'-অর্থে কৃ-ধাতু, তাহাতে ইচ্ছা-দ্যোতক « সন্ »-নামে প্রত্যয় যোগ করিয়া, « √কৃ+সন্ » মিলিয়া হইল « চিকীর্ষ » (সন্-প্রত্যয়ে ধাতুতে « স্ » যোগ হয়, ধাতুর **অভ্যাস** বা দ্বিত্ব-ভাব হয়, এবং ধাতুর আভ্যন্তর পরিবর্তনও হয়—« √কৃ+স্ »=« কীর্+স্ »=অভ্যাস-দ্বারা « * কিকীর্+স্ » স্থানে « চিকীর্+স্ », ষত্ব-বিধানে

« চিকীর্ষ্ »); তাহাতে এই « অ »-যোগে « চিকীর্ষ্ » + « -অ » = « চিকীর্ষ » ; তদনন্তর স্ত্রীলিঙ্গে « -আ (= টাপ্) » -প্রত্যয় যোগ করিয়া « চিকীর্ষা », অর্থ, 'করিবার ইচ্ছা' ; তদ্রূপ « √পা + সন্ » = « পিপাস্ » + « -অ » = « পিপাস » + « -আ » = « পিপাসা » = 'পান করিবার ইচ্ছা' ; তদ্রূপ, « দিদৃক্ষা (√দৃশ্), জিজ্ঞাসা (√জ্ঞা) » ইত্যাদি ; « √ঈহ্ (ব্যঞ্জনান্ত দীর্ঘ-স্বর-যুক্ত ধাতু) + অ + আ = ঈহা (= 'ইচ্ছা') » ; তদ্বৎ « ঊহা (= তর্ক); বাধা, শিক্ষা, পীড়া, হিংসা, লজ্জা, অসূয়া, সেবা, ভিক্ষা, দীক্ষা, রক্ষা, প্রশংসা » ।

[২খ] « অ = অঙ্ » : « ভিদ্ » প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু, যেগুলি প্রত্যয়ান্ত নহে, এবং যেগুলিতে দীর্ঘ স্বর-ধ্বনিও নাই, সেগুলি হইতে পূর্ববৎ স্ত্রীলিঙ্গময় ভাব-বাচক সংজ্ঞা সৃষ্টি করিতে, এই « অঙ্ = অ » -প্রত্যয় যুক্ত হয় ; যথা— « √ভিদ্ + অঙ্ (= অ) + আ (টাপ্) » = « ভিদা », অর্থ 'ভেদ' ; « শ্রদ্ বা শ্রৎ » + « √ধা » + « অঙ্ (= অ) + আ (= টাপ্) » = « শ্রদ্ধা » ; √কৃপ্ + অ (= অঙ্) + আ (= টাপ্) = কৃপা » ; √চিন্ত্ + অঙ্ + « আ » = « চিন্তা » ; « √জৃ + অঙ্ + টাপ্ = জরা » ।

[২গ] « অ = অচ » : « পচ » প্রভৃতি কতকগুলিতে ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় যোগে কর্তৃবাচ্যে (অর্থাৎ 'এই কার্য্য সে করে' এই অর্থে) সংজ্ঞা সৃষ্টি হয় ; যথা—« নন্দ (= 'যে আনন্দ করে'), চর ('যে চরে বা ঘুরিয়া বেড়ায়') ; √চুর্—চোর ; অর্হ (= যোগ্য) ; চরাচর, চলাচল ; গ্রহ (= 'যে গ্রহণ করে বা ধরে') » ইত্যাদি ।

ই-কারান্ত এবং অন্য কতকগুলি ধাতুতে, এই « অচ্ »-প্রত্যয়-যোগে ভাব-বাচক নাম সৃষ্ট হয় ; যথা—« √জি + অচ্—জয় ; √নী—নয়, প্রণয়, বিনয় ; √ভী—ভয় ; √চি—চয়, সমুচ্চয়, নিচয় ; √স্তু—স্তব ; √বৃষ্—বর্ষ (= 'বর্ষণ-কার্য্য') ; গুহা + √শী + অচ্ = গুহাশয় ; তদ্রূপ পার্শ্বশয় » ইত্যাদি ।

[২ঘ] « অ = অণ্ » : পূর্বে কর্ম্ম-পদের কোনও শব্দ যুক্ত হইলে, পরবর্তী ধাতুতে যে « অ »-প্রত্যয় আইসে, তাহাকে « অণ্ » বলে ; যথা—« কুম্ভকার

=« কুম্ভ+√কৃ+অণ্ =অ »; তদ্রূপ « গ্রন্থকার, শাস্ত্রকার, চাটুকার; তন্তুবায় (তন্তু+√বে+অণ্); দ্বারপাল »।

[২ঙ] « অ=অপ্ »: বিশেষ করিয়া দীর্ঘ ঋ-কারান্ত ও উ-ঊ-কারান্ত ধাতু হইতে এই প্রত্যয়ের যোগে ভাব-বাচক সংজ্ঞা গঠিত হয়; যথা—« আ+ √দৃ+ অপ্=আদর; বি+√স্তৃ+অপ্=বিস্তর; √ভূ+অপ্=ভব; √জপ্+ অপ্=জপ »। তদ্রূপ « স্বন, যম, সংযম, নিক্কণ » ইত্যাদি।

[এতৎসম্পর্কে নিম্নে দত্ত « ঘঞ্ » -প্রত্যয় দ্রষ্টব্য—[২ঠ] « অ=ঘঞ্ »।]

[২চ] « অ=ক »: ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর স্বর-ধ্বনি যদি « ই, উ, ঋ, ৯» থাকে (অথবা, যদি « উপধা »-বর্ণ অর্থাৎ, শেষ ধ্বনি বা বর্ণ, « ই, উ, ঋ, ৯ » এই কয়টীর একটী হয়), তাহা হইলে কর্তৃবাচক ('সে করে' এই অর্থে) সংজ্ঞা-শব্দ এই « অ=ক »-প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন হয়; যথা—« √বুধ্+ক=বুধ; √লিখ্+ক=লিখ; √মিল্+ক=মিল » ইত্যাদি।

« √জ্ঞা, √প্রী, √কৄ », এবং দীর্ঘ-আ-কারান্ত ধাতুর উত্তরও এই অর্থে « ক »-প্রত্যয় যুক্ত হয়; যথা—«√প্রী+ক=অ>প্রিয়; √জ্ঞা+ক=জ্ঞ—বি-জ্ঞ, প্রা-জ্ঞ, অ-জ্ঞ; নৃ+√পা+ ক=নৃপ; সু+√স্থা+ক=সুস্থ, স্ব+ √স্থা+ক=স্বস্থ; √হন্ (=ঘন্)+ক=ঘ্ন—শত্রুঘ্ন, বৃত্রঘ্ন, কৃতঘ্ন; √দা+ ক=দ—জলদ, বরদ, করদ » ইত্যাদি।

[২ছ] « অ=কঞ্ »: কতকগুলি সর্বনাম-শব্দের পরে, জ্ঞানার্থক দৃশ্-ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে এই প্রত্যয় হয়: « তাদৃশ, মাদৃশ, সদৃশ, কীদৃশ, ঈদৃশ »।

[২জ] « অ=খচ »: ধাতুর পূর্বে কর্মপদ থাকিলে, এবং সেই কর্ম-পদে « ম্ »-বিভক্তি যুক্ত হইলে, যে « অ »-প্রত্যয় ধাতুতে সংযুক্ত হয়, তাহাকে « খচ্ » বলে। 'সে করে' এই অর্থে ইহার প্রয়োগ। যথা—« প্রিয়+√বদ্ +খচ্ »=« প্রিয়ম্-বদ-অ>প্রিয়ংবদ »; « বশংবদ »; « ভয়+√কৃ+খচ্= ভয়ম্-কর>ভয়ঙ্কর »; « তুর+√গম্+খচ্ »=তুরঙ্গম »; তদ্বৎ, « পরন্তপ,

সর্বংসহ, ধুরন্ধর, যুগন্ধর, সর্বন্ধর, বসুন্ধরা, ক্ষেমঙ্কর, মৃত্যুঞ্জয়, ধনঞ্জয়, শুভঙ্কর, বিশ্বম্ভর, বাচংযম, শত্রুঞ্জয় » ইত্যাদি।

[২ঝ] « অ = খল্ » : ধাতুর উপসর্গ « সু » বা « দুঃ (দুষ্, দুর্) » হইলে, বিশেষণ-অর্থে « খল্ = অ » প্রত্যয় হয় ; যথা—« সুকর ('সহজে যাহা করা যায়'), দুষ্কর ; সুগম, দুর্গম »।

[২ঞ] « অ = খশ্ »—পূর্বে কর্মপদ থাকিলে, « তুদ্, তপ্, মন্ » প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'সে করে' এই অর্থে এই « খশ্ = অ » প্রত্যয় হয় ; এবং এই কর্মপদের « ম্ »-এর আগমও হয় ; যথা—« অরুন্তুদ (='মর্মস্থলে কষ্ট প্রদানকারী') ; ললাটন্তপ ; পণ্ডিতম্মন্য (='যে নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে') ; ইরম্মদ (='হস্তী—ইরা বা জল দ্বারা যে প্রমত্ত হয়') ; জনমেজয় জনম্+এজয়—'জন বা লোককে যিনি কম্পান্বিত করেন') ; স্তনন্ধয় (স্তনম্+ √ধে—'স্তন্যপায়ী') ; অভ্রংলিহ ; অসূর্যম্পশ্যা (স্ত্রীলিঙ্গে -আ) »।

[২ট] « অ = ঘ » : ধাতুর উত্তর করণ-বাচ্যে বা অধিকরণ-বাচ্যে এই প্রত্যয় যোগ করিয়া, সংজ্ঞা বা নাম-পদ হয় ; যথা—« দন্তচ্ছদ (='ওষ্ঠ, যদ্দ্বারা দন্ত আচ্ছাদিত হয়'), প্রচ্ছদ ('যদ্দ্বারা কিছু আচ্ছাদিত হয়') ; কর ('যদ্দ্বারা কিছু করা যায়—হস্ত') ; আকর ('যেখানে ধাতুদ্রব্য আকীর্ণ থাকে'—√কৃ) ; শর ('যাহার দ্বারা হিংসা করা যায়'—√শৃ) ; আলয়, নিলয় ('যেখানে অধিষ্ঠান করা যায়—√লী') ; পরিসর (√সৃ='যাওয়া') »।

[২ঠ] « অ = ঘঞ্ »—এই প্রত্যয়ে, ধাতুর স্বর-ধ্বনির 'গুণ' বা 'বৃদ্ধি' হয়, ধাতুর শেষে « চ, জ » থাকিলে এই « চ, জ » যথাক্রমে « ক, গ » হইয়া যায়, এবং ঘঞ্-প্রত্যয়-যোগে যে শব্দ সৃষ্ট হয়, তাহা ভাব, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান বা অধিকরণ প্রকাশ করে, কর্তাকে কখনও প্রকাশ করে না ; যথা—« √পচ্+ঘঞ্=পাক, √ভূ—ভাব, √বুধ্—বোধ, √ভজ্—ভাগ, √যজ্>যাগ, √ভুজ্—ভোগ, √পঠ্—পাঠ, √পদ্—পাদ, √দা—দায়, √লভ্—লাভ, √লুভ্—লোভ » ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—« বিস্তর = বি + √স্তৃ + অপ্ », কিন্তু « বিস্তার = বি + √স্তৃ + ঘঞ্ » ; « √হ্রস্ + অপ্ = হ্রস, হ্রস্ + ঘঞ্ = হ্রাস » ; তদ্রূপ « √যম্—যম, যাম »।

[২ড] « অ = ট »—পূর্বে অধিকরণ-বাচক শব্দ থাকিলে, চর্-ধাতুর উত্তর এবং « দিবা » প্রভৃতি শব্দ-যুক্ত কৃ-ধাতুর উত্তর « ট = অ »-প্রত্যয়, কর্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হয় ; যথা—« খেচর, ভূচর, জলচর, বনচর ; দিবাকর, নিশাকর, প্রভাকর »। তদ্রূপ « পুরঃসর, পুষ্টিকর, যশস্কর, অর্থকর, কর্মকর, কিঙ্কর » ইত্যাদি।

[২ঢ] « অ = টক্ »—কর্মকারক পূর্বে থাকিলে, উপসর্গ-বিহীন « গা (গৈ) » ও « পা » ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে « টক্ »-প্রত্যয় হয় : « সামগ, মধুপ »। « বাতঘ্ন (তৈল), জায়াঘ্ন »—এই দুই শব্দেও « টক্ » -প্রত্যয়।

[২ণ] « অ = টচ »—« রাজন্ (রাজা), অহঃ, সখি (সখা) »—এই কয়টী শব্দে, সমাস-বিশেষে « টচ্ = অ »-প্রত্যয় হয় ; যথা—« মহারাজ, ধর্মরাজ ; বিবুধসখ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ ; বহুব্রীহিতে 'বিবুধসখি' »)।

[২ত] « অ = ড »—গম্-ধাতুর পূর্বে অন্ত-প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আসিলে, কর্তৃবাচ্যে « ড »-প্রত্যয় হয়—« ড্ »-এর অর্থ, ধাতুর স্বরের লোপ হইয়া তাহার স্থানে « অ » হয় ; যথা—« পারগ, সর্বগ, উরগ, বিহগ, সুগ, দুর্গ ; গিরিশ ('গিরিতে শয়ন করেন' এই অর্থে গিরি + √শী + ড ; এই শব্দের অন্য ব্যুৎপত্তি আছে—'গিরি আছে যার', গিরি + 'আছে' অর্থে তদ্ধিত শ-প্রত্যয়), তুরগ » ; ইত্যাদি। অন্য ধাতুর যোগেও এই প্রত্যয় হয়—« পঙ্কজ, অম্বুজ ; শোকাপহ ; নগ ; শত্রুহ, দস্যুহ » ইত্যাদি।

[২থ] « অ = ণ »—জ্বল্-প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে এই প্রত্যয় হয় ; যথা—« জ্বাল ('যে জ্বলে'), চাল ('যাহা চলে'), রাম, তান, লেহ (অবলেহ), শ্লেষ, ব্যাধ, ভাব, গ্রাহ, শ্বাস » ইত্যাদি।

[২দ] « অ = শ » = কর্তৃবাচ্যে : « গোবিন্দ (√বিদ্ + শ, 'যিনি গো

অর্থাৎ জীবাত্মাকে জানেন'); অরবিন্দ ('অর বা চক্রাকার দল যে ফুল পাইয়াছে, পদ্ম') »।

[৩] « -**অক** (=বু) » -প্রত্যয়, কর্তৃবাচ্যে। অনুবন্ধ-যোগে ইহারও রূপ-ভেদ আছে; যথা—

[৩ক] « অক=ণ্বুল্ (ণ্-বু-ল্) »: « √নী—নায়ক, √শ্রু—শ্রাবক, √পঠ্—পাঠক √নশ্—নাশক, √কৃ—কারক, √তৃ—তারক, √স্মৃ—স্মারক, √পচ্—পাচক ('যে রাঁধে'), √জন্—জনক, √গা (গৈ)—গায়ক, √পালি—পালক, √রিচ্—রেচক » ইত্যাদি।

[৩খ] « অক=বুঞ্ »: « √নিন্দ্—নিন্দক, √হিংস্—হিংসক »।

[৩গ] « অক=বুন্ »: এখানে ধাতুর পরিবর্তন হয় না: « √জীব্—জীবক, √নন্দ্—নন্দক »।

[৩ঘ] « অক=ষ্বুন্ (ষ্ বুন্) »—'শিল্পী' অর্থে, « √নৃৎ—নর্তক, √খন্—খনক, √রঞ্জ্—রজক »।

[৪] « -**অন্ত্**, -**অৎ** »-প্রত্যয়; 'করিতেছে, বা করিয়া থাকে' অর্থে; এই প্রত্যয়ের একটী বিশেষ নাম আছে—**শতৃ**-প্রত্যয়। পুংলিঙ্গে একবচনে (কর্তৃকারকে) এই প্রত্যয় « -**অন্** » হয়, স্ত্রীলিঙ্গে « -**অতী** » বা « -**অন্তী** », ক্লীবলিঙ্গে « -**অৎ** »; সমাসে ইহার প্রাতিপদিক রূপ হয় « -**অৎ** »; যথা— « √অস্+শতৃ=সন্ত্—সন্, সতী, সৎ [বাঙ্গালায় যে 'সৎ' শব্দ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রাকৃত 'সন্ত—সত্ত' রূপ হইতে উদ্ভূত; সংস্কৃতের এই 'সন্' বাঙ্গালায় অপ্রচলিত]; √মহ্+শতৃ=মহন্ত্—মহান্, মহতী, মহৎ; √ভূ—ভবান্, ভবতী, ভবৎ »। বাঙ্গালায় সমাস-যুক্ত পদেই এই প্রত্যয়ান্ত পদের বেশী প্রয়োগ হইয়া থাকে; যথা—« চলৎ+শক্তি=চলচ্ছক্তি; ভবৎসকাশে; জ্বলদর্চি=জ্বলৎ+অর্চি; ভরদ্বাজ=ভরৎ+বাজ ('যিনি বাজ অর্থাৎ অন্ন বহন করেন'); জমদগ্নি—জমৎ+অগ্নি ('যিনি অগ্নিকে আহার করেন') » ইত্যাদি।

[৫] « -**অন** (=যু) », কর্তৃ-বাচ্যে ও ভাব-বাচ্যে, ক্রিয়া বা বস্তু-দ্যোতক প্রত্যয়।

[৫ক] « অন=খ্যুন্ (=খ্-য়ু-ন্) »: « প্রিয়+√কৃ+অন=প্রিয়ংকরণ »।

[৫খ] « অন—যুচ্ »: ক্রোধার্থ এবং ভূষার্থ, তথা চলনার্থক ও শব্দ-করণার্থক ধাতুর উত্তর, এবং « সু, দুঃ » যোগে, কর্তৃবাচ্যে, 'শীল স্বভাব)' আদি বুঝাইতে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়; যথা— « √ক্রুধ্—ক্রোধন; √কুপ্—কোপন; √মণ্ড্—মণ্ডন; অলম্+√কৃ—অলঙ্করণ; চলন, বেষ্টন, কম্বন; সুদর্শন, দুঃশাসন » ইত্যাদি।

এই « অন—যুচ »-প্রত্যয়ের প্রসারে, স্ত্রীলিঙ্গে আ-যোগে, « অনা »—ভাবার্থে: « √অর্চ্—অর্চন, অর্চনা; √গণ্—গণন, গণনা; √কৃপ্—কল্পনা; √ধৃ—ধারণা; √যন্ত্র্—যন্ত্রণা; √বিদ্—বেদনা; √বন্দ্—বন্দনা » ইত্যাদি।

[৫গ] « অন=ল্যু », কর্তৃবাচ্যে; « √নন্দ্—নন্দন, √মদ্—মদন, √সাধ্—সাধন, √বৃধ্—বর্ধন, √রম্—রমণ, √ভীষ্—ভীষণ, √নাশ্—নাশন, √সহ্—সহন, √দম্—দমন, √তপ্—তপন » ইত্যাদি।

[৫ঘ] « অন =ল্যুট্ »: করণ-অর্থে, 'যদ্দ্বারা কার্য নিষ্পন্ন হয়' এই অর্থে: « √নী—নয়ন ('যদ্দ্বারা লোকে নীত বা চালিত হয়—চক্ষু'); √চর্—চরণ; √সাধ্—সাধন; √কৃ—করণ; √যা—যান ('যদ্দ্বারা যাওয়া যায়'), √বহ্—বাহন; √শী—শয়ন ('শয্যা' অর্থে); √স্থা—স্থান; √ভূ—ভবন; √ভূষ্—ভূষণ » ইত্যাদি। কর্তৃবাচ্যে ও ভাববাচ্যে: « √শী—শয়ন; √ঈক্ষ্—ঈক্ষণ; √পত্—পতন; √গর্জ্—গর্জন; √তৃপ্—তর্পণ; √মন্—মনন; √দা—দান; √ঘ্রা—ঘ্রাণ; √জ্ঞা—জ্ঞান; √শ্রু—শ্রবণ; অধি+√ই—অধ্যয়ন; √দৃশ্—দর্শন; √নৃৎ—নর্তন; √রুদ্—রোদন; √মৃ—মরণ; √চি—চয়ন; √স্না—স্নান »; ইত্যাদি। ভাব-বাচ্যে: « √গম্—গমন, √পী—পান, √কৃ—করণ, √চল্—চলন, √শুভ্—শোভন » ইত্যাদি।

[৬] « অনীয়—অনীয়র্ »; কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে, 'যোগ্য অথবা কর্তব্য' এই অর্থে; যথা—« √পা—পানীয়; √কৃ—করণীয়, √স্মৃ—স্মরণীয়, √রক্ষ্—রক্ষণীয়, √মন্—মননীয়, √ছিদ্—ছেদনীয়; রমণীয়, সেবনীয়, দর্শনীয়, পূজনীয়, পালনীয় » ইত্যাদি।

[৭] « -**আন** »-প্রত্যয় ; « আন = শানচ্ »—সংস্কৃতের আত্মনেপদ ধাতুর উত্তর, শতৃ-স্থলে এই « শানচ্ » -প্রত্যয় হয়। যথা, « অধীয়ান, শয়ান, আসীন »।

[৭ক] « আন = কানচ্ » ; যথা—« অনূচান, যুযুধান »।

(নিম্নে [৩১] - সংখ্যক « মান, মাণ » -প্রত্যয় দ্রষ্টব্য।)

[৮] « -**আলু** = আলুচ্ » -প্রত্যয়, শীলার্থে ; « নিদ্রালু, শ্রদ্ধালু, দয়ালু, তন্দ্রালু »।

[৯] « -**ই** » -প্রত্যয়—

[৯ক] « ই = ইক্ » ; « কৃষি, গিরি »।

[৯খ] « ই = ইন্ » ; « আত্মম্ভরি »।

[৯গ] « ই = কি » ; ভাবে—« বিধি, নিধি, সন্ধি, আধি » ; কর্মে ও অধিকরণে—« জলধি, পয়োধি, বারিধি »।

[১০] « -**ইত্র** » ; « অরিত্র, খনিত্র, পবিত্র (= কুশ) »।

[১১] « -**ইন্** » -প্রত্যয় ; কর্তৃবাচ্যে, ব্রত, শীল ও পৌনঃপুন্য বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। এই প্রত্যয়-যোগে, পুংলিঙ্গে কর্তৃবাচকে একবচনে « -**ঈ** » হয়, স্ত্রীলিঙ্গে « -**ইনী** », ক্লীবলিঙ্গে « -**ই** » : বাঙ্গালায় সাধারণতঃ এই দীর্ঘ-ঈ-যুক্ত রূপই প্রযুক্ত হয়, স্ত্রীলিঙ্গের « -ইনী » -প্রত্যয়ান্ত রূপও বহুস্থলে ব্যবহৃত হয়। সমাসে « -ইন্ » -প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ, « ই »-রূপ গ্রহণ করে, এবং বাঙ্গালায় তদনুসারে এই « -ই » -যুক্ত রূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যথা—« মানী, মানিনী : মানিজন ; গুণিগণ, ধনিজন » ইত্যাদি।

[১১ক] « ইন্ = ইনি »—« জয়ী, শ্রমী, প্রসবী, ক্ষমী, শমী, দোষী, দমী যোগী »।

[১১খ] « ইন্ = ণিনি » ; পুংলিঙ্গে « -ঈ », স্ত্রীলিঙ্গে « -ইনী » -রূপ গ্রহণ করে। ঈ-কারান্ত রূপই বাঙ্গলায় অধিক প্রচলিত ; যথা, « মন্ত্রী, উৎসাহী,

অপরাধী, সত্যবাদী, স্থায়ী প্রবাসী, অধিবাসী, প্রতিরোধী, বিদ্রোহী, অধিকারী, মাংসভোজী, মদ্যপায়ী, মিথ্যাবাদী, কলহকারী, মিত্রদ্রোহী, অনুগামী, সোমযাজী, শত্রুঘাতী, ত্যাগী, ভোগী, অনুরাগী, বিবেকী » ইত্যাদি।

[১১গ] « ইন্ = ঘিণুন্ » : « পরিত্যাগী, দুঃখভাগী, বিবেকী » ।

[১২] « ইষ্ণু = ইষ্ণুচ্ »—'শীল, ধর্ম, এবং সম্যক্-রূপে করা' অর্থে : « সহিষ্ণু, বর্ধিষ্ণু প্রভবিষ্ণু « ।

[১৩] « -ঈর » -প্রত্যয়—« গভীর, শরীর » ।

[১৪] « -উ » -প্রত্যয়—

[১৪ক] « উ = উ » ; « পিপাসু, চিকীর্ষু, লিপ্সু, বুভুক্ষু, ঈপ্সু » ।

[১৪খ] « উ = ডু » ; কর্তৃবাচ্যে— « বিভু, প্রভু » ।

[১৫] « -উক » ; শীলার্থে —কামুক, ঘাতুক » ।

[১৬] « -ত, -ইত, -ন, -ণ » -প্রত্যয় ; 'হইয়াছে', এই অর্থে, ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে বিশেষণ-সৃষ্টি করে। সংস্কৃতে এই প্রত্যয়ের ও [১৭]-সংখ্যক « তবৎ » প্রত্যয়ের মিলিত-ভাবে এই দুইটীর একটী নাম আছে—**নিষ্ঠা**।

« ত = ক্ত » ; যথা— « কৃত, খ্যাত, জ্ঞাত, ঘ্রাত, প্রীত, স্মিত, যুক্ত, মুক্ত, লিপ্ত স্থিত, তপ্ত, লুপ্ত, গুপ্ত » ইত্যাদি। এই « ত » -প্রত্যয়, ধাতুস্থ ব্যঞ্জনের সহিত মিলিত হইয়া « ট, ধ, ঢ (ঢ়) » রূপও ধারণ করে ; যথা—« √সৃজ্—সৃষ্ট, দিশ্—দিষ্ট, প্রচ্ছ্ (পৃষ্)—পৃষ্ট, কৃষ্—কৃষ্ট, দুষ্—দুষ্ট, শ্লিষ্—শ্লিষ্ট ; লভ্—লব্ধ, দহ্—দগ্ধ, স্নিহ্—স্নিগ্ধ, বুধ্—বুদ্ধ ; রুহ্—রূঢ়, বহ্—ঊঢ়, লিহ্—লীঢ় » ইত্যাদি।

কতকগুলি ধাতুর উত্তরে « -ত » না হইয়া, « -ইত » হয় ; যথা—« চলিত, চর্চিত, ঘটিত, পঠিত, পতিত, গ্রথিত, অর্চিত, লিখিত, লজ্জিত, রাজিত, যাচিত, চেষ্টিত, ক্রীড়িত, ঘূর্ণিত, ব্যথিত, নিন্দিত, মুদিত, বাধিত, স্পর্ধিত, কুপিত, চুম্বিত, স্তিমিত, ক্ষরিত, ত্বরিত, মিলিত, মীলিত, স্খলিত, রক্ষিত, শিক্ষিত » ইত্যাদি।

নিষ্ঠা পরে থাকিলে, ধাতুর অন্তে, ও কতকগুলি ধাতুর মধ্যে, « ন্ » বা « ম্ » থাকিলে, বহুশঃ তাহাদের লোপ হয় ; কচিৎ ধাতুর স্বর দীর্ঘ হয় ;

যথা— « √গম্—গত, রম্—রত, মন্—মত, হন্—হত, নম্—নত, তন্—তত, খন্—খাত, জন্—জাত; দন্‌শ্—দষ্ট; √রন্‌জ্—রক্ত, সন্‌জ্—সক্ত; √মন্থ্—মথিত, গ্রন্থ্—গ্রথিত; √শন্‌স্—শস্ত, √স্তন্‌ভ্—স্তব্ধ; ধ্বন্‌স্—ধ্বস্ত; √বন্ধ্—বদ্ধ » ইত্যাদি।

কতকগুলি ধাতুর উত্তর « -ত » ও « -ইত » উভয়ই হয়; যথা—« বম্—বান্ত, বমিত; শম্—শান্ত, শমিত; হৃষ্—হৃষ্ট, হৃষিত; রুষ্—রুষ্ট, রুষিত; শ্বস্—বি-শ্বস্ত, বি-শ্বসিত; ছদ্—ছন্ন, ছাদিত » ইত্যাদি।

কোনও-কোনও ধাতুর উত্তর « ক্ত=ত » -প্রত্যয় যুক্ত হইলে, « ত » না হইয়া, « ন (ণ) » হয়। যথা, « ভিন্ন (√ভিদ্+ন), লীন, লূন, পূর্ণ, আ-পন্ন, ক্ষুণ্ণ, ক্লিন্ন, ভগ্ন, মগ্ন, উড্ডীন (উৎ+√ডী), ক্ষীণ, চূর্ণ, কীর্ণ, জীর্ণ, দীর্ণ, তীর্ণ, শীর্ণ, গ্লান, ম্লান » ইত্যাদি।

[১৭] « **-তবৎ**=ক্তবতু » প্রত্যয়, কর্তৃবাচ্যে, 'করিয়াছে' এই অর্থে। প্রথমার একবচনে এই প্রত্যয়ের রূপ—পুংলিঙ্গে « তবান্ », স্ত্রীলিঙ্গে « তবতী », ক্লীবলিঙ্গে « তবৎ »। পূর্বোক্ত « ত » -প্রত্যয়ের ন্যায় এই প্রত্যয়টীরও নাম **নিষ্ঠা**। « ত (ক্ত) » -এ « বৎ » (বান্, বতী, বৎ) যোগ করিয়া এই প্রত্যয় গঠিত। বাঙ্গলায় তবৎ-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দের ব্যবহার বিরল; « কৃতবান্—কৃতবতী »।

[১৮] « **-তব্য**=তব্যৎ »; কর্ম- ও ভাব-বাচ্যে, 'ইহা করা হইবে, বা করা উচিত' এই অর্থে। যথা, « দাতব্য, কর্তব্য, স্নাতব্য, শ্রোতব্য, গন্তব্য, দ্রষ্টব্য, মন্তব্য, হন্তব্য, আলোচিতব্য, নিদিধ্যাসিতব্য, চিন্তিতব্য, অধ্যেতব্য » ইত্যাদি।

« বল্ » ও « কহ্ », এই দুই বাঙ্গালা প্রাকৃত-জ ধাতুর সহিত যুক্ত করিয়া « বলতব্য, কহতব্য » শব্দদ্বয় শুনা যায় বটে, কিন্তু সৎসাহিত্যে এই দুই শব্দ প্রযোজ্য নহে।

[১৯] « **-তি**=ক্তিন্, ক্তিচ্ »; ভাব-বাচ্যে—'তাহার ভাব', এই অর্থে বিশেষ্য-সৃষ্টি করে। ধাতুর উত্তর « ত » -প্রত্যয়ে যে-রূপ পদ সৃষ্টি হয়, « তি » -প্রত্যয়েও তদ্রূপ, কেবল « ত » -স্থানে « তি » হয়; যথা—« কৃতি, খ্যাতি, জ্ঞাতি, প্রীতি, যুক্তি, মুক্তি, গতি, নতি, ধৃতি, শান্তি (√শম্) »।

[২০] « তু=তুন্ »—সংজ্ঞা-গঠন-কারক প্রত্যয় ; « বস্তু, ক্রতু, সেতু, জন্তু, সক্তু (শক্তু), তন্তু, ধাতু »।

[২১] « তু=তুমুন্ »—কেবল সমাসে পাওয়া যায়—'করিতে' বা 'করিবার জন্য' এই অর্থে ; যথা—« শ্রোতুকাম, রোদিতুকাম, শিক্ষিতুকাম » ইত্যাদি।

[২২] « তৃ (=তৃচ্, এবং তৃন্) »—এই প্রত্যয় সংস্কৃতের একটী বিশেষ লক্ষণীয় প্রত্যয়—ইহার দ্বারা কর্তৃবাচ্যে 'সে করে' এই অর্থে সংজ্ঞা-সৃষ্টি হয়। প্রত্যয়টীর প্রথমার একবচনে পুংলিঙ্গে « -তা » হয়, স্ত্রীলিঙ্গে « -ত্রী » এবং ক্লীবলিঙ্গে « -তৃ » ; সমাসেও « -তৃ » হয়। বাঙ্গালায় পুংলিঙ্গ « -তা » ও স্ত্রীলিঙ্গ « -ত্রী » রূপেই এই প্রত্যয় সমধিক প্রচলিত ; যথা— « পিতা, মাতা, ভ্রাতা ; দাতা—দাত্রী, ধাতা—ধাত্রী ; বিধাতৃ-চরণে ; যোদ্ধা, যোদ্ধৃবেশ ; পিতৃ-দেব ; কর্তা, কর্তৃকারক, কর্তৃবাচ্য ; ভর্তা, ভর্তৃদারিকা ; নেতা, নেত্রী, নেতৃগণ ; হর্তা ; হোতা, হোতৃগণ ; আহ্বাতা » ইত্যাদি।

[২২ক] কতকগুলি ধাতুর উত্তর « তৃ »-স্থলে « ইতৃ (ইতা, ইত্রী, ইতৃ) » ব্যবহৃত হয় ; যথা—« ভবিতা, কারয়িতা, সবিতা, স্তোতা (=স্তবিতা) » ইত্যাদি।

[২৩] « ত্র=ষ্ট্রন্ » : কর্তৃবাচ্যে ; যথা—« নেত্র, শস্ত্র, শাস্ত্র, পত্র, গাত্র, বস্ত্র, শ্রোত্র, সত্র, স্তোত্র, রাষ্ট্র, ক্ষত্র, ক্ষেত্র, মূত্র, নক্ষত্র »। ধাতু-বিশেষে এই প্রত্যয় « ইত্র » রূপে মিলে ; যথা—« পবিত্র, খনিত্র, চরিত্র, অরিত্র, বহিত্র »।

[২৩ক] « ত্র »-এর প্রসারে « ত্রি »—যথা—« রাত্রি ; কৃত্রিম » (=√কৃ+ত্রি+তদ্ধিত প্রত্যয় « ম »)।

[২৩খ] « ত্র »-এর প্রসারে « ক্র » ; যথা—« শক্র »।

[২৪] « থ=কৃথন্ » : রথ, কাষ্ঠ » ;

« থ=থক্ » : « উক্‌থ, নিশীথ, তীর্থ » ;

« থ=থন্ » : « ওষ্ঠ, গাথা, অর্থ »।

[২৫] « ন=নঙ্ » : « যত্ন, যজ্ঞ (√যজ্+ন), প্রশ্ন, যাচ্ঞা (√যাচ্+ন+আ), তৃষ্ণা » ;

« ন=নক্ » : « ঊর্ণা, ফেন, মীন, কৃষ্ণ » ;

« ন=নন্ » : « স্বপ্ন »।

[২৬] « নি=নিৎ » : « গ্লানি, হানি, শ্রেণি, শ্রোণি »।

[২৭] « হ্ন=ক্নু » : « গৃধ্নু, ধৃষ্ণু » ।

[২৮] « ভ=অভচ্ » : « বৃষভ, করভ, গর্দভ, রাসভ, শরভ » ।

[২৯] « ম=মন্ » : « ঘর্ম, স্তোম, তিগ্ম, ধর্ম » ।

[৩০] « মন্=মনিন্ » : « আত্মন্ (আত্মা), উষ্মন্ (উষ্মা), বর্ত্মন্ (বর্ত্ম), জন্মন্ (জন্ম) » ।

[৩১] « -মান, -মাণ »—'শানচ্'-প্রত্যয়ের রূপভেদ, [৭]-সংখ্যক « আন » -প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। কতকগুলি ধাতুর উত্তর (কর্তৃবাচ্যে ভ্বাদি, দিবাদি ও তুদাদি গণীয় ধাতুর উত্তর, এবং কর্মবাচ্যে সমস্ত ধাতুর উত্তর) এই প্রত্যয় হয়।

[৩১ক] « মান, মাণ=শানচ্ »—« সেবমান, বর্তমান, বর্ধমান, বিদ্যমান, দীপ্যমান, ম্রিয়মাণ, (সংস্কৃত অর্থ—'যে মরিতেছে', কিন্তু বাঙ্গালায়, 'মনমরা') জায়মান, খ্রিয়মাণ, দীয়মান, ভ্রাম্যমাণ, সৃজ্যমান, সেব্যমান, নীয়মান, ক্রিয়মাণ » ইত্যাদি।

[৩১খ] « মান=শানন্ »—« যজমান, পবমান » ।

[৩২] « য=ক্যপ্ » : « শিষ্য, হত্যা, ব্রজ্যা, ভৃত্য, কৃত্য » ;

« য=ণ্যৎ » ; « কার্য্য, ধার্য্য, বাক্য, বাচ্য, ভোগ্য, ভোজ্য, ত্যাজ্য, বোধ্য, হাস্য, বাহ্য » ।

(অর্থানুসারে, ধাতুর উত্তর « ক » স্থানে « চ » এবং « গ » স্থানে « জ » হয়)।

« য=যৎ » : « গদ্য, ভব্য, দেয়, জ্ঞেয়, শক্য, সহ্য, লভ্য, রম্য » ।

« য=যপ্ » : « ব্রহ্মোদ্য (ব্রহ্ম-উদ্য=ব্রহ্ম-বদ্-য), রাজসূয় » ।

« য=শ » : « ক্রিয়া, পরিচর্য্যা » ।

[৩৩] « য=যঙ্ » : পৌনঃপুন্যে ধাতুর উত্তর এই য-প্রত্যয় বসে ও ধাতুর অভ্যাস হয়, অর্থাৎ আদ্য বর্ণের দ্বিত্ব হয় ; যথা—« √চল্—চাঞ্চল্য, √দীপ্—দেদীপ্যমান, √জ্বল্—জাজ্বল্যমান » ।

[৩৪] « যু »—« দস্যু, মন্যু, » ।

[৩৫] « র »—শীলাদি অর্থে, কতকগুলি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে « র » হয় ; যথা—« নম্র, হিংস্র, কম্প্র, কম্র, অজস্র, দীপ্র, ভদ্র, শক্র, স্মের, অগ্র, শূর, বজ্র, বীর, বিপ্র, গৃধ্র, ছিদ্র, রন্ধ্র ; ধারা, সুরা » ইত্যাদি।

« র=ক্রন্ »—« সূর, ধীর » ।

« র=রক্ »—« নীর, শুক্র, ক্ষুদ্র, ক্ষিপ্র » ।

[৩৬] « রু=ক্রু »—« ভীরু »;

« রু=রু »—« মেরু, শত্রু, দারু »।

[৩৭] « ল=ল »—« শুক্ল, তরল, পাল »।

[৩৮] « ব »—« ধ্রুব, উর্ধ্ব, পক্ব, সচিব »।

[৩৯] « বর=ক্বরপ্ »—« নশ্বর, জিত্বর, গত্বর »।

« বর=বরচ্ »—« ঈশ্বর, ভাস্বর, স্থাবর, যাযাবর »।

« বর=ধ্বরচ্ »—« বর্বর, চত্বর »।

[৪০] « স=সন্ »—অভিলাষ-প্রকাশনার্থে। এই প্রত্যয় আসিলে, ধাতুর আদ্য-ধ্বনির অভ্যাস হয়। এই প্রত্যয়ের পরে « আ » এবং « উ » যুক্ত পদ বাঙ্গালার ব্যবহৃত হয়: যথা—« পিপাসা, বুভুক্ষা, লিপ্সা, চিকীর্ষা (সন্+আ); পিপাসু, জিজ্ঞাসু, বুভুক্ষু, লিপ্সু, জিগীষু, ভিক্ষু (সন+উ) » ইত্যাদি।

[৪১] « স্ন »—« তীক্ষ্ণ, কৃৎস্ন, জ্যোৎস্না »।

[৪২] « স্নু=গ্স্নু—« জিষ্ণু, স্থাস্নু »।

[৪৩] « স্যমান »——ভবিষ্যৎ কর্মবাচ্য, « বক্ষ্যমাণ, ধক্ষ্যমাণ, করিষ্যমাণ » ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন, সংস্কৃত ব্যাকরণে উণাদি-প্রত্যয় নামে কতকগুলি কৃৎ-প্রত্যয় ধরা হয়। এইগুলি বিশেষ কতকগুলি বিশেষ্য বা বিশেষণের সাধনের জন্য ব্যাকরণকার-কর্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে; যেমন—« √অঙ্গ্+উণাদি উলিচ্=অঙ্গুলি; √অঙ্গ্+অলিচ্=অঙ্গুলি; অম্+রু=অম্ল; √অন্+ইলচ্=অনিল; √সল্+ইলচ্=সলিল; √কব্+ওতচ্=কপোত; √চট্+ঞুণ্=চাটু, √তণ্ড্+উলচ্=তণ্ডুল; √ধে+নু=ধেনু; √দৃ+উরচ্=দর্দুর; √স্ফায়্+নক্=ফেন » ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দের বাঙ্গালায় অপপ্রয়োগ

বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দ, বহু স্থলে উহাদের ব্যুৎপত্তি-অনুসারে প্রযুক্ত হয় না—কার্যতঃ, বিশেষ্য বিশেষণ-রূপে বা ক্রিয়া-রূপে ব্যবহৃত হয়; যথা—« তিনি এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন » (=« প্রকাশিত করিয়াছেন »; কিন্তু « প্রকাশ-করা »—মিলিত ভাবে যেন একটী ধাতু রূপে ব্যবহৃত হয়); দেবী অন্তর্ধান (=অন্তর্হিত) হইলেন; পিণ্ডদানে প্রেত উদ্ধার হইয়া গেল (=উদ্ধার-প্রাপ্ত হইল); তিনি মৌন (=মৌনী) রহিলেন; গল্প শেষ হইল; ভাষায়

ইহা অপ্রচল (=অপ্রচলিত) হইয়াছে; শুভকার্য্য নির্বাহ (=নির্বাহিত) হইয়াছে; এই অর্থে শব্দটী ব্যবহার (=ব্যবহৃত) হয় না; তাঁহার বংশ লোপ (=লুপ্ত) হইল—তাঁহার বংশ-লোপ হইল; আমার বক্তব্য শ্রবণ কর; ধাতুতে প্রত্যয় যোগ (=যুক্ত) হইলে শব্দ হয়; 'প্রণাম হই, ঠাকুর মহাশয়!' » ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষার রীতি-অনুসারে « হ্, কর্ » প্রভৃতি ক্রিয়া-যোগে বিশেষ্য-পদ ক্রিয়াত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া, এই-রূপ ঘটিয়া থাকে; এবং সমাস-যুক্ত শব্দ বাঙ্গালা উচ্চারণে ও লেখায় পৃথক্-পৃথক্ করিয়া ধরা হয় বলিয়া, আপাত-দৃষ্টিতে এই প্রকার অপপ্রয়োগ সম্ভব হয়; যেমন—« তিনি এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন »—এইরূপ বাক্য দুই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইতে পারে: (১) « তিনি এই-পুস্তককে **প্রকাশ-করিয়াছেন** »; ও (২) « তিনি **এই-পুস্তক-প্রকাশ-রূপ** কার্য্য করিয়াছেন »। প্রথমোক্ত রীতির অনুযায়ী ব্যাখ্যাই বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি-অনুযায়ী। (নিম্নে সমাস-পর্য্যায়ে 'অলগ্ন-সমাস—সংস্কৃত সমস্ত-পদের পৃথক্ লিখন' দ্রষ্টব্য, এতদ্ভিন্ন 'ক্রিয়া'-পর্য্যায়ের অন্তর্গত 'ধাতু'-খণ্ডে, 'সংযোগ-মূলক ধাতু'-অংশও দ্রষ্টব্য)।

বাঙ্গালা তদ্ধিত-প্রত্যয়

শব্দ বা নাম-প্রকৃতির উত্তর **তদ্ধিত** -প্রত্যয় হয়। একাধিক তদ্ধিত প্রত্যয় পর পর বসিতে পারে। নিম্নে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত প্রাকৃত-জ তদ্ধিত প্রত্যয় প্রদত্ত হইল।

[১] « **অ** » বা « **ও** »: স্বার্থে বা অনাদরে; যথা—« কাল (=কাল্, যেমন কাল্-শিরা, কাল্-সাপ), কাল (=কালো) » (« কাল=কালো »—তদ্ধিত প্রত্যয় [৩] দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যক্তির নামে এই প্রত্যয় খুব মিলে: « শিবো, রুদো=রুদ্র, সিধো=সিদ্ধেশ্বর, বিভো, জনো=জনার্দ্দন, পিথো=পৃথ্বীধর » ইত্যাদি।

[২] « **অট—ট** »; প্রসারে—« **অটা—টা** (>**টো, টে**'—স্বর-সঙ্গতির

ফলে), **অটী—টি ; অটিয়া, আটিয়া—টে’, আটে’** »। স্বার্থে বা সাদৃশ্যে, ভাবার্থে বা শীলার্থে, বিশেষ্য- ও বিশেষণ-দ্যোতক ; যথা—« দাপ—দাপট ; সাপট (<সর্প—গতি-অর্থে) ; ঝাপট ; আঙ্গট (পাতা)—আঙ্গটা ; মাথা—মাথট ; চিপ্ বা চাপ্—চেপটা ; ঘষ্—ঘষটা ; শুখা—শুখটী, শুকটী, শুঁকটী, (বর্ণব্যত্যয়ে) শুঁটকী (মাছ) ; নাঙ্গটা, ল্যাঙটা ; পাঁশ—পাঁশুটা, পাঁশুটিয়া >পাঁশুটে’ ; নেহ (=স্নেহ)—নেহটা, নেওটা, নেঁওটো ; ছিপ—ছিপটী ; ধোয়াট ; ভরাট ; জমাট ; ঘোলাট ; আমিষ>আইঁষ—আইঁষটিয়া—আঁষ্টে’ ; ভাড়া—ভাড়াটিয়া, ভাড়াটে’ ; ঘোলা—ঘোলাটিয়া, ঘোলাটে’ ; ধোঁয়াটে’ ; তামাটে’ ; ঝগড়াটে’ ; রোগাটে’ » ইত্যাদি। « এক—একটা, দুই—দুইটা, দুটা, দুটো ; তিন—তিনটা, তিন্টে » ইত্যাদি সংখ্যা-বাচক « -টা, টো,-টে » -প্রত্যয়ও এই শ্রেণীতে পড়ে।

[২]-সংখ্যক « -অট » প্রত্যয়ের মূল, সংস্কৃত বা আদি-আর্য্য ভাষার শব্দ « বৃত্ত »—« স্নেহবৃত্ত> নেহবট্ট>নেহটা > নেওটো »।

দ্রষ্টব্য :—« লেঙ্গট, মলাট, কষটী (পাথর), »—এইরূপ কতকগুলি শব্দে এই « অট—ট » প্রত্যয় পাই না, এই শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি অন্য প্রকারের—এগুলির মূলে « পট্ট, পট্টিকা » শব্দ : « লিঙ্গপট্ট—লেঙ্গট ; মলপট্ট—মলাট, কর্ষপট্টিকা « উলট-পালট »=« পালট<পর্য্যস্ত », « উলট » অনুকারী শব্দ—কষটী »।

[৩] « **আ** » (স্বরসঙ্গতি-হেতু « **এ** » বা « **ও** » হয়) : স্বার্থে, অথবা নিন্দায়, এবং সম্বন্ধ বা বৈশিষ্ট্য, বিশেষণ-ভাব, অথবা (সমাসে) কর্তৃভাব বা করণভাব প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« [স্বার্থে]—ঘোড়—ঘোড়া (ঘোড়-দৌড়, ঘোড়-গাড়ী : মূল শব্দ ‘ঘোড’, স্বার্থে আ-প্রত্যয় যোগে ‘ঘোড়া’) ; তদ্রূপ, কাঁচ (যথা, কাঁচ-কলা)—কাঁচা ; গল—গলা (তুলনীয়—কণ্ঠ, কণ্ঠা) ; চাঁদ—চাঁদা ; গোপাল>গোআল—গোআলা—গোয়ালা ; চোর—চোরা ; পাত—পাতা ; [নিন্দায়, বৃহৎ অথবা স্থূল অর্থে]—কেষ্ট—কেষ্টা ; রাখাল—রাখালা>রাখ্লা ; আঁজল—আঁজলা ; গোপাল—গোপ্লা ; বাঘ—বাঘা ;

পাগল—পাগলা ; বামুন—বামুনা—বাম্‌না। [সম্বন্ধে]—পশ্চিম—পশ্চিমা ; ডাহিন>ডাহিনা, ডাইনে' (চলিত-ভাষায়, স্বরসঙ্গতি-অনুসারে) ; লোন বা লুন—লোনা (নোনা), চাঁদ—চাঁদা (চাঁদা মাছ), তেল—তেলা। [বৈশিষ্ট্যে]—থাল—থালা ; গাছ—গাছা ; বঙ্গ—বঙ্গাল>বাঙ্গাল—বাঙ্গালা (বাঙলা) ; রঙ্গ—রাঙ্গা , রাঙা ; এক—একা ; কাল—কালা (='কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি-বিশেষ—শ্রীকৃষ্ণ') ; হাত—হাতা ; জল—জলা »।

« [বিশেষণ-ভাব]—মিঠ—মিঠা ; মুখ>মুহ—মুহা (যথা, চৌমুহা ; প্রাচীন-বাঙ্গালা—পোড়ামুহা>পোড়া-র-মুয়ো) ; পশ্চিম—পশ্চিমা ; টিম্‌টিম্ করিয়া যাহা জলে তাহা 'টিম্‌টিমা' আলোক ; গোঁফ—চোগোঁপা বা চোগোঁপ্পা পুরুষ ; একহারা, দোহারা (গড়ন) ; পাত>পাত-ল—পাতলা ; জঙ্গল—জঙ্গলা ; ফুল-তোলা কাপড় ; হাত-কাটা জামা ; তে-পায়া (আসন বা পাত্র) ; ফুল-কাটা বাটী »।

« [বিশেষণ সমস্ত-পদে, বিশেষণীয় নামের কর্তৃভাব বা কারণ ভাব]—কলম-কাটা ছুরী ; চাল-ধোয়া চুবড়ী ; কাপড়-কাচা সাবান , গায়ে-পড়া মানুষ » ইত্যাদি।

[৪] « **আই** »—আদরে, নামের পূর্ণ বা সংক্ষিপ্ত রূপের সঙ্গে : « কৃষ্ণ>কণ্‌হ>কান্‌হ>কান, কানাই ; বলরাম, বলদেব—বলাই ; জগৎ—জগাই ; মাধব—মাধাই ; জনার্দন—জনাই, দনাই ; ধনপতি—ধনাই ; লক্ষ্মীন্ধর বা লক্ষ্মীন্দ্র—লখাই ; শ্রীমন্ত—ছিরাই ; গণেশ—গণাই » ইত্যাদি।

[৫] « **আউআ, ওয়া** »-প্রত্যয়-যোগে বিশেষণ হয়—« ঘর—ঘরাউআ >ঘরোয়া ; লাগ—লাগাউআ>লাগোয়া (=সন্নিকট) »।

[৬] « **আন, আনো** » : নাম-ধাতুর নিষ্ঠা-দ্যোতক : « জুতা—জুতানো, পেঁচ—পেঁচানো, লাথি—লাথানো, জমা—জমানো »।

[৭] « **আনি** »—'জল বা জলীয় ভাব' অর্থে : « নখানি, নাকানি, ডুবানি, চোবানি, চোখানি, আমানি »। [মূল রূপ—« পানীয়>পানী »।]

[৮] « **আম—ম ; আম (আমো)—ম'** ; প্রসারে, **আমি, ওমি, উমি,**

মি »: 'ভাব, কার্য্য বা অনুকরণ' অর্থে: «ঠক—ঠকাম'; পাকা—পাকাম', পাকামি; নেকা—নেকাম', নেকামি; ছেলে—ছেলেম' (<ছালিয়াম), ছেলেমি; বুড়াম'; জেঠামো; বড়াম, বড়াম্, বড়াং; গিন্নেম', গিন্নিম; পাজি—পেজোমো, পেজোমি; ঘরামী (='যে ঘর তৈয়ারীর কাজ করে') » ইত্যাদি। [মূল—« কাম- <কর্ম »।]

[৯] « আর » (১): কর্তৃ-বোধক প্রত্যয়, 'ব্যবসায়ী' বা 'কর্মী' বুঝায় [<সংস্কৃত « কার »]। ইহার প্রসারে—« -আর+আ » > « -আরা », « আর+ঈ » > « আরী, আরি, (স্বর-সঙ্গতির প্রভাবে); ইরি, ওরি, উরি »; যথা—« চাম—চামার; গোঁয়ার (=গাওঁয়ার, গ্রাম>গাঁও+আর); কুমার (<কুম্ভকার); দোহার; কাঁসারী; পূজারী; শাঁখারী; প্রাচীন-বাঙ্গালা বাণিজার; চূনারী; সেকরা (<সেকারা); পিয়ার, পিয়ারী; ধুনারী (ধুনোরি, ধুনুরি), ডুবারী (ডুবুরি); ছুতার; ভিখারী (ভিখিরি); জুয়ারী (জুয়াড়ী), দিশারী » ইত্যাদি। কর্তৃবাচকে—« আর »+« উ »=« আরু », যথা « দিশারু, বাগারু, বন্দারু, ডুবারু, খোঁজারু (=চর) »।

[১০] « আর » (২): স্বার্থে, হ্রস্ব-ভাব অথবা সংযোগ অর্থে [« আকার » শব্দ হইতে]: প্রসারে « আরী »; যথা—« পয়ার (<পদাকার); ঝিয়ারী; বহুয়ারী (বহু+আরী; কিন্তু বৌহারী=ব্যবহারিকা), মাঝার, মাঝারী; »।

[১১] « আর » (৩)—'স্থান' অর্থে [« আগার » শব্দ হইতে]; প্রসারে « আর+ঈ »=« আরী »; যথা—« ভাণ্ডার, ভাঁড়ার (=ভাণ্ডাগার) কাণ্ডার, কাঁড়ার; মেহার, সাভার (স্থানের নাম=মহাগার, সভাগার) »।

[১২] « আল (আল্), আলো »: চলিত ভাষায় « অল, ওল »-রূপে কখন-কখনও শোনা যায়। গুণ, সম্বন্ধ, শীল অথবা সংযোগ জানাইতে ব্যবহৃত হয়; যথা—« বাঙ্গাল, বাঙাল (<বঙ্গ, সম্বন্ধ-অর্থে বঙ্গ-জাতি- বা বঙ্গদেশ-সম্বন্ধীয় ব্যক্তি); পাঁকাল; ধারাল; দুধাল; দাঁতাল; মাথাল, মাথালো; মাতাল (মত্ত- > মাতা-, তদ্রূপ শীল যাহার); আড়াল (<আড়);

পেঁচাল ; ভেজাল ; বাচাল ; ভাটীয়াল (ভাটী) ; পাইকাল (পাইক বা সিপাহীর শীল—বীরত্ব) » ইত্যাদি। « বাঙ্গাল (বা বঙ্গাল) » হইতে ফারসী নাম « বঙ্গালা » (দেশ), তাহাতে সম্বন্ধে « ঈ » -প্রত্যয় ([১৩] সংখ্যার বাঙ্গালা তদ্ধিত) যোগে « বাঙ্গালী »। প্রসারে—« **আলী** », চলিত ভাষায় « **উলী** » : (ভাব-বাচক) —« নাগরালী, ঠাকুরালী, মিতালী, সূতালী (সূত বা রথ-চালকের কার্য্য), মেয়েলী (<মাইয়া+আলী) » ; (কর্তৃবাচক, বিশেষণ ও বিশেষ্য)—« সোনালী, রূপালী, সুতালী »।

[১৩] « **আল, আলা ; ওয়াল, ওয়ালা** », স্ত্রীলিঙ্গে « **আলী, ওয়ালী** »। « ওয়াল, ওয়ালা, ওয়ালী » হিন্দুস্থানী প্রত্যয়, ইহাদের বাঙ্গালা বিকৃতি « **ওলা** (<ওয়ালা), **উলী** (<ওয়ালী) »। (« পাল, পালক »-শব্দ হইতে)। সম্বন্ধ, দেশ, ব্যবসায় বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« (কোট্টপাল>) কোটাল, ঘাটোয়াল (ঘাটাল), ঘড়ীয়াল (চলিত-ভাষায়—ঘ'ড়েল), রাখাল (প্রাচীন বাঙ্গালা 'রাখোয়াল'); ঘোষাল (=ঘোষ-গ্রামে বাড়ী যাহার), কাঞ্জিলাল (কাঞ্জিবিল্ল>কাঞ্জিইল্ল>কাঞ্জিল গ্রামে বাড়ী যাহার), কাশীয়াল (চলিত ভাষায় 'কেশেল'), গয়াল (গয়ালী—গয়াবাসী ব্রাহ্মণ), আগরওয়াল (<অগ্রবাল=আগ্রাবাসী বৈশ্য) ; গোয়ালা (গোপাল, গো বা গোরু লইয়া যাহার ব্যবসায়) ; কাপড়আলা ('কাপড়ওয়ালা'=হিন্দুস্থানী রূপ ; 'কাপড়ওলা' =হিন্দুস্থানী রূপের বাঙ্গালা বিকার) ; বাড়ীআলা ('বাড়ীওয়ালা'=হিন্দুস্থানী রূপ ; 'বাড়ীওলা'—তদ্বিকার-জাত বাঙ্গালা রূপ) ; পাহারালা ('পাহারাওয়ালা, পাহারোলা') ; গাড়ীআলা ('গাড়ীওয়ালা, গাড়ীওলা') »। এই প্রত্যয়ের অন্তর্গত « মাতোয়ারা » (কবিতায় প্রযুক্ত শব্দ), হিন্দুস্থানী « মত্ৱালা » হইতে, ইহার খাঁটী বাঙ্গালা প্রতিরূপ « মাতাল »।

প্রসারে—« **আলী, ওয়ালী, উলী** », স্ত্রীলিঙ্গে ও ভাবার্থে ; যথা—« বাড়ীআলী, বাড়ীউলি ; বাসনালী, বাসনউলি ; মুড়িউলি ; রাখালী ; ঘাটোয়ালী »।

[১৪] « ঈ, ই » (১): সম্বন্ধ, সংযোগ, শীল, ধর্ম, ব্যবসায় বা আজীবিকা বুঝাইতে বিশেষ্য ও বিশেষণে এই ঈ-কারের প্রয়োগ হয়; যথা—« ভারী, দাগী, গুণী (তৎসম 'গুণিন্' রূপেও ধরা যায়), নাকী, বেগুনী (=বাইগণ+ঈ), গোলাপী, হিসাবী, মরমী, আলাপী, দরদী, দেশী, বিলাতী (চলিত ভাষায়—'বিলিতি'), তেলী, কাগজী, জমীদারী ('জমীদারী চাল'); রাঢ়ী, কানাড়ী (কানাড়া বা কর্ণাট-দেশের), মারহাট্টী (মারহাট্টা-দেশের), গুজরাটী, কটকী কটক-নগরের), বনারসী বা বেনারসী, বৃন্দাবনী, ঢাকাই, ক'লকাতাই; হাড়ী, কেরানী, শুঁড়ী, রাঁধনী বা রাঁধুনী (=যে রাঁধে, পাচক) »

[১৫] « ঈ, ই » (২): স্ত্রী-বাচক এই প্রত্যয় বাঙ্গালায় বিশেষ্যে প্রযুক্ত হয়। স্ত্রী-প্রত্যয় ভিন্ন, ইহার দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তু বা অন্ত বিশেষ্যের হ্রস্বতা বা স্বল্পতা, এবং আদরও বুঝায়; যথা—« কাকা—কাকী; মামী; বুড়ী; পাগলী; বামনী; বোষ্টমী. ঘোড়া—স্ত্রীলিঙ্গে ঘোড়ী>ঘুড়ী; মাটী; ঝোলা—ঝুলী; প্রাচীন-বাঙ্গালা পোথা ('বড় বই')—পুথী, পুঁথি; ছোরা—ছুরী, ছুরি; লাঠি; ছাতা—ছাতি; ধুতি; জাঁতি, যাঁতি » ইত্যাদি।

[১৬] « ঈ, ই » (৩): এই প্রত্যয় দ্বারা ভাব-বাচক বিশেষ্য সাধিত হয়; যথা—« বড়-মানুষী, পণ্ডিতী, ডাকাতী, মাষ্টারী, রাখালী » ইত্যাদি।

মন্তব্য: এই প্রত্যয় ([১৫] ও [১৬]), বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব স্ত্রী-প্রত্যয়: সংস্কৃতের স্ত্রীলিঙ্গ « আ »-প্রত্যয়ের স্থলে, বহু বাঙ্গালা শব্দে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়; যথা—« সুনয়নী; অপ্সরী; স্বজনী, সজনী; ধনী; রূপসী » ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালায় « ইনি, ইনী, নী, নি »-প্রত্যয় ইহার স্থান অনেকটা অধিকার করিয়াছে; [২৯]-সংখ্যক তদ্ধিত দ্রষ্টব্য।

[১৭] « ইয়া », চলিত-ভাষায় « এ' » (অভিশ্রুতি-জাত স্বর-পরিবর্তন-সহ): এই প্রত্যয়, সম্বন্ধ-বাচক বা কর্তৃবাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠন করে; যথা—« হলুদ—হলুদিয়া>হ'লুদে; বাইগণ, বাইগনিয়া>বেগুনে'; জালিয়া—জেলে; নগরিয়া—নগুরে'; শহরিয়া—শহুরে'; উত্তরিয়া—উত্তুরে'; মাটিয়া—

মেটে ; পাড়া-গাঁ+ইয়া—পাড়াগেঁয়ে ; কান্দনিয়া—কাঁদুনে' ; মিছ-কহনিয়া—মিছ-কউনে' ; জাগানিয়া—জাগানে' ; কালিয়া—কেলে ; ইত্যাদি।

[১৮] « **উ** »—আদরে ; হ্রস্বার্থে—সাধারণতঃ ব্যক্তির নামের সঙ্গে প্রযুক্ত হয় ; যথা—« পঞ্চানন—পঞ্চু ; পাঁচকড়ি—পাঁচু ; নরেন্দ্র, নরপতি—নরু ; হরনাথ—হরু ; রাধানাথ—রাধু ; বলরাম—বলু ; নূর-মোহম্মদ=নূরু ; খোকা—খুকু (হ্রস্বার্থে, পরে শিশু-কন্যা অর্থে) ; দুষ্ট—দুষ্টু, ধূর্ত—ধুত্তু ; বড—বড়ু » ইত্যাদি।

[১৯] « **উয়া** », চলিত-ভাষায় « **ও** » (অভিশ্রুতি-সহিত) : সম্বন্ধ ও সংযোগ জানাইতে প্রযুক্ত হয় ; এবং তুচ্ছতা, নিন্দা ও জুগুপ্সা অর্থে, ব্যক্তি-বাচক নামের সহিতও ব্যবহৃত হয় ; যথা—« ঘরুয়া—ঘ'রো, জলুয়া—জ'লো, হাটুয়া—হেটো, জরুয়া—জ'রো, ধান্নুয়া—ধেনো (মদ, জমী), কাঠুয়া—কেঠো, দানুয়া—দেনো (যথা, 'দেনো জিনিস'), টাকুয়া—টেকো ('তক্‌লী' শব্দ গুজরাটী) ; মাউসী (=মাসী)—মাউস্যুয়া, মাউসা>মেসো ; রাম—রামুয়া> রেমো, শ্যাম—শেমো, মধু—ম'ধো, মাধব—মাধুয়া>মেধো, রাধানাথ—রাধুয়া>রেধো » ইত্যাদি।

[২০] « **ক** », প্রসারে « **কা, কী** » এবং « **কিয়া, কুয়া** » (চলিত ভাষায় « **কে, কো** »—অভিশ্রুতি-সহ) : স্বার্থে, সম্বন্ধে ও সম্পর্কে প্রযুক্ত হয় ; যথা—« ঢোল—ঢোলক ; ধনু—ধনুক ; দম—দমক, দমকা ; ফলা—ফলক, বড়—বড়কী (বড়-ভাইয়ের স্ত্রী ; তদ্রূপ, 'মেজকী, সেজকী, ছোট্‌কী') ; পণ—পণকিয়া, প'ণকে, পুন্‌কে ; কড়া—কড়াকিয়া, কড়াকে' ; গণ্ডা—গণ্ডাকিয়া, শত—শতকিয়া, শ'ত্‌কে, শ'ট্‌কে ; মন—মনকিয়া, মুন্‌কে ; কাঠ—কাঠকুয়া কেঠ্‌কো (কাষ্ঠপাত্র-বিশেষ) »। « মড়ক, সড়ক, চড়ক » এইরূপে « ক »-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন (« মড়া, সড়া, চড়া » হইতে)।

[২১] « **জা** »—পুত্র বা বংশ-জাত অর্থে : « ঘোষ—ঘোষজা, বসু—বোস্‌জা ; মিত্রজা »।

[২২] « জাত »: অন্তর্ভুক্ত অর্থে: « পকেট-জাত, অভিধান-জাত »।

[২৩] « ড় », প্রসারে « ড়া, ড়ী » (১): স্বার্থে বা সাদৃশ্যে। « রাজা—রাজড়া, গাছ—গাছড়া, কাঠ—কাঠড়া, পাতা—পাতড়া, শাশ (=শ্বশ্রূ; তুলনীয়, মাস-শাশ, পিশ-শাশ)—শাশড়ী, শাশুড়ী; আঁক—আঁকড়ী; চাম—চামড়া; খড়্গ>খাগ—খাগড়া; ঝি—ঝিউড়ী; মুখ>মুহ—মুহড়া, মোহড়া, মহড়া; কেতক- > কেয়া—কেওড়া।

এই প্রত্যয়, « র »-রূপেও ক্বচিৎ পাওয়া যায়: « কাঠ্‌রা, গাঁঠ্‌রী, টুক্‌রা, ছোকরা, চাঙ্গড়া—চাঙ্গারী, পেটক>পেঁড়া—পেটরা, বাঁশ—বাঁশরী, ভাই—ভায়রা (ভায়রা-ভাই) »।

[২৪] « ড় বা আড় », প্রসারে « ড়া, ড়ী, ড়িয়া (চলিত-ভাষায় -ড়ে) » (২): সম্বন্ধ, ব্যবসায়, শীল বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। « ভাঙ্গড় (='যে ভাঙ্গ খায়'), (তীক্ষ্ণ> তিকৃখ>) তুখড়; তেন্দড় বা ত্যাঁদড় (দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত); ফাঁসড়িয়া > ফাঁসুড়ে' ('যে ফাঁস দেয়'), যোগাড় (<যোগ); বাসাড়ে', যোগাড়ে', হাতুড়ে (হাতড়িয়া—হাত+ড়- 'যে হাতড়াইয়া অর্থাৎ অজ্ঞানতা-হেতু অনিশ্চিততার মধ্যে চিকিৎসা করে, এমন বৈদ্য'); ধাউড়—ধাউড়ে' ('যে খুব দৌড়ায়'—বুদ্ধি-জীবী অর্থে); ঘাসিয়াড়া, ঘেসেড়া; খেলোয়াড়; জুয়াড়ী »।

[২৫] « ড়, ড়া, ড়ী »—স্থান-বাচক নামে (৩): « আখড়া (<অক্ষবাট-), গোয়াড়ী (<গোপবাটিকা), ভাগাড় (<ভগ্নবাট) »।

[২৬] « ত, তী, তি » (১)—ভাবদ্যোতক ক্রিয়া-পদ প্রকাশ করিতে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হইত। « =আইহত (অবিধবত্ব) এওৎ; জজিয়তী »।

[২৭] « ত, তা, তী, তি » (২)—পত্র-জাতীয় বস্তু বুঝাইতে; যথা—« নামতা, রাঙ্গতা, চাকতি, করাত »।

[২৮] « ত, তা, তুতা » (চলিত-ভাষায় -তো): পুত্র-অর্থে—« জেঠা>জেঠাত, জেঠ্‌তুতা, জেঠুতা; খুড়্‌তা, খুড়তুতা; মাসুতা, পিসুতা মামাত', চাচাত', খালাত' »।

[২৯] « **ন** », প্রসারে « **নী, নি, অনী, আনী, ইনি, উনি, উন্, ন্** »: স্ত্রী-বাচক প্রত্যয়। « (সপত্নী > সবত্তি > সতি >) সৎ + ইনী > সতিন, সতিনী; বেহাইন্, বেয়ান, ব্যান্; ঠাকুরাণী, ঠাকরুণ, ঠাক্‌রন, ঠান্; নাতিনী, নাতিন্; (মিত্র > মিত্ >) মিতিন; বহিন্, বোন্; কামারনী, কুমারনী; মেথরনী, মেথরানী; চৌধুরানী; ডাক্তারনী, মাষ্টারনী; সেকরানী; ধোবানী; চোর—চুরনী; ডোমনী—ডুমনী; চাঁড়ালনী; সোহাগিনী; ননদিনী; পাগলিনী; গোয়ালিনী, গয়লানী; রজকিনী; বাঘিনী, সিংহিনী, সাপিনী; বিহঙ্গিনী, চাতকিনী; প্রেতিনী > পেত্‌নী; পণ্ডিতানী; অনাথিনী, হতভাগিনী; নাপিতানী > নাপ্তিনী » ইত্যাদি।

[৩০] « **পনা** »: ভাব-বাচক প্রত্যয়; « টীট (ধৃষ্ট)—টীটপনা; গিন্নীপনা »।

[৩১] « **পানা** »: সাদৃশ্যার্থে: « চাঁদপানা, কুলা (>কুলো)-পানা, লাল-পানা, লম্বা-পানা »।

[৩২] « **পারা** »: সাদৃশ্যার্থে: « চাঁদপারা »।

[৩৩] « **ভর, ভরা** »—পরিমাণার্থে, বিশেষ পরিমাণের 'এক'-মাত্রা অর্থে; যথা—« তোলা-ভর (='এক তোলা পরিমাণ ওজন যাহার'), দিন-ভর (='একটী পুরা দিন ব্যাপিয়া'), রাত-ভর, সের-ভর, ক্রোশ-ভর; মুঠা-ভরা টাকা, বাটা-ভরা পান, গাল-ভরা কথা »।

[৩৪] « **মন্ত, মত** »: 'যুক্ত' অর্থে: « শ্রীমন্ত, পয় (<পদ)-মন্ত; লক্ষ্মীমন্ত; এমন্ত > এমন, জেমন্ত > যেমন, তেমন্ত > তেমন, তেমত »।

[৩৫] « **রু, রু, উর** »—স্বার্থে, সাদৃশ্যে « রূপ » হইতে: « গোরু, সাঁজারু, বাছুর (< বাছরু), প্রাদেশিক বাঙ্গালা গাভুর (< গাভরু = গর্ভরূপ) » ইত্যাদি।

[৩৬] « **ল** »—সম্বন্ধে, স্বার্থে, সাদৃশ্যে, ঈষদর্থে, গুণার্থে। প্রসারে— « **লা, লী, আলিয়া** (চলিত-ভাষায় **-লে**) »; যথা—« আদল; ছাওয়াল,

ছাওয়ালিয়া > ছালিয়া, ছেলে ; দীঘল ; পাকল ; হাঁড়ল ; পাতল, পাতলা ; (নব > নও >) নহলী ; বিজুলী (বিদ্যুৎ—বিজ্জু—) বিজলী ; সুখী > সুহী—সহীলা, সহেলা, সয়লা ; মাতল ; ধকল ; হাতল ; ফাঁদল ; মাদল ; কাতলা »।

[৩৭] « স, সা, ছা, চা » ; প্রসারে—« সী, সিয়া (>চলিত-ভাষায় সে, চে') » : সাদৃশ্যার্থে ; যথা—« মুখস ; √তাড়া—তাড়স ; রূপসী ; আলি-সা > আ'ল্‌সে ('ছাতের আলিসা বা আলির মত'); পানিসা > পা'ন্‌সে ; চামসা ; করসা ; ঝাপসা ; আবছা ('আভ অর্থাৎ অভ্র বা মেঘের মত') ; ভাঙ্গচা, ভেংচা ('মুখ-ভঙ্গী করা') ; কোয়াসা (প্রাকৃত কুহা = কোয়া + সা) ; ফাকাসিয়া > ফাকাসে', ফাঁকাসে', ফ্যাকাসে', ফ্যাকাসে' (হিন্দুস্থানী 'ফক্ক' —বাঙ্গালা 'সাদা হওয়া') ; লালসিয়া > লাল্‌চে' ; ঘুমসী, ঘুনসী, ঘুংসী »।

[৩৮] « স, আস, আসিয়া, আস্যা (চলিত-ভাষায় 'আসে') »—মাস-বাচক : « সাতাসে', আটাসে' ; বারাস্যা বা বারমাস্যা »।

[৩৯] « সই »—পর্যন্ত অর্থে ; « জলসই, বুকসই, দশাসই (= 'পূরা দশ পর্যন্ত, সুপুষ্ট') »।

[৪০] পিছু—'প্রত্যেক' অর্থে : « টাকা-পিছু, মাথা-পিছু, জন-পিছু, ঘর-পিছু » ইত্যাদি।

সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়

[১] « অ » (১) [ডট্] : « একাদশ, দ্বাদশ, চত্বারিংশ » প্রভৃতি ক্রম-বাচক সংখ্যাপদে এই প্রত্যয় বিদ্যমান।

« অ » (২) [ষ] : « দ্বিমূর্ধ, ত্রিমূর্ধ (মূর্ধন্ শব্দ) » প্রভৃতি সমাসান্ত পদে।

« অ » (৩) [অচ্] : অস্ত্যর্থে—« পাপ (পাপী অর্থে), পুণ্য (পুণ্য-যুক্ত অর্থে) »।

« অ » (৪) [টচ্] ; সমাস-যুক্ত পদে—« মহারাজ ('মহারাজা' নহে), প্রিয়সখ ('প্রিয়সখা' নহে) »।

« অ » (৫) [অপ্] : সমাস-যুক্ত পদে : « বৈমাত্র, সৌভ্রাত্র (মাতৃ—মাতা, ভ্রাতৃ—ভ্রাতা হইতে) »।

« অ » (৬) [অণ্] : অপত্য, অথবা ভক্ত অর্থে : « গাঙ্গ, রাঘব, মানব, বাসুদেব, শৈব » ইত্যাদি।

« অ » (৭) [অঞ্] : « পৌত্র, দৌহিত্র » ;

[২] « অক » [বুন্] : « শিক্ষক, ক্রমক, পদক, মীমাংসক ; আর্দ্রক, মূলক, বাসুদেবক »।

[৩] « অঠ » [অঠচ্] : « কর্মঠ »।

[৪] « অতম » [ডতমচ্]—পূরণার্থে : « কতম, একতম » ;

[৫] « অতর » [ডতর]—তুলনায় : « কতর, একতর »।

[৬] « অতস্ » [অতসুচ্] : « দক্ষিণতঃ, উত্তরতঃ »।

[৭] « অন্ » [অনিচ্] : সমাসান্ত পদে—« সমানধর্মন্ > সমান-ধর্মা »।

[৮] « অয় » [অয়চ্] : « দ্বয়, ত্রয় » (সমাসান্ত)।

[৯] « অস্ » [অসি] : « পুরঃ, অধঃ।

[১০] « অস্ » [অসিচ্] : সমাসান্ত পদে—« সুমেধস্ = সুমেধাঃ »।

[১১] « আকিন্ » [আকিনিচ্] : « একাকিন্ = একাকী »।

[১২] « আমিন্ « [আমিনিচ্] : « স্বামিন্ = স্বামী »।

[১৩] « আয়ন » [ফক্] ; « দ্বৈপায়ন, বাদরায়ণ, রামায়ণ, কৃষ্ণায়ণ »।

[১৪] « আল » [আলচ্] : « রসাল, বাচাল »।

[১৫] « ই » (১) [ইৎ] : সমাসান্ত—« সুগন্ধি, সুরভিগন্ধি »।

« ই » (২) [ইচ্] : সমাসান্ত—« কেশাকেশি »।

« ই » (৩) [ইঞ্] : « দাশরথি, সৌমিত্রি »।

[১৬] « ইক » (১) [ষ্ঠন্] : « কুসীদিক »।

« ইক » (২) [ঞিঠ] : « কাশিক, বৈদিক ; পারমার্থিক মৌখিক, ধার্মিক, যৌগিক, বৈয়ক্তিক (< ব্যক্তি) »।

« ইক » (৩) [ঠঞ্, ঠন্] : « মাসিক, বাৎসরিক, দৈনিক, নাবিক, মাহারাজিক, চৈনিক (< চীন), সৈনিক, নৈতিক, ঔদরিক, পারিপার্শ্বিক »।

আধুনিক কালে, বিদেশী শব্দ হইতে—« ঐস্লামিক (< ইস্‌লাম), সাহরিক (সহর বা শহর—রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, 'নাগরিক' শব্দের অনুকরণে) »।

[১৭] « ইন্‌-(ঈ) » [ইনি] : « তপস্বী, সাক্ষী, গুণী, ধনী, সুখী, হস্তী, পুষ্করিণী »।

[১৮] « ইম » [ডিমচ্‌] : « অগ্রিম, পশ্চিম, আদিম »।

[১৯] « ইমন্‌ (-ইমা) » [ইমনিচ্‌] : « ভূমা, গরিমা, নীলিমা »।

[২০] « ইয » [ঘ] : « ক্ষত্রিয়, রাষ্ট্রিয় »।

[২১] « ইল » [ইলচ্‌] : « পিচ্ছিল, ফেনিল, পঙ্কিল »।

[২২] « ইষ্ঠ » [ইষ্ঠন্‌] : « গরিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বলিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, ভূয়িষ্ঠ »।

[২৩] « ঈ » (১) [ঙীপ্‌, ঙীষ্‌] : স্ত্রী-প্রত্যয় : « দেবী, কর্ত্রী, ব্রাহ্মণী, রজকী »।

« ঈ » [ঙীন্‌] : « পুত্রী, শার্ঙ্গরবী, গৌতমী ; নারী (নর-শব্দের স্বরের বৃদ্ধি) »।

[২৪] « ঈ » [চ্বি] : অভূত-তদ্‌ভবার্থে, অর্থাৎ 'আগে ছিল না, পরে হইয়াছে' এই অর্থে, « অঙ্গীকার, স্বী-কার, সমী-করণ, হ্রস্বী-করণ, দীর্ঘী-করণ » ইত্যাদি।

[২৫] « ঈন » (১) [খ] : « কুল>কুলীন ; সর্বজনীন, বিশ্বজনীন »।

« ঈন » (২) [খঞ্‌] : « সার্বজনীন. বৈশ্বজনীন »।

[২৬] « ঈয় » [ছ] : « পরকীয়, রাজকীয়, রাষ্ট্রীয় »। বিদেশী শব্দে, « রুষীয়, ঈরানীয়, পোলীয়, চীনীয়, ইটালীয়, নরউইজীয় »।

[২৭] « ঈয়স্‌ (ঈয়ান্‌, স্ত্রীলিঙ্গে ঈয়সী) » [ঈয়সুন্‌] : « গরীয়ান্‌, লঘীয়ান্‌, বলীয়ান্‌, জ্যায়ান্‌ »।

[২৮] « উক » [উকঞ্‌] : « কার্মুক »।

[২৯] « উর » [উরচ্‌] : « দন্তুর, মেদুর »।

[৩০] « এয় » (১) [ঢক্‌] : অপত্যার্থে—« গাঙ্গেয়, বৈনতেয়, কৌন্তেয় »।

« এয় » (২) [ঢ্‌ক] : « গাধেয়, আগ্নেয়, বৈমাত্রেয়, ভাগিনেয় »।

[৩১] « ক » [কন্]—স্বার্থে, হ্রস্বার্থে, নিন্দার্থে : « পঞ্চক, শূদ্রক, পুত্রক »।

[৩২] « কল্প » [কল্পপ্] : ঈষদর্থে : « আচার্য্য-কল্প, গুরু-কল্প, অনুজ-কল্প, অগ্রজ-কল্প »।

[৩৩] « মিন্ » [গ্মিনি] : « বাক্—বাগ্মী »।

[৩৪] « চুঞ্চু » [চুঞ্চুপ্] : « বিদ্যাচুঞ্চু, অস্ত্রচুঞ্চু »।

[৩৫] « তন » [ট্যু, ট্যুল্] : « পুরাতন, সনাতন, অধুনাতন, চিরন্তন »।

[৩৬] « তম » (১) [তমট্] : ক্রম-সংখ্যা-প্রকাশার্থে : « বিংশতিতম, পঞ্চাশত্তম, একষষ্টিতম »।

« তম » (২) [তমপ্] : প্রকর্ষার্থে : « গোতম, গুরুতম, প্রিয়তম, দীর্ঘতম »।

[৩৭] « তয় » [তয়প্] : « চতুষ্টয়, দ্বিতয়, ত্রিতয় »।

[৩৮] « তর » [ষ্টরচ্] : « অশ্বতর, বৎসতরী (স্ত্রীলিঙ্গে ঈ) »।

[৩৯] « তস্ » (১) [তসি] : « সর্বতঃ, উভয়তঃ »।

« তস্ » (২) [তসিল্] : « অতঃ, ইতঃ, ততঃ »।

[৪০] « তা » [তল্] : ভাবার্থে—« সাধুতা, জনতা (জনসমূহ-অর্থে), বন্ধুতা, গ্রাম্যতা, সহায়তা, চঞ্চলতা বুদ্ধিহীনতা, বিলাসিতা, প্রতিযোগিতা » ; বাঙ্গালা শব্দে—« সততা (সন্ত > সত্ত > সত, সৎ + তা) »।

[৪১] « তিক, তিকা » [তিকন্] : « মৃত্তিকা »।

[৪২] « ত্য » (১) [ত্যপ্] : « তত্রত্য, অত্রত্য »।

« ত্য » (২) [ত্যক্] : « দাক্ষিণাত্য, পাশ্চাত্ত্য »।

[৪৩] « ত্যক » [ত্যকন্] : « উপত্যকা, অধিত্যকা »।

[৪৪] « ত্র » (১) [ত্রল্] : « যত্র, তত্র, কুত্র, সর্বত্র »।

« ত্র » (২) [ত্রন্] : « ছত্র »।

[৪৫] « ত্রিম » (কৃৎ-প্রত্যয় « ত্রি [= ক্ত্রি] » + তদ্ধিত « মপ্ ») : « কৃত্রিম »।

[৪৬] « ত্ব » : ভাবার্থে—« দ্বিত্ব, কবিত্ব, ণত্ব, ষত্ব, সত্ত্ব, তত্ত্ব, লঘুত্ব, গুরুত্ব, পশুত্ব, মনুষ্যত্ব, প্রাচীনত্ব »। বাঙ্গালা শব্দে—« (সন্ত > সত, সৎ+ঈ > সতী >) সতীত্ব, আমিত্ব, নোতুনত্ব, হিন্দুত্ব, মুসলমানত্ব »।

[৪৭] « থ » [থক্] : « চতুর্থ, ষষ্ঠ »।

[৪৮] « থা » [থাল্] : « যথা, তথা, সর্বথা »।

[৪৯] « দা » : « একদা, সদা »।

[৫০] « ধা » : « দ্বিধা, ত্রিধা »।

[৫১] « ন » [নঞ্] : « স্ত্রী > স্ত্রৈণ »।

[৫২] « ম » [মট্] : « পঞ্চম, সপ্তম, দশম »।

[৫৩] « মৎ (মান্, মতী) » [মতুপ্] : « মধুমান্, মতিমান্, শ্রীমান্, বুদ্ধিমান্ ; জ্ঞানবান্, যশস্বান্, লক্ষ্মীবান্ »।

[৫৪] « ময় » [ময়ট্] : « বাঙ্ময়, মৃন্ময়, অন্নময়, জলময়, গোময় »।

[৫৫] « য় » (১) [ণ্য] : « সাম্রাজ্য, পাণ্ড্য, কৌরব্য »।

« য় » (২) [ষ্যঞ্] : « চাতুর্বর্ণ্য, সৈন্য »।

« য় » (৩) [যক্] : « প্রাজাপত্য, পৌরোহিত্য »।

« য় » (৪) [যৎ] : ব্রাহ্মণ্য, মনুষ্য, গ্রাম্য, দিব্য, ন্যায্য »।

[৫৬] « র » : 'আছে', এই অর্থে—« শ্রীর, শিখর (শেখর), মধুর, ধূম্র »।

[৫৭] « ল » : অস্ত্যর্থে—« বৎসল, মাংসল »।

[৫৮] « বৎ » (১) [বতি] : তুল্যার্থে—« লোকবৎ, তদ্বৎ, দেববৎ, মনুষ্যবৎ »।

« বৎ » (২) [বতুপ্] : « যাবৎ, তাবৎ, এতাবৎ, কিয়ৎ, ইয়ৎ »।

[৫৯] « বল » [বলচ্] : « শাদ্বল, কৃষীবল (= কৃষক) »।

[৬০] « বিধ » [বিধল্] : « নানাবিধ, বহুবিধ »।

[৬১] « ব্য » (১) [ব্যৎ] : « পিতৃব্য »।

« ব্য » (২) [ব্যন্] : « ভ্রাতৃব্য »।

[৬২] « শ » : « রোমশ, লোমশ, কর্কশ » ।

[৬৩] « শঃ » : « বহুশঃ, প্রায়শঃ, ক্রমশঃ » ।

[৬৪] « সাৎ » [সাত্তি] : « পাত্রসাৎ, অগ্নিসাৎ, আত্মসাৎ » ।

তদ্ধিত-রূপে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় তদ্ধিতের মত ব্যবহৃত হয় ; যথা—

[১] « জাত »—« গৃহ-জাত » = 'গৃহে উৎপন্ন' ; « পকেট-জাত, অভিধান-জাত » = 'রক্ষিত' অর্থে। (« দ্রব্য-জাত »—এখানে « জাত » শব্দ, সমূহ-অর্থে প্রযুক্ত—ফারসী «-জাৎ» -প্রত্যয়, যথা—« মেওয়াজাৎ » = 'ফলসমূহ, বিভিন্ন প্রকারের ফল',—ইহার সহিত সম্পৃক্ত নহে)।

[২] « শুদ্ধ »—« আমি-শুদ্ধ, সে-শ্রদ্ধ সাজ-শুদ্ধ, ঢাকী-শুদ্ধ বিসর্জন » ।

[৩] « সহ »—« কাপড় সহ » ।

[৪] « স্থ »—« লেন-স্থ, বহুবাজার-স্থ, লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা » ।

বিদেশী তদ্ধিত

বাঙ্গালায় আগত বিদেশী শব্দে (যথা, ফারসী শব্দে) সেই ভাষার তদ্ধিত পাওয়া যায়। অনেকগুলি বিদেশী শব্দে একই তদ্ধিত পাওয়া গেলে, সেই তদ্ধিতের অর্থটা সুপরিস্ফুট হইয়া থাকে, সাধারণ অশিক্ষিত জনও সেই তদ্ধিতের বিশেষ অর্থ অনুমান করিয়া লইতে সমর্থ হয়। পরে সেই তদ্ধিত, ভাষার নিজস্ব শব্দেও যুক্ত হয়, এবং ইহা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। কতকগুলি ফারসী তদ্ধিত-প্রত্যয় এইরূপে বাঙ্গালায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। সমাসাগত কতকগুলি শব্দও এইরূপে তদ্ধিতের আকারে বাঙ্গালা ভাষায় আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

কোনও ভাষার নিজস্ব শব্দের সহিত বিদেশী ভাষা হইতে প্রাপ্ত তদ্ধিত-প্রত্যয় বা অন্য শব্দ যুক্ত হইলে, তদ্রূপ মিশ্র শব্দকে **সঙ্কর-শব্দ** (Hybrid Word বা Hybrid) বলে।

[১] « আন্, ওয়ান্ »—'তাহার আছে', এই অর্থে; যথা—« গাড়ী—গাড়োয়ান্; (দব্ = দ্বার)—দরওয়ান; কোচওয়ান্ (ইংরেজী coachman-এর সঙ্গে অনেকে এই শব্দকে সংযুক্ত করেন) »; স্বার্থে বা একই অর্থে: « বাগওয়ান = বাগ বা উদ্যানের কর্মী » হইতে « বাগান » শব্দ।

[২] « আনা (য়ানা) »—'অভ্যাস' বা 'শীল' অর্থে; প্রসারে « আনী, আনি »: « সাহেবীআনা; বাবুয়ানা, বাবুয়ানী; হিন্দুয়ানা, হিন্দুয়ানী, হিঁদুয়ানী; বিবিয়ানা, বিবীয়ানি; বড়-ঘরানা » ইত্যাদি।

[৩] « খানা »—'স্থান', 'দোকান' অর্থে: « কেতাবখানা, পিলখানা (= হাতীশাল), কবুতরখানা; শুঁড়ীখানা, মুদীখানা, ডাক্তারখানা, ছাপা-খানা; বৈঠকখানা »।

[৪] « খোর »—'যে সেবন করে' এই অর্থে: « চশমখোর, গাঁজাখোর, ঘুষখোর, আফিমখোর, চণ্ডুখোর, গুলিখোর »।

[৫] « গর »—'যে করে, অথবা গড়ে' এই অর্থে: « কারিগর, বাজিগর »।

[৬] « গিরি (গীরী) »—ব্যবসায় বা শীল অর্থে: « মুটিয়াগিরি, কেরানী-গিরি, বাবুগিরি, মুচিগিরি, পাণ্ডাগিরি, পণ্ডিতগিরি, রাজাগিরি »।

[৭] « চা, চী, চি »—আধার অর্থে; অথবা, ক্ষুদ্র অর্থে: « বাগিচা, নলিচা, নইচা, ধুনাচী, পাতম্চি বা পাতঞ্চি »। ব্যবসায়ী বা কর্মী অর্থে « চী »—« বাবুর্চী, মশালচী, খাজাঞ্চী, কলমচী (ব্যঙ্গার্থে) »।

[৮] « তর, তরো »—প্রকার অর্থে: « এমনতর, কেমনতর, যেমনতর, গুরুতর, বহুতর » (দ্রষ্টব্য—« তর-বেতর »)।

[৯] « দান, দানী »—আধার অর্থে: « কলমদান, আতরদান, শামাদান, পিকদানী, নস্যদান »।

[১০] « দার »—'ধারক' বা কর্তা অর্থে: « বাজনদার (প্রসারে বাজন-দারিয়া > চলিত-ভাষায় বাজন্দেরে, বাজুনদুরে'), চৌকীদার, চড়নদার, ফাঁড়ীদার, ছড়িদার, সমঝদার, অংশীদার, ভাগীদার, মজাদার, মজুমদার,

জোয়ার্দার, শুমার-দার > সমাদ্দার, জমীন-দার > জমীদার, চাক্‌লাদার, জমাদার, হাবিলদার, ওহদেদার > হুদ্দাদার ; খবরদার, খবরদারী »।

[১১] « নবিশ »—অর্থ, 'লেখক' : « নকল-নবিশ »। (ইংরেজী novice শব্দের প্রভাবে—« শিক্ষানবিশ »)। লেখা, পেশা বা ব্যবসায় অর্থে—« নবিশি » শব্দ প্রচলিত।

[১২] « বন্দ », প্রসারে « বন্দী » : 'বদ্ধ বা গৃহীত' অর্থে : « পেঁটরা-বন্দী, বাক্স-বন্দী, চিঠা-বন্দী ; বাঘবন্দী খেলা »।

[১৩] « বাজ »—'অভ্যস্ত' এই অর্থে ; প্রসারে, শীল-অর্থে « বাজী » : « ধড়ীবাজ, ধোঁখাবাজ, চালবাজ ; গলাবাজী, ফেরেববাজী »।

[১৪] « সহি, সই [< শহীহ্] »—যোগ্য বা উপযুক্ত অর্থে : « মানান্-সহি, প্রমাণসহি, মাপসই, দশাসই, টেঁকসই, চলনসই, লাগসই »।

'দেশ' অর্থে, ফারসী « অস্তান, ইস্তান, সিতান, স্তান » শব্দ, বাঙ্গালায় ইহার সংস্কৃত প্রতিরূপ « স্থান »-এ রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে : « হিন্দুস্তান—হিন্দু-স্থান ; তদ্রূপ—আফগানিস্থান, তুর্কীস্থান, বেলুচীস্থান, সীস্থান, বাল্‌তীস্থান ; রাজস্থান »। ফারসী « মনন্ » বাঙ্গালায় « মন্ত »-প্রত্যয়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে : « দৌলতমন্ত, আক্কেলমন্ত » তুলনীয়, শুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দ « শ্রীমন্ত, পয়মন্ত »)।

উপসর্গ

কতকগুলি অব্যয়-পদ আছে, যেগুলিতে কোনও প্রত্যয় যুক্ত হয় না, সেগুলি কেবল অন্য ধাতুর বা শব্দের পূর্বে বসিয়া তাহাদের অর্থের বিশিষ্টতা সম্পাদন করে। এইরূপ অব্যয়-পদকে **উপসর্গ** বলে। ধাতু-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন সংস্কৃত শব্দে এই সকল সংস্কৃত উপসর্গ আইসে। সংস্কৃত উপসর্গের তালিকা পরে প্রদত্ত হইল।

খাঁটী বাঙ্গালার স্বকীয় (অর্থাৎ প্রাকৃত-জ) উপসর্গ অতি অল্প। এই উপসর্গগুলিকে বাঙ্গালা ভাষার « শব্দের আদিতে অবস্থিত প্রত্যয় » বলা চলে।

[১] বাঙ্গালা উপসর্গ—

(১) « আ-, অনা- অ- »—'না' অর্থে, অথবা মন্দ অর্থে: « আলুনি, আধোয়া, আকাঁড়া, আবুদ্ধিয়া ; আবেলা, অবেলা ; অজানা, আজান ('আজান গাছ' = অজ্ঞাত বিদেশী বৃক্ষ) ; অনামা ; অবনতি, অবনিবনা ; অশুধ (= অশুদ্ধ, কলিকাতা অঞ্চলে [ওষুধ] রূপে উচ্চারিত); অবিয়ত (= অবিবাহিত); আঘাট ; অহিন্দু, অমুসলমান ; অহিসাবী, অখুশী ; অনামুখ ; অনাসৃষ্টি বা অনাছিষ্টি »।

(২) « আ-, অ- »—প্রকৃষ্ট অর্থে, স্বার্থে, সাদৃশ্যার্থে: « অঘোর (= ঘোর) নিদ্রা, আকাঠ (= কাঠের মত), আভাজা ; আরঙ্গা বা অরঙ্গ (= রঙ্গীন) »

(৩) « কু- »—নিন্দনীয় অর্থে: « কুকাজ, কুনজর, কুদিন, কুচাল, কুরেচ্ছা »।

(৪) « দর- »—অল্প বা ঈষৎ অর্থে: « দর-কাঁচা, দর-পাকা, দর-পোক্ত (= অর্ধ-পক্ক) »।

(৫) « নি-, নির্-, নিশ্- »—'না' অর্থে: « নিখুঁত, নিখোঁজ, নিদয়, নিভরসা, নিলাজ, নিরাম নিরাবণ, নিকরুণ, নির্জোশ (= খাঁটী, 'জোশ' অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্য-বিহীন ; 'নির্যাস' রূপে বহুশঃ বানান করা হয়) ; 'নিশ্ছিপি বোতল' »।

(৬) « পাতি- »—ক্ষুদ্র অর্থে: « পাতি-হুয়া বা পাতকো, পাতি-ভাঁড়, পাতি-হাঁস, পাতি-কাক, পাতি-মৌড় (বা পাত-মৌড়) » ইত্যাদি।

(৭) « বি-, বে- »—'না' অর্থে, নিন্দার্থে: « বিজোড়, বিভুঁই, বিকাল, বে-টাইম, বে-হেড »।

(৮) « ভর-, ভরা- »—পূর্ণ অর্থে: « ভর-সাঁঝ, ভর-দিন, ভর-পেট, ভর- বা ভরা- যৌবন »।

(৯) « **স-** »—সহিত অর্থে: « সকাল, সজোরে স-বুট পদাঘাত, সতৃষ্ণ দৃষ্টি »; স্বার্থে: « সক্ষম, সঠিক »।

(১০) « **সু-** »—প্রশস্ত অর্থে: « সুজন, সুছাঁদ, সুমন, সুডোল, সুদিন, সুনাম, সুখবর, সুনজর »।

(১১) « **হা-** »—হতার্থে বা বিগতার্থে: « হাপুত; হাঘরিয়া, হাঘ'রে; হাভাতিয়া, হাভাতে' »।

[২] সংস্কৃত উপসর্গ—

(১) « **অতি** »—'অতিক্রমণ, অতিরিক্ত, অতিক্রান্ত' ইত্যাদি অর্থে: « অতিশয়, অতীত, অত্যাচার, অতিবৃষ্টি, অতিভক্তি »। (এই উপসর্গটী বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপেও বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়; যথা—« কোনও কিছুর অতি ভাল নহে; তাহার অতি বাড় বাড়িয়াছে »)।

(২) « **অধি** »—'উপরে, অথবা মধ্যে' অর্থে: « অধিকার, অধিগত, অধিপতি, অধীশ্বর, অধিবাসী »।

(৩) « **অনু** »—'পরে, বা কোনও কিছুর দিকে', এই অর্থে: « অনুগত, অনুলিখন (=নকল), অনুবাদ, অনুনয়, অনুরোধ, অনুজ »।

(৪) « **অন্তর্, অন্তঃ** »—'মধ্যে বা ভিতরে' অর্থে: « অন্তর্গত, অন্তর্ধান, অন্তর্জলী, অন্তঃপুর, অন্তঃসলিলা »। (« অন্তর্ » শব্দ « অন্তর » রূপে বিশেষ্যবৎ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়।)

(৫) « **অপ** »—'দূরে, মধ্য হইতে' অর্থে: « অপক্রান্ত, অপগত, অপমান, অপভ্রষ্ট; অপশ্রুতি »।

(৬) « **অপি** »—'ভিতরে, উপরে, সন্নিকটে' অর্থে; « অপি » সংক্ষেপে « পি » রূপে সংস্কৃতে মিলে: « পিনদ্ধ, অপিনিধান; অপিনিহিতি »।

(৭) « **অভি** »—'প্রতি, উপরে, দিকে, চতুর্দিকে' অর্থে: « অভিভাষণ, অভিসন্ধি, অভিভূত, অভিমান, অভিশ্রুতি, অভিনিবেশ, অভিব্যক্তি »।

(৮) « **অব** »—'নিম্নে বা নিম্নদিকে', এই অর্থে : « অবগাহন, অবমান, অবরোধ, অবনমন, অবনয়ন »।

(৯) « **আ** »—'প্রতি, উপরে, ঈষৎ অথবা সম্যক্' অর্থে : « আগমন, আয়াস, আক্রমণ, আস্থা, আভাস, আহ্লাদ »।

(১০) « **উদ্** »—'উপরে, উপরের দিকে, বাহিরে' : « উদ্‌গ্রীব, উদ্বোধন, উদ্দাম, উদ্দেশ, উদ্ধার, উদয় »।

(১১) « **উপ** »—'দিকে, প্রতি, সন্নিকটে' : « উপবেশন, উপস্থিত, উপকার, উপহার, উপনিবেশ »।

(১২) « **দুঃ, দুর্, দুষ্** »—'মন্দ বা কু' অর্থে : « দুঃশীল, দুঃস্থ বা দুস্থ, দুরদৃষ্ট, দুর্গত, দুর্নাম, দুষ্প্রাপ্য, দুর্মনাঃ »।

(১৩) « **নি** »—'নিম্নে, ভিতরে, মধ্যে, পূর্ণরূপে' : « নিপাত, নিকৃষ্ট, নিবাস, নিপীড়িত, নিস্বন »।

(১৪) « **নিঃ** (নির্, নিষ্) »—'বহির্গত', বা 'নাই' অর্থেঃ « নির্ধন, নিষ্করুণ, নিঃসন্দেহ, নির্দ্বন্দ্ব, নির্মথিত, নির্বিকল্প, নিরপরাধ, নিরাবরণ, নিরাভরণ »।

(১৫) « **পরা** »—'দূরে, বাহিরে', অর্থেঃ « পরাজিত, পরাভব, পরাবর্তিত »। (« পরাকাষ্ঠা » শব্দ কিন্তু বস্তুতঃ « পরা কাষ্ঠা », সমাসে « পরকাষ্ঠা », অর্থাৎ 'চরম সীমা'; কিন্তু বাঙ্গালায় এই দুইটী পদ মিলিত হইয়া একপদ-রূপে প্রযুক্ত হয়।)

(১৬) « **পরি** »—'চতুর্দিকে, অথবা ব্যাপক-ভাবে', এই অর্থেঃ « পরিক্রমা, পরিচালনা, পরিভ্রমণ, পরিবেষ্টন, পরিপ্রশ্ন, পরিবেষণ »।

(১৭) « **প্র** »—'সম্মুখে, পুরতঃ, শ্রেষ্ঠ' : « প্রগতি, প্রণাম, প্রকৃষ্ট, প্রয়োগ, প্রভাব, প্রতাপ »।

(১৮) « **প্রতি** »—'বিপরীত ভাবে, বিরুদ্ধে, প্রত্যুত্তরে' : « প্রতিদান ; প্রতিষেধক ; প্রতিরোধ ; প্রতিশব্দ (= synonym, equivalent word),

(শব্দ প্রভৃতির) প্রতিরূপ (= equivalent cognate form); প্রত্যক্ষর, প্রতিবর্ণ (= transliteration), প্রতিবাদ, প্রতিনৈতিক, প্রতিনমস্কার, »।

(১৯) « বি »—'বিদূরে, বিশ্লিষ্ট, বাহিরে' : « বিগত, বিনয়, বিহিত, বিধান, বিবরণ, বিচার, বিহার »।

(২০) « সম্, স »—'সহিত বা একত্র' অর্থে : « সংলাপ, সংবাদ, সঙ্গতি, সংহতি, সন্ধান, সম্মোহন »।

(২১) « সু »—'মঙ্গল, ভদ্র, উৎকৃষ্ট বা উৎকর্ষ' অর্থে : « সুবিচার, সুজাতা, সুচিন্তিত, সুদৃঢ়, সুমনাঃ বা সুমনস্ » ইত্যাদি।

পর-পর একাধিক উপসর্গ একই শব্দে বসিতে পারে; যথা—« অভ্যুদয়, দুঃসংবাদ, দুরপনেয়, প্রত্যুপকার, অত্যাচার, অধ্যবসায়, প্রত্যুত্তর, প্রণিপাত অভিনিবেশ, নিঃসঙ্কোচ, সম্প্রদান, সুসংস্কৃত, পরিব্যাপ্তি, অত্যুৎকৃষ্ট » ইত্যাদি। খাঁটি বাঙ্গালা ও বিদেশী উপসর্গ কিন্তু একই শব্দে একটীর বেশী ব্যবহৃত হয় না।

উপসর্গের মত আরও কতকগুলি অব্যয় আছে, এগুলিও ধাতুর সহিত যথেষ্ট-রূপে ব্যবহৃত হয়। এগুলিকে **গতি** বলে : যথা—

(১) « আবিঃ »—দৃষ্টিগোচরে, বাহিরে : « আবির্ভাব, আবিষ্কার »।

(২) « তিরঃ »—বাঁকা, আড়াআড়ি ভাবে, বা অদৃশ্য হওন : « তিরস্কার, তিরোভাব, তিরোধান »।

(৩) « পুরঃ »—সমক্ষে, সামনে : « পুরস্কার, পুরোহিত, পুরোধাঃ »।

(৪) « প্রাদুঃ »—দৃষ্টিগোচরে : « প্রাদুর্ভাব »।

(৫) « বহিঃ »—বাহিরে : « বহিষ্কার, বহির্ভারত, বহির্জগৎ, বহিরঙ্গ »।

(৬) « অলম্ »—সম্যক্-রূপে : « অলঙ্কার »।

(৭) « সাক্ষাৎ »—« সাক্ষাৎকার, সাক্ষাদ্দর্শন »।

[৩] বিদেশী উপসর্গ—

কতকগুলি ফারসী শব্দ ও অব্যয়, বাঙ্গালা শব্দে উপসর্গ বা আদ্যবস্থিত তদ্ধিত-রূপে ব্যবহৃত হয়; যথা

[১] « গর »—'না' অর্থে : « গর-মিল, গর-হাজির »।

[২] « দর »—নিম্নস্থ অর্থে : « দর-পত্তনী »।

[৩] « না »—নঞর্থে : « না-হক, না-লায়েক, না-পায়্যমানে, না-টক, না-মিষ্টি »।

[৪] « ফি (ফী) »—'প্রত্যেক' অর্থে : « ফি-লোক, ফি-জন, ফি-হাত, ফি-দিন »।

[৫] « বদ্ »—নিন্দায় : « বদ্‌লোক, বদ্‌রোগী, বদ্‌মেজাজী, বদ্-রীত, বদ্-গন্ধ »।

[৬] « বে- »—'না' অর্থে, নিন্দনীয় অর্থে : (বাঙ্গালা ও সংস্কৃত « বি-» দ্রষ্টব্য) : « বেচাল, বে-রসিক, বে-হাত, বেনামী, বে-হেড, বে-টাইম, বে-ঘোরে, বে-মক্কা (<বে-মৌকা), বে-বন্দোবস্ত, বেবাক (<বে+বাকী='সমগ্র') »।

[৭] « হর »—'প্রত্যেক' বা 'সর্ব' অর্থে : « হর-বোলা, হর-দিন, হর-রোজ, হর-ঘড়ী »।

এতদতিরিক্ত দুই একটী ইংরেজী শব্দও উপসর্গবৎ ব্যবহৃত হয় ; যথা—

[১] « সব্, সাব্- (=sub-) »—অধীন অর্থে : « সব্-ডেপুটী, সব-রেজিষ্ট্রার, সব্-জজ্, সব-আপিস »। কেবল ইংরেজী শব্দেই ব্যবহৃত হয়।

[২] « হেড, হেড (=head) »—ঊর্ধ্বতন অর্থে : « হেড-মাষ্টার, হেড-ম্যান, হেড-পণ্ডিত, হেড-মৌলবী, হেড-আপিস, হেড-মুহুরী, হেড-চাপরাশি, হেড-জমাদার »।

অনুশীলনী

১। 'কৃৎপ্রত্যয়' কাহাকে বলে ? কৃৎপ্রত্যয়ের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ্য- এবং বিশেষণ-গঠনকারী কৃৎ, দৃষ্টান্ত-সহ বল।

২। 'তদ্ধিত' কাহাকে বলে। কতকগুলি বিশেষ্য- এবং বিশেষণ-গঠনকারী তদ্ধিত দৃষ্টান্ত-সহ বল। (C. U. 1942, 1943)

৩। ব্যুৎপত্তি বল, এবং কি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ হয় বল :—« নানি, দেনা, ঝরণা, ছাউনী, যাচাই, বানাই, ছোড়ান, চালান, ডুবুরী, প'ড়ো, নির্বাচক, দ্বিজ, বিজ্ঞাপন »।

৪। এক শব্দে পরিণত কর :—« রঙ্গ আছে যাহাতে ; হাতের সদৃশ ; দক্ষিণ হইতে আগত ; চাষ ইহার জীবিকা ; হাতড়ান যার অভ্যাস ; চাঁদের সদৃশ ; চৌকী দেয় যে ; পাতা যায় যাহা ; মনুর সন্তান ; কবির কার্য্য ; মাসে প্রকাশ হয় যে পত্রিকা ; বিজ্ঞান জানে যে ; পথের সম্বল ; বধের যোগ্য ; স্থপতির কার্য্য »।

৫। এই শব্দগুলি কিরূপে গঠিত হইয়াছে এবং কি কি অর্থে প্রযুক্ত হয় তাহা বল :—« ভাতা, হারামি, বাঙ্গালী, দেউল, পৌর, সভ্য, ব্রাহ্ম, বৈমানিক, সাংবাদিক, নিরস্ত্রীকরণ »।

৬। নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির প্রত্যেকটীর যোগে উদ্ভূত পাঁচটী করিয়া শব্দ লিখ :—

(ক) বাঙ্গালা প্রত্যয় ; ঈ, ইয়া, আটিয়া (টে), গিরি, আই, আমি, মি, অন্ত, আ।

(খ) সংস্কৃত প্রত্যয় : অ (ঘঞ্), অন (ল্যুট), অ (অচ্), তি (ক্তিন্), অক (বুন্), ইন্ (নির্ণি), তা (তৃ), অন (খচ্), তব্য, য (ণ্যৎ), ত (ক্ত), তা (তল্), ইক (ঞিঠ), ইত ঈয় (ছ), মান্ (মতুপ্), শঃ, মান (শানচ্)।

৭। 'উপসর্গ' কহাকে বলে ? উপসর্গ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হইয়া কি কি পরিবর্তন ঘটায়, দৃষ্টান্ত সহ তাহা দেখাও।

৮। বাঙ্গালা শব্দে ব্যবহৃত পাঁচটী বিদেশী উপসর্গের উদাহরণ দাও।

সমাস

(Compounds)

পরস্পরের সহিত অর্থ-সম্বন্ধ-যুক্ত একাধিক পদ, মিলিত হইয়া একটী পদে পরিণত হইলে, এই মিলনকে **সমাস** বলে। এই প্রকারের সমাস হইতে জাত শব্দ বা পদকে **সমস্ত-পদ** বলে। যে পদগুলির সমাস হয় তাহাদের প্রত্যেকটীকে **সমস্যমান পদ** বলে। সমস্যমান পদগুলির পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ যে বাক্যের সাহায্যে বিশ্লেষ করিয়া (অর্থাৎ 'সমাস ভাঙ্গিয়া') দেখানো হয়, সেই বাক্যকে **ব্যাস-বাক্য**, **বিগ্রহ-বাক্য** বা **সমাস-বাক্য** বলে; যেমন—« চাঁদ » ও « মুখ » এই দুই সমস্যমান পদ একত্র করিয়া সমস্ত-পদ « চাঁদ-মুখ » গঠিত হইল,—এই « চাঁদ-মুখ » পদের ব্যাস-বাক্য হইতেছে « চাঁদের মত মুখ », অথবা « চাঁদের মত মুখ যাহার »। সমাস-বদ্ধ হইলেও, যেখানে অন্বয়-জ্ঞাপক বিভক্তির লোপ হয় না, সেই সমাসকে **অলুক্-সমাস** বলে; যথা—« ঘোড়ার-গাড়ী, মামার-বাড়ী, মুখে-মধু, তালের-বড়া »; এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময়ে সমস্ত-পদ না বলিলেও চলে, যদিও শব্দ দুইটী একত্র বসিয়া সম্মিলিত-পদের ভাব প্রকাশ করে।

বাঙ্গালা ভাষায় সকল প্রকারের শব্দের পরস্পরের সহিত সংযোগ-দ্বারা সমস্ত-পদের সৃষ্টি হইতে পারে—কি প্রাকৃত-জ, কি দেশী, কি তৎসম, কি অর্ধ-তৎসম, কি বিদেশী। অনেকে শুদ্ধ সংস্কৃত

শব্দের সহিত অন্য শ্রেণীর শব্দের মিশ্রণ পছন্দ করেন না, এবং স্থলে-স্থলে বিভিন্ন শ্রেণীর পদের মধ্যে সমাস শ্রুতিকটু হয় বটে; এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর পদের সমাসকে ব্যঙ্গ করিয়া «মড়া-দাহ, শব-পোড়া» সমাস বা ভাষা বলা হয়। বাঙ্গালা সমাসের দৃষ্টান্তঃ «হাত-পা, ঠাকুর-বাড়ী» (প্রাকৃত-জ+প্রাকৃত-জ); «দো-ঠেঙা» (প্রাকৃত-জ+দেশী), «গোড়-মুড়» (দেশী+প্রাকৃত-জ); «ঢেঁকী-ছাঁটা» (দেশী+দেশী); «চাঁদ-মুখ (প্রাকৃত-জ+সংস্কৃত বা তৎসম); «শ্বশুর-বাড়ী» (তৎসম+প্রাকৃত-জ), «রাজ্য-চ্যুত» (তৎসম+তৎসম); «গিন্নী-মা» (অর্ধ-তৎসম+প্রাকৃত-জ), «গুরু-মশাই» (তৎসম+অর্ধতৎসম); «হাট-বাজার, বড়-লাট» (প্রাকৃত-জ+বিদেশী); «হেড-পণ্ডিত» (বিদেশী+তৎসম); «খাঁ-সাহেব, হেড-মাষ্টার» (বিদেশী+বিদেশী—ফারসী অথবা ইংরেজী, এক ভাষার), «লাট-বাহাদুর» (বিদেশী+বিদেশী—বিভিন্ন ভাষায়—ইংরেজী+ফারসী)।

বাঙ্গালার সাধারণতঃ দুইটীর বেশী শব্দ জুড়িয়া সমাস করা হয় না। আবার কতকগুলি সমাসের উত্তর বাঙ্গালায় একটী বিশ্লেষণ-বাচক প্রত্যয় আইসে (যথা—«ঈ, ইয়া»)। বহু সংস্কৃত সমস্ত-পদ বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়া গিয়াছে,—এই-সকল সংস্কৃত সমাসের সাধন, সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারেই হইয়াছে। সংস্কৃতের অতি প্রাচীন অবস্থা বৈদিক ভাষাতে, বাঙ্গালারই মতন, দুইটীর অধিক পদকে জুড়িয়া সমাস-গঠন করিবার রীতি ছিল না, কিন্তু সাধারণ সংস্কৃতে দুইয়ের অধিক পদ-যোগে সমাস প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। এইরূপ বহুপদময় সমাস বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ সাধু-ভাষায়, সংস্কৃত হইতে বহুল পরিমাণে আসিয়া গিয়াছে, এবং বহুশঃ এইরূপ নূতন সমাস সৃষ্টও হইতেছে; যথা—«বাত্যাহত-কদলী-ন্যায়; অসমাপিকা-ক্রিয়া-প্রকরণ; বঙ্গভাষা-প্রবেশিকা; গলিত-নখ-দন্ত; নিখিল-ভারত-রাজনৈতিক-মহাসম্মেলন; সকল-নীতিশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ; সেন-কমল-কুল-ভাস্কর; শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনী; ভুবন-মনোমোহিনী; নির্নিমেষ-নয়নে; জনগণ-মন-অধিনায়ক; অতীতগৌরব-বাহিনী; অস্তাচলচূড়াবলম্বী» ইত্যাদি।

সমাস মোটামুটী তিনটী প্রধান বিভাগে পড়ে—

[১] সংযোগ-মূলক বা দ্বন্দ্ব-সমাস:

(Copulative বা Collective Compunds)

এই প্রকার সমাসে সমস্যমান পদসমূহ-দ্বারা দুই বা তদধিক পদার্থের (বস্তুর বা ভাবের) সংযোগ বা সম্মিলন প্রকাশিত হয়। মিলিত পদগুলির মধ্যে কেহ কাহারও অধীন থাকে না।

[ক] **দ্বন্দ্ব-সমাস**।

[খ] বাঙ্গালার বিশিষ্ট দ্বন্দ্বস্থানীয় সমাস।

[২] ব্যাখ্যান-মূলক বা আশ্রয়-মূলক সমাস:

(Determinative Compounds)

এই প্রকারের সমাসে, প্রথম শব্দটী দ্বিতীয় শব্দটীকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়, কিংবা উহার বিশেষণ-রূপে বসে—তাহাকে যেন আশ্রয় করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যান-মূলক সমাস এই কয় প্রকারের—

[ক] **তৎপুরুষ**—উপপদ, অলুক্-তৎপুরুষ, নঞ্-তৎপুরুষ, প্রাদিসমাস, নিত্য-সমাস, অব্যয়ীভাব, সুপ্‌সুপা।

[খ] **কর্ম্মধারয়**—রূপক, উপমিত, উপমান, মধ্যপদলোপী।

[গ] **দ্বিগু**।

[৩] বর্ণনা-মূলক সমাস:

(Possessive, Relative বা Descriptive Compounds)

এইরূপ সমাসে সমস্যমান পদগুলি মিলিয়া যে অর্থ প্রকাশিত করে, উহার দ্বারা অপর কোনও পদার্থের বর্ণনা হয়। এইরূপ সমস্ত-পদ মূলতঃ বিশেষণ পর্য্যায়ের; এবং ব্যাখ্যান-মূলক সমস্ত বিশেষ্য-পদকে বিশেষণ করিলে, এই বর্ণনামূলক বিভাগের মধ্যে ফেলা যায়।

বর্ণনা-মূলক সমাস **বহুব্রীহি** নামে অভিহিত হয়। বহুব্রীহি চারি প্রকারের; যথা—ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, ব্যতিহার বহুব্রীহি (Reciprocal) এবং মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি।

[১] সংযোগ-মূলক সমাস

[ক] দ্বন্দ্ব-সমাস:

« দ্বন্দ্ব » শব্দের অর্থ 'জোড়া'। সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত দুই বা তদধিক পদের সমাস হইলে দ্বন্দ্ব-সমাস বলে। দ্বন্দ্ব-সমাসে সমস্যমান পদগুলির অর্থ সমান-ভাবে প্রধান থাকে, কেহ কাহারও অধীন হয় না।

এই সমাসে যে পদটী বানানে বা উচ্চারণে অপেক্ষাকৃত ছোট, সাধারণতঃ সেইটী প্রথমে বসে ; কিন্তু এই নিয়মের ব্যত্যয়ও দেখা যায়—যে পদটীর অর্থ অপেক্ষাকৃত গৌরব-বোধক বলিয়া বিবেচিত হয়, সে পদটী, অন্যটীর অপেক্ষা দীর্ঘ হইলেও, প্রথমে বসিতে পারে।

« ও, এবং, আর, তথা » ইত্যাদি সংযোগার্থক অব্যয়ের সাহায্যে, দ্বন্দ্ব-সমাসের ব্যাস করিতে হয়।

« মা ও বাপ = মা-বাপ ; বাপ ও মা = বাপ-মা ; মা- মেয়ে ; মা-বোন ; ভাই-বোন ; ছেলে-মেয়ে ; ঝী (= কন্যা) ও জামাই = ঝী-জামাই : শ্বশুর-জামাই ; শাশুড়ী-বউ ; বৌ-ঝী ; বৌ-বেটা, বেটা-বৌ ; হাত-পা ; হাত-মুখ ; দাল-ভাত ; দুধ-ভাত ; পথ-ঘাট ; কানা-খোঁড়া ; গাড়ী-ঘোড়া ; গাড়ী-পালকী ; মিঠা-কড়া ; কেনা-বেচা ; লেন-দেন ; রাত-দিন, দিন-রাত ; সকাল-সাঁঝ, সাঁঝ-সকাল ; ইট-কাঠ ; হাঁড়ী-কুঁড়ী (হাঁড়ী ও কুণ্ডী = 'বড পাত্র') ; লেপ-কাঁথা ; কাপড়-চোপড় (= বস্ত্র ও পেটিকা—চোপড় = 'বড চুপড়ী বা পেটাবী') ; মশা-মাছি ; মুড়ি-মুড়কি ; সন্দেশ-রসগোল্লা ; দুধ-দই, দুধ-ক্ষীর ; হাঁচি-টিকটিকি ; আজ-কাল ; রুই-কাতলা, কই-মাগুর ; গোরু-বাছুর, গাই-বলদ, ছাগল-ভেড়া ; দশ-বিশ, সাত-পাঁচ ; ভাল-মন্দ ; আসা-যাওয়া, আনা-গোনা (= আগমন-গমন) ; হয়-নয় »।

« দেব-দ্বিজ ; গুরু-পুরোহিত বা গুরু-পুরুত ; পিতা-মাতা, মাতা-পিতা ; স্বামি-স্ত্রী ; দাস-দাসী ; দিবা-রাত্র, দিবা-নিশি, অহর্নিশি ; রাজা-প্রজা ; দোল-দুর্গোৎসব ; লাভালাভ ; দীন-দুঃখী ; সদসৎ (সৎ-অসৎ) ; শত্রু-মিত্র ; গণ্য-মান্য ; ইতর-ভদ্র, ভদ্রেতর ; বাহ্যাভ্যন্তর ; ইষ্ট-কুটুম্ব, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, আত্মীয়-বন্ধু ; পাত্র-মিত্র ; চন্দ্র-সূর্য্য »।

« রাজা-উজীর, লাভ-লোকসান ; হাট-বাজার ; হাট-হদ্দ (হদ্দ = সীমা) ; ঝী-চাকর, বামুন-চাকর ; চুন-সুরখী ; বাক্স-পেঁটরা ; কোচমান-সহিস ; উকীল-ব্যারিষ্টার, উকীল-মোক্তার ; থানা-পুলিস ; রেল-স্টীমার (রেল-ইষ্টিমার) ; জজ-ম্যাজিষ্টর ; ডাক্তার-বৈদ্য ; আইন-কানুন ; কেতাব-পত্র ; রোজা-নামাজ ; বাদশা-বেগম ; লোক-লস্কর ; পাইক-পেয়াদা ; সেপাই-সান্ত্রী, খুন-খারাপী » ইত্যাদি।

সংস্কৃতের কতকগুলি বিশিষ্ট দ্বন্দ্ব-সমাসময় পদ—

সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত কতকগুলি দ্বন্দ্ব-সমাস-নিষ্পন্ন পদে, সংস্কৃত-ব্যাকরণানুযায়ী সন্ধি প্রভৃতির নিয়ম-অনুসারে একটু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

১। ঋ-কারান্ত শব্দ। সমান-গোত্রীয় হইলে, কিংবা « পুত্র » শব্দ পরে থাকিলে, ঋ-কারান্ত শব্দ যদি আগে আইসে, তাহা হইলে তাহাতে « ঋ » স্থানে « আ » হয় ; অন্যথা « ঋ »-ই থাকে ;

যথা—« মাতা (মাতৃ-শব্দ) ও পিতা (পিতৃ-শব্দ) = মাতা-পিতা (সমান-গোত্রীয়); মাতা ও পুত্র = মাতা-পুত্র; তদ্রূপ পিতা-পুত্র; মাতার পিতা = মাতৃ-পিতা; জামাতা এবং পুত্র = জামাতৃ-পুত্র (কিন্তু 'জামাতার পুত্র' অর্থে জামাতা-পুত্র); দাতা ও ভোক্তা = দাতৃ-ভোক্তা »। « পিতৃমাতৃহীন »—এই শব্দ বাঙ্গালায় 'যাহার পিতা ও মাতা নাই' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়; সংস্কৃত মতে এই অর্থ অশুদ্ধ—« পিতৃমাতৃহীন » শব্দের সংস্কৃত-ব্যাকরণ-সঙ্গত অর্থ, 'যাহার পিতার মাতা অর্থাৎ পিতামহী বা ঠাকুর-মা নাই'; 'মা ও বাপ যাহার নাই'—এই অর্থে শুদ্ধ সমাস, « মাতাপিতৃহীন »।

২। 'জায়া ও পতি'—এই অর্থে দ্বি-বচনান্ত « জায়াপতী » শব্দ স্বাভাবিক, কিন্তু « দম্পতী ও জম্পতী » শব্দদ্বয়, 'স্বামী ও স্ত্রী' অর্থে সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়; এবং বাঙ্গালায় « দম্পতী » শব্দ « দম্পতি »-রূপেও লিখিত হয়। « দ্যৌঃ (স্বর্গ) ও পৃথিবী = দ্যাবা-পৃথিবী; কুশ ও লব = কুশীলব; অহঃ + রাত্রি = অহোরাত্র »।

দুইয়ের অধিক পদের মিলনে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব-সমাস বাঙ্গালায় কিছু-কিছু পাওয়া যায়; যথা—« হাতী-ঘোড়া-গাড়ী-পাল্‌কী; পাইক-পেয়াদা-সিপাহী-সান্ত্রী; দুধ-দই-ক্ষীর-সর; ইট-কাঠ-চূন-সুরখী; হাত-পা-নাক-কান; বার-ব্রত-দোল-দুর্গোৎসব; তেল-নুন-লক্‌ড়ী »। সাধারণতঃ পৃথক্ শব্দ-রূপে, সমাস-বদ্ধ না করিয়া, এই প্রকারের দ্বন্দ্ব-সমাস লিখিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু বহুপদময় দ্বন্দ্ব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় এরূপ শব্দ সাধুভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে মিলে; যথা—« রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ; কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ-মাৎসর্য্য; দেবাসুর-গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষঃ; রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন » ইত্যাদি।

[খ] অলুক-দ্বন্দ্ব—

বাঙ্গালা বিভক্তি-যুক্ত পদের দ্বন্দ্ব প্রচুর; এগুলিকে 'বাঙ্গালার 'অলুক্-দ্বন্দ্ব' বলা যায়; যথা—« আগে-পাছে বা পিছে; বুকে-পিঠে; হাতে-পায়ে; পথে-ঘাটে, গোঠে-মাঠে, হাটে-বাটে; জলে-কাদায়; দুধে-ভাতে; ঝোপে-ঝাড়ে, বনে-বাদাড়ে; হাতে-ভাতে; ঠারে-ঠোরে « ইত্যাদি।

[গ] 'ইত্যাদি' অর্থে দ্বন্দ্ব-সমাস—

সহচর বা তদ্রূপ শব্দের সহিত সমাস-দ্বারা, **অনুরূপ বস্তু** এই ভাব-প্রকাশের জন্য, একপ্রকারের দ্বন্দ্ব-সমাস বাঙ্গলায় প্রচলিত আছে; যথা—

সহচর-শব্দের সহিত সমাস—« জন-মানব, ছেলে-ছোকরা, গা-গতর, চুরি-চামারি »।

অনুচর-শব্দের সহিত সমাস—« কাপড়-চোপড়, আলাপ-সালাপ, দোকান-পাট, হাঁড়ী-কুঁড়ী, সন্ধান-সুলুখ, খাল-বিল, চুনা-পুঁটি »।

প্রতিচর-শব্দের সহিত সমাস—« দিন-রাত, রাজা-উজির, মেয়ে-পুরুষ, বামুন-বষ্টম, গুরু-শিষ্য, পীর-মুরিদ, বিকি-কিনি, হিন্দু-মুসলমান, জজ-ব্যারিষ্টার »।

বিকার-শব্দের সহিত—« ঠাকুর-ঠুকুর, ফঁকি-ফুঁকি, জারি-জুরি, দোকান-দাকান »।

অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক-শব্দের সহিত—« বাসন-কোসন, চাকর-বাকর, তেল-টেল, হাতী-টাতী, কাজ-কাজ আশ-পাশ, উলট-পালট »।

[ঘ] **সমার্থক দ্বন্দ্ব**—

কতকগুলি দ্বন্দ্ব-সমাসে সমার্থক এক বা বিভিন্ন ভাষার পদ পাওয়া যায়—বহু স্থলে এইরূপ দ্বন্দ্ব-সমাস-দ্বারা বিভিন্ন বস্তুর সংযোগ না বুঝাইয়া, 'অনুরূপ বস্তুর সমষ্টি' বুঝায়, যথা—« কাগজ-পত্র » —ফারসী « কাগজ » + সংস্কৃত « পত্র », অর্থ—'কোনও বিশেষ বিষয়-সম্পৃক্ত দলিল প্রভৃতি, documents'; « রাজা-বাদশা »—'রাজা-শ্রেণীর ব্যক্তি-সমূহ'; « ডাক্তার-বৈদ্য »—'বিভিন্ন প্রকারের চিকিৎসকসমূহ', « ঠাট্টা-মস্করা »—'রসিকতার কথা'; « ভাগ-বাটোয়ারা »; ইত্যাদি। এই প্রকার দ্বন্দ্বকে **সমার্থক দ্বন্দ্ব** বলা চলে।

[২] ব্যাখ্যান-মূলক বা আশ্রয়-মূলক সমাস

এই বিভাগের সমাসগুলিকে তিনটী শ্রেণীতে ফেলা যায়; যথা—

[ক] **তৎপুরুষ**; [খ] **কর্মধারয়**; [গ] **দ্বিগু**।

[ক] **তৎপুরুষ**

যে সমাসে দ্বিতীয় পদটী প্রথম পদের লুপ্ত কারকের হেতু স্বরূপ, তাহাকে **তৎপুরুষ** সমাস বলে। ইহাতে পরস্পরের সহিত অন্বিত দুইটী পদ থাকে; দুইটীই বিশেষ্য পদ হইতে পারে, তন্মধ্যে প্রথমটী দ্বিতীয়টীর অর্থকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়। দ্বিতীয় পদটীর অর্থই প্রধান অর্থ হইয়া থাকে; যথা—« সাহায্য-প্রাপ্ত (কর্ম), মন-গড়া (করণ), ঘী-ভাত, জল-সাগু (যোগ), বুদ্ধি-হীন

(অভাব), ব্রাহ্মণোৎসৃষ্ট (সম্প্রদান), জীয়ন-কাঠি (জন্য), অতিথি-শালা (নিমিত্ত), বিলাত-ফেরত, পদচ্যুত (অপাদান), ঠাকুর-ঘর (সম্বন্ধ), ব্রাহ্মণগণ (সমূহ), গাছ-পাকা (অধিকরণ) »। ব্যাস-বাক্যে বিশ্লেষ করিতে হইলে, প্রথম পদটীতে কর্ম, করণ প্রভৃতি বিভিন্ন কারকের বিভক্তি যোগ করিতে হয়; যথা—« সাহায্যকে প্রাপ্ত (কর্ম-কারক—দ্বিতীয়া বিভক্তি), মনের দ্বারা গড়া (করণ-কারক—তৃতীয়া বিভক্তি), পদ হইতে চ্যুত (অপাদান-কারক—পঞ্চমী), ঠাকুরের ঘর (সম্বন্ধ—ষষ্ঠী), গাছে পাকা (অধিকরণ—সপ্তমী) »।

« তৎপুরুষ » শব্দের অর্থ—'তাহার সম্পর্কীয় পুরুষ'; এই সমস্ত-পদটীকে, অনুরূপ সমস্ত-পদের প্রতীক- বা নাম-স্বরূপ ব্যবহার করা হয়। সংস্কৃত কর্তৃকারক ব্যতীত পাঁচটী কারক এবং 'সম্বন্ধ-পদ' আছে; এই ছয়টীর জন্য এক এক শ্রেণীর বিভক্তি নির্দিষ্ট আছে, তদনুসারে সংস্কৃতে তৎপুরুষ-সমাস, « দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ, তৃতীয়া-তৎপুরুষ, চতুর্থী-তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ, ষষ্ঠী-তৎপুরুষ ও সপ্তমী-তৎপুরুষ »—এই ছয় উপশ্রেণীতে পড়ে। ইহার বাঙ্গালায় অতিরিক্ত « প্রথমা-তৎপুরুষ » -ও ধরা যায়, যথা—

(১) **কর্তৃ-বাচক—প্রথমা-তৎপুরুষ**: « দাগ-লাগা (যথা—কাপড়ের এইখানটায় দাগ-লাগা); হাতী-কাঁদা (রাস্তা—যে রাস্তায় চলিতে হাতীও কাঁদে); বাজ-পড়া, ঘর-চাপা (যথা—বাজ-পড়ায় ও ঘর-চাপায় চারজন লোক মারা গিয়াছে) »। (ষষ্ঠী-তৎপুরুষ-রূপেও এই শ্রেণীর তৎপুরুষের বিশ্লেষ করা চলে)।

(২) **কর্ম-বাচক—দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ**: « জল-খাওয়া (=জলপান ক্রিয়া); দুধ-দোহা; ভাত-রাঁধার হাঁড়ী; গা-ধোয়াতে অসুখ হইবে না; হাটে হাঁড়ী-ভাঙ্গা; ফুল-তোলা; মাথা-গোঁজা; চোখ-মটকানো; হাত-গোণা; গাঁট-কাটার (পকেট-মারার) অপরাধে শাস্তি হইয়াছে; ঘর-ধোয়া, বাসন-মাজা, জল-তোলা আর কাপড়-কাচার জন্য চাকর দরকার; নথ-নাড়া; উঠান-চষা; কাঠ-কাটা; রথ-দেখা, কলা-বেচা; ভুঁই-ফোঁড় » ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দ মিলিয়া দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ—« সাহায্য-প্রাপ্ত; বিস্ময়াপন্ন, খ্যাত্যাপন্ন; দেবাশ্রিত, দুর্গাশ্রিত; লোকাতীত; পাদানুধ্যাত; গৃহপ্রবিষ্ট; ধর্মসংক্রান্ত; তদ্গত »।

সমাসের প্রথম পদ, কাল-অথবা অবস্থা-জ্ঞাপক বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলে, সমস্ত-পদটী দ্বিতীয়া-তৎপুরুষের অধীনেই ধরা হয়; যথা—« চিরশত্রু, মাসাশৌচ, ক্ষণস্থায়ী, দ্রুতগামী,

ধীরগামী, দৃঢ়বদ্ধ, ঘন-সন্নিবিষ্ট, অর্ধজীবিত, নিমেষহত »। তদ্রূপ « নিম-খুন (=অর্ধহত), নিম-রাজী, নিম-দাগী, আধ-পাকা, আধ-খোলা »।

(৩) করণ-বাচক—তৃতীয়া-তৎপুরুষ : প্রথম পদের অন্বয়, করণ-, যোগ- অথবা অভাব-বাচক ; যথা—« মন-গড়া, হাত-গড়া, ঢেঁকি-ছাঁটা, কালি-মাখানো, হাত-তোলা, বাদুড়-চোষা, ঘী-ভাত, পাতা-ছাওয়া, দুধ-সাবু, ঝাঁটা-পেটা, পোয়া-কম, বুদ্ধি-হারা, মা-হারা, দিশা-হারা, মধু-মাখা, নুন-মাখা »।

সংস্কৃত শব্দ—« শ্রীযুত, শ্রীযুক্ত, গুণ-সম্পন্ন, পদ-দলিত, ঘর্মাক্ত, রক্তাক্ত, যষ্টি-তাড়িত, অসিচ্ছিন্ন, হস্ত-চালিত, শ্রম-লব্ধ, মোহান্ধ, শোকাকুল, সর্প-দষ্ট, কীট-দষ্ট, ছায়া-শীতল, বাতাহত, সখ্যলভ্য, বাগ্‌দত্তা, বিনয়াবনত, বিস্ময়বিহ্বল, ইচ্ছালব্ধ, মৎকৃত, রজ্জুবদ্ধ, গুণহীন, বুদ্ধিহীন, ক্রিয়াহীন, ক্ষমাহীন, বায়ুপূর্ণ, কণ্টকাকীর্ণ, জনশূন্য, বিবেক-রহিত, মাতৃহীন, ইন্দ্রিয়-বিকল, রোগ-পীড়িত » ইত্যাদি।

(৪) উদ্দেশ্য-বাচক—চতুর্থী-তৎপুরুষ : প্রথম পদের অন্বয়, নিমিত্ত- অথবা সম্প্রদান-অর্থে ; যথা—« জীয়ন-কাঠি, মরণ-কাঠি ; শোষ-কাগজ ; মড়া-কান্না ; বিয়ে-পাগলা ; ডাক-মাশুল, রেল-মাশুল ; ধান-জমী ; ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, পীরোত্তর (এই তিনটী শব্দে, 'নিষ্কর জমী' অর্থে, মূল সংস্কৃত শব্দ « ব্রহ্মত্র » হইতে 'উত্তর' এই নব-সৃষ্ট বাঙ্গালা পদটী বিদ্যমান) ; হিন্দু-স্কুল ; মাল-গুদাম ; বালিকা-বিদ্যালয় ; গো-ব্রাহ্মণ-হিত (=গো অর্থাৎ গৃহ-সম্পত্তি ও ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ধর্মোপদেষ্টা, ইহাদের অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে মঙ্গলকারী নারায়ণ) ; শিশু-বিভাগ যূপ-কাষ্ঠ ; দেবোৎসৃষ্ট ; দন্ত-কাষ্ঠ » ;

(৫) অপাদান-বাচক—পঞ্চমী-তৎপুরুষ : 'হইতে'—এই অর্থে, পূর্ব পদের সহিত অন্বয় হয় ; যথা—« ঘর-ছাড়া, গাঁ-ছাড়া, পাল-ছাড়া, ঘর-পালানো, আগা-গোড়া, থলিয়া (থ'লে)-ঝাড়া ; মিত্তির-জা বা মিত্র-জা, ঘোষ-জা, দত্ত-জা »।

সংস্কৃত শব্দ—« পাশ-মুক্ত, অগ্নি-ভয়, চৌর-ভয়, স্বর্গ-ভ্রষ্ট, পদচ্যুত, পদ স্খলন, আদ্যন্ত, বিদেশাগত, বিপদুত্তীর্ণ, ভুক্তাবশেষ, তদ্ভিন্ন, তদ্ভব, গৃহ-নির্গত, দুগ্ধ-জাত ; স্নাতকোত্তর (=Post-graduate), যুদ্ধোত্তর (=Post-war) »।

মিশ্র পদ—« জেল-খালাস, বিলাত-ফেরত।

(৬) সম্বন্ধ-বাচক—ষষ্ঠী-তৎপুরুষ : সম্বন্ধ-দ্যোতক অন্বয়ে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ হয় ; যথা—« বামুন-পাড়া, ঠাকুর-বাড়ী, বড়তলা বা বটতলা, ধানক্ষেত, চাঁদপাল-ঘাট, টেঁক-ঘড়ি, হাত-ঘড়ি, বেগুন-বাড়ী, তালপাতা, মৌচাক, পুখুর-ঘাট, তালগাছ, বাঁদর-নাচ, ঠাকুরপো, ঠাকুরঝী » ইত্যাদি।

মিশ্র শব্দ—« জেল-দারোগা, জাহাজ-ঘাট, গোরা-বারিক, ফুল-বাগান, রাজা-বাজার, মৌলবী-,

বাজার, সাহেব-বাগান, চা-বাগান, হিন্দুস্থান, তুর্কীস্থান, খ্রীষ্ট-ধর্ম, রেল-কুলী, বিল-সরকার, গিনি-সোনা, পুলিস-সাহেব, পণ্ডিত-মহল, ইংলণ্ডেশ্বর, দিল্লীশ্বর »।

সংস্কৃত শব্দ—« গঙ্গাজল, গুরূপদেশ, রাজবংশ, রাজস্থান, যমলোক, সৎসঙ্গ, অতিথিসেবা, কাশী-নরেশ, মনোযোগ, শিশুগণ, ধনিগণ » ইত্যাদি। কতকগুলি অশুদ্ধ সংস্কৃত রূপও বাঙ্গালার চলে; যথা—« চক্ষুলজ্জা, জগবন্ধু »।

সংস্কৃত ভাষার বিশেষ নিয়মে স্পষ্ট ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস—

(ক) « সমূহ »-বাচক পদের যোগ যেখানে ঘটে, সেখানেও ষষ্ঠী-তৎপুরুষ হয়; যথা—« ধেনুকুল, বিদ্বজ্জন, পণ্ডিতগণ, রত্নরাজি, বৃক্ষসমূহ » ইত্যাদি। সংস্কৃত-ভাষার শব্দের প্রথমার একবচনই বাঙ্গালা ভাষায় মূল-শব্দ-রূপে গৃহীত হয়, কিন্তু সংস্কৃত-ভাষায় সমাসে সেই সকল শব্দের প্রাতিপদিক বা বিভক্তি-হীন রূপই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃত নিয়মে সমাস করিতে গেলে, সেই হেতু প্রাতিপদিকের রূপ ধরিয়া করিতে হয়; যথা—« রাজন্ » শব্দ—প্রথমার একবচনে « রাজা », প্রাতিপদিক রূপ « রাজ »: « রাজা+গণ »=« রাজা-গণ », বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি-অনুসারে সমর্থিত হইতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত নিয়ম-অনুসারে « রাজগণ » হওয়া উচিত; তদ্রূপ « ধনিগণ (« ধনিন্ » শব্দ— প্রাতিপদিক রূপ « ধনি », প্রথমার একবচনে « ধনী »), « যুব-সমূহ » (বাঙ্গালা রীতিতে « যুবা-সকল »); « ভ্রাতৃসম » (বাঙ্গালা রীতিতে « ভ্রাতা-সম »); « দাতৃ-গণ, শ্রোতৃগণ » (« দাতা-গণ, শ্রোতা-গণ »—বাঙ্গালা রীতিতে); ভ্রাতৃচতুষ্টয় » (কিন্তু বাঙ্গালা রীতিতে « ভ্রাতা বা ভাই চারজন »), « মাতৃস্নেহ » (বাঙ্গালা রীতিতে এই পদ অপ্রচলিত—« মাতা-স্নেহ » চলে না)।

এই প্রকার সমাসে, যেখানে তুইটী পদই সংস্কৃত-ভাষার, সেখানে শুদ্ধ সংস্কৃত রূপ ব্যবহার করা, বাঙ্গালার পক্ষে শিষ্ট প্রয়োগ-সঙ্গত।

(খ) কতকগুলি শব্দে, স্ত্রীলিঙ্গের পরিবর্তে সেগুলির সাধারণ রূপই সমাসে ব্যবহৃত হয়; যথা—« মৃগশিশু ('মৃগীশিশু' নহে), ছাগদুগ্ধ, মেষশাবক, হংসাণ্ড, কুকুটাণ্ড »।

(গ) কতকগুলি বিশেষ সংস্কৃত সমস্ত-পদ লক্ষণীয়: « কালিদাস, দেবিদাস, ষষ্ঠিদাস, চণ্ডিদাস (বিকল্পে চণ্ডীদাস) »-এই কয়টী শব্দের দীর্ঘ « ঈ », হ্রস্ব হয়; « বিশ্বামিত্র »—ঋষি-বিশেষের নাম-অর্থে বৈদিক সমাস, এখানে « বিশ্ব » শব্দের পরে « আ » আইসে ('বিশেষ মিত্র' অর্থে 'বিশ্বমিত্র'); « বৃহস্পতি, বনস্পতি », এই তুই শব্দে, স-কারের আগম হয়; « ভ্রূকুটি », বিকল্পে « ভৃকুটি »; « রাজহংস, রাজপথ »—এখানে শ্রেষ্ঠার্থ-বোধক « রাজন্ »-শব্দের পূর্ব-নিপাত (« হংস-রাজ, পথরাজ » হওয়া উচিত ছিল); তদ্রূপ, « পূর্বরাত্র »।

(৭) **স্থান-কাল-বাচক—সপ্তমী-তৎপুরুষ** : পূর্বপদের অধিকরণ-কারকে অন্বয় হয় : যথা —« গাছ-পাকা, ঘর-বাস, ঝুড়ী-ভরতী, মাথা-ব্যথা, কোল-কুঁজা, সাঁঝ-ঘুমানী, পাড়া-বেড়ানী, ঘর-পোড়া, পুঁথি-গত, গোলা-ভরা ধান বাটা-ভরা পান, গাল-ভরা কথা », ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দ—« গৃহবাস, অরণ্যবাস, বন-জাত, জল-জাত, কাশীবাসী, কার্য্য-কুশল, রণ-ধীর, সদ্যোজাত, নরাধম, লোক-বিশ্রুত, আকাশ-বাণী আকাশগঙ্গা, বিশ্ববিখ্যাত, দক্ষিণাপথ, দক্ষিণামুখ, পুরুষোত্তম, জলমগ্ন, রথারূঢ়, অশ্বারূঢ়, দুষ্ক্রিয়াসক্ত « ইত্যাদি। « পূর্ব » শব্দের পর-নিপাত বা পরে আগমন হয় ; যথা—« শ্রুতপূর্ব, দৃষ্টপূর্ব, ভূতপূর্ব »।

মিশ্র-শব্দজাত-সমাস—« বাক্স-বন্দী, ইংরেজী-শিক্ষিত, পকেট-জাত, তালিকান্তর্গত, লিষ্টি-ভুক্ত »।

(৮) উপপদ-তৎপুরুষ।

সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়-যুক্ত পদের পূর্বে, উপসর্গ বসে, এবং অন্য শব্দও বসে। উপসর্গ ভিন্ন শব্দকে **উপপদ** বলে। এইরূপ উপপদের সহিত পরবর্তী পদের বিভিন্ন কারকের অন্বয় ধরিয়া সমাস হয় বলিয়া, এই সমাসকে **উপপদ-তৎপুরুষ** বলে। যেমন—« কুম্ভকার (কর্মের অন্বয়), বিহঙ্গম, আত্মম্ভরি, পঙ্কজ, মধুপ, ইন্দ্রজিৎ, দেবজিৎ, ব্রহ্মবিৎ, খেচর, মনসিজ, করদ, গৃহস্থ, স্বয়ম্ভু, ধনঞ্জয়, রিপুঞ্জয়, শত্রুঞ্জয় ; জলচর, ভূচর, হিতৈষী, গিরিশ, ('গিরৌ শেতে—গিরিতে যিনি অবস্থান করেন—শিব'), পাদপ, বিস্ময়কারী, সত্যবাদী, চিরস্থায়ী, স্বল্পভাষী, অলঙ্কার, স্বীকার » ইত্যাদি।

খাঁটী বাঙ্গালায় উপপদ পৃথক্ ভাবে ধরিবার প্রয়োজন নাই, কারণ « -আ » বা অন্য কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পদগুলি বাঙ্গালায় অন্য সাধারণ পদ-রূপেই ব্যবহৃত হয় ; তবে কতকগুলি বাঙ্গালা সমস্ত-পদকে উপপদ বলা যায়, কারণ কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত দ্বিতীয় অংশের শব্দ-হিসাবে পৃথক্ অস্তিত্ব নাই ; যথা—« মনোলোভা, বর্ণচোরা, বাজীকর, হালুইকর, কারুকর » ইত্যাদি।

(৯) **নঞ্-তৎপুরুষ** : 'না', 'নাই', অথবা 'নয়' অর্থে সংস্কৃতে একটী প্রত্যয় আছে, সেটীর নাম « নঞ্ » ; এই নঞ্-প্রত্যয়, শব্দের আদিতে বসে—ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে এই প্রত্যয় « অ- »-তে রূপান্তরিত হইয়া যায়, স্বরাদিক শব্দের পূর্বে « অন্- »-তে পরিবর্তিত হয় ; এবং কখনও-কখনও « ন »-রূপেও

এই প্রত্যয় মিলে। খাঁটী বাঙ্গালায় এই প্রত্যয়, « আ-, অ-, বা অনা- » রূপে মিলে।

নঞ-তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ--« অধর্ম অসাধু, অধীর, অস্থির, অসুখ, অকাতর, অকর্তব্য ; অনেক, অনাদর, অনভ্যাস, অনভিজ্ঞ, অনন্য ; নাতিদীর্ঘ, নপুংসক, নাতিশীতোষ্ণ, নাতিবৃহৎ » ইত্যাদি। তদ্রূপ, « আলুনি, আভাগিয়া বা অভাগিয়া, অমিল, অফুরন্ত, আরন্ধন বা অরন্ধন, অনাছিষ্টি (অনাসৃষ্টি), অনামুখ » ইত্যাদি।

(১০) **অলুক্-তৎপুরুষ**। সমাসে প্রথম পদের বিভক্তির লোপ হওয়াই নিয়ম, কিন্তু কোনও-কোনও স্থলে তাহা হয় না। সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ না হইলে, তাহাকে **অলুক্** বা **অলুক্-তৎপুরুষ** বলে ; যথা—বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অলুক্-তৎপুরুষ—« গায়ে-পড়া, মাথায়-পাগড়ী, পায়ে-পড়া, গায়ে-হলুদ, গোরুর-গাড়ী, মামার-বাড়ী, বানে-ভাসা, ছিপে-গাঁথা, হাতে-কাটা (সূতা), হাতে-গরম, পাথরের-বাটী » ইত্যাদি। সংস্কৃত অলুক্-সমাস—« পরস্মৈপদ, আত্মনেপদ, যুধিষ্ঠির, অন্তেবাসী, ভ্রাতুষ্পুত্র, মনসিজ, খেচর, পরাৎপর, সারাৎসার, বাচস্পতি » ইত্যাদি।

(১১) **প্রাদি-সমাস**। ইহা তৎপুরুষের রূপান্তর, এবং এক হিসাবে ইহাকে নিত্য সমাসের অন্তর্গত করা যায় (১২-সংখ্যক সমাস—নিম্নে দ্রষ্টব্য)। প্রথমে উপসর্গ ও পরে কৃদন্ত পদ-যোগে, এবং অব্যয়ের সহিত নামপদ-যোগে, প্রাদি-সমাস গঠিত হয়। যথা—« প্রভাত (প্র = প্রকৃতভাবে ভাত বা জ্যোতিঃ-যুক্ত), অভিমুখ, অনুতাপ (অনু = পশ্চাৎ + তাপ), সুপুরুষ (= সুদৃশ্য পুরুষ) অতি-প্রাকৃত, অতিমানব, অতিগিরি, স্বয়ংসিদ্ধ, উদ্বেল, উচ্ছৃঙ্খল, অধিজ্য, উন্নিদ্র » ইত্যাদি।

অব্যয়ীভাব-সমাস, প্রাদি-পর্য্যায়েই আইসে। সংস্কৃতে এইরূপ পদ, ক্রিয়ার-বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের প্রথম অংশে সাধারণতঃ অব্যয়-পদ থাকে ; যথা—« যথাশক্তি, যথাকাল, যথাসাধ্য, আজীবন, আকর্ণ, আকণ্ঠ, অনুক্ষণ, যথানাম, আবালবৃদ্ধবনিতা, প্রত্যূষ, অপরূপ, উপকূল, প্রত্যক্ষ »

ইত্যাদি। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অব্যয়ীভাব—« জনাকি, জন-কে-জন, মাঠ-কে-মাঠ, ঘর-পিছু, জন-প্রতি ; হর-রোজ, দিন-ভর, যা-পারি, ভর-পেট » ইত্যাদি।

অব্যয়ীভাব-সমাসান্ত পদ বাঙ্গালায় সামীপ্য, বীপ্সা ('পুনঃপুনঃ' অর্থে), অতিক্রম, পর্য্যন্ত, যোগ্যতা, অভাব, অথবা অধিকরণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়।

বহু স্থলে আবার দ্বিত্ব করিয়া বীপ্সা বা পৌনঃপুন্য অর্থ প্রকাশিত হয় ; যথা—« চলিতে-চলিতে, দেখিতে-দেখিতে, দিন-দিন ; চকিত-চকিত ; পিছু-পিছু ; পর-পর ; ঘর-ঘর ; প্রীত-প্রীত ; বছর-বছর ; গালাগালি ; বাড়ী-বাড়ী ; রাতারাতি » ইত্যাদি। (এরূপ স্থলে 'সমাস' না বলিয়া 'শব্দ-দ্বৈত' বলাও চলে।)

অব্যয়-যুক্ত বহু সমাস-সিদ্ধ পদ বাঙ্গালায় নাম-পদ-রূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে ; যথা—« উপদ্বীপ, দুর্ভিক্ষ, নির্বিঘ্ন, নিরামিষ, প্রত্যক্ষ (= দর্শন) » ইত্যাদি।

(১২) **নিত্য-সমাস**। যেখানে সমস্যমান পদগুলি পাশাপাশি অবস্থান-দ্বারাই সমাস হইয়া যায়, সেইরূপ ক্ষেত্রে সমাসকে **নিত্য-সমাস** বলে। অনেক সময়ে প্রথম অংশ প্রাতিপদিক-রূপেই থাকে ; যথা—« কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র ; ঈষৎ পিঙ্গল = আপিঙ্গল ; তাহা মাত্র (অর্থাৎ কেবল তাহা) = তন্মাত্র (তদেবমাত্রম্) ; চিন্মাত্র ; অন্যগ্রাম = গ্রামান্তর ; গৃহান্তর » প্রভৃতি। « নিভ, সন্নিভ, সঙ্কাশ » প্রভৃতি তুল্যার্থ-বোধক পদের সহিতও নিত্য-সমাস হয় ; যথা— « দুগ্ধফেন-নিভ, অনল-সঙ্কাশ, বজ্র-সন্নিভ» ইত্যাদি। (বাঙ্গালায় « মাত্র »-শব্দের পৃথক্ প্রয়োগ হয়, সংস্কৃতে তাহা হয় না ; কিন্তু « নিভ, সঙ্কাশ » ইত্যাদি শব্দ, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায়, স্বাধীন শব্দ-রূপে প্রচলিত নহে।)

(১৩) তৎপুরুষ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে এইরূপ আর এক প্রকার সমাস, পাণিনি-প্রমুখ সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ-কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে ; ইহার নাম **সহসুপা** বা **সুপ্‌সুপা**। « সুপ্‌সুপা, সহসুপা » অর্থে, সুপ অর্থাৎ বিভক্তি-যুক্ত একটী নাম পদের সহিত আর একটী সুপ্ বা বিভক্তি-যুক্ত পদের সমাস যেখানে আছে ; এবং ব্যাপক অর্থ বিচার করিলে, তাবৎ সমাসকেই সহসুপা বা সুপ্‌সুপা-পর্য্যায়ে

ফেলিতে হয়; কিন্তু বিশেষ বা সঙ্কুচিত অর্থে, এই শ্রেণীর সমাসকে মাত্র ব্যাখ্যান- বা আশ্রয়-মূলক সমাস-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুপ্‌সুপা, যথা— « ভূতপূর্ব (=পূর্বম্‌, দ্বিতীয়া-বিভক্তির পদ+ভূতঃ, প্রথমা বিভক্তি); প্রত্যক্ষভূত (প্রত্যক্ষম্‌+ভূতঃ); নাতিশীতোষ্ণ; পরমপূজ্য (পরমম্‌+পূজ্যঃ); শিষ্যভূত (শিষ্যঃ+ভূতঃ); পূর্বরাত্র; পূর্বকায় » ইত্যাদি।

উপরের সমস্ত পদগুলিকে তৎপুরুষ অথবা কর্মধারয় শ্রেণীতেও ফেলা যায়।

[খ] **কর্মধারয়—**

এই শ্রেণীর সমাসে, প্রথম পদটী দ্বিতীয়টীর বিশেষণ-রূপে অবস্থান করে, এবং দ্বিতীয় পদের অর্থই বলবৎ থাকে। বিশেষণ ও বিশেষ্য, বিশেষ্য ও বিশেষণ, বিশেষণ ও বিশেষণ, বিশেষ্য ও বিশেষ্য—সকল প্রকারের শব্দযোগে কর্মধারয় সমাস হয়। « কর্মধারয় » শব্দের অর্থ, 'কর্ম' বা বৃত্তি ধারণকারী।

(১) **সাধারণ কর্মধারয়** সমাসকে এই কয় শ্রেণীতে ফেলা যায়—

(৵০) বিশেষণ-পূর্বপদ—« কাল-পেঁচা, কাল-সাপ, হারা-মণি, কাঁচ-কলা, নীলমাণিক, কাণা-কড়ি, লাল-টুপী, খাস-তালুক, খাস-মহল, কালা-পণ্টন, মহারাণী, ভাঙ্গা-হাট, ভুনি-খিচুড়ী, হেড-মাষ্টার (=প্রধান মাষ্টার), হেড-পণ্ডিত, থার্ড-পণ্ডিত »; সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালা প্রয়োগে—« সতী-রমণী, সতী-সাধ্বী »। সংস্কৃত শব্দ—« রক্তাশোক, হতশ্রদ্ধা, দুষ্টমতি, মহাষ্টমী, মহাকাল, পরমেশ্বর, উষ্ণোদক, নবপল্লব, নীলমণি, পরমাত্মা, মধুরবচন, পূর্বরাত্র, শ্বেতবস্ত্র, নীলোৎপল, সর্বগুণ, পুণ্যভূমি, মহর্ষি, মোহনভোগ, মহাজন, বিশ্বমানব, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন, দীর্ঘরাত্র, মধ্যরাত্র, দশগুণ » ইত্যাদি।

(৵০) বিশেষণোত্তর পদ—« ঘনশ্যাম, ঘননীল, হলুদ-বাটা, গোলাপ-লাল » ইত্যাদি।

(৶০) বিশেষণোভয়পদ—« চালাক-চতুর, কাঁচা-মিঠা, আধ-ফোটা,

সাড়ে-পাঁচ, টাটকা-ভাজা, তাজা-মরা, লাল-কালা, ফিকা-লাল » ইত্যাদি। সংস্কৃত শব্দ—« শীতোষ্ণ, হৃষ্টপুষ্ট, নীল-লোহিত, বিরাট্-বিশাল, মধুর-ভীষণ, কঠিন-কোমল, হিংস্র-কুটিল, কৃষ্ণ-কুঞ্চিত, রুদ্র-সুন্দর, শ্বেত-কৃষ্ণ, ঈষত্তিক্ত, স্নিগ্ধ-বিশ্বস্ত, দত্তাপহৃত, সুপ্তোত্থিত » ইত্যাদি।

(।০) বিশেষ্যোভয়পদ—« ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, সাহেবলোক, খাঁ-সাহেব, পণ্ডিত-মহাশয়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, মৌলবী-সাহেব, ওস্তাদজী, কিষেণজী, পিতাঠাকুর, লাট-সাহেব, সর্দার-পড়ুয়া, আম-আদা, মা-ঠাকরুন, ঠাকুর-মশাই, গোলাপফুল, রাজা-বাহাদুর, ইংরাজ-রাজ, মা-গোসাঁই, রাজপুত-বীর »। শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ—« দেবর্ষি, সাধুসজ্জন, পিতৃদেব, ভূলোক, দ্যুলোক, আম্রবৃক্ষ, গণ্ডদেশ, তালতরু, কামরিপু, অবন্তীনগরী, গঙ্গানদী, মথুরাপুরী, অশোক-পুষ্প, আকাশ-মণ্ডল, ললাট-ভাগ, পণ্ডিতাখ্যা, তমাললতা, পণ্ডিতজন » ইত্যাদি।

(।/০) অবধারণা-পূর্বপদ—যে কর্মধারয়-সমাসে প্রথম পদটীর অর্থের সম্বন্ধে অবধারণা অর্থাৎ অর্থের প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হয়, তাহাকে « অবধারণা-পূর্বপদ-কর্মধারয় » বলা হয়; যথা—« কালসর্প, কালসাপ (কাল বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে যে সর্প), বিদ্যাসর্বস্ব (বিদ্যাই সর্বস্ব), কালকূট »।

(।৵০) সর্বনাম, অব্যয়, উৎসর্গ ও গতি-দ্বারা, এবং সংখ্যা-বাচক শব্দ-দ্বারা বিশেষিত সমস্ত-পদ, কর্মধারয়-শ্রেণীতে পড়ে; যথা—বাঙ্গালা পদগ্রথিত, « এখন, তখন সেজন; বিভুঁই; কুনজর, সুনজর; বেয়ারাম (=বে+আরাম), গর-হাজির, বে-সুর, বে-নাম; দু-জন, দু-শ,' দু-তালা, তে-তালা, চার-তালা » ইত্যাদি। সংস্কৃত শব্দ—« অনিন্দ্য, অসহ্য, অকর্ম, অদৃষ্ট,

সুজাত, দুশ্চরিত, স্বয়ংকৃত, অলংকৃত, বিদেশ, সপ্তর্ষি, একোনবিংশতি, কদাচার, কাপুরুষ, জাগ্রৎস্বপ্ন, জীবন্মৃত » ইত্যাদি।

(।৶০) কতকগুলি কর্মধারয়-সমাসে পূর্ব-নিপাত হয়, অর্থাৎ পরে যে পদের বসা উচিত, সে পদ আগে বসে: যথা—« অধম রাজা = রাজাধম; পুরুষ-ব্যাঘ্র; ভরতশ্রেষ্ঠ; পুরুষোত্তম; বিপ্রগৌর; আলু-সিদ্ধ, চাউল-ভাজা, তেল-পড়া, হলুদ-বাটা, » ইত্যাদি।

(২) **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়**—যেখানে কর্মধারয়-সমাসে মধ্যপদের (ব্যাস-বাক্যের মধ্যস্থিত ব্যাখান-মূলক পদের) লোপ হয়, সেখানে এইরূপ সমাসকে « মধ্যপদলোপী কর্মধারয় » বলে; যথা = « ঘি-মেশানো ভাত = ঘি-ভাত; তেলধুতি (= তেল মাখিবার ধুতি); দইবড়া; ঘৃতান্ন (ঘৃত-মিশ্রিত অন্ন); পলান্ন (পল- বা মাংস-মিশ্রিত অন্ন); সিংহাসন (সিংহ-চিহ্নিত আসন); অষ্টাদশ (অষ্ট-অধিক দশ); ছায়াতরু (ছায়া-প্রধান তরু); স্বর্ণাক্ষর (স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল অক্ষর); কীর্তিমন্দির (কীর্তি-প্রকাশক মন্দির); ভিক্ষান্ন (ভিক্ষালব্ধ অন্ন); যম-যন্ত্রণা (যমের প্রদত্ত যন্ত্রণা); অশ্বসৈন্য (অশ্বারূঢ় সৈন্য); ষোড়শ (ষট্ বা ছয় অধিক দশ) » ইত্যাদি। তদ্রূপ—« মনি-ব্যাগ (মনি' অর্থাৎ টাকা রাখিবার 'ব্যাগ' অর্থাৎ থলি); সিন্দুর-কৌটা (সিঁদুর রাখিবার কৌটা): ঘর-জামাই; কেশ-তৈল; ফাঁসী-কাঠ » ইত্যাদি।

দুইটী বস্তুর পরস্পরের সঙ্গে তুলনা বা উপমা করিয়া সমাস করিলেও কর্মধারয়-সমাস হয়। (যাহা উপমিত হয় তাহাকে « উপমেয় » বলে; যাহার সহিত উপমা করা হয়, তাহাকে « উপমান » বলে]। এইরূপ কর্মধারয় তিন প্রকারের হয়; যথা—

(৩) **উপমান-কর্মধারয়** [১]: যেখানে উপমান একটী গুণ-বাচক শব্দ, এবং উপমেয়ে সেই গুণ বর্তমান থাকে, সেখানে « উপমান-কর্মধারয় » হয়; যথা—« শৈলোন্নত, দূর্বাদলশ্যাম, তুষারধবল; মিশ্-কালো (= মিশির মত

কালো) ; তুষার-শীতল, তুষার-ধবল ; অরুণ-রাঙ্গা, সিঁদুর-রাঙ্গা বা সিন্দূর-লাল ; কুসুম-কোমল » ইত্যাদি।

(৪) **রূপক-কর্মধারয় :** যেখানে একটী পদার্থকে, সম্পূর্ণ-রূপে অন্য প্রকারের অথবা অন্য শ্রেণীর আর একটী পদার্থের সহিত, উভয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তুলনা করিয়া, সমাস করা হয়, সেখানে « রূপক-কর্মধারয় » হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বহুস্থলে উপমেয় ও উপমানের অভিন্নত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে। যথা— « জ্ঞানালোক (জ্ঞান-রূপ আলোক), কমল-মুখ, শোক-সিন্ধু, সংসার-সাগর, ভব-নদী, বিরহ-সাগর, বিদ্যালোক, বিদ্যা-রত্ন, কোপ-বহ্নি, শোকাগ্নি, বিচ্ছেদানল, বিদ্যা-ধন, আনন্দ-পীযূষ, দেহ-পিঞ্জর, কীর্তি-ধ্বজা, কীর্তি-মেখলা, মুখচন্দ্র (মুখরূপ চন্দ্র), জলপথ ; নয়ন-অমৃতনদী ; প্রাণপাখী, আত্মা-পুরুষ, ডাঙ্গা-পথ, আঁখি-পাখী, চিত্ত-চকোর ; চাঁদ-বদন, চাঁদ-মুখ ; বচনামৃত, চরিতামৃত ; ক্ষুধানল, শান্তিবারি, ভক্তিসুধা » ইত্যাদি।

(৫) **উপমিত-কর্মধারয় :** যেখানে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য স্পষ্ট নহে, উহাদের অন্তর্নিহিত কোনও গুণের কথা ভাবিয়া তবে উপমা করা হয়, সেখানে « উপমিত-কর্মধারয় » হয় ; যথা— « মুখচন্দ্র, নরসিংহ, পুরুষব্যাঘ্র, রাজর্ষি, নরপুঙ্গব, করপল্লব ; পদ্ম-আঁখি » ইত্যদি ;

উপমানের ধর্ম উপমেয়-দ্বারা দ্যোতিত হইলে, « উপমান-সমাস » হয় ; উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কোনও বিষয়ে স্পষ্ট হইলে, এবং উভয়কে অভিন্ন-রূপে কল্পনা করিলে, « রূপক-সমাস » হয় ; এবং উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া লইলে, বা উহাদের মধ্যে কোনও সমান ধর্ম প্রচ্ছন্ন থাকিলে, « উপমিত-সমাস » হয়।

[গ] **দ্বিগু :** যে সমাসে প্রথম পদটী সংখ্যা-বাচক হয়, এবং সমস্ত-পদটীর দ্বারা সংযোগ বা সমষ্টি বুঝায়, তাহাকে **দ্বিগু** সমাস বলে। সংস্কৃতে, « দুইটী গো বা গোরুর সমষ্টি » অর্থে « দ্বি-গু » শব্দের ব্যবহার হয়—তাহা হইতে এই প্রকার সমাসের নামকরণ হইয়াছে। উদাহরণ : « নবরত্ন, ত্রিজগৎ, ত্রিমূর্তি, ত্রিভুবন,

পঞ্চভূত, দশচক্র, অষ্টধাতু, সপ্তাহ, ষড়্‌ঋতু ; তেমাথা ; চৌমুহানী ; দুয়ানী (<দুই+আনা+ঈ) ; পশুরী (<পন্‌সেরী, পাঁচসেরী) ; পাঁচ-জন, চার-হাত, চার-চোখ, তিন-ঠেং » ইত্যাদি।

সংস্কৃতে যেখানে দ্বিগু-সমাসে সমষ্টি বুঝাইতে শেষের পদে প্রত্যয়ের লোপ, বা যোগ হয়, বা অন্ত্য পরিবর্ত্তন আইসে, সেখানে **সমাহার-দ্বিগু** বলা হয়, যথা—« দ্বিগু (গো-শব্দের বিকারে 'গু'), ত্রিলোকী (লোক-শব্দের বিকারে 'লোকী'), পঞ্চবটী (<বট), ত্রিপদী (<পদ), চতুষ্পদী (<পদ), শতাব্দী (<অব্দ), পঞ্চনদ (<নদী), পঞ্চাঙ্গুল (<অঙ্গুলি) » ইত্যাদি।

সমষ্টি না বুঝাইয়া গুণ-বাচক হইয়া দাঁড়াইলে, দ্বিগু-সমাস-যুক্ত পদ সহজেই বর্ণনাত্মক সমাস বহুব্রীহিতে পরিণত হয়।

বর্ণনা-মূলক সমাস

এই পর্য্যায়ের সমাসে, সমাসস্থ পদগুলির একটীও প্রধান থাকে না, ইহাদের মিলিত অর্থ অন্য একটী পদার্থকেই বর্ণন করে, অন্য পদার্থ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। এইরূপ সমাসের ব্যাস-বাক্যে, সর্বনাম « যে »-শব্দের « যে, যাহার, যাহাকে, যাহাতে » প্রভৃতি বিভিন্ন রূপের প্রয়োগ হয় ; যেমন—« বহু ব্রীহি (অর্থাৎ অনেক ধান্য) যাহার, সে 'বহুব্রীহি' ; নীল বরণ বা বর্ণ যাহার, সে ব্যক্তি 'নীলবরণ' » ইত্যাদি।

বহুব্রীহি-সমাসে প্রথম পদটী বহুস্থলে বিশেষণ হয়, কিন্তু বিশেষ্য বা অন্য নাম-পদও হইতে পারে, এবং অব্যয় বা সংখ্যা-বাচক পদও হইতে পারে। আবার সমাসে ব্যাস-বাক্যের বিরোধী পূর্ব বা পর নিপাতও হয়। এতদ্ভিন্ন, কোনও-কোনও স্থলে, অন্ত্য পদে প্রত্যয়-যোগ হয়, পদের পরিবর্ত্তনও ঘটে। সংস্কৃত বহুব্রীহি-সমাসের উত্তর « -ক », « -ই », « -অ » -প্রত্যয় হয়, এবং **খাঁটী বাঙ্গালা বহুব্রীহি-সমাসে** « -আ », « -ইয়া », « -ঈ », ও « -উয়া » -প্রত্যয় যুক্ত হয়।

বহুব্রীহি-সমাসের কতকগুলি প্রকার-ভেদ আছে ; যথা—

(ক) **ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি**—পূর্বপদ বিশেষণ না হইলে, তাহাকে « ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি বলে » যথা—« শূলপাণি (শূল পাণিতে বা হস্তে যাঁহার=শিব), বজ্রনখ (বজ্রের ন্যায় নখ যাহার), কমলমুখ (কমলের ন্যায় মুখ যাহার), পদ্মনাভ (পদ্ম নাভিতে যাঁহার=বিষ্ণু) ; সোনামুখ (সোনার মত মুখ যাহার »)।

(খ) **সমানাধিকরণ-বহুব্রীহি**—পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হইলে, « সমানাধিকরণ-বহুব্রীহি » বলে ; যথা—« পীতাম্বর (পীত অম্বর যাঁহার = শ্রীকৃষ্ণ), রক্তনেত্র (রক্ত নেত্র যাহার); কালোবরণ (কালো-বরণ যাহার) »।

(গ) **ব্যতিহার-বহুব্রীহি**—পরস্পর-সাপেক্ষ ক্রিয়া বুঝাইলে, একই শব্দের পুনরুক্তি দ্বারা যে বহুব্রীহি হয়, তাহাকে « ব্যতিহার-বহুব্রীহি » বলে ; যথা—« দণ্ডাদণ্ডি (= দণ্ডে দণ্ডে যুদ্ধ যেখানে তাহা) ; নখানখি ; লাঠালাঠি (লাঠিতে লাঠিতে লড়াই যেখানে) ; কানাকানি (কানে কানে কথা যেখানে) ; ঝাঁকাঝাঁকি » ইত্যাদি।

(ঘ) **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি**—যেখানে ব্যাস-বাক্যে আগত পদের লোপ হয়। যথা—« চাঁদের মত সুন্দর মুখ যার সে 'চাঁদমুখ' ; দশ বছর বয়স যার সে 'দশ-বছরিয়া' (বা 'দশ-ব'ছুরে') ; পাঁচ হাত পরিমাণ যাহার এমন ধুতি 'পাঁচহাতী' ; চন্দ্রবদন, মৃগনয়না » ইত্যাদি।

বহুব্রীহির দৃষ্টান্ত—

বাঙ্গালা ও মিশ্র : « সোনামুখা (সোনার মত মুখ যাহার—আ-প্রত্যয়), দেড়-হাতী গামছা (দেড় হাত পরিমাণ যাহার—ঈ-প্রত্যয়) ; হতভাগা (হত ভাগ অর্থাৎ ভাগ্য যাহার—আ-প্রত্যয়) ; লাল-পাগড়ী ; লাল-পাড়িয়া বা লালপেড়ে' (লাল পাড় যাহার—ইয়া-প্রত্যয়) ; বিশ-মনী ; তিন-নম্বর বাড়ী (তিন নম্বর অর্থাৎ সংখ্যা যাহার); স্ববুদ্ধি ; পিছপা ; বদ্‌গন্ধ ; স-বুট পদাঘাত (বুটের সহিত বিদ্যমান) ; মতিচ্ছন্ন ; নাক-কাটা ; বেহেড (বে অর্থাৎ বিগত বা নষ্ট হেড অর্থাৎ মাথা বা বুদ্ধি যাহার) ; বিড়াল-চোখুয়া বা বেরাল-চোখো (উয়া-প্রত্যয়) ; নাম-কাটা ; এক-গুঁয়ে (এক গোঁ বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যাহার—এক + গোঁ + ইয়া-প্রত্যয়) ; নেয়াই-আঁকড়িয়া বা নেই-আঁকুড়ে' (নেয়াই অর্থাৎ ন্যায় বা তর্কে আঁকড় বা আগ্রহ যাহার—ন্যায় + আঁকড় + ইয়া) ; সাত-নহরিয়া হার বা মালা ; শুচিবাইয়া' > শুচিবেয়ে (শুচি বাই বা বায়ু যাহার—ইয়া-প্রত্যয়) ; বিশবাঁও জল (বিশ বাঁও বা ব্যাম মাপ যাহার, এমন গভীর জল) ; বরাখুরিয়া বা বরাখুরে' (বরাহের মত খুর বা পা যাহার) ; হীরা-বসানো ; বাক্স-বন্দী ; গঙ্গাজলিয়া বা গঙ্গাজলে' ; চড়া-মেজাজ ; উন-পাঁজরিয়া বা উন-পাঁজুরে' (উন অর্থাৎ একখানা কম পাঁজর বা পঞ্জরাস্থি যাহার) ; সোনালী-পাড় ধুতি ; ছয়-নলা ; দেখন-হাসি (দেখন মাত্র হাসি যাহার) ; গোঁপ-খেজুরে' ; লক্ষ্মীছাড়া ; অলক্ষণিয়া (অলক্ষণে',

[ওলুক্‌খুনে]); উট-কপালী ; চিকন-দাঁতী ; ডাকা-বুকা ; মুখপোড়া ; মণিহারা ; জলপানি-পাওয়া পাস-করা ; লুচি-ভাজা বামুন (লুচি ভাজে যে); লুচি-ভাজা খোলা (লুচি ভাজে যাহাতে); মড়াপোড়া ; ফুলম্‌পেড়ে ; মা-মরা ; মন-মরা ; পল-তোলা ; ফুল-তোলা ; কড়ি-প্যাটার্ন হার ; ডায়মণ্ড-কাটা বালা ; দিল-দরিয়া ; নিখাউস্তি ; নির্জলা ; নিনাই (নি- অর্থাৎ নাই, না অর্থাৎ নৌকা যার সে নিনাই) ; অকাজুয়া, অকেজো ; আভাগিয়া, আবাগে' ; হাভাতিয়া, হাবাতে' ; দুখ-দিয়নিয়া ; সুখ-জাগানিয়া ; মিছ-কহনিয়া, মিছকউনে' ; ছা-পোষা (ছা বা সন্তান পোষে বা পালন করে, এমন লোক) ; ট্যাঁক-সর্বস্ব, পেট-সর্বস্ব ; অবুঝ ; না-ছোড় ; পেঁচা-মুখা » ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ব্যতিহার-বহুব্রীহি—« কোলাকুলি, ঘুষাঘুষি, দলাদলি, রক্তারক্তি, খুনাখুনি, টানাটানি > টানাটুনি » ইত্যাদি।

বিভক্তি লোপ না করিয়া, **অলুক্-বহুব্রীহি**ও বাঙ্গালায় মিলে ; যথা—« ছড়ি-হাতে, কোঁচা-হাতে বাবু ; পাঞ্জাবী-গায়ে ছোকরা ; জুতা-পায়ে ; ঘাড়ে-পড়া, গায়ে-পড়া ; গায়ে-হলুদ (গায়ে হলুদ দেয় যে অনুষ্ঠানে) ; 'সব-পেয়েছি'র দেশ ; যাচ্ছেতাই ; 'আপ-কা-ওয়াস্তে' লোক ; মাথায়-ছাতি বাবু » ইত্যাদি।

সংস্কৃত বহুব্রীহি : « ধৃতরাষ্ট্র ; এক-চক্রা ; কলসকক্ষা (স্ত্রী) ; দ্বিচক্র (যান) ; বাক্-সর্বস্ব ; বৃহদ্রথ ; ক্ষুধিত-হৃদয় ; গৌর-তনু ; চিত্রাশ্ব ; সূর্যতেজাঃ ; অশ্রুমুখী ; জিতেন্দ্রিয় ; ক্ষীণ-হৃদয় প্রবল-প্রতাপ , কৃদন্ত সুবন্ত, তিঙন্ত, ণিজন্ত ; ইন্দ্রাদি ; দীর্ঘকায় ; মহাশয় (কিন্তু মহদাশয় = মহতের আশয়) ; ত্রিনয়ন ; কৃতকার্য্য ; তীক্ষ্ণধী ; রুদ্ধবায়ু কক্ষ ; হতশ্রী ; স্থিরমতি ; সুহৃৎ ; সুদর্শন ; সুমনস্, সুমনাঃ ; নির্জন ; অমূল্য ; অনন্ত ; অনাদি ; অধৈর্য্য ; অবোধ ; নির্লোভ ; নির্দোষ ; অদ্যাবধি ; সগোত্র » ইত্যাদি।

সংস্কৃত বহুব্রীহির অন্তে প্রত্যয়ের উদাহরণ—« দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; গতনিদ্র ; সত্যসন্ধ ; বীতস্পৃহ ; হৃতাশ ; ছিন্নশাখ ; কৃতবিদ্য ; হেমাভ ; স্থিরপ্রজ্ঞ ; বীতশ্রদ্ধ ; নির্লজ্জ ; লব্ধপ্রতিষ্ঠ ; নির্ঘৃণ ; ব্রাহ্মণীভার্য্য ; নিষ্করুণ ; ক্ষীণজ্যোৎস্ন গগন ; প্রাপ্তভিক্ষ ; অপুত্র, অপুত্রক ; বহুসংখ্য, বহুসংখ্যক ; সমার্থ, সমার্থক ; অনর্থ, অনর্থক (অর্থ বা উপকার নাই যাহাতে ; বাঙ্গালায় এই দুই সমার্থক শব্দে অর্থের পার্থক্য আসিয়া গিয়াছে,—'অনর্থক' শব্দ ক্রিয়া-বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং 'অনর্থ' শব্দ 'সর্বনাশ'-অর্থে প্রযুক্ত হয়) ; অল্পবয়াঃ, অল্পবয়স্ক ; অন্যমনাঃ, অন্যমনস্ক ; প্রোষিত-ভর্তৃকা ; সস্ত্রীক ; বিপত্নীক ; একপত্নীক, বহুপত্নীক ; নির্ভীক ; স্থূলত্বক ; সমাতৃক, নদীমাতৃক, দেবমাতৃক ; পদ্মনাভ (পদ্ম নাভিতে আছে যাঁহার—বিষ্ণু—'নাভি' শব্দের স্থলে 'নাভ' ; তদ্রূপ 'ঊর্ণনাভ') ; বিশালাক্ষ, পুণ্ডরীকাক্ষ ('অক্ষি' স্থলে 'অক্ষ') ; বিধর্মা (বিগত ধর্ম যার—বিধর্মন্ শব্দ) ; সপত্নী (সমান পতি যাহার) ; সুধন্বা, পুষ্পধন্বা

('ধনু' শব্দের 'ধন্বন্‌' রূপে পরিবর্তন); যুবজানি (যুবতী জানি অর্থাৎ জায়া যাহার; তদ্রূপ 'সীতাজানি, প্রিয়জানি'—জায়া-শব্দের পরিবর্তে প্রাচীন সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় অপ্রচলিত শব্দ 'জানি'র প্রয়োগ); একপদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ ('পাদ' শব্দের 'পদ' রূপ); সোদর ('সহ' স্থানে 'সো'); কদাচার ('কু'-স্থলে 'কৎ'); শ্বাপদ (শ্বন্‌+পদ—বিশেষ নিয়মে সিদ্ধ); অষ্টাবক্র (বিশেষ নিয়মে); সুগন্ধি দ্রব্য ('গন্ধ' স্থলে 'গন্ধি'; কিন্তু 'সুগন্ধ বায়ু'—ই-প্রত্যয় হইল না, গন্ধ বায়ুর নিজের নহে, এই জন্য ; তদ্রূপ 'পুতিগন্ধি ও পুতিগন্ধ, পদ্মগন্ধি ও পদ্মগন্ধ'); দ্বীপ (দুই দিকে জল যাহার ; তদ্রূপ 'অন্তরীপ'; —এই দুই শব্দে, 'অপ্‌' স্থলে 'ঈপ') » ইত্যাদি।

সংস্কৃত পদের সমাস

দুইটী বা তদধিক সংস্কৃত পদ মিলিয়া একটী সমস্ত-পদ সৃষ্টি করিলে, সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে পূর্বপদের যে প্রকার পরিবর্তন হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত ; যথা—« পিতৃপুরুষ, উপনিষৎপাঠ, বাগ্‌যন্ত্র, তৎসম, তদ্ভব, রাজসভা, গুণিগণ, মনোবিজ্ঞান, মাতৃবিয়োগ, ঈষদ্ধাস্য, চলচ্ছক্তিরহিত » ইত্যাদি। ক্বচিৎ সংস্কৃত পদ, বাঙ্গালায় সমধিক প্রচলিত থাকা হেতু, বাঙ্গালা পদের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং সেইরূপ পদ সমাসে আসিলে, সমাসটীকে বাঙ্গালা রীতি-অনুসারে সমস্ত-পদ বলিয়া ধরিতে পারা যায়, এবং এইরূপ করিলে সংস্কৃত নিয়ম-অনুসারে যে ভুল বা ত্রুটি হয় তাহার একটা ব্যাখা দেয়া যায় ; যথা—« মনমোহন (সংস্কৃতে মনোমোহন), ছন্দ-পতন (ছন্দঃপতন), ছন্দবিচার (ছন্দোবিচার), মন-আগুন (মনোঽগ্নি), সন্ন্যাসী-দল (সন্ন্যাসি-দল), বিধাতা-দত্ত (বিধাতৃদত্ত), তেজ-চন্দ্র (তেজশ্চন্দ্র) » ইত্যাদি। « তেজেশ-চন্দ্র, জোতীন্দ্রনাথ, জ্যোতীশচন্দ্র » প্রভৃতি অশুদ্ধ সংস্কৃত সমাস বাঙ্গালায় এখনও বহুল প্রচলিত হয় নাই—এরূপ সমাস গ্রহণ না করাই উচিত। সংযোজক-চিহ্ন (-) -দ্বারা সমস্ত-পদের অঙ্গগুলিকে পৃথক্‌ করিয়া দেখাইতে পারা যায়। কিন্তু ছাত্রদের পক্ষে সংস্কৃতের নিয়মই অনুসরণ করিবার চেষ্টা করা উচিত।

সমস্ত-পদের সহিত অন্য পদের অন্বয়ের অভাব বহু স্থলে লক্ষিত হয় ; যথা— « তোমার মুখদর্শন বা নামগ্রহণ করিব না ('তোমার' পদের অন্বয় 'মুখ' ও

'নাম' এই দুই সমস্ত-পদের অংশের সহিত); আপনার পরিশ্রম-জনিত সাফল্য » ইত্যাদি।

সংস্কৃত সমাস সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি ও দৃষ্টান্ত

[১] সমাসের পূর্বপদের শেষে « ন্ » থাকিলে, তাহা লুপ্ত হয়। যেমন—« ধনিদিগের গণ = ধনিন্ + গণ = ধনিগণ; রাজার কার্য্য = রাজন্ + কার্য্য = রাজকার্য্য; শশী শেখর যাহার = শশিন্ + শেখর = শশিশেখর »। বাঙ্গালায় এই নিয়মের ব্যতিক্রমত কিছু কিছু দেখা যায়; যেমন, « যুবা-ই পুরুষ = যুবন্ + পুরুষ = যুবাপুরুষ ('যুবপুরুষ' স্থলে); মহাত্মার গণ = মহাত্মন্ + গণ = মহাত্মাগণ (মহাত্মগণ) »; তদ্রূপ « আত্মা-পুরুষ »।

[২] কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদে 'মহৎ' শব্দ 'মহা' হয়। যেমন—« মহান্ (মহৎ) দেশ = মহাদেশ; মহান্ (মহৎ) আশয় যাহার = মহাশয়; মহান্ ভারত = মহাভারত »। কিন্তু তৎপুরুষ ইত্যাদি হইলে, এরূপ হইবে না; যেমন—« মহতের কৃপা = মহৎকৃপা »।

[৩] তৎপুরুষ ও কর্মধারয় সমাসে পর-পদ-স্থিত 'রাজন্' শব্দ 'রাজ', এবং 'অহন্' শব্দ 'অহ' হয়। যেমন—« মহান্ (মহৎ) রাজা = মহারাজ (বাঙ্গালায় 'মহারাজা'-ও চলে); পূর্ব অহন্ = পূর্বাহ ('পূর্বদিন' অর্থে) »।

কিন্তু দিবসের অংশ মাত্র বুঝাইলে, 'অহন্' শব্দের স্থানে 'অহ্ন বা অহ্ণ' হয়। যেমন—« মধ্য অহন্ = মধ্যাহ্ন (দিনের মধ্যভাগ), পূর্ব অহন্ = পূর্বাহ্ণ (দিনের পূর্বভাগ), অপর অহন্ = অপরাহ্ণ (দিনের অপর ভাগ) »।

তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি সমাসে পর-পদের আদিতে স্বরবর্ণ থাকিলে, কুৎসিতার্থক 'কু' শব্দের স্থানে 'কদ্' হয়। যেমন—« কুৎসিত (কু) অন্ন = কদন্ন; কুৎসিত (কু) আচার—কদাচার; কুৎসিত (কু) আকার যাহার = কদাকার; কদর্থ; কদর্য্য (<অর্য্য = সুন্দর) »।

[৫] বহুব্রীহি সমাসে, পূর্বপদের 'সহ, সহিত, সমান' শব্দের স্থানে সাধারণতঃ 'স' হইয়া থাকে। যেমন—« শিষ্যের সহিত বর্ত্তমান=সশিষ্য; সমান উদর (মাতৃগর্ভ) যাহার=সোদর, সহোদর; সমান জাতি-যাহার=সজাতি; সমান বর্ণ যাহার=সবর্ণ; সমান গোত্র যাহার =সগোত্র »।

[৬] দ্বিতীয় পদ ঈ-কারান্ত, ঋ-কারান্ত, অথবা স-কারান্ত হইলে, বহুব্রীহি সমাসে 'ক'-প্রত্যয় হইয়া থাকে। যেমন—« বি (বিগতা) পত্নী যাহার=বিপত্নীক; স্ত্রীর সহিত বর্তমান=সস্ত্রীক; নদী মাতা (মাতৃ) যে দেশের=নদীমাতৃক; প্রোষিত (অর্থাৎ বিদেশে গত) ভর্তা (ভর্তৃ) যাহার=প্রোষিত-ভর্তৃকা নারী; অল্প বয়ঃ যাহার=অল্পবয়স্ক (সংস্কৃতে অল্পবয়াঃ-ও হয়); অন্য মন (মনস্) যাহার=অন্যমনস্ক (সংস্কৃতে অন্যমনাঃ-ও হয়)»। স-কারান্ত শব্দে 'ক'-প্রত্যয় না হইলে, বাঙ্গালায় প্রায়ই বিসর্গের লোপ হয়—যেমন, « তিনি অনন্যমনা (=নাই অন্য মন যাহার) হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন »।

[৭] অন্য কতকগুলি শব্দের পরেও কখনও-কখনও 'ক'-প্রত্যয় হইয়া থাকে। যেমন—« প্রণাম পূর্ব যাহাতে=প্রণামপূর্বক; নাই (অন্-) অর্থ যাহাতে=অনর্থক »।

[৮] বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব সমাসে 'অক্ষি' শব্দ 'অক্ষ' হইয়া যায়। যেমন—« কমলের মত অক্ষি যাহার=কমলাক্ষ; পদ্মের পলাশের মত অক্ষি যাহার=পদ্মপলাশাক্ষ, অক্ষির সমুখে=সমক্ষ. অক্ষির পশ্চাতে=পরোক্ষ »।

[৯] বহুব্রীহি সমাসে, স্বাভাবিক গন্ধ বুঝাইলে 'সু, পূতি, সুরভি' শব্দের পর-স্থিত 'গন্ধ' শব্দ, 'গন্ধি' হয়। যেমন—« সুগন্ধ যাহার=সুগন্ধি (পুষ্প), কিন্তু সুগন্ধ (জল); পূতি গন্ধ যাহার=পূতিগন্ধি; সুরভি গন্ধ যাহার=সুরভিগন্ধি »। বাঙ্গালায় অনেক সময়ে এই নিয়ম রক্ষিত হয় না; যেমন—« সুগন্ধ ফুল; সুগন্ধি কেশতৈল »।

শব্দদ্বৈত

(Reduplication of Words)

বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া প্রভৃতি সকল প্রকার পদের দ্বিত্ব বা দুইবার অবস্থান একটী লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই দ্বিত্ব করার পদ্ধতিকে অনেক স্থলে সমাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ধরা যায়; এতদ্ভিন্ন, দ্বিত্ব করার অন্য প্রয়োগও আছে। শব্দদ্বৈত বাঙ্গালায় তিন প্রকারের হইয়া থাকে :—

[১] একই শব্দের পুনরাবৃত্তির দ্বারা; যথা—« ভালয়-ভালয়, শঠে-শঠে, বছর-বছর, বাটি-বাটি, হাসি-হাসি মুখ, চোর-চোর খেলা » ইত্যাদি।

[২] একটী শব্দের সঙ্গে সমার্থক বা অনুরূপ -অর্থ-যুক্ত আর একটী শব্দ সংযোগ করিয়া; যথা—« কাপড়-চোপড়, হাট-হদ্দ, হাঁড়ি-কুঁড়ি, খাওয়া-দাওয়া, রান্না-বাড়া » ইত্যাদি।

[৩] অনুকার- অথবা বিকার-জাত শব্দ-যোগে, যথা—« জল-টল, সাফ-সোফ, আঁট-সাঁট, জোগাড়-জাগাড়, হুপ-হাপ, ধার-ধোর, অলি-গলি, আশে-পাশে, বকা-ঝকা » ইত্যাদি।

দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ

নিম্ন-লিখিত উদ্দেশ্যে দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ হয় :—

[১] **পৌনঃপুন্য বা পুনরাবৃত্তি অর্থে।** এতদ্ভিন্ন সম্পূর্ণতা, প্রকর্ষ ও সংযোগ অর্থে, এবং বিশেষ্য অথবা বিশেষণকে দ্বিরুক্ত করিয়া বিশেষ্যের বহুবচন অর্থে, দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ করা হয়; যথা—« বাড়ী-বাড়ী, গলি-গলি, বছর-বছর, দেশ-দেশ, পর-পর; পাঁতি-পাঁতি করিয়া খোঁজা; পিছু-পিছু, দিন-দিন, গরম-গরম বা গরমাগরম, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, হাঁড়ি-হাঁড়ি সন্দেশ, মুঠা-মুঠা টাকা, থাবা-থাবা চিনি, গাড়ী-গাড়ী ইট, ধামা-ধামা মুড়ি, লাল-লাল ফুল (অর্থাৎ অনেকগুলি ফুল, সেগুলির মধ্যে প্রত্যেকটীই লাল), লাল-লাল

ঘোড়া, বড়-বড় বাঁদর, ইয়া-ইয়া বাঘ (অর্থাৎ এই রকম বৃহৎ আকারের অনেকগুলি বাঘ); ব'লে-ব'লে হা'র মানলুম, দেখে-দেখে, ফিরিয়া-ফিরিয়া, আশায়-আশায়, বুকে-বুকে, চোখে-চোখে, কাঠে-কাঠে, মানুষে-মানুষে, নিজ-নিজে, হাতে-হাতে, সকাল-সকাল, দিনে-দিনে, রাতে-রাতে » ইত্যাদি।

[২] **বিভিন্ন শব্দ-যোগে সৃষ্ট শব্দদ্বৈত—সম্পূর্ণতা-দ্যোতক।** « ভাবিয়া-চিন্তিয়া বা ভেবে-চিন্তে, করিয়া-কর্মিয়া বা ক'রে-ক'র্মে, বাঁচিয়া-বর্তিয়া বা বেঁচে-ব'র্ত্তে, রাঁধা-বাড়া, পেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছো, মাগিয়া-পাতিয়া, গা-গতর, ঘর-গৃহস্থালী, লোক-লস্কর, মাথা-মুণ্ডু, হিসাব-কেতাব, শোর-গোল, বিদেশ-বিভুঁই, লজ্জা-সরম, বন্ধু-বান্ধব, কাগজ-পত্র, জন-মানব, আণ্ডা-বাচ্ছা » ইত্যাদি।

এইরূপ শব্দদ্বৈত-দ্বারা দ্বন্দ্ব-সমাসের কার্য্যও প্রকাশিত হয়। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

[৩] **সাদৃশ্য বা ঈষদ্ভাব অর্থে।** দ্বিধা, ঈষদল্পতা, মৃদুতা, অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি ভাবেও শব্দের দ্বিরুক্তি হয়; যথা—« জ্বর-জ্বর ভাব, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া, ভাল-মানুষ-ভাল-মানুষ চেহারা, কাদা-কাদা ভাত, হাসি-হাসি মুখ, ঢুলু-ঢুলু আঁখি, রাগো-রাগো ভাব, শীত-শীত, শিহর-শিহর > শির-শির (গা শির-শির করা), মানে-মানে, ভাগ্যে-ভাগ্যে, ঘোড়া-ঘোড়া খেলা, চোর-চোর খেলা » ইত্যাদি।

কর্-ধাতু-যোগে, এই প্রকার শব্দদ্বৈত, আগ্রহ বা ইচ্ছার ভাবও প্রকাশ করে; যথা—« মন বাড়ী-বাড়ী করে, দাদা-দাদা করিয়া সে পাগল হইয়াছে, যাই-যাই করা, যাবো-যাবো করা, উঠি-উঠি করা » ইত্যাদি।

[৪] **ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় নাই, এই অর্থে « -ইত »-প্রত্যয়ান্ত শতৃ-পদ বাঙ্গালায় দ্বিত্ব করিয়াই ব্যবহৃত হয়।** « চলিতে-চলিতে, খাইতে-খাইতে, বলিতে-বলিতে »। এই শতৃ-পদের, ক্রিয়া-বিশেষণেও প্রয়োগ হয়; যথা—« দেখ্‌তে-দেখ্‌তে, পঁহুছিতে-পঁহুছিতে » ইত্যাদি। « -ইয়া »-প্রত্যয়ান্ত

অসমাপিকা ক্রিয়াও এইরূপ ক্রিয়া-বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হয়; যথা—« হাসিয়া-হাসিয়া, নাচিয়া-নাচিয়া »।

[৫] **ব্যতিহার বা পারস্পরিক ভাব, তাহা হইতে পৌনঃপুন্য, প্রকর্ষ বা সম্পূর্ণতা।** ব্যতিহার ভাব-প্রকাশের জন্য শব্দটীকে দ্বিত্ব করিবার পূর্বে, মধ্যে « আ » ও অন্তে « ই »-প্রত্যয় যুক্ত হয়। এইরূপ শব্দদ্বৈত বহুব্রীহি-সমাসের মধ্যে পড়ে; যথা—« মারামারি, কাটাকাটি, খাওয়া-খায়ি বা খেওখেই, মুখামুখি, হাতাহাতি, কোলাকুলি, হাঁটাহাঁটি, পাশাপাশি, সোজাসুজি, মাঝামাঝি, গোড়াগুড়ি, ধাক্কাধুক্কি, পিঠাপিঠি, নড়ানড়ি, হাঁকাহাঁকি, চলাচলি, চালাচালি, গড়াগড়ি, ধরাধরি, চেঁচাচেঁচি, দেখাদেখি, বাঁধাবাঁধি, পারাপারি » ইত্যাদি।

[৬] **ইত্যাদি অর্থে।** সহচর, অনুচর, প্রতিচর, ও বিকারজ শব্দের সাহায্যে সৃষ্ট শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ হয়। [পূর্বে « ইত্যাদি অর্থে দ্বন্দ্ব-সমাস » পর্য্যায় দ্রষ্টব্য।]

[৭] **অনুকার-ধ্বনিতে শব্দদ্বৈত বাঙ্গালায় খুবই সাধারণ।** « টুক্‌টুক্, কচ্‌কচ্, কচ্‌মচ্, গশ্‌গশ্, কিল্‌বিল্, কচর-মচর »। কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দ আবার ধ্বনির ভাব ব্যতীত, অন্য-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভাবের প্রকাশক হইয়া থাকে; যথা—« ব্যথায় টন্‌টন্ (কন্‌কন্, কট্‌কট্) করে, জ্বালায় কর্-কর্ করে; হাত নিশ্-পিশ্ করে; লাল টুক্-টুক্ ক'র্‌ছে; টক্-টকে' লাল, ঢাব্‌ঢেবে লাল » ইত্যাদি। কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দের দ্বারা বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়, যে গুণ বস্তুতে বহুক্ষণ ব্যাপিয়া থাকে; যথা—« ধু-ধু, খাঁ-খাঁ, ধক্-ধক্, টুক্-টুক্ » ইত্যাদি। এইরূপ ধ্বনি-দ্যোতক শব্দদ্বৈতের মাঝে আ-কার যোগ করিলে, ধ্বনি-প্রকাশের মূলে যে ক্রিয়া তাহার মধ্যে ক্ষণিক বিরতির ভাব, অথবা প্রত্যুত্তরের ভাব, প্রকাশ করে; যথা—« টুক্রাটুক্, ঝনাঝন্, ধড়াধড়্, ঠকাঠক্, সনাসন্, টপাটপ্ » ইত্যাদি। ব্যঞ্জন-ধ্বনির দীর্ঘীকরণ বা দ্বিত্ব করিলে, ক্রিয়ার ক্ষণ-বিরত ভাবের প্রসারণ ইঙ্গিত করে; যথা—« কলক্কল চলচ্চল টলট্টল তরঙ্গ »।

অনুকার-বিকারময় শব্দদ্বৈতে ভাষার ইঙ্গিত

বাঙ্গালা ভাষায় অনুকার- বা বিকার-জাত শব্দ, মূল শব্দের প্রতিধ্বনি-স্বরূপ, ইহার অর্থের সঙ্কোচ, প্রসারণ ইত্যাদি নানাপ্রকার পরিবর্তনের ইঙ্গিত করে; যথা—

[১] **মূল শব্দের স্বরধ্বনির পরিবর্তন করিয়া।**

(ক) ধ্বনি-বাচক শব্দে—ঈষৎ পরিবর্তিত ধ্বনির ভাব আনয়ন করে; যথা—« টুপ্‌টুপ ও টুপ্‌টাপ; কুপ্‌কাপ্; টুপুর-টাপুর; হুপ্‌হাপ্; দুপ্-দাপ্; দুড়্-দাড়> দুদ্দাড়; ঢিপ-ঢাপ » ইত্যাদি।

(খ) অন্য শব্দে—হয় ভাবের প্রকর্ষ বা সম্পূর্ণতা প্রকাশ করে; যথা—« চুপ-চাপ, ছিম-ছাম, ঘুষ-ঘাষ, তুক্-তাক্, ফিট্-ফাট »; না হয়, স্বার্থে, অথবা অর্থের প্রসারণে ব্যবহৃত হয়; যথা—« দাগ-দোগ, ডাক-ডোক, বাছ-বোছ, চাল-চুল, ধার-ধোর, ভিড়-ভাড়, মিট-মাট, যোগে-যাগে, হুকুম-হাকাম, দোকান-দাকান, ঠাকুর-ঠুকুর টুক্‌রো-টাক্‌রা, শুখনা-শাখনা, গোছ-গাছ, মোট-মাট, ফিট-ফাট, কালো-কোলো, ভুজং-ভাজং, খোঁচ-খাঁচ, গাঁট্টা-গোঁট্টা, জোগাড়-জাগাড় » ইত্যাদি। ক্রিয়াতেও ঐ-সকল ভাব পাওয়া যায়—« ফুটা-ফাটা, ঠাসা-ঠোসা; দাগা-দোগা » ইত্যাদি।

[২] **মূল শব্দের ব্যঞ্জন-ধ্বনির পরিবর্তন করিয়া, « ইত্যাদি » অর্থে শব্দের প্রসার হয়।** চলিত-ভাষাতেই এইরূপ অনুকার-শব্দের ব্যবহার সমধিক দৃষ্ট হয়; যথা—

(ক) ট-বর্ণ-যোগে, সাধারণ-ভাবে শব্দের প্রসার—'অনুরূপ বস্তু' অর্থে। (বাঙ্গালা ভাষায় ট-বর্ণই এইরূপ অনুকার-শব্দদ্বৈতের বৈশিষ্ট্য।) উদাহরণ—« হাত-টাত, জল-টল, ঘোড়া-টোড়া, বই-টই, বাড়ী-টাড়ী » ইত্যাদি। ক্রিয়ায়—« গিয়ে-টিয়ে, ব'ল্‌লে-ট'ল্‌লে »।

(খ) ফ-যোগে—অবজ্ঞায়। « কাজ-ফাজ, লুচি-ফুচি, টাকা-ফাকা, মুড়ি-

ফুড়ি, কাঠ-কাঠ, তাস-ফাস »; বহুল প্রযুক্ত নহে। ক্রিয়ায়—« সেখানে গিয়ে-ফিয়ে কাজ নেই »।

(গ) স-যোগে—সাধারণ-ভাবে, একটু আদর বা কোমলতার আভাস; যথা—« মুড়ি-সুড়ি, জড়-সড়, মোটা-সোটা, রকম-সকম, নরম-সরম, বোকা-সোকা, জো-সো, বুড়ো-সুড়ো, আঁট-সাঁট ; 'গুটিয়ে'-'সুটিয়ে' »।

(ঘ) ম-যোগে—অপ্রীতি বা রুক্ষতার ভাব; খুব কম ব্যবহৃত; যথা—« লুচি-মুচি, ঘুষো-মুষো, তেল-মেল »।

(ঙ) অন্ত্য বর্ণ (স্বর ও ব্যঞ্জন—উভয়) পরিবর্তন করিয়া যে শব্দদ্বৈত হয়, তাহাতে বহু স্থলে অনুকার-শব্দটী মৌলিক শব্দ ছিল; যথা—« কাপড়-চোপড় (=চুপড়ী), আশ-পাশ (=সংস্কৃতে 'অগ্রে পার্শ্বে'), রস-কষ, তাড়া-হুড়া, চোট-পাট, হাঁড়ি-কুঁড়ি, আলাপ-সালাপ (=আলাপ ও সংলাপ), ছুতা-নাতা (=সূত্র ও নক্তক='কাপড়ের টুকরা'), খাবার-দাবার (খাওয়া-দাওয়া দ্রষ্টব্য), আঁক-জোখ, সাজ-গোজ, চুকে'-বুকে', জুটে'-পুটে', লুটে'-পুটে', ব'কে-ঝ'কে, মিল-জুল, মাপা-জোখা, বাছা-গোছা » ইত্যাদি। এই শ্রেণীর শব্দদ্বৈত, « কাজ-কর্ম, লোক-জন, গরীব-দুঃখী, আলাপ-পরিচয়, হাঁক-ডাক, হাসি-খুশী » প্রভৃতি সমার্থক বা সদৃশার্থক শব্দের (অথবা অনুবাদাত্মক-দ্বন্দ্ব) সমাসের অনুরূপ।

(চ) কোনও-কোনও স্থলে আদ্য বা অন্ত্য শব্দটী, পরে অথবা পূর্বে স্থিত মূল শব্দের নিরর্থক প্রতিধ্বনি-মাত্র, এবং মূল শব্দটীও বহু স্থলে ধ্বনি-দ্যোতক, বিশেষ-অর্থ-হীন শব্দমাত্র; যথা—« উস্-খুস্, উস্কা-খুস্কা, (< খুশ্‌ক্‌=ফারসী শব্দ='শুষ্ক'), নজ-গজ, হাঁস-ফাঁস, আই-ঢাই, কাচু-মাচু, নিশ-পিশ, আবোল-তাবোল, আগড়ম-বাগড়ম, আবুড়া-খাবুড়া > এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো, ছট্-ফট্, তড়-বড়, হিজি-বিজি, ফষ্টি-নষ্টি ('নষ্ট' মূল শব্দ), আঁকু-পাঁকু বা হাঁকু-বাঁকু, হাব্‌জা-গোব্‌জা, লট্-খটে', তড়-ব'ড়ে » ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। 'সমাস' কাহাকে বলে? 'সমাস' মুখ্যতঃ কয় প্রকারের হয়, এবং কি কি? উদাহরণ দাও।

২। উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা কর:—

সমাহার দ্বন্দ্ব (C. U. 1944) ; দ্বন্দ্ব সমাস (C. U. 1943) ; নিত্য সমাস (C. U. 1944) ; বহুব্রীহি (C. U, 1942)।

৩। তিনটী পদের সমাস ভাঙ্গিয়া লিখ ও সমাসের নাম উল্লেখ কর:—কাগজপত্র, বিলাত-ফেরত, সপ্তাহ, ছায়াতরু, মনোরমা, ঘর-জামাই। (C. U. 1942)

৪। 'উপমিত' ও 'রূপক' সমাসের পার্থক্য কি, দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৫। নিম্নলিখিত পদগুলি সমাস করিয়া বল, এবং সমাসের নাম ও নিয়ম বল:—

সুন্দর গন্ধ যাহাতে, বিশ গজ লম্বা যাহা, সমান গোত্র যাহার, পুত্রের সহিত বর্তমান, অন্য গ্রাম, নদী মাতা যে দেশের, কুৎসিত আচার, কেবল দুগ্ধ, ভ্রাতার পুত্র, এক চোখ যাহার, কোসল দেশের রাজা, রাজার অনুগ্রহ, মহৎ লোকের কৃপা, পুরের দিন, মধ্য দিন, দিন দিন, ঠিক কালে।

৬। নিম্নলিখিত সমাসগুলির ব্যাস-বাক্য কর ও সমাসের নাম বল:—

সুহৃৎ, শ্বাপদ, আজীবন, গায়ে-হলুদ, শশিশেখর, ফণিভূষণ, মহাশয়, অপরাহ্ণ, কদর্য্য, সজাতি, অন্যমনস্ক, ইচ্ছাপূর্বক, প্রত্যূষ, কামড়াকামড়ি।

৭। নিম্নলিখিত পদগুলি পরপদ-রূপে প্রয়োগ করিয়া সমস্ত-পদ প্রস্তুত কর:—

উচিত, অক্ষি, ক্ষমা, প্রতিজ্ঞা, কর, কায়, প্রায়, রাজন্।

৮। নিম্নলিখিত পদগুলি পূর্বপদ-রূপে প্রয়োগ করিয়া সমস্ত-পদ প্রস্তুত কর:—

অবশ্য, বীত, কু, হীন, পাদ, সত্য, অহন্, রাত্রি, আ, অ, বে, গর, হেড, ফুল।

৯। 'শব্দ-দ্বৈত' কাহাকে বলে? 'শব্দ-দ্বৈত' বাঙ্গালায় কয় প্রকারের হইয়া থাকে?

শব্দ-রূপ

নাম-পর্য্যায়

বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগ

যে পদ বা শব্দ, কোনও বস্তু, সংজ্ঞা, জাতি, ভাব বা গুণ, কার্য্য অথবা সমষ্টি বুঝায়, তাহাকে **নাম** বা **বিশেষ্য** বলে। বিশেষ্য পদের দ্বারা সাধারণতঃ কোনও কিছুর নাম প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ইংরেজী ব্যাকরণে সাধারণতঃ বিশেষ্য-শব্দের শ্রেণী- বা জাতি-বিভাগ এইরূপে করা হয় :—

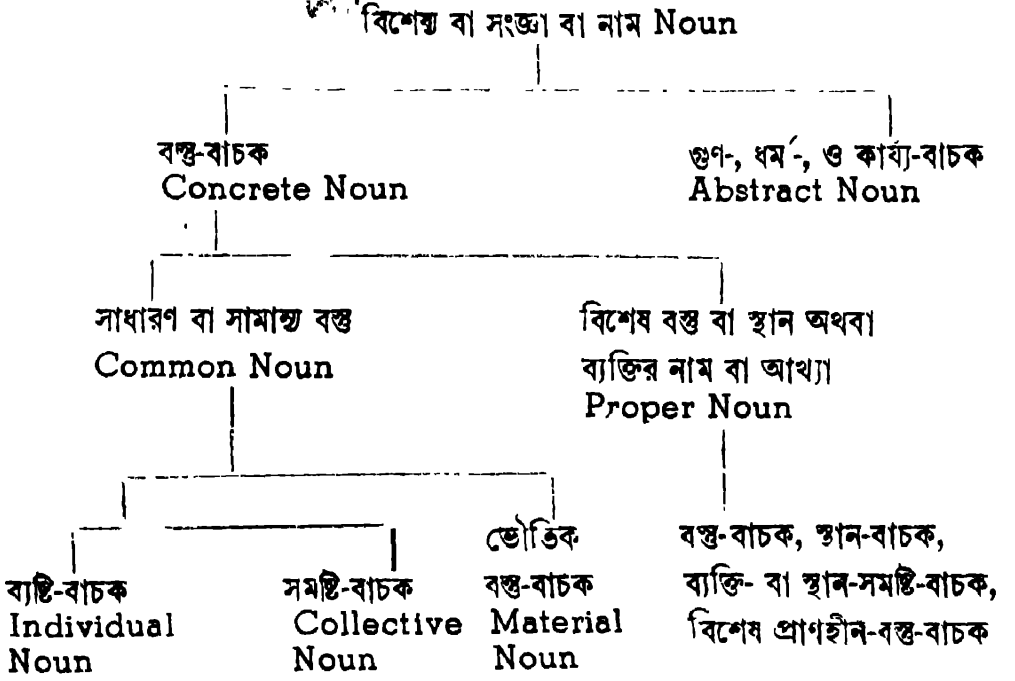

বাঙ্গালায় এই প্রকারের শ্রেণী-বিভাগের বিশেষ সার্থকতা নাই।

লিঙ্গ

জগতে বস্তু-সমূহ, পুরুষ, স্ত্রী, ও ক্লীব—এই তিন শ্রেণীতে পড়ে। পুরুষ-জাতীয় বস্তুর নামকে **পুংলিঙ্গ,** স্ত্রী-জাতীয় বস্তুর নামকে **স্ত্রীলিঙ্গ,** এবং ক্লীব-জাতীয় বস্তুর নামকে **ক্লীবলিঙ্গ,** বলা হয়।

বাঙ্গালা ভাষায় তিনটী লিঙ্গ স্বীকৃত হয় : পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ শব্দ ভিন্ন, সাধারণতঃ প্রত্যয়- বা বিভক্তি-দ্বারা লিঙ্গের এই পার্থক্য বাঙ্গালায় জানানো হয় না। (কোথায়-কোথায় বাঙ্গালা বিশেষ্য-শব্দে লিঙ্গের পার্থক্য প্রত্যয়-দ্বারা দেখানো হইয়া থাকে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।) সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু সর্বত্রই লিঙ্গ-বিভেদ-প্রদর্শনের জন্য বিশেষ-বিশেষ প্রত্যয় ও বিভক্তির প্রয়োগ বিদ্যমান।

বাঙ্গালা ভাষায় প্রাকৃতিক অবস্থান-অনুসারে লিঙ্গ-বিচার হইয়া থাকে—ইংরেজীতেও এইরূপ রীতি। প্রাণীদিগের মধ্যে পুরুষগণের নাম পুংলিঙ্গ বলিয়া ধরা হয়, স্ত্রীদিগের নাম স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ধরা হয়; এবং প্রাণহীন বা সংজ্ঞাহীন অথবা স্বভাবতঃ গমন-শক্তি-হীন বস্তুর, অথবা ক্রিয়া বা ভাবের নাম, ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া ধরা হয়; যথা—« বালক, ষাঁড়, পুরুষ (boy, bull, male) », এগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ; « বালিকা, গাই বা গাভী, স্ত্রী (girl, cow, woman) », এগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; « পাথর, গাছ, আকাশ, জল, পর্বত, রোদ, ছুরী, সমুদ্র, ঘুম, বই, সরম, রাগ, গাঙ্ (stone, tree, sky, water, mountain, sunshine, knife, sea, sleep, book, shame, passion, river) », এগুলি ক্লীবলিঙ্গ শব্দ। সংস্কৃতে কিন্তু এরূপ হয় না—কেবল প্রকৃতিকেই অনুসরণ করিয়া ব্যাকরণের লিঙ্গ-বিভাগ করে না; শব্দের প্রত্যয়-অনুসারে নামের লিঙ্গ নির্ণীত হয়—পুরুষ-বাচক ও স্ত্রী-বাচক বিশেষ্যও ব্যাকরণে ক্লীবলিঙ্গ-রূপে ব্যবহৃত হয়; যেমন -সংস্কৃতে « বৃক্ষঃ, প্রস্তরঃ, আকাশঃ, পর্বতঃ, সমুদ্রঃ, রাগঃ »—এগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ; « জলম্, মিত্রম্ (=বন্ধু), রৌদ্রম্, কলত্রম্ (=স্ত্রী) »—এগুলি ক্লীবলিঙ্গ শব্দ; এবং « নিদ্রা, ছুরিকা, পুস্তিকা, লজ্জা, গঙ্গা »—এগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। যে সমস্ত ভাষায় প্রকৃতির বিরোধী অথচ ব্যাকরণানুযায়ী লিঙ্গ-বিভাগ বিদ্যমান, সেই সকল ভাষায়, স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ বিশেষ্যের পূর্ব্বে যে বিশেষণ বসে, সেই বিশেষণের পরিবর্তন হয়; যেমন—সংস্কৃতে « সুন্দরঃ পুরুষঃ, সুন্দরী নারী, মহান্ পর্বতঃ, বিশালঃ সাগরঃ, সুখদঃ সমীরঃ, সুখদা গঙ্গা, শীতলং জলম্ »; হিন্দুস্থানীতে, « অচ্ছা ভাত, অচ্ছী দাল; মীঠী বাত, মীঠা পানী; বড়া বেটা, বড়ী বহূ; নয়া কাগজ, নঈ কিতাব »।

বাঙ্গালা ভাষায়—বিশেষ করিয়া চলিত-ভাষায়—উপর্য্যুক্ত প্রকারের লিঙ্গ-বিচার বা প্রয়োগ এক্ষণে প্রায় পাওয়া যায় না। আমরা বলি—« ভাল ছেলে, সুন্দর ছেলে, ভালো বা সুন্দর মেয়ে; লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী ছেলে; বড় ছেলে, বড় বউ, বড় গাছ, বড় ফুল » ইত্যাদি। কিন্তু সাধু-ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দে, সংস্কৃত প্রয়োগের অনুকরণে, বহু স্থলে স্ত্রীলিঙ্গবৎ প্রয়োগ হইয়া থাকে, অর্থাৎ শব্দের বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয় সংযুক্ত হয়। রচনাশৈলী যখন গুরুগম্ভীর ও সংস্কৃতের অনুকারী করা হয়, তখন এই প্রকার স্ত্রী-প্রত্যয়ের প্রয়োগ অধিক করিয়া ঘটে। যথা—« সুন্দরী দুহিতা, কন্যা, রমণী; বিদ্বান্ পুরুষ, বিদুষী নারী; মহান্ জনসমাগম, মহতী সভা; মহীয়সী মহিলা; রোরুদ্যমানা বালিকা; মৃন্ময় গৃহ,

মৃন্ময়ী মূর্তি; সুশীল বালক, সুশীলা কন্যা; স্নেহময়ী মাতা; সন্তাপহারিণী নিদ্রা; সুখময়ী উষা; প্রধানা নায়িকা; বিরহবিধুরা রাধা; একাকিনী শোকাকুলা সীতা; রত্নগর্ভা জননী; কোকিল-কণ্ঠী গায়িকা; মুখরা, প্রগল্ভা স্ত্রী; সাধ্বী, পতিব্রতা নারী » ইত্যাদি। আ-কারান্ত, ঈ-কারান্ত ও তি-প্রত্যয়ান্ত বহু বস্তু- ও ভাব-ব্যঞ্জক বিশেষ্য-শব্দ সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ—বাঙ্গালাতেও তাহার অনুকরণ হয়; যথা—« অর্থকরী বিদ্যা, পরা বিদ্যা, সর্বংসহা ধরিত্রী, ধৈর্য্যশীলা নারী, স্বর্ণময়ী কাশী, তমিস্রা রজনী, যামিনী জ্যোৎস্না-মত্তা, ঘোরা যামিনী, ঐকান্তিকী নিষ্ঠা (সেবা, প্রীতি, ভক্তি), অচলা ভক্তি; স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী; পুষ্পময়ী লতা; বেগবতী নদী, কুলকুলুনাদিনী স্রোতস্বতী; পয়স্বিনী ধেনু (গাভী), সবৎসা গাভী; পঞ্চমবার্ষিকী জয়ন্তী, বার্ষিকী সভা; চঞ্চলা ক্ষণপ্রভা, মনোহারিণী জ্যোৎস্না; কিবা শোভা মনোলোভা, মায়াবিনী মরীচিকা, আশা কুহকিনী » ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি প্রত্যয় যোগ করিয়া পুং-বাচক শব্দের স্ত্রী-রূপ গঠিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, কোনও-কোনও স্থলে পৃথক্ শব্দ-দ্বারা পুং-বাচক শব্দের স্ত্রী-রূপ দ্যোতিত হয়। উভয়লিঙ্গ-বাচক সাধারণ শব্দে পুং-বাচক ও স্ত্রী-বাচক শব্দ যোগ করিয়াও লিঙ্গ-নির্দেশ হইয়া থাকে।

পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রী-রূপ দুই প্রকারের হয়ঃ (১) সেই শ্রেণীর বা জাতির স্ত্রীলোক বুঝাইবার জন্য, এবং (২) কোনও শ্রেণী বা জাতির পুরুষের পত্নীকে বুঝাইবার জন্য; যেমন—« ভাই » এই শ্রেণী বা পর্য্যায়ের স্ত্রী-রূপ হইতেছে « বোন » বা « ভগ্নী, ভগিনী », কিন্তু ভাইয়ের পত্নী অর্থে « ভাজ » শব্দ আছে। তদ্রূপ « নাতী—(১) নাতিনী, নাতনী—(২) নাত-বউ; ভাগিনেয় বা ভাগিনা, ভাগ্‌নে—(১) ভাগিনেয়ী, ভাগ্‌নী—(২) ভাগিনেয়-বধূ, ভাগ্‌নে-বউ »।

বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রী-বাচক শব্দ **তিনটী উপায়ে** গঠিত হয় :—

[১] পৃথক্ শব্দ-দ্বারা পুংলিঙ্গ- ও স্ত্রীলিঙ্গ-প্রদর্শন

(ক) বাঙ্গালা শব্দ

পুং	স্ত্রী (পত্নী অর্থে)	স্ত্রী (জাতি অর্থে)
বাপ, বাবা	মা	
বেটা, ছেলে, পো	বউ (পুত্রবধূ)	মেয়ে, ঝী (ঝিয়ারী)
ভাই	ভাজ (ভ্রাতৃবধূ)	বোন, ভগিনী
জামাই	ঝী, মেয়ে	
ভাশুর, দেওর	জা (যা)	ননদ
দাদা	বউদিদি	দিদি
শ্বশুর	শাশুড়ী	
তালুই, তাউই, তাঐ	মাউই, মায়ৈ, আবুই, আবুই-মা	
দাদামহাশয়	দিদিমা	
ঠাকুরদাদা	ঠাকু(র)মা, ঠানদিদি	
মিন্সা, মিন্সে (নিন্দায়)		মাগী
রাজা, রায়	রানী (রাণী)	রানী
ষাঁড়		গাই, গাভী

(খ) সংস্কৃত শব্দ

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
পিতা	মাতা	নর	নারী
জনক	জননী	পুত্র	কন্যা (পুত্রের স্ত্রী অর্থে 'স্নুষা' বা 'পুত্রবধূ')
স্বামী	স্ত্রী, জায়া, সহধর্মিনী, ভার্য্যা, গৃহিণী,	শ্বশুর	শ্বশ্রূ
পতি	পত্নী	রাজা	রাজ্ঞী
বর	বধূ, কন্যা, ক'নে	পুরুষ	প্রকৃতি, নারী, মহিলা
যুবা, যুবক	যুবতী, যুবতি	সখা	সখী

পুং	স্ত্রী
কর্তা	গৃহিণী, কর্ত্রী
বিপত্নীক	বিধবা
ভূত (প্রেত)	প্রেতিনী (অর্ধতৎসম 'পেত্নী')
বৃষ, ষণ্ড	গাবী (প্রাকৃতজ 'গাভী')
শুক	সারি, সারিকা

('শুক' অর্থে 'টিয়া', 'সারী' অর্থে 'সালিক বা ময়না-জাতীয় পক্ষী'—বিভিন্ন জাতীয় ; কিন্তু বাঙ্গালায় শব্দ দুইটী অজ্ঞ সাধারণের বিচারে পুং- ও স্ত্রী-বাচক হইয়া গিয়াছে।)

(গ) বিদেশী শব্দ

পুং	স্ত্রী
নওশাহ, দুলহা (=বর)	দুলহিন্ (=বধূ, ক'নে)
ভাই, দাদা	ভাবী (=বউদিদি)
পাতিশাহ, বাদশাহ, নবাব	বেগম
সাহেব	সাহেবা, বিবি ; খানুম, খাতুন (পদবী)
সাহেব, গোরা	বিবি, মেম্ (=ma'am, madam)
লর্ড, লাট	লেডী
মিষ্টার (=শ্রীযুক্ত)	মিস্ (=কুমারী), মিসেস্ (=বিবাহিতা)
গোলাম	বাঁদী
চাকর (ফারসী শব্দ)	দাসী ; ঝী (প্রাকৃতজ),
খানসামা, খিদমৎগার	আয়া (পোর্তুগীজ শব্দ)।

[২] সাধারণ শব্দে পুরুষ- অথবা স্ত্রী-বাচক শব্দ-যোগে লিঙ্গ-নির্দেশ

« বেটা, পুরুষ—মেয়ে, নারী, স্ত্রী, মহিলা ; মর্দ, মদ্দা, নর—মাদী ; পুত্র—কন্যা »—প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ-যোগে, বিশেষ্যের লিঙ্গ-নির্দেশ হয়। « বউ, পত্নী » প্রভৃতি শব্দও স্ত্রীলিঙ্গে যুক্ত হয় ; যথা—« বেটা-ছেলে—মেয়ে-

ছেলে ; পুরুষ-মানুষ—মেয়ে-মানুষ, (কচিৎ মেয়ে-লোক) ; কবি (= পুরুষ-কবি)—মেয়ে-কবি, স্ত্রী-কবি, মহিলা-কবি ('কবয়িত্রী') ; (পুরুষ) যাত্রী—মেয়ে-যাত্রী, স্ত্রী-যাত্রী ; গোঁসাই—মা-গোঁসাই ; (পুরুষ) সৈন্য—মেয়ে-সৈন্য, স্ত্রী-সৈন্য, মেয়ে-ফৌজ ; (পুরুষ) প্রতিনিধি—মহিলা-প্রতিনিধি ; নর-হাতী—মাদী-হাতী ; মর্দা- বা নর-চিল—মাদী-চিল, স্ত্রী-চিল ; নর-উট, মর্দা-উট—মাদী-উট, উটনী ; বৃষ, ষাঁড়, বলদ, ষাঁড়-গোরু—গাই-গোরু ; আঁড়িয়া বা এঁড়ে-বাছুর—নই-বাছুর, বকনা (-বাছুর) » ইত্যাদি।

বহু স্থলে উভয়-লিঙ্গ-বাচক একটীমাত্র শব্দ-দ্বারা কার্য্য চলে, বাক্যের অর্থ ধরিয়া লিঙ্গ-নির্ণয় করিতে হয় ; যথা—« গোরুতে গাড়ী টানে (এখানে গোরু = বলদ বা বৃষ), গোরু দুধ দেয় (গোরু = গাভী) » ; তদ্রূপ « মহিষ » শব্দ—« মহিষে গাড়ী টানে, মহিষে দুধ দেয় » ; « পয়সায় বাঘের দুধ মিলে ; মধ্য-এশিয়ায় তুর্কীরা ঘোড়ার দুধ খায় » ইত্যাদি।

[৩] পুং-বাচক নামের অন্তে প্রত্যয়-যোগে স্ত্রী-বাচক নাম-গঠন

(ক) বাঙ্গালা প্রত্যয়

[১] « -ঈ (-ই) » (সংস্কৃত « ঈ »-প্রত্যয়ও আছে ; নিম্নে দ্রষ্টব্য), 'তৎপত্নী বা তজ্জাতীয়া' অর্থে পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করে ; যথা—« মামা—মামী (মামী-মা) ; কাকা—কাকী (কাকী-মা) ; খুড়া—খুড়ী (খুড়ী-মা) ; জেঠা—জেঠী, জেঠাই (জেঠাই-মা, জেঠি-মা) ; সন্ত > সত, সৎ—সতী ; বামুন—বামনী ; বুড়া—বুড়ী ; ঘোড়া—ঘুড়ী (<ঘোড়ী) »। স্ত্রীলিঙ্গার্থে « -ঈ (-ই) »-প্রত্যয় আজকাল বাঙ্গালায় অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। « পাগল, পাগলা—পাগলী ; পেটুক—পেটুকী ; মুসলমান—মুসলমানী ; ভাগিনা—ভাগিনী, ভাগ্নী ; বেঙ্গমা ('বিহঙ্গম' শব্দজাত)—বেঙ্গমী ; মোরগ—মুরগী ; ভেড়া—ভেড়ী ; ডাহুক—ডাহুকী ইত্যাদি »। « রূপসী, সজনী, ধনী »—এই তিনটী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংরূপ বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই।

[২] « -ন », প্রসারে « -নী, -নি, -আনী, -ইনি, -উনি, -উন » ইত্যাদি। (« -আনী, -ইনী » সংস্কৃতেও আছে)। « বেহাই—বেহাইন্‌, বেয়ান; নাতী—নাতিন্‌, নাতিনী, নাতনী; কামার—কামারনী; কুমার—কুমারনী; গোয়ালা (গয়লা)—গোয়ালিনী (গয়লানী); ভিখারী—ভিখারিনী; নাপিত—নাপিতানি, নাপ্তিনী; পণ্ডিত—(কাশ্মীরী) পণ্ডিতানী, পণ্ডিতা; ওস্তাদ—ওস্তাদনী; ডোম—ডোমনী, » ইত্যাদি। কতকগুলি শব্দে দুইপ্রস্থ স্ত্রী-প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা—« সতীন্‌ ('সপত্নী' হইতে 'সৎ' বা 'সতা' শব্দ, যেমন 'সৎ-মা'; 'সৎ+ঈনী, ঈন=সতীনী, সতীন'); ননদ (মূলে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ—তাহাতে স্ত্রী-প্রত্যয় '-ইনী' যোগ করিয়া)—'ননদিনী' » ইত্যাদি।

(খ) সংস্কৃত প্রত্যয়

[১] « -আ »; যথা—« বৈবাহিকা, দ্বিজা; আর্য্যা; কৃশা; স্থূলা; প্রাচীনা; মহাশয়া; সদাশয়া; মাতুলা; বলাকা; প্রবীণা; নবীনা; সরলা; কোকিলা; অশ্বা (অশ্বী); চটকা; ক্রৌঞ্চা; কুটিলা; নিবেদিতা; মৃতা; জীবিতা; পণ্ডিতা; মূর্খা; সেবকা » ইত্যাদি।

[২] « -আনী »; পত্নী অর্থে—« ভবানী (ভব); ব্রহ্মাণী (ব্রহ্মা); ইন্দ্রাণী, মহেন্দ্রাণী; বরুণানী ('বারুণী'—বরুণের স্ত্রী অর্থে—উপরন্তু বাঙ্গালায় পাওয়া যায়); মাতুলানী (মাতুলা, মাতুলী); উপাধ্যায়ানী, উপাধ্যায়ী (পত্ন্যর্থে; স্ত্রী-জাতীয় উপাধ্যায়-অর্থে 'উপাধ্যায়া' বা 'উপাধ্যায়ী'); শূদ্রাণী (বা শূদ্রী); ক্ষত্রিয়াণী (বা ক্ষত্রিয়ী); বৈশ্যানী (পত্ন্যর্থে; তত্তৎজাতীয়া স্ত্রী-অর্থে—'শূদ্রা, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা'); আচার্য্যানী (স্ত্রী-আচার্য্য=আচার্য্যা) »। « হিমানী, অরণ্যানী (বনানী) »—এখানে ধরা যায়; এগুলি কিন্তু 'নিপাতনে সিদ্ধ' (অর্থাৎ রীতি-বহির্ভূত)।

[৩] « -ইকা »; « -অক » -প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে « ইকা » হয়; যথা—« লেখিকা, পাচিকা, প্রচারিকা, সংস্কারিকা, বালিকা, বাহিকা, চালিকা, ভক্ষিকা, প্রেরিকা »। নব-সৃষ্ট শব্দ—« ব্রাহ্ম—ব্রাহ্মিকা »। কিন্তু

« রজক—রজকী (রজকিনী), নর্তক—নর্তকী »। স্ত্রী-জাতীয় সেবক অর্থে বাঙ্গালায় « সেবিকা » চলে। 'ক্ষুদ্র' অর্থেও এই স্ত্রী-বাচক « -ইকা »-প্রত্যয় হয়—« পুস্তক—পুস্তিকা ; মালা—মালিকা ; চয়ন—চয়নিকা » ইত্যাদি।

[৪] « -ঈ » ; « কুমারী, কিশোরী, পুত্রী, নর্তকী, সুন্দরী, নটী, ব্রাহ্মণী, দৌহিত্রী, ভাগিনেয়ী, গোপী, পিতামহী, পাত্রী, ময়ুরী, উষ্ট্রী, হংসী, অশ্বী (অশ্বা), মৎস্তী, ভুজঙ্গী (ভুজঙ্গিনী), কুরঙ্গী, ব্যাঘ্রী, গর্দভী, কুক্কুরী, বিড়ালী, শূকরী, সারমেয়ী, হরিণী, শার্দূলী, ঘোটকী, ভল্লুকী, মৃগী, সিংহী, বিহঙ্গী, কপোতী, হেমাঙ্গী, তন্বী (তনু), কিঙ্করী, পিশাচী, গুর্বী (গুরু), লঘ্বী (লঘু), বৈষ্ণবী, দেবী, মানবী, ঈশ্বরী, শঙ্করী, নারায়ণী » ইত্যাদি। « নর—নারী » —এখানে « -ঈ » প্রত্যয়ের সাধন, রীতি-বহির্ভূত। « নদ—নদী »—এখানে হ্রস্বার্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার। অন্ত « -ঈ »-প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, যথা— « অনুচরী ; অর্থকরী বিদ্যা ; স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, শুভঙ্করী, কিঙ্করী ; সহচরী ; মাদৃশী, ঈদৃশী, সদৃশী, যাদৃশী ; স্বর্ণময়ী, মৃন্ময়ী, জলময়ী ; চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পঞ্চদশী, ষোড়শী, সপ্তদশী, অষ্টাদশী » ;—« চতুর্দশী » পর্য্যন্ত এই ক্রম-বাচক শব্দগুলি, ক্রম জানাইতে ও তিথি জানাইতে প্রযুক্ত হয় ; কিন্তু « প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া » —এইগুলির বেলায় « আ »-প্রত্যয় হয় ; এবং এই শব্দগুলির মধ্যে « ষোড়শী » ইত্যাদি কতকগুলি শব্দ, তত্তদ্বর্ষ-বয়স্কা কন্যা-অর্থে বহুশঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মন্তব্য—জাতি- বা শ্রেণী-বাচক অ-কারান্ত সংস্কৃত শব্দ (মানব ও ইতর-প্রাণী, উভয়-দ্যোতক) « -ঈ » -প্রত্যয় সাধারণ নিয়ম (« মানব—মানবী, হংস—হংসী » ইত্যাদি); কিন্তু ক্বচিৎ « -আ »-প্রত্যয়ও হয় ; যথা—« শূদ্র—শূদ্রা, কোকিল—কোকিলা, অশ্ব—অশ্বা, অজ—অজা »। কতকগুলি « -ক »- বা « -অক »-প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রী-রূপে « -ইকা »-প্রত্যয়ের পরিবর্তে « -কী » বা « -অকী » হয় ; যথা—« রজক—রজকী, নর্তক—নর্তকী, খনক—খনকী »।

[৪ক] « -**ইনী** » ; « ইন্ »-প্রত্যয়ান্ত নামের উত্তর স্ত্রী-লিঙ্গে « -ইনী » (-ইন্+-ঈ) হয় ; অতএব এই প্রত্যয় « -ঈ »-প্রত্যয়েরই অন্তর্গত। « পক্ষিণী, হস্তিনী, করিণী, বিদেশিনী, তরঙ্গিণী, বিনোদিনী, কামিনী, ধারিণী, গামিনী, দুঃখিনী (অর্ধতৎসম 'দুখিনী'), ধনশালিনী, মালিনী (অর্থ—'যে স্ত্রীলোকের মালা আছে' ; 'মালী' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে যে 'মালিনী' তাহা হইতেছে 'মালী+বাঙ্গালা প্রত্যয় -নী') ; সন্ন্যাসিনী, নিবাসিনী, বিলাসিনী, আলাপিনী, কল্লোলিনী » ইত্যাদি। বাঙ্গালায় বহুশঃ ন-কার-যুক্ত এই প্রত্যয়, শুদ্ধ « -ঈ » -প্রত্যয়ের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায়, « -ইনী »-প্রত্যয়ের প্রতি লোকের একটা আসক্তি পাওয়া যায়, তজ্জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ-মতে অসিদ্ধ বহু « -ইনী »-যুক্ত স্ত্রী-লিঙ্গ শব্দ বাঙ্গালায় গঠিত হয় ; যথা— « কুরঙ্গিণী, চাতকিনী, হেমাঙ্গিনী, মাতঙ্গিনী, পাগলিনী, চণ্ডালিনী, রজকিনী, ভুজঙ্গিনী, গোয়ালিনী, সাপিনী, বাঘিনী, সিংহিনী, বিহঙ্গিনী, কাঙ্গালিনী, ভিখারিনী, শ্বেতাঙ্গিনী, হংসিনী, গৃধিনী (<গৃধ্র) » ইত্যাদি। « অধীন » শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে « অধীনা », ক্বচিৎ ভ্রমক্রমে ইহা « অধীনী » বা « অধিনী » রূপেও লিখিত হয় (যেন « -ইনী »-প্রত্যয়ান্ত রূপ)।

[৪খ] « **-বিন্+-ঈ=-বিনী** » : « যশস্বিনী, তেজস্বিনী, পয়স্বিনী, মায়াবিনী, মেধাবিনী, ওজস্বিনী, স্রোতস্বিনী »।

[৪গ] « তৃ (প্রথমায় -তা) »-প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গে « তৃ=ত্র্+ঈ =**-ত্রী** » হয় ; যথা—« কর্তা=(কর্তৃ)—কর্ত্রী ; দাতা=(দাতৃ)—দাত্রী ; ধাত্রী, জগদ্ধাত্রী ; জনয়িত্রী ; পাত্রী (<'পাতা'=পালনকারী ; 'পাত্র' হইতেও « ঈ »-প্রত্যয় যোগে « পাত্রী ») ; প্রসবিত্রী, গন্ত্রী »।

« তৃ »-প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর « -ঈ (ত্রী) » হয় না ; যেমন—« মাতা (মাতৃ), স্বসা (স্বসৃ), ননন্দা (ননন্দৃ), যাতা (যাতৃ='জা'—স্বামীর ভ্রাতার স্ত্রী অর্থে) »।

[৪ঘ] শতৃ (অৎ বা অন্ত)-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর « অৎ+ঈ=**-অতী**

(ক্বচিৎ -**অন্তী**) » প্রত্যয় হয় ; যথা—« সৎ—সতী (সংস্কৃত শব্দ রূপে) ; বৃহৎ—বৃহতী ; মহান্, মহৎ—মহতী ; সুদন্ত- সুদতী (সুদন্তী, সুদন্তা) ; ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যতী বা ভবিষ্যন্তী »।

[৪ঙ] « বৎ, মৎ, ঈয়স্ »-প্রত্যয়ান্ত শব্দে পুংলিঙ্গে « বান্, মান্, ঈয়ান্ » হয়, স্ত্রীলিঙ্গে « -**বতী**, -**মতী**, -**ঈয়সী** » হয় ; যথা—« ধনবান্—ধনবতী ; রূপবান্—রূপবতী ; গুণবান্—গুণবতী ; শ্রীমান্—শ্রীমতী ; আয়ুষ্মান্—আয়ুষ্মতী ; সরস্বতী ; বিদ্যাবান্—বিদ্যাবতী (বিদ্বান্ <বিদ্বস্—বিদুষী) ; বিলাসবতী ; ভগবান্—ভগবতী ; গরীয়ান্ – গরীয়সী ; মহীয়ান্—মহীয়সী ; প্রেয়ান্ (প্রেয়ঃ) —প্রেয়সী ; শ্রেয়ান্ (শ্রেয়ঃ)—শ্রেয়সী ; ভূয়ান্ (ভূয়ঃ)— ভূয়সী »।

[৪চ] « রাজন্ (রাজা)+ঈ=রাজ্ঞী ; খ্যাতনামা (খ্যাতনামন্)+ঈ=খ্যাতনাম্নী ; নর+ঈ=নারী »।

[৫] কতকগুলি শব্দে বিকল্পে « -আ » বা « -ঈ » হয় : « বিশাল—বিশালা, বিশালী ; চণ্ড—চণ্ডা, চণ্ডী ; কৃপণ—কৃপণা, কৃপণী ; ভাবুক—ভাবুকা, ভাবুকী »।

[৬] বহুব্রীহি-সমাসের পরবর্তী, অঙ্গ-বাচক শব্দে বিকল্পে « -ঈ » বা « -আ » হয় ; যথা—« সুকেশ—সুকেশা, সুকেশী ; চন্দ্রমুখা, চন্দ্রমুখী ; সুমুখা, সুমুখী ; কৃশোদরা, কৃশোদরী ; সুকণ্ঠা, সুকণ্ঠী ; তাম্রনখা, তাম্রনখী ; সুদন্তা, সুদন্তী, সুদতী » (বাঙ্গালায় « -ঈ »-কারান্ত রূপই অধিক প্রচলিত)।

কিন্তু « নেত্র » ও « ভুজ » প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ, এবং « নাসিকা » ও « উদর » ভিন্ন দুইয়ের-অধিক-স্বর-বিশিষ্ট অঙ্গ-বাচক শব্দের উত্তর « -ঈ » হয় না। যথা—« দশভুজা, ত্রিনেত্রা, দ্বিভুজা, শশিবদনা, মৃগনয়না » (কিন্তু « শশিবদনী, মৃগনয়নী » বাঙ্গালা কবিতায় ব্যবহৃত হয়)।

[গ] **স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পুংলিঙ্গ :** কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গের আধারের উপর প্রস্তুত হইয়াছে ; যথা—« নন্দাই (=ননন্দ্‌পতি), বোনাই (=ভগিনীপতি), পিসা (=পিউসা <পিউসী বা পিসী), মেসো (=মাস্যা, মাউসা <মাসী বা মাউসী) »।

[ঘ] **দুই-একটী শব্দ নিত্য পুং, বা নিত্য স্ত্রী**ঃ « বিপত্নীক, সভাপতি (সংস্কৃতে পুং ও স্ত্রী, বাঙ্গালায় কেবল পুং); অঙ্গনা, সজনী, রূপসী »।

[ঙ] **বিদেশী স্ত্রী-প্রত্যয়**—[১] তুর্কী « -অম্ »: « বেগ্—বেগম্; খান—খানম্, খানুম্ »; [২] আরবী ও ফারসী « অহ্ = আ »ঃ « সুলতান—সুলতানা, মালিক—মালিকা, ওয়ালিদ (= পিতা)—ওয়ালিদা (= মাতা) »; তদ্রূপ, মুসলমান মেয়েদের নামে—« হালিমা, জরীনা, ফাতিমা, নাদিরা, সাকিনা, লায়্লা, জোহরা » প্রভৃতি।

বচন

যাহার দ্বারা পদার্থের সংখ্যার বিষয়ে আমাদের বোধ জন্মে, তাহাকে **বচন** (Number) বলে। একটী বস্তু বুঝাইলে **এক-বচন** বলে; যেমন—« মানুষ, গাছ, পাখী, ধ্বনি, ধর্ম »। একাধিক বস্তু বুঝাইলে **বহু-বচন** বলে, যেমন—« মানুষেরা, গাছগুলি, পাখীসব, ধ্বনিসমূহ, ধর্মসকল »। বাঙ্গালা-ভাষায় এক-বচন ও বহুবচন-মাত্র স্বীকৃত হয়।

কোনও-কোনও ভাষায় একবচন ব্যতীত একটী দ্বিবচনও স্বীকৃত হয়; যেমন—সংস্কৃতে, « অশ্বঃ (= একটী ঘোড়া)—অশ্বৌ (= দুইটী ঘোড়া)—অশ্বাঃ (= ঘোড়া-সকল) »; সাঁওতালীতে « সাদম্—সাদম্‌কিন্—সাদম্‌কো »। কিন্তু সাধারণতঃ আধুনিক ভাষাগুলিতে দুইটী বচনই স্বীকৃত হয়।

বাঙ্গালা ভাষায় এক-বচনের জন্য বিশেষ কোনও প্রত্যয় নাই—নাম বা শব্দ স্বয়ংই এক-বচনে ব্যবহৃত হয়। বহু-বচনের জন্য শব্দের উত্তর কতকগুলি প্রত্যয় যুক্ত হয়, এবং সমষ্টি-বাচক কতকগুলি শব্দও সংযোজিত হয়।

প্রত্যয়ঃ « রা, এরা, দিগ, দিগের; দের, গুলি, গুলা »;

সমষ্টি-বাচক শব্দঃ « গণ; কুল; বৃন্দ; জন; আদি, আদিক; লোক; সকল; সব; সভা; বর্গ; রাশি; সমূহ; সমুচ্চয়; নিচয়; মালা; আবলী » ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় কখনও-কখনও বহু-বচনের জন্য কোনও প্রত্যয় অথবা সমষ্টি-বাচক শব্দ যুক্ত হয় না, এক-বচনের রূপের দ্বারাই বহু-বচন দ্যোতিত হইয়া থাকে।

এরূপ ক্ষেত্রে, বাক্যের অর্থ ধরিয়া এক-বচন অথবা বহু-বচন বুঝিতে হয়। শব্দের পূর্বে সংখ্যা-বাচক বিশেষণ বসিলে, বহু-বচনের চিহ্ন যুক্ত হয় না ; যথা—« পাঁচজন মানুষ ('পাঁচজন মানুষেরা' নহে), দুইটী ঘোড়া, তিনটী মনোবৃত্তি » ইত্যাদি। কখনও-কখনও সংখ্যা- বা সমষ্টি-বাচক শব্দ, নাম-শব্দের পরে বসে—তাহাতে নামটী বিশেষিত হয় ; যথা—« মানুষ পাঁচজন, মেয়ে তিনটী (=বিশেষ পাঁচজন মানুষ, বিশেষ তিনটী মেয়ে) »।

সর্বনাম-পদ নাম-শব্দের বিশেষণ-রূপে বসিলে, সমষ্টি-বাচক শব্দগুলি সর্বনামের সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকে ; যথা—« যে-সকল মানুষ ('যে মানুষ-সকল' নহে); সে-সব কথা ; যত-সব দুষ্ট ছেলের কাজ » ইত্যাদি।

বহুবচন-জ্ঞাপক প্রত্যয়ের প্রয়োগ

[১] « -রা, -এরা » : এই দুইটী মুখ্যতঃ চলিত-ভাষার প্রয়োগ, সাধু-ভাষাতেও ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু সাধু-ভাষায় « গণ, সমূহ, বর্গ, বৃন্দ » প্রভৃতি সংস্কৃত সমষ্টি-বাচক শব্দই সমধিক প্রযুক্ত হয়। যেমন—« আমরা, তোমরা, এরা, তাহারা, দেবতারা, গন্ধর্বেরা, মুনিরা, ব্রাহ্মণেরা, শিশুরা, পীরেরা, ফেরেস্তারা, ইউ-রোপীয়েরা, পণ্ডিতেরা » ইত্যাদি। তদ্রূপ, « পাখীরা, পশুরা »। অপ্রাণি-বাচক শব্দে « রা »-প্রত্যয় হয় না ; « গাছেরা, পাতারা » অপপ্রয়োগ-জাত। তবে অপ্রাণি-বাচক বস্তুতে প্রাণ বা চেতনা-শক্তি কল্পনা করিয়া, « রা »-প্রত্যয় চলিতে পারে : « আকাশের তারারা অতন্দ্র নয়নে চাহিয়া আছে »। অনেক সময়ে « -রা, -এরা »-প্রত্যয়ের সহিত « সব » এই শব্দটী ব্যবহৃত হয়—« পণ্ডিতেরা সব, তাহারা সব, পশুরা সব »।

শব্দটী উচ্চারণে ব্যঞ্জনান্ত হইলে, « -এরা » প্রযুক্ত হয় ; স্বরান্ত হইলে, « -রা » যুক্ত হয়। কিন্তু « অ »-কারান্ত পদে বিকল্পে « -এরা » যুক্ত হয় ; এবং কচিৎ ব্যঞ্জনান্ত শব্দে « -এরা » না হইয়া « -রা » দেখা যায়, কিন্তু তাহা বিরল ; যথা—« রাখাল—রাখালেরা ; পণ্ডিত—পণ্ডিতেরা ; রাজা—রাজারা ; মুনিরা ; সুধীরা ; সাধুরা ; বধূরা ; গোরারা ; মন্দরা, মন্দেরা ; মদ্দ'রা, মদ্দে'রা ; অন্ধরা, অন্ধেরা ; (কিন্তু « ভালরা, কালরা »—উচ্চারণে [ভালো, কালো]—« ভালেরা, কালেরা »

হইবে না); গাড়োয়ান্‌রা, গাড়োয়ানেরা ; মুসলমানরা, মুসলমানেরা »। লক্ষণীয়—« মা—মায়েরা » (« মারা » নহে—প্রাচীন বাঙ্গালায় 'মা'-শব্দের পূর্ণ রূপ ছিল « মাঅ » বা « মায় », তাহা হইতে « মায়েরা »); সেপাই—সেপাইরা সেপাইয়েরা (অর্থাৎ সেপায়+এরা) »।

« -রা, -এরা » কেবল কর্তৃকারকে প্রযুক্ত হয়। কর্তা ব্যতীত অন্য কারকে—

[২] « দিগ, দিগের, দিগে, দিকে, দে, এদের, দের »—এই প্রত্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ যেখানে কর্তায় « রা, এরা » আইসে, সেখানে অন্য কারকে এই প্রত্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়। যথা—« বালক-দিগ-কে, শিক্ষক-দিগের, তোমাদিকে, ভদ্রলোকেদের বা ভদ্রলোকদের, ব্রাহ্মণদের » ইত্যাদি।

[৩] « গুলা, গুলি »—প্রাণিবাচক ও অপ্রাণি-বাচক, উভয় প্রকার নামের সঙ্গে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। অনাদরে—« গুলা » (চলিত ভাষায় « গুলা »-র পরিবর্তন « গুলো »—স্বর-সঙ্গতির নিয়ম-অনুসারে), আদরে « গুলি »; যথা—« গোরুগুলি, শূয়ারগুলা, বদমাইশগুলা, ফুলগুলি, লক্ষ্মী মেয়েগুলি, পাজী ছেলেগুলা; পাহাড়গুলি, ঝরনাগুলি » ইত্যাদি। উচ্চশ্রেণীর বা সম্মানার্হ ব্যক্তিগণের নামবাচক শব্দে « গুলা » বা « গুলি » প্রযুক্ত হয় না; যথা—« দেবতাগণ, ঋষিগণ, শিক্ষকগণ »—« গুলা » বা « গুলি » নহে।

« গুলা, গুলি », কর্তা ও অন্য সমস্ত কারকেই ব্যবহৃত হয়।

বহুবচন-জ্ঞাপক শব্দাবলী

বাঙ্গালায় নামের সহিত যুক্ত বহুবচন-দ্যোতক শব্দাবলী সাধারণতঃ সংস্কৃত হইতে গৃহীত, এবং এগুলি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সহিতই প্রযুক্ত হয়, প্রাকৃতজ শব্দের সহিত হয় না; যেমন—« বালকবৃন্দ » (« ছেলেবৃন্দ » নহে—« ছেলেরা » বা « ছেলেগুলি »); « আম্রসমূহ » (কিন্তু « আমগুলা, আমগুলি »)। কিন্তু বহু-বচনের এই-সব সংস্কৃত শব্দ বিদেশীয় শব্দের সহিত প্রযুক্ত হয়; যথা—« নবাবগণ, ইউরোপীয়গণ, মুরীদ-সমূহ »; « মুসলমানগণ », কিন্তু « গোরাগণ » নহে।

« গণ, সকল, সমূহ, নিচয়, বৃন্দ » প্রভৃতি শব্দগুলির মধ্যে অনেকগুলি সাধারণ-ভাবে সমস্ত প্রকার বিশেষ্যের সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে, আবার কতকগুলি কেবল বিশেষ-বিশেষ অর্থের বিশেষ্য-পদের সহিতই যুক্ত হয়। এগুলির কোন্‌টী কি প্রকারের মূল-শব্দের সহিত ব্যবহৃত

হইবে, তাহা অনেকটা সংস্কৃতের রীতি-অনুসারেই নির্দিষ্ট হইয়া ; যেমন—« নক্ষত্রমালা » (কিন্তু « অধ্যাপক-মালা » নহে ; অপর, « নক্ষত্রসমূহ, অধ্যাপক-সমূহ »)। নিম্নে এইরূপ বহুবচন-দ্যোতক শব্দ-সম্বন্ধে সাধারণ রীতি নির্দিষ্ট হইতেছে।

(১) « আবলী »—অপ্রাণি-বাচক ; « চরিতাবলী, রত্নাবলী, চিত্রাবলী, নামাবলী, নক্ষত্রাবলী » ; ক্বচিৎ প্রাণি-বাচক—« পদ্মাবলী »।

(২) « কুল »—প্রাণি-বাচক « অলিকুল, ধেনুকুল »।

(৩) « গণ »—প্রাণি-বাচক, বিশেষতঃ মনুষ্য- ও দেবতা-বাচক।

(৪) « গ্রাম »—অপ্রাণি-বাচক : « ইন্দ্রিয়গ্রাম »।

(৫) « চয় »—অপ্রাণি-বাচক।

(৬) « জন »—প্রাণি-বাচক : « বিদ্বজ্জন, বিবুধজন, পণ্ডিতজন »।

(৭) « দাম »—অপ্রাণি-বাচক : « লতাদাম, বিদ্যুদ্দাম »।

(৮) « নিকর »—অপ্রাণি-বাচক।

(৯) « নিচয় »—অপ্রাণি-বাচক।

(১০) « মণ্ডল »—অপ্রাণিবাচক : « মেঘ-মণ্ডল »। « মণ্ডলী »—প্রাণি-বাচক : « ভদ্র-মণ্ডলী, কৃষক-মণ্ডলী, বিবুধ-মণ্ডলী »।

(১১) « মালা »—অপ্রাণি-বাচক।

(১২) « রাজি »—অপ্রাণি-বাচক : « বৃক্ষরাজি, রত্নরাজি »।

(১৩) « লোক »—প্রাণি-বাচক ; বাঙ্গালায় বিশেষ ব্যবহৃত হয় না ; « পণ্ডিতলোক »।

(১৪) « বর্গ »—প্রাণি-বাচক : « নেতৃবর্গ, রাজন্যবর্গ »।

(১৫) « বৃন্দ »—প্রাণি-বাচক : « সভ্যবৃন্দ »।

(১৬) « সকল »—সাধারণ।

(১৭) « সব »—সাধারণ।

(১৮) « সভা »—প্রাণি-বাচক : « পণ্ডিতসভা, যুবতীসভা »।

(১৯) « সমুচ্চয় »—সাধারণ :

(২০) « সমূহ »—সাধারণ।

(২১) « মহল » (আরবী শব্দ) -প্রাণি-বাচক : « রাজনৈতিক-মহলে, বন্ধু-মহলে » (সাধারণতঃ সপ্তমীতে প্রযুক্ত—« -দিগের মধ্যে », এই অর্থে)।

সমাস-বদ্ধ হইয়া সমস্ত-পদের আদিতে বসিলে, সংস্কৃত শব্দ বহুস্থলে যে রূপ (প্রাতিপদিক রূপ) গ্রহণ করে, তাহা সেই শব্দের প্রথমা বিভক্তি বা কর্তৃকারকের এক-বচনের রূপ হইতে কখনও-কখনও একটু ভিন্ন হইয়া থাকে; যেমন—« ইন্ »-প্রত্যয়ান্ত « গুণিন্ » শব্দ; সংস্কৃতে ইহার কর্তৃকারকের (প্রথমা বিভক্তির) এক-বচনের রূপ হইতেছে « গুণী »; কিন্তু সমাসে « গুণী » হইবে না, « গুণি- » হইবে—« গুণিগণ » (« গুণীগণ » নহে); তদ্রূপ « গুণিসমূহ »। বাঙ্গালায় কিন্তু কর্তৃকারকের এক-বচনে দীর্ঘ-ঈকারান্ত রূপ « গুণী »-ই সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে, সংস্কৃতের প্রাতিপদিক রূপ « গুণি- » অজ্ঞাত। সংস্কৃতের ব্যাকরণ অনুসারে « গুণিগণ » সিদ্ধ, « গুণীগণ » অসিদ্ধ ও ভুল! তদ্রূপ সংস্কৃত « পিতৃ » শব্দের কর্তৃকারকে এক-বচনের রূপ « পিতা » বাঙ্গালায় গৃহীত, সংস্কৃত সমাসাগত প্রাতিপদিক রূপ « পিতৃ » বাঙ্গালায় অপ্রযুক্ত। কিন্তু সংস্কৃত-নিয়মানুসারে « পিতৃগণ » লিখিতে হইবে, « পিতাগণ » ভুল। বাঙ্গালায় « গুণি, পিতৃ » প্রভৃতি রূপের ব্যবহার না থাকায়, কেহ-কেহ বলেন যে বাঙ্গালায় প্রচলিত « গুণী, পিতা » প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে, « গণ » প্রভৃতি শব্দকে « গুলা, দিগ » প্রভৃতি বাঙ্গালা বহুবচন-দ্যোতক শব্দের সহিত সম-পর্য্যায়ের ধরিয়া লইয়া, ইহাদের জুড়িয়া দিতে পারা যায়; যেমন—« ধনীরা, পিতারা, গুণীদিগের », তদ্রূপ খাঁটী বাঙ্গালা ব্যাকরণ ধরিয়া « গুণী-গণ, পিতা-গণ, ভ্রতা-গণ, ধনী-সমূহ, প্রাণী-বর্গ »-ও চলিতে পারে।

দুই মতে পক্ষে যৌক্তিকতা আছে; তবে এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিলেই ভাল হয়। তবে ইহাও স্বীকার্য্য যে, « নেতা-গণ গুণী-গণ, বুদ্ধিমান্-গণ » ইত্যাদি লিখিলে বা বলিলে, খাঁটী বা প্রাকৃত বাঙ্গালা ভাষার দিক্ দিয়া বিচার করিলে, ভুল বলিয়া নাও ধরা যাইতে পারে; পদ-দ্বয়ের মধ্যে একটী সংযোগ চিহ্ন দিয়া রাখিলে চলিতে পারে।

নিম্নে কতকগুলি শব্দের মূল রূপ, প্রথমার রূপ ও সমাস-গত প্রাতিপদিক রূপ প্রদর্শিত হইল।

মূল শব্দ	প্রথমার একবচন	সমাস-গত রূপ
(১) -অন্	-আ (পুং), অ (ক্লী)	অ
রাজন্, যুবন্, কর্মন্	রাজা, যুবা, কর্ম	রাজগণ, যুবগণ, কর্মসমূহ
(২) -অন্ত্, -বন্ত্	আন্ (পুং), অৎ (ক্লী), অন্তী অতী, (স্ত্রী)	-অৎ, অদ্, -অন্
শ্রীমন্ত্	শ্রীমান্, শ্রীমতী, শ্রীমৎ	শ্রীমন্নরপতি-সকাশে শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্-গীতা, শ্রীমৎসজ্জন-প্রতিপালক
(৩) -ইন্	-ঈ (পুং), -ইনী (স্ত্রী), -ই (ক্লী)	ই
গুণিন্	গুণী, গুণিনী	গুণিগণ
(৪) -বিন	-বী, -বনী	বি
তপস্বিন্	তপস্বী, তপস্বিনী	তপস্বিগণ
(৫) -অস্	আঃ (বাঙ্গালায় আ)	অঃ, ও
অপ্সরস্	অপ্সরাঃ, অপ্সরা	অপ্সরোগণ
(৬) -বস্	বান্, উষী	বৎ, বদ্, বন্
বিদ্বস্	বিদ্বান্, বিদুষী	বিদ্বদ্‌বর্গ, বিদ্বন্মণ্ডলী
(৭) -রাজ্	রাট্, রাজ্ঞী	-রাট্, রাড্
সম্রাজ্	সম্রাট্, সম্রাজ্ঞী	সম্রাটসমূহ, সম্রাড্‌বর্গ ইত্যাদি।

বিদেশী বহুবচন-প্রত্যয়

বহু-বচনে ফারসী « দিগর (< দীগর) »-ও পাওয়া যায় ; যথা—« গোপাল দত্ত দিগর (= গোপাল দত্তেরা, গোপাল দত্ত ও তাহার সহযোগীরা) জাহির করিতেছে যে » ইত্যাদি।

দ্বিরুক্তি-দ্বারা বহুবচন-প্রকাশ

শব্দকে দুইবার প্রয়োগ করিয়া, বহুবচনের ভাব প্রকাশিত হয়। যেমন—

(১) বিশেষ্য শব্দ « বনে বনে (= নানা বনে) ; ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই ; জিজ্ঞাসিব জনে জনে »।

(২) বিশেষণকে দ্বিরুক্ত করিয়া ; যথা—« লাল লাল ফুল ; বড় বড় গাছ ; উঁচু উঁচু পাহাড় » ইত্যাদি।

পদাশ্রিত-নির্দেশক

(Enclitic Definitives, Articles)

« টা, টী, টুকু, টুক্, খানা, খানী (খানি), জন » প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ বা শব্দাংশ আছে, যেগুলি বিশেষ্যের সহিত (অথবা বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত সংখ্যা-বাচক বিশেষণের সহিত) সংযুক্ত হইয়া যায়, বিশেষ্য বা সংখ্যাবাচক শব্দকে বিশেষভাবে নির্দেশ করে। এইরূপ শব্দ বা শব্দাংশকে **পদাশ্রিত-নির্দেশক** বলা যাইতে পারে। বিশেষ্য-শব্দ অথবা সংখ্যা-বাচক বিশেষণের সহিত যুক্ত হইয়া গেলে, বিভক্তি-সূচক প্রত্যয়, সমগ্র সংযুক্ত পদটীর পরে আসিয়া বসে ; যথা—« বাড়ী-খানা-র, মানুষ-টী-কে, মানুষ-দুই-টী-র-জন্য, হাঁড়ী-টা-থেকে ; চৌকীদার পাঁচ-জনের » ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে এই প্রকার নির্দেশক, সংখ্যা বা পরিমাণ-বাচক বিশেষণ-দ্বারা যুক্ত হয়, এবং সমগ্র পদটী বিশেষণ-পদ-রূপে বিশেষ্যটীর পূর্বে বসে, সেখানে নির্দেশক শব্দে বা শব্দাংশে বিভক্তি যুক্ত হয় না, বিভক্তি-যোগ পরবর্তী বিশেষ্যেই হইয়া থাকে, যথা—« এতটা দুধের দাম এক আনা ? একজন মানুষকে ডাকিয়া আন ; পাঁচজন যাত্রীর ভাড়া » ইত্যাদি।

বিশেষ্যের পরে কেবল এক-বচনে এই সকল নির্দেশক প্রযুক্ত হয় ; এবং তখন বিশেষ করিয়া উক্ত বিশেষ্যের গুণ বা রূপ ব্যতীত তাহার প্রকৃতি বা অবস্থানকে নির্দেশ করে ; যথা—« লোকটা, বা লোকটী ; বই-খানা, বই-খানি ; লাঠি-গাছ, লাঠি-গাছা » – এখানে « লোক, বই, লাঠি »—এই তিনটী বিশেষ্যের পরে « টা, টী ; খানা, খানি ; গাছ, গাছা » বসিয়া, ইহাদের আকার-বা প্রকৃতি-সম্বন্ধে বক্তার ধারণার নির্দেশ করিয়া দিতেছে ; এবং সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, উক্ত « লোক, বই, লাঠি », যে-কোনও লোক, বই বা লাঠি নহে,—তাহাদের বিশেষ করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে পূর্বেই যেন কিছু বলা হইয়াছে, অথবা শ্রোতা যেন তাহাদের সম্বন্ধে কিছু জানে।

সংখ্যা-বাচক বিশেষণ প্রযুক্ত হইলে, বিশেষ্যের পরে এই সংখ্যা-বাচক শব্দ বসিলেই এইরূপ সুনির্দিষ্ট-ভাব প্রকটিত হয়; যথা—« তিন-খানা বই = যে কোনও অনির্দিষ্ট তিন খানা বই », কিন্তু « বই তিন-খানা = সুনির্দিষ্ট বা বা সুপরিজ্ঞাত তিন-খানা বই »; তদ্রূপ « তিনটী ছেলে—ছেলে তিনটী; পাঁচজন প্রজা (অনির্দিষ্ট), প্রজা পাঁচজন (নির্দিষ্ট) »। একবচনে সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য « এক » শব্দের প্রয়োগ হয় না, সংখ্যা-বাচক শব্দ যোগ না করিয়াই একবচনে সুস্পষ্টতা আসিয়া যায়; যথা—« লোকটা (সুনির্দিষ্ট), একটা লোক বা লোক একটা (অনির্দিষ্ট) »।

অনির্দিষ্ট ভাব জানাইবার আর একটী উপায় আছে—সংখ্যা-বাচক বিশেষণের পূর্বে কতকগুলি নির্দেশক-শব্দ বা শব্দাংশ, ব্যবহার করা (কেবল « টা, টী, খানা, খানি, গাছা, গাছি » শব্দাংশ সংখ্যা-বাচক শব্দের পূর্বে কখনও ব্যবহৃত হয় না); যথা—« জন-দুই মানুষ, খান-চার কাপড়, গাছ-কতক লাঠি » (কিন্তু « টা-দুই মানুষ, খানা-চার কাপড়, গাছ-কতক লাঠি »—এরূপ প্রয়োগ হয় না; « আ » বা « ই (ঈ) »-কারান্ত শব্দাংশ কতকটা সুনির্দিষ্টতার ইঙ্গিত করে)। এরূপ ক্ষেত্রে, অনির্দেশ-ভাবকে আরও ভাল করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য, সংখ্যা-বাচক শব্দে অনিশ্চয়-বোধক প্রত্যয় « এক » যুক্ত করা যাইতে পারে; যথা—« জন-দুইয়েক মানুষ খান-চারেক কাপড়, গাছ-পাঁচেক লাঠি, খান-আষ্টেক রুটী » ইত্যাদি।

পরিমাণ-বাচক বিশেষণের সঙ্গেও ঐরূপ নির্দেশক প্রযুক্ত হয়; যথা—« এতটা জল, এতখানি বেলা, এইটুকু দুধ, দুধ-টুকু » ইত্যাদি।

« টা, টী, টুকু, খানা » প্রভৃতির দ্বারা বস্তুর আকার- বা প্রকৃতি-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত থাকে। « টী, খানি, গাছি »—এই প্রকার ই-ঈ-কারান্ত রূপের দ্বারা বস্তুর হ্রস্ব-ভাব (বা ইহার প্রতি বক্তার আদর) জ্ঞাপন করা হয়।

শব্দ-বিভক্তি ও বিভক্তিবৎ ব্যবহৃত পদ

বাক্যে ক্রিয়া-পদের সহিত বিশেষ্য অথবা সর্বনাম পদের যে বিশেষ সম্বন্ধ থাকে তাহাকে **কারক** (Case) বলে।

« রাম কাগজে তুলি দিয়া ছবি আঁকিতেছে » এই বাক্যে বিশেষ্য পদ চারিটী—'কাগজে', 'তুলি', "ছবি'। 'আঁকিতেছে' পদটী ক্রিয়া, ক্রিয়ার সহিত বিশেষ্যগুলির সম্বন্ধ—

কে আঁকিতেছে ?—রাম (ক্রিয়ার সহিত বিশেষ্যের কর্তা সম্বন্ধ,) কর্তৃকারক।

কি আঁকিতেছে ?—ছবি (ক্রিয়ার সহিত কর্ম সম্বন্ধ, কর্মকারক)

কি উপায়ে বা কিসের দ্বারা ?- তুলি (উপায় বা করণের সম্বন্ধ, করণকারক)

কোন খানে বা কিসে ?—কাগজে (ক্রিয়ার স্থান বা আধার বুঝাইতেছে, আধার বা অধিকরণ সম্বন্ধ)

« রাম ঘর হইতে বাহির হইতেছে »—এখানে 'ঘর' এই বিশেষ্য দ্বারা 'বাহির হইতেছে' ক্রিয়ার স্থান-পরিবর্তন বুঝাইতেছে, সুতরাং ইহার ইহার সহিত ক্রিয়ার স্থানচ্যুতি বা অপাদান সম্বন্ধ (অপাদান কারক)। « দরিদ্রকে ভিক্ষা দাও »—এখানে "দরিদ্রকে' এই বিশেষ্য পদটী, 'দাও' দান-ক্রিয়ার পাত্রকে বুঝাইতেছে, সুতরাং ইহার সহিত ক্রিয়ার দান-পাত্র বা সম্প্রদান সম্বন্ধ।

বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের সহিত বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের মোটামুটি এই ছয় রকম সম্বন্ধ হইতে পারে—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ।

ক্রিয়া-পদ ভিন্ন অন্যান্য পদের সহিত বিশেষ্যের বা সর্বনামের যে সম্বন্ধ, তাহা যথার্থ কারক-পদ-বাচ্য নহে ;—এই প্রকারের সম্বন্ধও, কারকের ন্যায় বিভক্তি বা বিশেষ বিশেষ্য- অথবা ক্রিয়া-পদ সহযোগে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে যেমন—« রামের হাত » ; এখানে « হাত » এই বিশেষ্যের সঙ্গে « রাম » এই শব্দের অন্বয় বা সম্বন্ধ « -এর » এই বিভক্তির দ্বারা দেখানো হইয়াছে ; « রাম » ও « হাত » উভয় শব্দের মধ্যে কোনও কার্য্য বা ক্রিয়ার স্থান নাই, এখানে « রামের » হইতেছে **সম্বন্ধ পদ** আমরা মোটামুটি-ভাবে এই দ্বিতীয় প্রকারের সম্বন্ধ বা অন্বয়কেও কারক পর্য্যায়েরই অন্তর্গত করিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

বাঙ্গালা ভাষায় নানা বিভক্তি দ্বারা এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ্য ও

ক্রিয়াপদের সহযোগে কারক নির্দিষ্ট হয়। বাঙ্গালা ভাষার বিভক্তি দুই প্রকারের—

[১] **যথার্থ বিভক্তি (খাঁটী বাঙ্গালা 'সুপ্')** : এগুলি পদের অংশ-রূপে যুক্ত হয়, ভাষায় এগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। যেমন—« -এ, -কে, -রে, -তে »।

শব্দের বিভক্তি বাঙ্গালায় এই কয়টী—

কর্তৃকারকে—« ০ (শূন্য) ; -এ (-য়ে, -য়), -তে (-এতে) » ;

কর্মকারকে ও সম্প্রদানে—« -এ (-য়ে, -য়) ; -কে, -রে (-এরে) » ;

করণকারকে ও অধিকরণে—« -এ (-য়ে, -য়) ; -তে (-এতে) » ;

সম্বন্ধে—« -র, -এর (-য়ের) »।

[২] **বিভক্তি-রূপে ব্যবহৃত পদ** (Post-positional Words) :

ভাষায় এগুলির পৃথক্ অবস্থান দেখা যায়। এগুলির অর্থ আছে, এবং অন্য পদের মত ভাষায় এগুলি স্বাধীন-পদ-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু বিশেষ্যের পরে আসিয়া, বিশেষ্যকে কোনও বিশিষ্ট কারকে আনয়ন করে। বিশেষ্যের পরে আসে বলিয়া, এইরূপ পদকে ইংরেজীতে Post-position বলা হয় ; বাঙ্গালায় এগুলিকে **কর্মপ্রবচনীয়, সম্বন্ধীয়, পরসর্গ** বা **অনুসর্গ**, এই প্রকারের নাম দেওয়া যায়। সংক্ষেপে আমরা এগুলিকে **অনুসর্গ** বলিতে পারি ; যথা—« বাড়ী **হইতে** ; কলম **দিয়া** লিখ ; তাহাকে **দিয়া** ; দেশ **থাকিয়া** (>**থেকে**) » প্রভৃতি।

বাঙ্গালায় নিম্ন-লিখিত পদগুলি কর্মপ্রবচনীয় অনুসর্গ-রূপে ব্যবহৃত হয়—এগুলি বিভক্তির মত শুদ্ধ শব্দের অথবা সুবন্ত পদের বা বিভক্তি-যুক্ত শব্দের পরে, অবিকৃত-রূপে, অথবা স্বয়ং বিভক্তি-যুক্ত হইয়া, ব্যবহৃত হয় ; যথা—

করণে—« দিয়া ; দ্বারা ; কর্তৃক ; করিয়া » ;

সম্প্রদানে—« তরে ; জন্য ; লাগিয়া . কারণ ; হেতু » ;

অপাদানে—« হইতে ; থাকিয়া, থেকে, কাছ থেকে, নিকট হইতে » ;

অধিকরণে—« কাছে, নিকটে, মধ্যে »।

এইগুলিই বিশেষ প্রচলিত কর্মপ্রবচনীয় অনুসর্গ; এতদ্ভিন্ন, ইংরেজী Preposition-এর মত বিশেষ-বিশেষ অর্থে আরও কতকগুলি এই প্রকারের শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলি পরে উল্লিখিত হইবে।

বিভক্তির প্রয়োগ-অনুসারে, **সংস্কৃতে** সাতটী কারক ধরা হইয়াছে—« কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ »। এতদ্ভিন্ন, সম্বোধনের একটী বিশেষ রূপও ধরা হয়। আবার ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ যোগ নাই বলিয়া, সংস্কৃত ব্যাকরণে, সম্বন্ধ, কারক-পদ-বাচ্য নহে। কারকগুলি যে ক্রমে নির্দিষ্ট হইল, সেই ক্রম সংস্কৃত ব্যাকরণে পাওয়া যায়; এবং এই ক্রম ধরিয়া সংস্কৃতে—

কর্তৃকারকের বিভক্তিকে—প্রথমা বিভক্তি,
কর্মকারকের " —দ্বিতীয়া বিভক্তি,
করণকারকের " —তৃতীয়া বিভক্তি,
সম্প্রদানের " —চতুর্থী বিভক্তি,
অপাদানের " —পঞ্চমী বিভক্তি,
সম্বন্ধ-পদের " —ষষ্ঠী বিভক্তি,
এবং অধিকরণের " —সপ্তমী বিভক্তি

বলা হয়। সংস্কৃতের ব্যাকরণকে আদর্শ করিয়া বাঙ্গালার ব্যাকরণ প্রায়শঃ লিখিত ও আলোচিত হয় বলিয়া, বাঙ্গালাতেও সংস্কৃতের অনুরূপ সাতটী (অথবা সম্বোধন লইয়া আটটী) কারক ধরা হয়; তদনুসারেই বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিশেষ্য-শব্দের রূপ, নির্দিষ্ট বা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে বাঙ্গালা শব্দ-রূপ, সংস্কৃতের শব্দ-রূপ হইতে নানা বিষয়ে পৃথক্। বাঙ্গালায় কর্ম-কারক ও সম্প্রদান-কারকের মধ্যে সাধারণতঃ পার্থক্য দেখা যায় না, এবং কর্তৃ-কারক, করণ-কারক ও অধিকরণ-কারকের রূপ অনেক সময়ে এক হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা শব্দ-রূপের বিভক্তি ইত্যাদি

☞ নিম্নে, চলিত-ভাষায় বিশেষ-ভাবে প্রযুক্ত ও সাধু-ভাষায় অব্যবহৃত বিভক্তি ও বিভক্তি-স্থানীয় শব্দগুলি, * তারকা-চিহ্নিত করিয়া দেখানো হইল।

কারক	এক-বচন	বহু-বচন
কর্তা (= প্রথমা বিভক্তি)	[১] মূল শব্দ—কোনও বিভক্তি-যুক্ত হয় না। [২] « -এ, -য়ে, -য় » (মূলতঃ এই বিভক্তির রূপ হইতেছে « -এ », কিন্তু ইহা « -য়ে »-রূপে, এবং « -অ, -আ, -ও »-কারান্ত শব্দের পরে সাধারণতঃ « -য় »-রূপে, লিখিত হয়। অনির্দিষ্ট কর্তা হইলে এই বিভক্তি ব্যবহৃত হয়)। [৩] « -এতে » (ব্যঞ্জনান্ত শব্দ এবং « -অ, -আ, -ও » -কারান্ত শব্দের উত্তর), « -তে » (« -ই, -ঈ, -উ, -ঊ »-কারান্ত শব্দের উত্তর)।	[১] মূল শব্দ—অপরিবর্তিত। [২] « -রা » (স্বরান্ত শব্দের পরে), « -এরা » (ব্যঞ্জনান্ত শব্দের পরে. ক্বচিৎ স্বরান্ত—অ-কারান্ত শব্দেরও পরে); এই প্রত্যয়টীর প্রয়োগ, প্রাণি-বাচক এবং অপ্রাণি-বাচক অথচ প্রাণি-ধর্ম-বিশিষ্ট শব্দে হইয়া থাকে। « -গুলা, -গুলি, *-গুলো, -গুলান »। [৩] « সকল, সমূহ, সমস্ত, গণ, কুল, নিকর, নিচয় » প্রভৃতি শব্দ-যোগ। [৪] « গুলায়, -গুলাতে, -গুলিতে, সকলে » ([২] ও [৩] -এর প্রত্যয় ও শব্দ + « -এ, -তে » -প্রত্যয়-যোগ)। [৫] কতকগুলি শব্দে « -এ »। ☞ যদি কোনও পরিমাণ- বা সংখ্যা-বাচক বিশেষণ পূর্বে থাকে, তাহা হইলে বহু-বচনের বিভক্তি, শব্দে সংযুক্ত হয় না; বহু-বচনান্ত

কারক	এক-বচন	বহু-বচন
কর্তা (=প্রথমা বিভক্তি		সর্বনাম-জাত বিশেষণ থাকিলেও, বহু-বচনের বিভক্তি বিশেষ্যে যুক্ত হয় না।
কর্ম (=দ্বিতীয়া)	[১] বিভক্তি-হীন রূপ (অপ্রাণি-বাচক তথা ক্লীবলিঙ্গের শব্দে, এবং অনির্দিষ্ট প্রাণি-বাচক শব্দে, কর্মকারকে বিভক্তি যুক্ত হয় না)।	[১] « -দিগকে, -দিগে, * -দিকে »।
	[২] « -কে » — সাধারণ বিভক্তি (সুনির্দিষ্ট বিশেষ্যে যুক্ত হয়)।	[২] « -দের, -দেরে, -দেরকে »।
	[৩] « -রে, -এরে » (পদ্যে সমধিক ব্যবহৃত, উচ্চ-ভাবের গদ্যেও মিলে ; চলিত-ভাষা ব্যতীত অন্য কথ্য ভাষাতেও পাওয়া যায়)।	[৩] « -গুলা, -গুলি, *-গুলো, -সকল, -সমূহ » ইত্যাদি + « -কে, -রে, -এরে »।
	[৪] « -এ, -য়ে, -য় » (কবিতায়)।	
করণ (=তৃতীয়া)	[১] « -এ », স্বরান্ত শব্দে « -য় »।	[১] « -দিগ-দ্বারা, -দিগের দ্বারা, -দিগ-কর্তৃক, -দের দ্বারা, -দের দিয়া, * দের দিয়ে »।
	[২] « -তে, -এতে »।	[২] « -গুলা, -গুলি, *-গুলো, -সকল, -সমূহ » ইত্যাদি + « দ্বারা, কর্তৃক » ; ষষ্ঠ্যন্ত « -গুলার,
	[৩] বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ « দিয়া, * দিয়ে, * -দে » — মূল শব্দে, বা তাহার দ্বিতীয়ার	

কারক	এক-বচন	বহু-বচন
করণ (=তৃতীয়া)	বা চতুর্থীর বিভক্তি « -কে -রে, -এরে » যোগান্তে প্রযুক্ত হয়। [৪] বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ « করিয়া, * ক'রে » ;—অপ্রাণি-বাচক শব্দে « -এ » বিভক্তি বা « -তে, -এতে » বিভক্তি যোগান্তে « করিয়া, *ক'রে » প্রযুক্ত হয়। [৫] বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ « হইতে, * হ'তে »—অন্য-বিভক্তি-হীন মূল শব্দে যোগ করিয়া। [৬] সংস্কৃত বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ « দ্বারা » ও « কর্তৃক » —মূল শব্দে অথবা, তাহার ষষ্ঠীর রূপে যুক্ত করিয়া।	-গুলির, সকলের » ইত্যাদি+ « দ্বারা, দিয়া, « দিয়ে » ; « -গুলোকে, -গুলারে, -গুলিকে, -গুলিরে, সকলেরে, সকলকে » ইত্যাদি (দ্বিতীয়ান্ত বা চতুর্থ্যন্ত রূপ) + « দিয়া, * দিয়ে »। অপ্রাণি-বাচক বিশেষ্য হইলে, মূল শব্দে কেবল « দ্বারা, দিয়া, * দিয়ে »-যোগে, বহু-বচনে করণ-কারক নির্দিষ্ট হইতে পারে।
সম্প্রদান (=চতুর্থী)	[১] « -কে », [২] « -রে, -এরে », [৩] « -এ, -য় » —কর্মকারকবৎ। [৪] ষষ্ঠীর রূপের উত্তর « তরে, জন্য, *জন্যে, (কবিতায় লাগিয়া, লাগি') » পদ যোগ করিয়া।	[১] « -দিগকে, -দিগে, *-দিকে » ; [২] « -দের, *-দেরকে » ; [৩] « -গুলা, -গুলি, *-গুলো, সকল, -সমূহ » ইত্যাদি+« -কে, -রে, -এরে » (কর্মকারকবৎ)। [৪] বহুবচন ষষ্ঠীর রূপে « তরে, জন্য, *জন্যে, (লাগিয়া, লাগি') » পদ যোগ করিয়া।

কারক	এক-বচন	বহু-বচন
অপাদান (=পঞ্চমী)	[১] বিভক্তি-স্থানীয় প্রত্যয় « থাকিয়া, থেকে, হইতে, *হ'তে », মূল শব্দে অথবা ষষ্ঠীর রূপে যোগ করিয়া। [২] ষষ্ঠ্যন্ত রূপ + « কাছ হইতে, নিকট হইতে, *কাছ থেকে »। [৩] তারতম্য বা তুলনা-বাচক অপাদানে অধিকন্তু বিশেষ্যের বিভক্তি-হীন রূপ + « অপেক্ষা »; অথবা ষষ্ঠ্যন্ত একবচনের রূপ + « চাহিয়া, *চেয়ে »।	[১] « -দিগ, -গুলা, গুলি, *-গুলো, সকল » ইত্যাদি (অথবা ষষ্ঠ্যন্ত « দিগের, *-দের, -গুলির, গুলার *-গুলোর, সকলের « ইত্যাদি) + বিভক্তি-স্থানীয় পদ « থাকিয়া, *থেকে, হইতে, *হ'তে »। [২] ষষ্ঠ্যন্ত বহু-বচনের রূপ + « কাছ বা নিকট হইতে, *কাছ থেকে »। [৩] তারতম্য বা তুলনা-বাচক অপাদানে, ষষ্ঠ্যন্ত বহুবচন + « চাহিয়া, *চেয়ে, অপেক্ষা »।
সম্বন্ধ-পদ (=ষষ্ঠী)	[১] « -এর (-য়ের), -র « (সাধারণতঃ স্বরান্ত শব্দের উত্তর « -র » হয়: ক্বচিৎ অ-কারান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে বা অধিকন্তু « -এর (-য়ের) » বিভক্তি যুক্ত হয়। [২] « -কার, -কের » (কতক-গুলি বিশেষ শব্দে)।	[১] « -দিগের, *-দের -এদের, -য়েদের »। [২] « -গুলার, -গুলির, * -গুলোর সকলের, সবার, -সমূহের » ইত্যাদি।

কারক	এক-বচন	বহু-বচন
অধিকরণ (= সপ্তমী)	[১] « -এ (-রে), -য় »। [২] « -তে, -এতে (= -এ + -তে) » (ব্যঞ্জনান্ত শব্দে « -এ, -য় »-র পরিবর্তে বিকল্পে « -এতে », স্বরান্ত শব্দে « -তে »)। [৩] ষষ্ঠ্যন্ত রূপ + « কাছে, নিকটে, মধ্যে, মাঝে, উপরে » ইত্যাদি।	[১] « -দিগতে, -দিগেতে (*দেরতে) »। [২] « -গুল, -গুলি, *-গুলো, সকল, -সমূহ » ইত্যাদি + « -এ (-য়), -তে, -এতে »। [৩] বহু-বচন ষষ্ঠ্যন্ত রূপ + « কাছে নিকটে, মধ্যে, উপরে » ইত্যাদি।
সম্বোধন-পদ	[১] মূল শব্দ- -পূর্বে (বা পরে) « হে, ওহে, রে, ওরে, ওগো, গো » প্রভৃতি সম্বোধন-সূচক অব্যয় প্রযুক্ত হয় (নিম্নে দ্রষ্টব্য—অব্যয়-পর্য্যায়)। [২] বহু স্থলে, সাধু-ভাষায় সংস্কৃত শব্দে মূল সংস্কৃতে প্রযুক্ত সম্বোধন-পদের রূপ ব্যবহৃত হয় (এ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য)।	[১] প্রথমাবৎ ; শব্দের পূর্বে অথবা পরে সম্বোধন-সূচক অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

« -দিগ, -দিগের, -দের « প্রভৃতি বিভক্তির মূল রূপ « আদিক, আদি »-শব্দ, প্রাচীন বাঙ্গালায় কর্তৃকারকের বহু-বচনেও ব্যবহৃত হইত।

ষষ্ঠীতে ও সপ্তমীতে স্বরান্ত শব্দের উত্তর যেখানে « -এর (-য়ের) » ও «-এ (-য়ে) » বিভক্তি প্রযুক্ত হয়—যেমন, অ-কারান্ত একাক্ষর শব্দে (যথা—« মা, পা, ঘা, জা, দা, ছা, তা ») এবং ই-কার, উ-কার,

ঐ-কার, ঔ-কার-অন্ত শব্দে) সেখানে «-য়ের, -য়ে» লেখাই ভাল, «য়» না দিয়া কেবল «-এর, -এ» লিখিলে, বিভক্তিকে যেন পৃথক্ করিয়া দেওয়া হয়; যথা—«মায়ের, ভাইয়ের, বোম্বাইয়ে, লখ্‌নউয়ে (লখ্‌নৌয়ে), ঢেউয়ে»। যেখানে বিশেষ্য শব্দটীকে উদ্ধার-চিহ্ন দিয়া পৃথক্ করিয়া দেখানো হয় (যেমন দেশী বা বিদেশী নামের বা পদের বেলায়), সেখানে হাইফেন বা শব্দ-বিশ্লেষ-চিহ্ন (-) দিয়া, বিশেষ্য ও বিভক্তি উভয়ের মধ্যে বিশ্লেষ দেখানো উচিত; যেমন—«রেনেসাঁস্-এর (রেনেসাঁসের নহে) নান্‌কিঙ্-এ, হনোলুলু-তে, ভারহুৎ-এ, প্রাগ্-এর, সোভিয়েট্-এর; 'রামচরিত-মানস'-এ, 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা'-র, 'শাহ্‌নামা'-তে, 'প্লাতোন্-এর, অল্-হল্লাজ-এর» ইত্যাদি।

বাঙ্গালা শব্দ-রূপের উদাহরণ

«মানুষ» শব্দ

কারক	এক-বচন	বহু-বচন
কর্তা	[১] মানুষ। [২] মানুষ + -এ = মানুষে। [৩] মানুষ + -এ-তে = মানুষেতে।	[১] মানুষ + -এরা = মানুষেরা। [২] মনুষ্যগুলা, মানুষগুলি, *মানুষগুলো। [৩] মানুষ-সকল, মানুষ-সব, মানুষ-সমূহ, মানুষ-গণ (ইত্যাদি)। [৪] মানুষগুলায় (সুপ্রচলিত নহে); মানুষেরা-সব। [৫] লোকে বলে; দশে মিলি' করি কাজ; সবে মিলি' ভারত-সন্তান। ☞ অনেক মানুষ, সব মানুষ, চারজন মানুষ, একশত মানুষ; যত মানুষ, অত মানুষ।

কারক	এক-বচন	বহু-বচন
কর্ম	[১] মানুষ (বাঘে মানুষ মারে)। [২] মানুষকে। [৩] মানুষেরে। [৪] মানুষে (যথা—জিজ্ঞাসিব জনে জনে)।	[১] মানুষদিগকে, *মানুষদিগে, *মানুষদিকে। [২] মানুষদের, *মানুষদেরে, *মানুষদেরকে। [৩] মানুষগুলাকে, মানুষগুলারে, মানুষ-সকলকে, -সমূহেরে (ইত্যাদি)।
করণ	[১] মানুষে। [২] মানুষেতে। [৩] মানুষ দিয়া, *মানুষ দিয়ে; *মানুষকে দিয়ে; মানুষেরে দিয়া। [৪] *হাতে ক'রে, ছুরীতে করিয়া। [৫] মানুষ হইতে, *মানুষ হ'তে। [৬] মানুষ-দ্বারা, মানুষের দ্বারা; মানুষ-কর্তৃক, মানুষের কর্তৃক।	[১] মানুষ-দিগ-দ্বারা, মানুষ-দিগ-কর্তৃক, মানুষদিগের দ্বারা, মানুষদের দ্বারা, মানুষদের দিয়া, *মানুষদের দিয়ে। [২] মানুষগুলি-দ্বারা, মানুষ-গুলির দ্বারা, মানুষগুলি(র)-কর্তৃক; মানুষ -সকল-দ্বারা, মানুষ-সকলের দ্বারা; মানুষগুলিকে দিয়া, *মানুষগুলোকে দিয়ে' মানুষ-গুলোরে দিয়া, মানুষ-সকলেরে দিয়ে।
সম্প্রদান	[১] মানুষকে। [২] মানুষেরে। [৩] মানুষে। [৪] মানুষের জন্য, *মানুষের জন্যে, মানুষের তরে: মানুষের লাগিয়া।	[১], [২], [৩]—কর্মবৎ। [৪] মানুষগুলার তরে, *মানুষ-গুলোর তরে, মানুষ -সকলের জন্য, মানুষ-সকলের লাগিয়া।

কারক	এক-বচন	বহু-বচন
অপাদান	[১] মানুষ হইতে, *হ'তে: মানুষ থেকে, মানুষের থেকে। [২] মানুষের কাছ হইতে, *কাছ থেকে, নিকট হইতে। [৩] *মানুষের চেয়ে; মানুষ অপেক্ষা।	[১] মানুষ-দিগ হইতে, *মানুষ-গুলো থেকে, *মানুষ-দিগ হ'তে, মানুষ -সকলের থেকে, মানুষ-দিগের থেকে (ইত্যাদি)। [২] মানুষদিগের নিকট হইতে, *মানুষদের কাছ থেকে (ইত্যাদি)। [৩] মানুষগুলি অপেক্ষা, *মানুষ সকলের চেয়ে।
সম্বন্ধ-পদ	[১] মানুষের। ([২] সত্যকার, সকলকার, আজিকার, কালিকার; কত্তকের, কালকের।)	[১] মানুষদিগের, মানুষদের। [২] মানুষগুলির, মানুষ-সমূহের (ইত্যাদি)।
অধিকরণ	[১] মানুষে। [২] মানুষেতে। [৩] মানুষের কাছে, মধ্যে (ইত্যাদি)।	[১] মানুষদিগতে, মানুষদিগেতে, *মানুষদেরতে। [২] মানুষগুলায়, মানুষগুলিতে, মানুষ সকলেতে। [৩] মানুষদিগের মধ্যে, *মানুষদের মাঝে।
সম্বোধন-পদ	হে মানুষ, ওহে মানুষ, ওরে মানুষ, মানুষ রে (ইত্যাদি)।	হে মানুষেরা, ওগো মানুষেরা, ওরে মানুষগুলা, ওগো মানুষ-গুলি, হে মানুষ-সকল (ইত্যাদি)।

অন্যান্য যাবতীয় বাঙ্গালা শব্দের রূপ, উপরে প্রদর্শিত « মানুষ » শব্দের মতই সাধিত হয়। কি প্রকারের বিভক্তি বা বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ বহু-বচনে ব্যবহৃত হইবে, তাহা মূল শব্দটীর প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে; যথা—অপ্রাণি-বাচক শব্দে « -রা, -এরা » বিভক্তি যুক্ত হইবে না; সংস্কৃত শব্দ হইলে, বহুবচন-দ্যোতক বিশেষ সংস্কৃত শব্দ সংযুক্ত হইবে; ইত্যাদি।

বাঙ্গালা শব্দ-রূপের নিদর্শন—

অ-কারান্ত শব্দ—« ধর্ম—ধর্মে, ধর্মেতে, ধর্মের, ধর্মকে, ধর্মেরে, ধর্ম-সকল, ধর্ম-সমূহের; চন্দ্র -চন্দ্রে, চন্দ্রেতে, চন্দ্রের, চন্দ্রকে, চন্দ্রেরে; মন্দ—মন্দের, মন্দে, মন্দেতে » (ও-কারান্ত শব্দ-সম্বন্ধে নিয়মও নিম্নে দ্রষ্টব্য)।

আ-কারান্ত শব্দ— « লতা—লতায়, লতাতে, লতার, লতাকে, লতারে, লতাগুলি, লতাগুলির; মা—মায়ে, মায়েতে বা মাতে, মায়ের বা মার, মায়েরা, মাতে বা মায়েতে, মাকে, মায়েরে, মায়েদের; মাথা—মাথায়, মাথাতে, মাথার, মাথাগুলার; দাদা -দাদায়, দাদাতে, দাদাকে, দাদার » ইত্যাদি।

ই, ঈ-কারান্ত শব্দ--« ভাই—ভাইয়ে, ভাইয়ের, ভাইকে, ভাইয়েরে, ভাই-সকল, ভাইয়েরা; ছবি—ছবিতে, ছবির, ছবিকে; নদী—নদীর, নদীতে, নদীকে; হাতী—হাতীতে, হাতীর, হাতীকে; রানী--রানীর, রানীরা, রানী-সকল, রানীকে; দই—দইয়ের, দইয়ে, দইয়েতে, দইতে; বই--বইয়ে, বইগুলি, বইতে, বইয়েতে; উই—উইয়ের, উই-সকল, উইয়ে, উইকে। »

উ, ঊ-কারান্ত শব্দ— « বাবু—বাবুতে, বাবুর, বাবুকে, বাবুরা, বাবু-সকল, বাবুদের; গোরু -গোরুতে, গোরুর, গোরুকে, গোরুগুলা, গোরুগুলি; সাধু—সাধুতে, সাধুর, সাধুকে, সাধুরে, সাধুরা, সাধুগণ, সাধুদিগ হইতে; ঢেউ -ঢেউয়ের, ঢেউতে, ঢেউয়েতে, ঢেউকে; বউ -বউয়ের, বউকে, বউরা, বউয়েরা।»

এ-কারান্ত শব্দ---« মেয়ে—মেয়ের, মেয়েকে, মেয়েতে, মেয়েরা; ছেলে; নেয়ে »।

ও-কারান্ত শব্দ—« সেথো—সেথোর, সেথোকে, সেথোতে, সেথোরা; প'টো—প'টোরা, প'টোর, প'টোকে; আলো—আলোর, আলোতে, আলো হইতে »।

বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তর অসংস্কৃত অ-কারান্ত শব্দ, লিখনে অ-কারান্ত, উচ্চারণে কিন্তু ও-কারান্ত: এই সব শব্দে ষষ্ঠীতে (সম্বন্ধে) « -র » যুক্ত হয়, « -এর » নহে; এতাদৃশ অসংস্কৃত শব্দ,

ও-কার-যুক্ত করিয়া লিখিলে ভাল হয়; যথা—« ভাল (=ভালো)—ভালর ('ভালের' নহে); বড় (=বড়ো) —বড়র ('বড়ের' নহে); ছোট (=ছোটো)—ছোটর ('ছোটের' নহে); দেখান (=দেখানো)—দেখানর ('দেখানের' নহে) »। কতকগুলি অ-কারান্ত সংস্কৃত শব্দও, ও-কারান্ত-বৎ উচ্চারিত হয়, এবং বিকল্পে ষষ্ঠীতে « -এর » স্থানে « -র » বিভক্তি গ্রহণ করে; যথা—« তৃণ (=তৃণো)—তৃণের, তৃণর; মন্দ—মন্দের, মন্দর।

ব্যঞ্জনান্ত শব্দ—ষষ্ঠীতে ও অন্য বিভক্তিতে « -এর, -এরে, -এতে » গ্রহণ করে। যথা—« বক, অভিভাবক, নায়ক, ফাঁক, শাঁখ, সুখ, সখ বা শখ (আরবী 'শৌক্' হইতে), রাগ, রগ, বাঘ, রঙ; ছাঁচ, মাছ, গাছ, রোজ, বীজ, তেজ, কাজ, সাঁঝ, মাঝ; পাট, কপাট, কাঠ, হাড়, রাঢ়, বাণ; ছাত, মত, হাত, রথ, পথ, বলদ, অবসাদ, নাদ, সাধ, কান, দান, ধান; সাপ, অভিশাপ, গোঁফ, লাফ, আব, ভাব, লাভ, লোভ, নাম, আম; উদয় (বাস্তবিক পক্ষে উচ্চারণ একারান্ত—'উদএ'), কায়, বর, শর, কর, কল, মাকাল, রাখাল; দেশ, শেষ, হাঁস » ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় আগত সংস্কৃত শব্দের প্রাতিপদিক ও সম্বোধনের রূপ

তৎসম বা মূল সংস্কৃত রূপে সংস্কৃত শব্দ যখন বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হয়, তখন সেগুলির প্রথমার একবচনের রূপটীকেই বাঙ্গালায় স্বীকার করা হয়, এবং তাহাতেই বাঙ্গালার বিভক্তি প্রভৃতি সংযুক্ত হয়; যেমন—« শ্রীমৎ » শব্দ; সংস্কৃতের প্রথমার একবচনে পুংলিঙ্গে ইহার রূপ হয় « শ্রীমান্ », স্ত্রীলিঙ্গে « শ্রীমতী » এবং বাঙ্গালায় এই « শ্রীমান্, শ্রীমতী » রূপ দুইটী গৃহীত হইয়াছে (যথা—« শ্রীমানের, শ্রীমান্‌কে, শ্রীমতীকে, শ্রীমতীদের, শ্রীমানেরা »); সংস্কৃতের অন্যান্য রূপ, যেমন « শ্রীমন্তঃ (প্রথমার বহুবচন), শ্রীমতা (তৃতীয়ার একবচন), শ্রীমদ্ভিঃ (তৃতীয়ার বহুবচন) » —এ সব বাঙ্গালায় অজ্ঞাত। তদ্রূপ « রাজন্ » শব্দের, মাত্র « রাজা », স্ত্রীলিঙ্গে « রাজ্ঞী », প্রথমার একবচনের এই রূপ দুইটী বাঙ্গালা শব্দ-রূপে ব্যবহৃত হয়, « রাজানঃ, রাজ্ঞঃ, রাজ্ঞা » প্রভৃতি অজ্ঞাত। তদ্রূপ—« আত্মন্—আত্মা; সখি—সখা; পিতৃ—পিতা; যুবন্—যুবা; আশিস্— আশীঃ বা আশীষ্; গুণিন্—গুণী; চন্দ্রমস্—চন্দ্রমাঃ, চন্দ্রমা; তপস্বিন্—তপস্বী, তপস্বিনী; গরিমন্—গরিমা; দিশ্—দিক্; ত্বচ্—ত্বক্; বাচ্—বাক্; সম্রাজ্—সম্রাট্; অনুষ্টুভ্—অনুষ্টুপ্; ব্রহ্মন্—[পুংলিঙ্গে] ব্রহ্মা (দেবতা), [ক্লীবলিঙ্গে] ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম); একাকিন্—একাকী, একাকিনী » ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষায় « আত্মা, সখা, পিতা, রাজা, যুবা, চন্দ্রমা, গরিমা, ব্রহ্মা » —আ-কারান্ত শব্দ; « রাজ্ঞী, গুণী,

যুবতী, শ্রীমতী, তপস্বী, তপস্বিনী, সম্রাজ্ঞী, একাকী, একাকিনী », —ঈ-কারান্ত শব্দ ; « ব্রহ্ম » —অ-কারান্ত শব্দ ; এবং « শ্রীমান্, আশীষ্, দিক্, ত্বক্, বাক্, সম্রাট্ »—ব্যঞ্জনান্ত শব্দ।

বাঙ্গালায় আগত কতকগুলি সংস্কৃত শব্দে আবার সংস্কৃত শব্দ-রূপের প্রভাবে একটু পরিবর্তন আসিয়া যায়। কতকগুলি শব্দে বিভক্তি-যুক্ত অবস্থায় « ত্ (ৎ) » পরিবর্তিত হইয়া « দ্ » হইয়া যায় ; যথা—« উপনিষৎ (প্রথমা ; 'উপনিষদ্' -ও মিলে)—কিন্তু উপনিষদে, উপনিষদের ; পরিষৎ—পরিষদের ; সংসৎ—সংসদের ; সম্পদ্, সম্পৎ—সম্পদের, ধন-সম্পদের ; বেদবিৎ—বেদবিদের ; সুহৃৎ—সুহৃদের » ইত্যাদি। সাধারণতঃ সংস্কৃত শব্দের মূল-রূপে « দ্ » থাকিলেই এইরূপ হয় ; উপর্যুক্ত শব্দগুলির ধাতুতে বা মূল রূপে « দ্ » আছে—« সদ্, পদ্, বিদ্, হৃদ্ »। কিন্তু « উদ্ভিদ্ » শব্দের কর্তৃকারকে বাঙ্গালায় « উদ্ভিৎ » হয় না, « উদ্ভিদ্, উদ্ভিদের »। « শরৎ—শরতের ('শরদের' নহে) »—এখানে এই নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যাইতেছে ; সংস্কৃত শব্দটী হইতেছে « শরদ্ »। « ইন্দ্রজিৎ—ইন্দ্রজিতের, পথিকৃৎ—পথিকৃতের » —মূল রূপে « ৎ » থাকায়, বিভক্ত্যন্ত রূপে বাঙ্গালায় « দ্ » আসিল না।

সংস্কৃতের « অস্ » -প্রত্যয়- অথবা অন্য-প্রত্যয়-জাত বিসর্গ, সাধারণ প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দে লুপ্ত হয় : « ছন্দ, বপু, স্রোত, চক্ষু, ধনু, যশ, জ্যোতি » ইত্যাদি। কিন্তু যে শব্দগুলি তাদৃশ প্রচলিত নহে, সেগুলিতে ক্লীবলিঙ্গে ও বিকল্পে পুংলিঙ্গে প্রথমায় বিসর্গ থাকে, এবং পুংলিঙ্গ হইলে শব্দটীতে আ-কারান্ত-বৎ ও ক্লীবলিঙ্গে অ-কারান্ত-বৎ ধরা হয় ; যথা—« প্রেয়ঃ, শ্রেয়ঃ, রজঃ, তমঃ, সরঃ, চেতঃ, শিরঃ, সুমনাঃ (সুমনা), লঘুচেতাঃ, উন্নতচেতাঃ, দীর্ঘতমাঃ, (দীর্ঘতমা), উচ্চৈঃশ্রবাঃ, বাজশ্রবাঃ, ভূরিশ্রবাঃ (ভূরিশ্রবা) » ইত্যাদি। লক্ষণায়—« বয়ঃ = বয়স্ > বাঙ্গালা বয়স »।

সাধু-ভাষায় যেখানে ভাষাকে একটু বেশী করিয়া সংস্কৃতের অনুকারী করা হয়, সেখানে অনেক সময়ে সম্বোধন-পদে একবচনে সংস্কৃতের সম্বোধন পদের রূপই বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« হে পিতা »-স্থলে « হে পিতঃ ! » ; তদ্রূপ « হে মুনি »-স্থলে হে মুনে ! » ; « হে রাজা »-স্থলে « রাজন্ ! » ; « লতা »-স্থলে « লতে », « নদী »-স্থলে « নদি » ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে এই নিয়মগুলি দ্রষ্টব্য :—

(১) সংস্কৃত অ-কারান্ত শব্দে (বাঙ্গালায় ব্যঞ্জনান্ত করিয়া উচ্চারণ করিলেও), সম্বোধনে ও প্রথমায় কোনও পার্থক্য নাই ; যথা- « মনুষ্য, চন্দ্র, সূর্য্য, বালক, রাম, দেব, শিব শিব মহাদেব, কৃষ্ণ, নারায়ণ » ইত্যাদি।

(২) সংস্কৃত আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে, সম্বোধনে « আ »-স্থলে « এ » হয় ; যথা—« লতা—লতে, রাধা—রাধে, সীতা—সীতে, ললিতা—ললিতে,

গঙ্গা—গঙ্গে ('পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে'), যমুনে ('যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী'), সন্ধ্যা—সন্ধ্যে ('অয়ি সন্ধ্যে!') » ইত্যাদি।

(৩) পুংলিঙ্গ « ই »-কারান্ত শব্দে, সংস্কৃতে সম্বোধনে « ই »-স্থলে « এ » হয়; যথা—« হরি—হরে (হরে কৃষ্ণ, হরে রাম), সখি বা সখা—সখে, যদুপতি—যদুপতে, মুনি—মুনে » ইত্যাদি।

(৪) পুংলিঙ্গ « উ »-কারান্ত শব্দে, « উ »-স্থলে « ও »; যথা—« সাধু—সাধো, মনু—মনো, বন্ধু—বন্ধো, প্রভু—প্রভো, বিভু—বিভো, শম্ভু—শম্ভো » ইত্যাদি।

(৫) স্ত্রীলিঙ্গ « ঈ »-কারান্ত শব্দে, « ঈ »-স্থলে « ই »: « নদী—নদি, উর্বশী—উর্বশি, দয়াময়ী—দয়াময়ি, জননী—জননি » ইত্যাদি।

(৬) স্ত্রীলিঙ্গ « ঊ »-কারান্ত শব্দে, « ঊ »-স্থলে « উ »: « বধূ—বধু »।

(৭) সংস্কৃত পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ « ঋ »-কারান্ত শব্দে, সম্বোধনে « অঃ » হয়; যথা—« পিতৃ, পিতা—পিতঃ; মাতৃ, মাতা—মাতঃ; ভ্রাতৃ, ভ্রাতা—ভ্রাতঃ; বিধাতৃ, বিধাতা—বিধাতঃ » ইত্যাদি।

(৮) সংস্কৃত « অন্ »-অন্ত শব্দে সম্বোধনে « অন্ » হয়; যথা—« রাজন্, রাজা—রাজন্ » ইত্যাদি।

(৯) « মৎ, বৎ (বা মন্ত্, বন্ত্) »-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দে, « মন্, বন্ » (পুংলিঙ্গে), « মতি, বতি » (স্ত্রীলিঙ্গে): « শ্রীমৎ, শ্রীমন্ত—প্রথমায় শ্রীমান্, শ্রীমতী—সম্বোধনে শ্রীমন্, শ্রীমতি; ভগবৎ, ভগবন্ত্ (ভগবান্, ভগবতী)—ভগবন্, ভগবতি; আয়ুষ্মৎ, আয়ুষ্মন্ত্ (আয়ুষ্মান্, আয়ুষ্মতী)—আয়ু আয়ুষ্মতি » ইত্যাদি।

(১০) « বস্ »-প্রত্যয়ান্ত শব্দে— « বন্ »: « বিদ্বস্ (বিদ্বান্)—বিদ্বন্ »।

(১১) « ঈয়স্ »-প্রত্যয়ান্ত শব্দে, « ঈয়ন্ »: « মহীয়স্ (মহীয়ান্)—মহীয়ন্ » ইত্যাদি।

(১২) « ইন্, বিন্ » -প্রত্যযান্ত শব্দে, « ইন্ » : « ধনিন্ (ধনী)—ধনিন্, মেধাবিন্ (মেধাবী)—মেধাবিন্, যশস্বিন্ (যশস্বী)—যশস্বিন্ »

বাঙ্গালায় প্রযুক্ত সংস্কৃত বিভক্তি

সংস্কৃতের দুইটী বিভক্তি বাঙ্গালায় সাধারণতঃ পত্রাদি লিখন-কালে ব্যবহৃত হয় :

(১) সপ্তমী বা অধিকরণের বহুবচনে, পুংলিঙ্গে « এষু », স্ত্রীলিঙ্গে « -আসু, » (ব্যঞ্জনান্ত শব্দে « সু ») , পত্রের শিরোনামায় নামের সঙ্গে, এবং পত্রারম্ভে শিষ্টতা সূচক শব্দের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়। 'সমীপে' বা 'নিকটে'—মোটামুটি এই অর্থে, এই প্রকার প্রয়োগ হয়, যথা—« মহামহিম শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় মহিমার্ণবেষু, শ্রীচরণেষু, শ্রীচরণকমলেষু, সমীপেষু, মহাশয়েষু, স্নেহাস্পদেষু, প্রিয়বরেষু, ধর্মাবতারেষু, প্রতিপালকবরেষু, সুচরিতাসু, মাননীয়াসু, স্নেহাস্পদাসু, সাবিত্রীসমানাসু, পূতশীলাসু, ভগবৎসু » ইত্যাদি। কচিৎ আরবী ও ফারসী শব্দেও এই « এষু, আসু » প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়, যথা— « শ্রীযুক্ত জোনাব মৌলবী আব্দুল কাদের চৌধুরী সাহেব বরাবরেষু, হুজুরেষু, জোনাবেষু, বেগম সাহেবাসু, ওয়ালিদা সাহেবাসু (= মাতৃদেবীষু) » ইত্যাদি।

(২) পত্রের আরম্ভে বা শেষে, « নিবেদন » এই শব্দ অথবা অনুরূপ শব্দের সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্য, লেখকের পদবী সংস্কৃত নিয়মে ষষ্ঠী-বিভক্তিতে লেখার রীতি বাঙ্গালায় আছে, যথা—পত্রের আরম্ভে : « যথাবিহিত-সম্মানপুরঃসর-নিবেদনমিদম্ » অথবা « নমস্কারান্তে নিবেদন », বা পত্রের শেষে « ইতি নিবেদন », এইরূপ উক্তি যে পত্রলেখকের উক্তি, তাহা পত্রলেখক নাম সহি করিবার কালে নিজ নাম সংস্কৃত রীতিতে ষষ্ঠী-বিভক্তির করিয়া লিখিয়া প্রকাশ করেন ; যথ—« (নিবেদন) শ্রীগৌরীশঙ্কর শর্মণঃ, দেবশর্মণঃ ('শর্মা', 'দেবশর্মা' শব্দের ষষ্ঠীর একবচন), দেবস্য, মিত্রস্য, বসুজস্য, ঘোষস্য, দাসস্য, ঘোষ-দাসস্য, গুপ্তস্য ; বর্মণঃ » ইত্যাদি, স্ত্রীলিঙ্গে—« শ্রীমত্যাঃ, দেব্যাঃ, দাস্যাঃ »।

কর্মপ্রবচনীয় শব্দ, সম্বন্ধনীয়, অনুসর্গ বা পরসর্গ (Post-positons)

বাঙ্গালা শব্দ-রূপে যে কতকগুলি পদ, কর্মপ্রবচনীয় বিভক্তি বা প্রত্যয়ের স্থানীয় হইয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেগুলি ভিন্ন, অতিরিক্ত প্রদত্ত পদগুলিও বাঙ্গালা সাধু- ও চলিত-ভাষায় পূর্বোক্ত রূপে, ইংরেজী Preposition-এর অর্থে, শব্দের পরে প্রযুক্ত হয়।

(১) « আগে, আগেতে » : কবিতার ভাষায় অধিক পাওয়া যায়। 'সমক্ষে' অর্থে—অধিকরণ-কারকে প্রযুক্ত হয় ; মূল অথবা ষষ্ঠ্যন্ত পদের সঙ্গে বসে ; যথা— « রাজার আগে করিব গোহারী » (চণ্ডীদাস)।

(২) « উপর, উপরে » : ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত, অধিকরণে।

(৩) « ঘরে » : বহুবচনে, কর্ম, সম্প্রদান অথবা অধিকরণ-কারকে চলিত-ভাষায় ক্বচিৎ প্রযুক্ত হয় ; যথা— « ইংরেজদের ঘরে = ইংরেজদের মধ্যে »।

(৪) « ছাড়া » : 'ব্যতীত' অর্থে, মূল অবিকৃত শব্দে প্রযুক্ত হয় ; যথা— « হুঁকা-ছাড়া, আমি-ছাড়া, আমা-ছাড়া (যথা—আমি-ছাড়া আর কেহ জানে না ; আমা-ছাড়া আর কাহাকেও সে জানে না) »।

(৫) « নিমিত্ত » : চতুর্থীতে বা সম্প্রদানে, « জন্য » বা « হেতু » শব্দের প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহৃত হয়।

(৬) « নীচে » : ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত, অধিকরণে।

(৭) « পাছে, পিছে » : ষষ্ঠ্যন্ত পদে, অধিকরণে।

(৮) « পানে » : 'দিকে' অর্থে ; মূল অথবা ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের উত্তর ব্যবহৃত হয়। « আমা-পানে, আমার পানে ; ঘর-পানে, ঘরের পানে »।

(৯) « পাশে » : ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত।

(১০) « বই » (প্রাচীন বাঙ্গালায় « বহী, বহি ») : 'ব্যতীত' বা 'বাহির' অর্থে, মূল শব্দের সহিত যুক্ত হয়।

(১১) « প্রতি » : কর্ম- বা সম্প্রদান-কারকে, ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের উত্তর বসে।

(১২) « বিনা » (কবিতায় « বিনে, বিনি ») : সংস্কৃত অব্যয় শব্দ, 'ব্যতিরেক' অর্থে। শব্দের পরে ও শব্দের পূর্বে, উভয় প্রকারেই এই কর্মপ্রবচনীয়ের উপযোগ হইয়া থাকে। শব্দের পূর্বে

আসিলে শব্দটীকে বিভক্ত্যন্ত করা হয় ; যথা— « হুকুম বিনা, অনুমতি বিনা ; বিনা হুকুমে, বিনা অনুমতিতে ; বিনা জানা-শোনায়, জানা-শোনা বিনা » ।

(১৩) « বাহির, বাহিরে, *বা'র, *বেরে, *বাইরে » : ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত।

(১৪) « বিহনে » : কবিতার ভাষায়, অভাব বা অনবস্থান জানাইতে, মূল অথবা ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়।

(১৫) « ভিতর, ভিতরে » : ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত।

(১৬) « মাঝ, মাঝে », কবিতায় কচিৎ « মাঝারে » : মূল বা ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের সহিত প্রযুক্ত হয় ; « বৃন্দাবন-মাঝে, মথুরাপুরের মাঝে, বন-মাঝে কি মন-মাঝে ; হৃদি-মাঝারে ('হৃদ্-মাঝারে'-স্থলে) »।

(১৭) « সঙ্গে » : ষষ্ঠী-বিভক্তির সহিত।

(১৮) « সাথে » : ষষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত, « সঙ্গে » শব্দের সম-পর্য্যায়ের। « সাথে » শব্দ বাঙ্গালা সাধু-ভাষার গদ্যে এবং চলিত-ভাষায় তেমন প্রচলিত নহে, কিন্তু কবিতায় বিশেষ-রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং আজকাল কবিতার প্রভাবে সাধু- ও চলিত-গদ্যে কেহ-কেহ ব্যবহার করিতেছেন। এই অনুসর্গ চলিত-ভাষার প্রকৃতির বিরুদ্ধ—চলিত-ভাষায় « সঙ্গে » ব্যবহার করাই উচিত।

(১৯) « সনে » : « সঙ্গে » ও « সাথে »-র সহিত সম-পর্য্যায়ের শব্দ, মূল বা ষষ্ঠ্যন্ত রূপের সহিত প্রযুক্ত হয়, কেবল কবিতায় মিলে।

কারক-বিভক্তির প্রয়োগ

[১] কর্তৃকারক

যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ বাক্যস্থিত ক্রিয়া সম্পন্ন করে বা করায়, তাহাকে বাক্যের 'কর্তা' বলা হয়। 'কর্তা', বাক্য-স্থিত অন্য পদ হইতে পৃথক্ বা নির্লিপ্ত থাকিয়া, মাত্র ক্রিয়ার সহিত মিলিত-ভাবে সম্পূর্ণ অর্থের প্রকাশ করে। বাক্য-স্থিত ক্রিয়া-পদের পূর্বে, 'কে' অথবা 'কি' (অর্থাৎ 'কোন্ বস্তু') যোগ করিয়া প্রশ্ন করিলেই, উত্তর-দ্বারা কর্তা নির্ধারিত হইয়া থাকে ; যথা— « পাখী ডাকিতেছে » ; প্রশ্ন— « কে বা কি ডাকিতেছে ? » ; উত্তর— « পাখী » : « পাখী » শব্দ এখানে কর্তা। « খোকা ঘুমাইল » ; « কে ঘুমাইল ? »— « খোকা » : « খোকা » শব্দ এই বাক্যের কর্তা। « তাহার

খুড়া পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছেন » — « পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হওয়া » এই ক্রিয়ার কর্তা « খুড়া » শব্দ।

যে অপরকে দিয়া কার্য্য করায় তাহাকে « প্রয়োজক কর্তা » বলে ; যথা— « শিক্ষক মহাশয় বালকদিগকে পড়াইতেছেন » : « শিক্ষক মহাশয় »-প্রয়োজক কর্তা। « মা ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন » — « মা » প্রয়োজক কর্তা।

সমাপিকা-ক্রিয়া ব্যতিরেকে, অসমাপিকা-ক্রিয়ারও কর্তৃ-রূপে বিশেষ্য বা সর্বনাম পাওয়া যায় ; যথা— « রাম আসিলে যদু যাইবে ; আমি যাইতে-যাইতে ব্যাপারটী হইয়া গেল »।

কর্তৃকারকের বিভক্তির প্রয়োগ

পুরাতন বাঙ্গালায় কর্তৃকারকে বিভক্তি-হীন রূপ, এবং বিকল্পে « -এ » বিভক্তির প্রয়োগ হইত। আধুনিক বাঙ্গালায় « -এ »-কারের প্রয়োগ কম হইয়া আসিতেছে ; যথা—আধুনিক বাঙ্গালায় « মা বলেন » ; কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালায় ও আধুনিক কথ্য ভাষায়— « মায়ে বলে »। আধুনিক বাঙ্গালায় প্রথমাতে « তে »-বিভক্তির যোগও পাওয়া যায় ; যথা—« ঘোড়া ঘাস খায়, ঘোড়ায় (=ঘোড়াএ) বা ঘোড়াতে ঘাস খায় ; গোরু (গোরুতে) লাঙ্গল টানে ; বাঘ (বাঘে, কচিৎ বাঘেতে) মানুষ মারে , মূর্খে (মূর্খেতে) কি না বলে » ইত্যাদি।

প্রবাদাত্মক বাক্যে বহু সময়ে কর্তৃকারকে « -এ »-কার পাওয়া যায় ; যথা—« রামে মারিলেও মরিবে, রাবণে মারিলেও মরিবে ; 'গাধায় খায় পাকা কলা, শূয়রে খায় পান' ; মানুষে ভাবে এক, হয় আর ; বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায় ; পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায় ; মায়ে-ঝীয়ে আসিবে » ইত্যাদি।

যেখানে কর্তা সুনির্দিষ্ট নহে, এবং ক্রিয়ার নিত্যতা অথবা সম্ভাবনা বুঝায়, সেখানে « -এ » (« -তে ») প্রত্যয় প্রায়ই পাওয়া যায় ; যথা—« শাস্ত্রে বলে ;

চোরে চুরি করে; গাধায় ধোবার বোঝা বয়; স্রোতে নৌকাখানিকে উল্টাইয়া দিল; ঘোড়ায় গাড়ী টানে; চাষায় চাষ করে » ইত্যাদি।

কর্তার বহুত্বের আভাস বা স্পষ্ট নির্দেশ হইলে, কতকগুলি শব্দে « -এ » আসে: « লোকে বলে; 'দশে মিলি' করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'; 'সবে মিলি ভারত সন্তান'; অনেকেই এ রকম করে; বিপদে পড়িলে সকলেই ঈশ্বর-স্মরণ করে (বা ঈশ্বরকে স্মরণ করে) » ইত্যাদি।

অন্যোন্য অর্থে, এবং সহযোগিতা-স্থলে, দুই কর্তার প্রয়োগ হইলে, « -এ » বিভক্তি (বা « -তে » বিভক্তি) সাধারণতঃ উভয় কর্তাতেই আইসে; তবে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে প্রথম কর্তায় বিভক্তি না দিলেও চলে; যথা—« ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই করে; উকীলে ব্যারিষ্টারে বহস করিতেছে; ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে না; ছেলেয় বুড়োয় (অথবা ছেলে বুড়োয়) দৌড়া'ল; পিতাপুত্রে (বা বাপ-বেটায়) ছুটিয়া আসিল »। কচিৎ ব্যক্তি-বাচক নাম কর্তৃরূপে আসিলে, « -এ »-বিভক্তির প্রয়োগ হয় না; যথা—« রাম আর শ্যাম মুখ দেখাদেখি করে না; কাদের আর কেদার খাতা দেখাদেখি করিতেছে; লর্ড আরউইন ও মহাত্মা গান্ধী পরস্পর (পরস্পরে) এ বিষয়ে পত্রালাপ করিয়াছেন » ইত্যাদি।

সংখ্যা-বাচক শব্দ-দ্বারা বিশেষিত কর্তায় « -এ » বিভক্তি যুক্ত হইলে, কর্তার সম্মিলিতত্বের ও সুপরিচিতত্বের ভাব প্রকাশ করে; যথা—« তাহারা দুই জন চলিয়া গেল—তাহারা দুইজনে চলিয়া গেল; পাঁচ জন খাইবে—পাঁচ জনে খাইবে » ইত্যাদি।

[২] কর্মকারক

যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়ার কর্ম হয়, অথবা যদ্দ্বারা ক্রিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে, তাহাকে **কর্মকারক** বলে। ক্রিয়াপদের উত্তরে, « কি? » বা « কাহাকে? » এইরূপ প্রশ্ন করিয়া কর্মপদকে জানা যায়; যথা—« রাম

ভাত খাইতেছে : কি খাইতেছে ?—ভাত »—« ভাত » কর্মকারক ; « রামকে ডাক ; গোপাল গল্প বলিবে ; যদু বইখানি পড়ে নাই ; আমায় দুইটী টাকা দাও ; মুটিয়া আরও বেশী মজুরী চাহিতেছে ; বাবা আমার জন্য কমলালেবু আনিবেন ; নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-সূত্র আবিষ্কার করেন ; আলেক্সান্দর দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন ; গাই দুধ দেয় » ইত্যাদি।

কতকগুলি অবস্থা-বাচক ক্রিয়ার উত্তর কর্ম মিলে না—এগুলি **অকর্মক-ক্রিয়া** ; যথা—« খোকা ঘুমাইতেছে ; একথা শুনিলে লোকে খুব হাসিবে ; সে আসিল না »। অকর্মক-ক্রিয়ার ভাবকে ভাঙ্গিয়া, « কর্ » বা অন্য ধাতু-যোগে, বাক্যটীকে সকর্মক করা যাইতে পারে ; যথা—« খোকা, ঘুম কর ; এত হাস্য করা উচিত নহে »। গমন, ভ্রমণ প্রভৃতি অর্থযুক্ত কতকগুলি অকর্মক ধাতুর উত্তর স্থান-, কাল- বা পরিমাণ-বাচক শব্দকে, আপাত-দর্শনে কর্মরূপে পাওয়া যায় ; যথা— « তিন দিন পথ চলিল ; সারারাত জাগিয়া কাটাইয়াছি ; যুদ্ধ সমস্ত দিন চলিল ; এক ক্রোশ ঘুরিয়া তবে বাড়ী পহুঁছিলাম ; সে উঁচু তিন হাত লাফাইয়াছে » ইত্যাদি। বহুক্ষেত্রে অকর্মক ক্রিয়ার **সম-ধাতুজ কর্ম** (Cognate Object) হইয়া থাকে। এইরূপ সম-ধাতুজ কর্ম প্রায়ই বিশেষণ-যুক্ত হইয়া থাকে, এবং এই কর্ম-দ্বারা ক্রিয়ার কার্য্যের আতিশয্য, বা গভীরতা, অথবা অন্য বিশেষ গুণ বুঝানো হইয়া থাকে ; যথা—« কি মারটাই তাহাকে মারিল ; খুব ঠকান্ ঠকাইয়াছে ; সে কেবল একটু দেঁতো (< দাঁতুয়া) হাসি হাসিল ; ছেলেটীর মা বুক-ফাটা কান্না কাঁদিল ; আর তোমায় মায়া-কান্না কাঁদিতে হইবে না ; তুরকী-নাচন নাচিল ; কাষ্ঠ-হাসি হাসিল ; আমি গভীর ঘুম ঘুমাইলাম ; চারিদিক্ জাজ্বল্যমান রাখিয়া বুড়ী খুব মরাই মরিয়াছে ; এমন চোরের মত থাকা থাকিতে চাই না » ইত্যাদি।

সকর্মক ক্রিয়ার সহিতও সম-ধাতুজ-কর্ম ব্যবহৃত হয় ; যথা—« বয়স হ'ল তিন কুড়ি দশ, ঢের দেখা দেখেছি ; তাঁহার বাড়ীতে বহু ভোজে অনেক খাওয়া খাইয়াছি » ইত্যাদি।

কখনও-কখনও সমার্থক ক্রিয়ার দুইটা কর্ম থাকে, উহাদের মধ্যে একটীকে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য করিয়া অপরটার দ্বারা কিছু বলা হয়, বা অপরটাকে প্রথমটার উপরে আরোপ করা হয়; যথা—« হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া সম্মান করে; পাথরকে সংস্কৃত ভাষায় প্রস্তর বা অশ্মন্ বলে; মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ দেবতা ভাবিয়া পূজা করিবে; দিনকে রাত, রাতকে দিন করিয়াছে; অর্থকেই অনর্থের মূল জানিবে; 'ঘর কৈনু (= করিলাম) বাহির, বাহির কৈনু ঘর—পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর'; ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোম-কে পঞ্চভূত বলে »—এই বাক্যগুলিতে, « বুদ্ধদেব, পাথর, মাতাপিতা, দিন, রাত, অর্থ, ঘর, বাহির, পর, আপন, ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোম » এই পদগুলিকে উদ্দেশ্য করিয়া অন্য শব্দগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে; এইরূপ কর্ম-পদকে **উদ্দেশ্য-কর্ম** বলে; এবং আরোপিত অন্য কর্মকে **বিধেয়-কর্ম** বলে। উদ্দেশ্য-কর্ম বিভক্তি-যুক্ত হইয়া থাকে, বিধেয়-কর্ম তদ্রূপ হয় না। উদ্দেশ্য-কর্মে কর্মের বিভক্তি যোগ না করিলে উহা প্রকৃতিতে কর্তৃকারক হইয়া দাঁড়ায়, এবং বিধেয়-কর্ম উহার বিধেয়-বিশেষণ হইয়া পড়ে; যথা—« অর্থকে অনর্থের মূল জানিবে » = « অর্থ (হইতেছে) অনর্থের মূল, (ইহা) জানিবে »।

« দেওয়া, বলা, প্রশ্ন করা » প্রভৃতি অর্থযুক্ত সকর্মক ক্রিয়ার কোনও-কোনও স্থলে দুইটা কর্ম থাকে; ণিজন্ত বা প্রয়োজক ক্রিয়াও তদ্রূপ। এই দুইটা কর্মের একটীকে **মুখ্যকর্ম** (Direct Object) ও অন্যটীকে **গৌণকর্ম** (Indirect Object) বলে। মুখ্য-কর্ম না থাকিলে, ক্রিয়ার কার্য্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না; গৌণ-কর্মের উপর দিয়া অথবা ইহার সহায়তায় ক্রিয়ার কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু গৌণ-কর্ম না থাকিলে ক্রিয়ার কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে বাধা থাকে না। « কি ? » এই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্য-কর্ম, এবং « কাহাকে ? কাহার জন্য ? » এই প্রশ্নের উত্তরে গৌণ-কর্ম মিলে; যথা—« লক্ষ্মণ চিত্রপট প্রসারিত করিয়া রামচন্দ্রকে দেখাইলেন; ছাত্রটীকে শিক্ষক মহাশয় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; আমাকে একটা গান শোনাও; গোরুটীকে জাব দাও; মা ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন; 'জিজ্ঞাসিব এই কথা জনে জনে'; 'অন্ধ-জনে দেহ আলো, মূকে দেহ ভাষা' (সম্প্রদান-রূপেও ধরা যায়) » ইত্যাদি।

মুখ্য-কর্মে কোনও বিভক্তি যুক্ত হয় না। গৌণ-কর্মে « -এ (-য়), -কে, -রে » বিভক্তি যুক্ত হয়; বহুস্থলে গৌণ-কর্ম সম্প্রদান-কারক হইতে অভিন্ন।

কর্মকারকের বিভক্তির প্রয়োগ

(১) দ্বিকর্মক ক্রিয়ার মুখ্য- ও বিধেয়-কর্মে বিভক্তি যুক্ত হয় না, গৌণ- ও উদ্দেশ্য-কর্মেই হয় ;—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এক-বচন ও বহু-বচন, উভয়েই এক নিয়ম।

(২) অপ্রাণিবাচক বা অচেতন পদার্থে, তথা ক্ষুদ্র-প্রাণিবাচক শব্দে, সাধারণতঃ বিভক্তি যুক্ত হয় না ; যথা—« বই আনিয়াছ ? ফুল তুলিতেছে : হাত ধোও ; পিঁপড়ে দেখ্‌ছ বুঝি ? আল্‌কাৎরা দিয়া উইপোকা নিবারণ করে ; বইখানা ধরো ; ও ফুলটী তুলিও না ; হাত দুটী ধোও গিয়ে ; পিপিড়াগুলি মারিয়ো না ; জলটুকু খাইয়া ফেলো ; মশা মারিয়া হাত কালি করা , সাগর শুষিয়া ফেলিল ; কি মাছ কুটিতেছ ? পাহাড় নড়ায় সাধ্য কার ? » ইত্যাদি।

কিন্তু বিশেষ-ভাবে কর্মকে নির্দেশ করিতে হইতে হইলে, « -কে » বা « -রে » বিভক্তি ব্যবহৃত হয় ; যথা—« আগে বেশ ক'রে হাতটাকে ধুয়ে এস', তার পরে ওষুধ লাগাবে ; মাছটাকে বেশ ছোট-ছোট করিয়া কুটিবে ; এই দুধটুকুকে মেরে ক্ষীর ক'রে রেখো ; জগন্নাথ (=জগন্নাথ মূর্তি) দেখ (কিন্তু, জগন্নাথকে ডাকো =শক্তিশালী দেবতা জগন্নাথকে, অথবা জগন্নাথ-নামক ব্যক্তিকে) , ফলটাকে ঠাকুরের জন্য তুলিয়া রাখ » ইত্যাদি।

(৩) প্রাণিবাচক শব্দ হইলে, কর্ম যদি অনির্দিষ্ট থাকে, অথবা যদি কেবল জাতি নির্দেশ করে, কিংবা কোনও বিশেষণ-দ্বারা যদি নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেখানে বিভক্তির যোগ হয় না। কিন্তু কর্মপদকে যেখানে সুনির্দিষ্ট করিবার আবশ্যক হয়, কিংবা কর্মপদ কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নাম বলিয়া যেখানে সুনির্দিষ্ট, সেখানে কর্ম-বিভক্তি যুক্ত হয়। পূর্বে উল্লিখিত গৌণ- ও উদ্দেশ্য-কর্ম কতকটা নির্দেশাত্মক বলিয়া, এগুলিতেও কর্মকারকের বিভক্তি আইসে। বহু-বচনে কর্মকারকে সর্বত্রই বিভক্তি যুক্ত হইয়া থাকে।

কর্মকারকের বিভক্তিগুলির মধ্যে, « -কে » সাধু-ভাষায় ও চলিত-ভাষায় সাধারণ ; « -রে » কবিতায় বেশী প্রযুক্ত হয়, কচিৎ চলিত-ভাষায় এবং সংস্কৃত-

বহুল সাধু-ভাষায় মিলে; এবং « -এ, (-য়) » গদ্যে ও পদ্যে সর্বনাম শব্দে, এবং কবিতায়, তথা প্রাচীন প্রবাদাদি উক্তিতে বিশেষ্য-শব্দে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ—« শীঘ্র একজন ডাক্তার ডাকো—প্রসন্ন-ডাক্তারকে ডাকিয়া আনো; এমন মানুষ (এমন অদ্ভুত মানুষ, ভালো মানুষ) কখনও দেখি নাই—মানুষটাকে ডাকো; মুটে ডাকো (=যে কোনও একজন অনির্দিষ্ট মুটে)—মুটেকে (মুটেদের) পয়সা দাও (=যে মুটে উপস্থিত আছে); রাখাল গোরু চরায় (=সাধারণ-ভাবে)—গোরুটাকে গোহালের ভিতরে লইয়া আইস; রামকে দেখিতেছি না? ছেলে নাও—ছেলেকে (=এই ছেলেটাকে) নাও; আমি কখনও গঙ্গা দেখি নাই (=অপ্রাণিবাচক গঙ্গা নদী)—গঙ্গাকে (=গঙ্গানদীর অধিষ্ঠাত্রী বিশিষ্ট দেবীকে) প্রণাম করো; হিমালয় দেখিয়া আসিলাম; তাহারে ডাকিয়া আনো; রাজকুমার সসম্ভ্রম-প্রণিপাত-পূর্বক ঋষিরে আহ্বান করিলেন; 'আমারে করহ তোমার বীণা'; 'অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস' সুদর্শনধারী মুরারে'; আমায় মারছ কেন? তোমায় দেখ্‌লেও পাপ » ইত্যাদি।

কবিতায় « -এ » বা « -য় » বিভক্তি-যুক্ত কর্মপদের উদাহরণ—« মানুষ হইয়া তুমি জিনিলে রাবণে; কৃষ্ণে ভাবি মনে; দেহ মোরে সরস বচনে; বৃথা গঞ্জ দশাননে; ষোল উপচার দিয়া, ছাগল মহিষে; ভজো মন নন্দঘোষের নন্দনে » ইত্যাদি।

« লোহা পিটিয়া হাতে কড়া পড়িয়া গিয়াছে—লোহাকে পরিবর্তিত করিয়া ইস্পাত প্রস্তুত করে; সোনা গলাইয়া গহনা করে—সোনা বা সোনাকে পিটিলে সোনার পাত প্রস্তুত হয় » —এরূপ ক্ষেত্রে বিকল্পে বিভক্তির ব্যবহার চলে।

[৩] করণকারক

কর্তা যাহার সাহায্যে কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকে করণ-কারক বলে। কর্তা কার্য্য করে; কিন্তু যেখানে কোনও পদার্থ এই কার্য্যে সাধন বা উপায়-রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাই করণ-পদ-বাচ্য। ক্রিয়ার পূর্বে « কিসের, বা কাহার দ্বারা », অথবা « কিসের, বা কাহার সাহায্যে », কিংবা « কিসে » ইত্যাদি যোগ করিয়া প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তরে করণ-কারক পাওয়া যাইবে; যথা—« হাতে মাথা কাটে »: « কিসে কাটে?—হাতে » — « হাতে » করণ-

কারক, তদ্রূপ, « কলম দিয়া লিখিয়াছি : কিসে, বা কিসের সাহায্যে, লিখিয়াছি ?—কলম দিয়া »।

করণ-কারক নানা অর্থে হয়, যথা—

[১] **সাধন বা যন্ত্রাত্মক করণ** : « ছুরী দিয়া পেন্‌সিল কাটো, কুঠার-দ্বারা কাষ্ঠচ্ছেদন করে, কুড়ুল দিয়া কাঠ কাটে, পা দিয়া সরাইয়া দিল, চোখে দেখ না ? আমরা কানে শুনি, জাহাজে করিয়া সাগর পার হয়, কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলে; 'হট্টমালার দেশে, তারা গাই-বলদে চষে', আলোয় আঁধার কাটিয়া যায়, হাওয়ায় মেঘ উড়িয়া যায়; মন দিয়া (= মনের সাহায্যে) পড়ো, কড়িতে (বা টাকায়) বাঘের দুধ মিলে, সোজা পথে চলো না কেন ? এক ঘায়ে শেষ করিয়া দিল, এই পথ দিয়া আসিব, কলিকাতা দিয়া আসিব, হাতে (গোরুতে, বাষ্পে) কল চালানো হয়, 'দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার হবে না, হবে না', ঘিয়ে ভাজা » ইত্যাদি।

[২] **উপায়াত্মক করণ** : বাস্তব বা পার্থিব, বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু যেখানে কার্য্যের সাধন হয় না, সেখানে উপায়াত্মক করণ হয়, যথা—« 'ভয়ে ভুলে যাই দেবতার নাম', পরিশ্রম-দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ কর, ব্যায়ামে শরীর ভাল থাকে, আনন্দে তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল; সময়ে সবই হয়, কালে মানুষ পুত্রশোকও ভুলিয়া যায় » ইত্যাদি।

[৩] **হেতুময় করণ**, ইহা উপায়াত্মক করণেরই পর্য্যায়ভুক্ত; যথা—« তোমার দুঃখে শিয়াল-কুকুর কাঁদিবে, বড় দুঃখে এতগুলি কথা বলিলাম, গোলমালে (গোলেমালে) তাহার টাকা কয়টা চুরি গেল, তোমার সুখে সুখী, ব্যথায় ব্যথী, সেবায় তুষ্ট » ইত্যাদি।

[৪] **কালাত্মক করণ** : « তিন দিনে ব্যাপারটা মিটিয়া গেল, 'দুই দণ্ডে চ'লে যায় দুই দিনের পথ' »।

[৫] **উপলক্ষণ বা লক্ষণাত্মক করণ** : « রাম নামে একটী ছেলে; 'দুখের বেশে এসেছ ব'লে, তোমারে নাহি ডরিব হে', শিকারী বিড়াল গোঁফে

চেনা যায় ; ব্যবহারেই ইতর-ভদ্র বুঝা যায় ; জাতিতে ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু কাজে অতি পাষণ্ড ; বিদ্যায় বৃহস্পতি, ক্ষমায় বা ধৈর্য্যে পৃথিবীসম ; বীরত্বে অর্জুন, শক্তিতে ভীম » ইত্যাদি।

কোনও-কোনও বাক্যে একাধিক করণ থাকে ;—যথা—« মা নিজ হাতে ঝিনুক দিয়া (ঝিনুকে করিয়া) ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন ; সে একমনে তুলি দিয়া ছবি আঁকিতেছে ; সে চোখে-মুখে কথা কহিতেছে » ইত্যাদি।

যেখানে অপরের পরিচালনায় কোনও কার্য্য করা হয়, সেখানে করণ-কারকে « কর্তৃক » প্রত্যয় ব্যবহার হয় না, « দিয়া (*দিয়ে) » প্রত্যয়ই সেখানে চলে।

করণকারকের বিভক্তির প্রয়োগ

(১) করণে তৃতীয়া বিভক্তিতে « -এ, -য় -তে » প্রত্যয় যুক্ত হয় ; যথা—« আগুনে সিদ্ধ কর, কলমে লিখ ; মইয়ে নাগাল পায় ; খইয়ে পেট ভরে না ; টাকায় (টাকাতে) সব হয় ; এ রকম ছেলের চেয়ে মেয়েয় (মেয়েতে) বংশের মুখ রক্ষা হয় »।

(২) প্রায় তাবৎ শব্দে « দ্বারা » যোগ হয়। « দ্বারা », সম্বন্ধের বিভক্তির পরেও আসিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; যথা—« মূর্খ-দ্বারাই (মূর্খের দ্বারাই) এ কাজ সম্ভবে ; বুদ্ধি-দ্বারা (বুদ্ধির দ্বারা) অসাধ্য-সাধন করা যায় ; সেবা-দ্বারা মাতাপিতাকে তুষ্ট করিবে ; পুষ্প-দ্বারা দেব-পূজা হয় ; মৌলবী-সাহেব-দ্বারা আর বেশী ক্লাস করানো চলিবে না » ইত্যাদি। তদ্রূপ—« পণ্ডিতদিগের দ্বারা, পণ্ডিতদিগ-দ্বারা, পুষ্পসমূহ-দ্বারা »। সাধারণতঃ শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের উত্তর « দ্বারা » -প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়, কিন্তু অন্য শব্দে প্রযুক্ত হইতেও বাধা নাই।

(৩) সাধারণতঃ ব্যক্তি-বাচক সংস্কৃত শব্দের সহিত « কর্তৃক » পদ প্রযুক্ত হয়। « কর্তৃক » মূল অবিকৃত শব্দেই যুক্ত হয়, ষষ্ঠ্যন্ত রূপে নহে। « দেবতা-কর্তৃক, পণ্ডিতগণ-কর্তৃক, রাম-কর্তৃক ; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক প্রণীত » ইত্যাদি।

(৪) « দিয়া »: একবচনে সর্ব শ্রেণীর বিশেষ্যের উত্তর করণ-কারকে « দিয়া (*দিয়ে) » প্রযুক্ত হয়; যথা— « নিজের লোক দিয়া কাজটা করাইয়া লইবে; তেঁতুল দিয়া অম্বল (অম্ল) রাঁধে; এ বুদ্ধি দিয়া কিছু হইবে না » ইত্যাদি।

কেবল ব্যক্তি-বাচক শব্দে, « কে (রে) » প্রত্যয়ান্ত কর্ম-বা সম্প্রদান-কারক-যুক্ত রূপের উত্তর, « দিয়া (* দিয়ে) » ব্যবহৃত হয়; যথা— « চাকরকে দিয়া; ব্রাহ্মণকে দিয়া জল তুলাইবে না; উকিলকে দিয়া মোকদ্দমা চালাইবে » ইত্যাদি।

ব্যক্তি-বাচক ব্যতীত অন্য বিশেষ্যে বহুবচনে « কে (রে) »-প্রত্যয়-যুক্ত না করিয়াই « দিয়া (* দিয়ে) » ব্যবহৃত হয়; যথা— « ফুলগুলি দিয়া কি হইবে? »। কিন্তু ব্যক্তি-বাচক শব্দে « কে » যোগ করিয়া, অথবা অন্য উপায়ে শব্দটীকে দ্বিতীয়ান্ত বা চতুর্থ্যন্ত করিয়া, তবে « দিয়া (* দিয়ে) » যোগ হইয়া থাকে; যথা— « চাকরদিগকে দিয়া (* চাকরদের দিয়ে) কোনও কার্য্য হইবার নহে »।

সাধারণতঃ অসংস্কৃত শব্দের সঙ্গেই « দিয়া (* দিয়ে) » -প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়; সাধু-ভাষায় সংস্কৃত শব্দের সহিত সংস্কৃত-পদ « দ্বারা, কর্তৃক » -ব্যবহারই প্রশস্ত।

(৫) করণ-বিভক্তির লোপ:

ক ও প্রহারার্থক ধাতুর যোগে করণ-কারকে বহুশঃ বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না—করণ-কারককে আকারে বিভক্তি-বিহীন কর্ম-কারকবৎ দেখায়; যথা— « বেত মারিল; লাঠি মারিল; বেতের, লাঠির, ছাতার, বাড়ি (= যষ্টি) মারিল; ঠেঙ্গা মারিল; বাড়ি মারিল » (কিন্তু « খড়্গে বা খাঁড়ায় কাটিল »)। প্রসারে— « ইটের বাড়ি মাথা ভাঙ্গিয়া দিব; পাশা খেলে; তাস, ফুটবল খেলে »। ক্রীড়ার্থক বা প্রহারার্থক ধাতুর প্রয়োগ না হইলে, বিভক্তি আসে; যথা— « পাশায় সে হারে না; তরবারি-খেলায় সে চতুর »।

(৬) পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর বিভক্তি-দ্বারা কৃচিৎ করণ-কারকের ভাব প্রকাশিত

হয়; যথা—« অস্ত্রের আঘাত; জলের লেখা, কালির দাগ; নখের আঁচড়; তাসের খেলা; পুত্র হইতে (=পুত্র দ্বারা) যেন বংশ উজ্জ্বল হয়; 'আমা-হ'তে (আমার দ্বারা) এ কার্য্য হবে না সাধন' » ইত্যাদি।

কখনও-কখনও করণ- ও অধিকরণ-কারকের মধ্যে পার্থক্য-নির্ণয় করা কঠিন হইয়া থাকে; এই হেতু, অধিকরণের বিশিষ্ট বিভক্তি « তে », করণ-কারকেও সম্প্রসারিত হয়; যথা— « আকাশ মেঘে ঢাকা; পীড়ায় দুর্বল; এই কাহিনী ইতিহাসের পত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য; তোমার মহিমা যেন জলন্ত অক্ষরে লেখা, নৌকাতে নদী পার হয়; দুঃখে (দুঃখেতে) চিত্ত যাহার বিচলিত হয় না » ইত্যাদি।

[৪] সম্প্রদানকারক

স্বত্বত্যাগ করিয়া যাহাকে কিছু দান করা যায়, অথবা যাহার জন্য বা যাহার উদ্দেশ্যে কিছু করা যায়, তাহাকে **সম্প্রদান-কারক** বলে। « কাহাকে, কাহার জন্য, কাহার তরে » ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে সম্প্রদান-কারক পাওয়া যায়।

সংস্কৃতে সম্প্রদান-কারকে বিশেষ বিভক্তি আছে, বাঙ্গালায় কিন্তু « এ, কে, রে »-বিভক্তি-যুক্ত কর্ম-কারক ও সম্প্রদান অভিন্ন। তবে বিশেষ কতকগুলি কর্মপ্রবচনীয় অনুসর্গ-দ্বারা সম্প্রদান-কারক দ্যোতিত হয়। কেহ-কেহ বাঙ্গালায় সম্প্রদান-কারক পৃথক স্বীকার না করিয়া, ইহাকে কর্ম-কারকের অন্তর্গত করিয়া দেখেন। ইহা এক হিসাবে সমীচীন; তবে সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য, এবং « তরে, জন্য, নিমিত্ত » প্রভৃতি অনুসর্গ-যোগে উদ্দেশ্য-দ্যোতক সম্প্রদান বাঙ্গালায় ধরা যায় বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় সম্প্রদান-কারক পৃথক্ ধরা হয়; কিন্তু বাঙ্গালায় ইহাকে গৌণ-কর্মেরই প্রকার-ভেদ বলিলে ক্ষতি হয় না।

সম্প্রদান, যথা— « ক্ষুধার্তকে অন্নদান করা মহাপুণ্য; সৎপাত্রে কন্যাদান করা উচিত; তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইবে (কিন্তু 'তোমায় করি নমস্কার' —এখানে কর্ম-কারক-রূপেই ধরিতে হয়); আমার জন্য এই কাপড় আনা হইয়াছে; দুঃখীর তরে যার প্রাণ কাঁদে, সেই মহাশয় ব্যক্তি » ইত্যাদি।

যেখানে স্বেচ্ছায় স্বত্বত্যাগ করিয়া দান করা হয় না—স্বত্ব রাখিয়া, তরে, বলে, অথবা দেয় বস্তু বলিয়া যেখানে অর্পণ হইতেছে, সেখানে কেহ-কেহ সম্প্রদান-কারক স্বীকার করেন না, সেখানে ক্রিয়া-

বা অনুসর্গ-যোগে চতুর্থী হয় মাত্র; যথা—« ডাকাতকে সর্বস্ব দিল; দরওয়ানকে কিছু ঘুষ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল; রাজাকে কর দিতেছে; চাকরকে মাহিনা দাও; ধোপাকে কাপড় দাও » ইত্যাদি। « গুরু শিষ্যকে পাঠ দিতেছেন; তাহাকে অর্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় দিল »—এরূপ স্থলেও সম্প্রদান নহে, এইরূপ বাক্যে যে « দে » ধাতু আসিয়া গিয়াছে, তাহা কেবল বাঙ্গালার প্রচলিত idiom বা বাক্যভঙ্গী-হেতু।

কখনও-কখনও সম্প্রদানে সপ্তমীর বিভক্তি «-এ, তে »-ও প্রযুক্ত হয়; যথা—« আমাদের সমিতিতে (সভায়) তিনি অনেক টাকা দেন; 'অন্ধজনে দেহ আলো' » ইত্যাদি।

নিমিত্তার্থে—« কিসের সন্ধানে ঘুরিতেছ ? »। উপভাষায় ও কবিতায় « কে »-যুক্ত উদ্দেশ্য-মূলক সম্প্রদান-কারকের বিশেষ প্রয়োগ আছে; যথা—« জলকে (=জলের জন্য) চল; ঘরকে যাও (=ঘরে, ঘরের উদ্দেশে) যাও; ছাতাকে ছাতা, লাঠিকে লাঠি » ইত্যাদি।

[৫] অপাদান-কারক

যে স্থান-বাচক, আধার-বাচক বা কাল-বাচক বিশেষ্য বা সর্বনাম-পদ হইতে বাক্যস্থিত ক্রিয়া-পদের দ্বারা অপসরণ বা সরিয়া যাওয়া বুঝায়, তাহাকে অপাদান-কারক বলে। « কি বা কাহা হইতে, কিসের থেকে » ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে অপাদান-কারক পাওয়া যাইবে; যথা—« তিল অথবা সরিষা হইতে তৈল হয়; সে ঘর হইতে বাহিরে আসিল; গাছ থেকে ফল পড়িল; হিমালয় হইতে গঙ্গা প্রবাহিত; কূপ হইতে জল তোলে; বাঘ হইতে মৃত্যু ঘটিল; বই থেকে বলিতেছি; পাপ হইতে দূরে থাকিবে; বেহালা হইতে সুন্দর ধ্বনি বাহির হয়; সাগর হইতে মুক্তা পাওয়া যায় » ইত্যাদি।

অপাদান-কারকে পঞ্চমী বিভক্তি, অর্থাৎ পঞ্চমী বিভক্তির (বা অপাদান-কারকের) কর্মপ্রবচনীয় বিশেষ্য অথবা ক্রিয়াপদময় বিশেষ অনুসর্গের (« হইতে, হ'তে, থেকে, চেয়ে; কাছে, অপেক্ষা » ইত্যাদি ») ব্যবহার হয়।

তৃতীয়া ও সপ্তমীর « এ » বা « তে » বিভক্তি এবং ষষ্ঠীর « এর, র » বিভক্তি-যোগেও

অপাদান-কারক হয়; যথা—« গুরুমুখে এ শিক্ষা পাইয়াছ; তিলে বা তিল হইতে তেল হয়; খনিতে সোনা পাওয়া যায়; সে বাঘের (ভূতের) ভয়ে রাত্রিতে ঘরের বাহির হয় না; পড়ায় বিরত হইয়ো না; এ মেঘে বৃষ্টি হয় না; চক্ষু দিয়া (=তৃতীয়) যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল; তাঁহার মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হইবার নহে; চোখ দিয়ে জল প'ড়্‌ল; 'ভয়ে ভুলে' যাই দেবতার নাম'; কি সুখে এ কথা বলিব » ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকারের অপাদান-কারক আছে; যথা—

[১] **আধার- বা স্থান-বাচক অপাদান**— « কলিকাতা হইতে সপ্তাহে দুই বার জাহাজ রেঙ্গুন-যাত্রা করে; আসন হইতে উঠিবে না; পরিষৎ হইতে প্রেরিত প্রতিনিধি; ছাত থেকে পড়িয়া গেল; রাজার নিকট হইতে এই সম্মান লাভ করিলেন »। স্থান- বা আধার-বাচক অপাদানে কচিৎ « হইতে » পদের লোপ হয়; যথা— « রাজার নিকট হইতে, অথবা রাজার নিকটে, রাজার নিকট; মহাজনের ঠাঁইয়ে, ঠাঁই (অথবা ঠাঁই হইতে, স্থান হইতে, নিকট হইতে) কর্জ মিলিল না »।

[২] **অবস্থাত্মক অপাদান**— « আমার ঘর থেকে মন্দিরের চূড়া দেখা যায়; আমাদের বাড়ী হইতে আজানের ধ্বনি শুনা যায়; গাছ থেকে টানিতে লাগিল; জাহাজ হইতে কথা কহিতে লাগিল »।

[৩] **কাল-বাচক অপাদান**— « ১৭৬৫ সাল হইতে বাঙ্গালা-দেশে ব্রিটিশ অধিকারের আরম্ভ; চারি দিন হইতে আমার জ্বর হইয়াছে »।

[৪] **দূরত্ব-বাচক অপাদান**— « কলিকাতা হইতে কাশী ২০০ ক্রোশের অধিক »।

[৫] **তারতম্য-বাচক অপাদান**— « রামের চেয়ে শ্যাম বয়সে ছোট; স্বর্গ অপেক্ষা জন্মভূমির গৌরব অধিক; প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় » ইত্যাদি।

[৬] সম্বন্ধ-পদ

যাহার অধিকারে কোনও পদার্থ বিদ্যমান থাকে, বা যাহার সহিত কোনও পদার্থের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ থাকে, এবং উক্ত পদার্থকে যাহা বিশিষ্ট করিয়া দেয়,

তাহাকে **সম্বন্ধ-পদীয়** বা **সম্বন্ধ-পদ** (বা ইংরেজী মতে Genitive Case **সম্বন্ধ-কারক**) বলা হয়।

'কাহার' বা 'কিসের'—এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা সম্বন্ধ-পদ পাই। প্রকৃত পক্ষে, সম্বন্ধ-পদ বিশেষ্যের পক্ষে বিশেষণের কার্য্যই করিয়া থাকে; এই জন্য ইহাকে Adjective Case বা 'বিশেষণাত্মক কারক' বলা যাইতে পারে।

সম্বন্ধ-পদ বিশেষণ-প্রকৃতিক বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় বহুল পরিমাণে বিশেষণ-অর্থে সম্বন্ধের বিভক্তি যুক্ত পদের প্রয়োগ হয় (এ বিষয়ে নিম্নে দ্রষ্টব্য); যথা—« সোনার থাল »। আবার, সম্বন্ধ-পদের পরিবর্তে কোনও স্থলে বিশেষণ-পদও ব্যবহৃত হইতে পারে; যথা—« পিতার সম্পত্তি = পৈতৃক সম্পত্তি; আপনার বন্ধু = ভবদীয় বন্ধু; সূর্য্যের জগৎ = সৌর জগৎ »।

বাঙ্গালায় সম্বন্ধ-অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি « র, এর » প্রযুক্ত হয়।

বিভিন্ন অর্থে সম্বন্ধ-পদের প্রয়োগ হয়; যথা—

(১) সাধারণ সংযোগ, সামীপ্য বা সামান্য সম্বন্ধ: « নদীর তীর, পুখুরের পাড়, পাহাড়ের চূড়া »।

(২) অধিকার বা স্বামিত্ব: « রাজার রাজ্য, মামার বাড়ী, রামের বই, আমার দেশ, গোপালের মা »।

(৩) অংশ বা অঙ্গ: « পাহাড়ের গা, গাছের ছাল, হাতীর দাঁত, শিশুর মুখ »।

(৪) অধিকরণ সম্বন্ধ: « জলের মাছ, গহীন পানির মীন, ঘরের মানুষ, টোলের ছাত্র, শীতের হাওয়া, গাঁয়ের মোড়ল, পালের গোদা, হাটের পসারী »।

(৫) নিমিত্ত সম্বন্ধ: « বিয়ের বাজনা, রাঁধিবার কাঠ, জপের মালা, ভিক্ষার চা'ল (অধিকরণেও হয়), ঘোড়ার দানা, দেশের ডাক (অপাদানেও হয়), পড়িবার ঘর, টাকার শোক, পরের দুঃখে কাতর, শাঁখের করাত »।

(৬) অপাদান সম্বন্ধ: « সাপের ভয়, বাঘের ভয়, কাশীর দক্ষিণে, গঙ্গার পশ্চিমে »।

(৭) করণ সম্বন্ধ: « লাঠির দ্বারা তূলির টান, কলমের আঁচড় »।

(৮) উপাদান সম্বন্ধ: « সোনার গহনা, ছানার মুড়কী, ক্ষীরের পিঠা, যবের ছাতু, তেলের খাবার, সরিষার তেল, দুধের সর »।

(৯) ব্যাপ্তি সম্বন্ধ: « এক দিনের পথ, তিন ক্রোশের পাড়ী, দুই সপ্তাহের ছুটী »।

(১০) যোগ্যতা- বা গুণ-বাচক সম্বন্ধ: « খাইবার ঔষধ, মানুষের কৌশল, জমীর দাম, স্নানের বেলা, মূর্খের অবিবেচনা »।

(১১) গতি সম্বন্ধ: « কলের গাড়ী, গোরুর গাড়ী »।

(১২) পূর্ব-পর বা ক্রম সম্বন্ধ: « পাঁচের পৃষ্ঠা, দুইয়ের (=দ্বিতীয় দিনের) হাট »।

(১৩) কার্য্য-করণ সম্বন্ধ: « অগ্নির উত্তাপ, প্রদীপের আলো, ধোঁয়ার আঁধার »।

(১৪) অভেদ বা উপমা সম্বন্ধ: « জ্ঞানের আলো, দিনের খেলা, শোকের ঝড়, মুগের ডাইল »।

(১৫) কর্ম সম্বন্ধ: « বিদ্যার চর্চা, রোগীর চিকিৎসা, পরের নিন্দা, ঈশ্বরের উপাসনা, দরিদ্রের সেবা হুজুরের খেদমৎ »।

(১৬) জন্য-জনক সম্বন্ধ: « রামের পিতা, জমীদারের পুত্র, গাছের ফল, শাঁখের ধ্বনি »।

(১৭) কর্তৃ সম্বন্ধ: « আমার পড়া বই, সকলের পূজ্য বা পূজিত »।

(১৮) বিশেষণ সম্বন্ধ: « গুণের ছেলে, দুঃখের ভাত, ফুলের কুঁড়ি, নিন্দার কথা, চল্লিশের কোঠা, সোনার চাঁদ, চারের নম্বর, দুধের বাছা, লোহার কার্তিক, হাড়ীর হাল, সোনার গৌরাঙ্গ, সাতের সংখ্যা, বজ্জাতের ধাড়ী »।

(১৯) তারতম্য-মূলক সম্বন্ধ: « মধ্যে, অপেক্ষা, চেয়ে » ইত্যাদি পদ-যোগে তারতম্য জানাইবার জন্য ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হয়; যথা—« রামের চেয়ে, রামের অপেক্ষা (রাম-অপেক্ষা), দুই জনের মধ্যে » ইত্যাদি। কচিৎ এইরূপ তারতম্য-দ্যোতক পদ-ব্যবহার না করিয়াও, কেবল ষষ্ঠী-প্রয়োগ-দ্বারা এই

সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়, যথা—« আমার বড়, তাহার ছোট, ইহার অধিক, তাহার কম »।

(২০) অব্যয়-যোগে ষষ্ঠী: সহার্থক, নৈকট্যার্থক, তুল্যার্থক, হেতু- বা নিমিত্তার্থক, বিরুদ্ধার্থক ও দিগ্‌বাচক শব্দ-যোগে ষষ্ঠী হয়, যথা—« চন্দ্রের সহিত, বাঘের সঙ্গে, জোরের সঙ্গে, পণ্ডিতের কাছে, গৃহের নিকটে, লক্ষ্মণের মতন, পিতার তুল্য, তাহার নিমিত্ত, ইচ্ছার বিরুদ্ধে, গহনার জন্ম, শত্রুতার দরুন, ঘরের উত্তরে, এশিয়ার অগ্নি-কোণে, রুষ-দেশের পশ্চিমে »।

(২১) বাক্য-বিবক্ষায়: « তিনি যে বিশেষ সন্তুষ্ট তাহার (=তাহাতে) আর সন্দেহ নাই »।

(২২) Principal sentence অর্থাৎ প্রধান বা মৌলিক বাক্যে, « ইলে » -প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা-ক্রিয়া যদি বিশেষ্যের ভাব প্রকাশ করে, তাহা হইলে কর্তৃপদের পরিবর্তে ষষ্ঠীর ব্যবহার চলে, যথা—« রাম গেলে হয়—শ্যামের গেলে চলিবে না »। অকর্মক ধাতুতেই এইরূপ প্রয়োগ হয়। তদ্রূপ, বিশেষ্য-ভাবগ্রস্ত « ইতে » ও « ইয়া » -প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা-ক্রিয়ার সহিত বিকল্পে ষষ্ঠী-বিভক্তি-যুক্ত কর্তার ব্যবহার হয়, যথা—« তোমার (তোমায়, তোমাকে) যাইতে হইবে না, রামের (রাম) গিয়া কোনও ফল নাই; দরিদ্রের সেবা সকলেরই করিয়া যাওয়া উচিত; সকলেরই (সকলকেই) দরিদ্রের সেবা করিতে আছে »।

বহুস্থলে ষষ্ঠীর বিভক্তির লোপ হয়—কেবল পাশাপাশি দুইটী শব্দ বসাইলেই, প্রথমটীর দ্বারা ষষ্ঠীর অর্থ প্রকাশিত হয়। এইরূপ অবস্থানকে "আলগা' বা 'অসংলগ্ন সমাস" বলা যাইতে পারে। (পূর্বে সমাস পর্য্যায় দ্রষ্টব্য), যথা—« তোমার অপেক্ষা—তোমা অপেক্ষা (কচিৎ তোমাপেক্ষা); তোমার দ্বারা—তোমাদ্বারা, প্রীতির নিমিত্ত—প্রীতি নিমিত্ত, প্রীতি-নিমিত্ত, খাজনার বাবত—খাজনা বাবত, খাজনা-বাবত » ইত্যাদি।

সম্বন্ধে « কার » প্রত্যয়:

সময়, দিক্, অবস্থান এবং সমষ্টি-বাচক কতকগুলি শব্দের উত্তর « কার » প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। এই প্রত্যয়ের শক্তি কতকটা বিশেষণের মত। চলিত-

ভাষায় ক্বচিৎ « কার »-এর পরিবর্তে « -কের » রূপ মিলে। কতকগুলি শব্দে সপ্তম্যন্ত রূপের পরে ষষ্ঠী-বিভক্তির «-কার » বসে ; যথা—

« পূর্বকার (পূর্বেকার) ; আগেকার ; আজিকার—আজকের, আজকার ; কালিকার—কালকের, কালকার ; পরশুকার, তরশুকার ; শেষকার, শেষেকার ; প্রথমকার ; ছেলেবেলাকার ; সে-দিনকার ; বছরকার দিন, সে বছরকার কথা ; উপরকার, উপরেকার ; নীচুকার, নীচেকার ; ভিতরকার, ভিতরেকার ; বাহিরকার, বাইরেকার ; এখানকার, এখানকের ; যেখানকার, যেখানেকার (* যেখ্‌নেকার) ; সেখানকার ; কখনকার, কবেকার ; যবেকার ; যথাকার, তথাকার ; কোথাকার, হেথাকার, হোথাকার, সেথাকার ; কোনখান্‌কার ; তলাকার ; পিছেকার, পিছুকার ; উত্তরকার ; বাঁ-দিক্‌কার, দক্ষিণকার, দক্ষিণ-দিক্‌কার, পূবদিক্‌কার ; সকলকার, সবাকার, সব্বাইকার, সবাইকার ; দোঁহাকার ; কতকের ; আপনকার »।

কতকগুলি শব্দে « কার »-প্রত্যয়ের পরিবর্তে সাধারণ ষষ্ঠীর বিভক্তি « -এর, -র » ব্যবহৃত হইতে পারে ; কিন্তু সাধারণতঃ « আজিকার, কালিকার, এখানকার, তখনকার, কখনকার, যখনকার »-এর বিকল্পে « -এর, -র » -প্রত্যয়-যোগে গঠিত রূপ মিলে না। লক্ষণীয়—« পাঁচজনকার—পাঁচজনের », প্রায়ই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এতদ্ভিন্ন, « সত্য » শব্দের উত্তর « সত্যকার » (চলিত-ভাষায় « সত্যিকার »—সত্য > সত্যি, পথ্য > পথ্যি, যজ্ঞ = যগ্‌গ্য > যজ্ঞি » এইরূপ পরিবর্তন-অনুসারে) রূপটী বাঙ্গালায় প্রচলিত ; সাধু-ভাষায় « সত্যিকার » ব্যবহার করা ঠিক নহে, « সত্যকার » ব্যবহার করা উচিত।

[৭] অধিকরণ-কারক

যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ, বাক্যস্থিত ক্রিয়ার আধার বা স্থান, অথবা কাল বুঝায় তাহাকে অধিকরণ কারক বলে। "কোথায়, কিসে, কাহাতে, কখন্‌, কবে"—এই প্রকার পদ-যুক্ত প্রশ্নের উত্তরে অধিকরণ-কারক পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় অধিকরণে সপ্তমী-বিভক্তির প্রয়োগ হয়।

অধিকরণ তিন প্রকার—[১] আধার-অধিকরণ, [২] কাল-অধিকরণ, ও [৩] ভাব-অধিকরণ।

[১] **আধারাধিকরণ**—যেখানে স্থান বা দেশ বুঝায় :—

(ক) দেশ- বা স্থান-বাচক : « ভারতবর্ষে গঙ্গানদী প্রবাহিত ; বইখানি ঘরেই ছিল ; মাছ জলে থাকে ; জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ ; হিমালয়ে কস্তুরী মৃগ দেখিতে পাওয়া যায় ; পৃথিবীতে প্রায় সব দেশেই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত » ।

(খ) ব্যাপ্ত্যধিকরণ : « সমুদ্রে লবণ আছে ; দুগ্ধে মাখন আছে ; আখের মধ্যে গুড়, সরিষার মধ্যে তেল ; সারাদেহে, সর্বাঙ্গে ব্যথা » ।

(গ) অবস্থা ও বিষয়াধিকরণ : « ধর্মে মতি ; সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ; এক টাকায় পাঁচটা ; গণিতে বিদ্বান্ ; পাঠে বা লেখায় নিবিষ্ট-চিত্ত » ।

(ঘ) সামীপ্যাধিকরণ : « কাশীতে গঙ্গা ; খিড়কীতে পুখুর ; দরজায় হাতী-বাঁধা ; গঙ্গাসাগরে মেলা বসে » ।

[২] **কালাধিকরণ—**

(ক) মুহূর্তাধিকরণ—« ভোরে সূর্য্য উঠে ; গত রাত্রিতে গোরুর বাছুর হইয়াছে ; তিনটা বাজিয়া নয় মিনিটে ট্রেন ছাড়িবে » ।

(খ) ব্যাপ্ত্যধিকরণ—« গ্রীষ্মকালে সূর্য্য অত্যন্ত প্রখর হয় ; তিন রাত্রি ঘুম হয় নাই ; এই বৎসরে প্রজাদের বড়ই অন্নাভাব যাইতেছে » ।

[৩] ভাবাধিকরণ—« সে বড়ই দুঃখে পড়িয়াছে ; সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার গেল ; আনন্দে নিমগ্ন ; শোক-সাগরে নিমজ্জমান ; কোলাহলে পর্যবসিত ; আনন্দ-সাগরে সন্তরণ » ইত্যাদি ।

সপ্তমী-বিভক্তির লোপ :—

কাল-বাচক শব্দে, এবং সাধারণতঃ গমনার্থক ক্রিয়ার সহিত ব্যবহৃত স্থান-বাচক শব্দে, সপ্তমী বিভক্তি (« এ, তে ») বহুস্থলে ব্যবহৃত হয় না—কেবল অবিভক্তিক শব্দটী সপ্তমী বা অধিকরণ-রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« এ বৎসর (=বৎসরে) বড়ই বিপদ্ ; এ সময় =(সময়ে) তার দেখা মেলা ভার ; আজ হবে না, কাল এসো ; শনিবার ইস্কুল বন্ধ থাকে না ; বাড়ী যাও ; কলিকাতা পঁহুছিল ; কাশী, ঢাকা, বৃন্দাবন, বিলাত, মক্কা গেল ; 'বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদী (= নদীতে) এল' বান' » ।

পার্থক্য লক্ষণীয়—« এক দিন যাবো—এক দিনে যাবো (তৃতীয়া) ; সময়ে এসো —কোন্ সময় আসবো ? ; বাড়ী যাও – বাড়ীতে (=বাড়ীর লোকেদের কাছে) খবর দাও » ।

বীপ্সায় সপ্তমী।—বীপ্সা অর্থাৎ 'প্রত্যেক' অর্থে সপ্তমী-বিভক্তি-যুক্ত পদের দ্বিরুক্তি হয়। এই প্রকার দ্বিরুক্তিতে, প্রথম পদটী অপাদানের ও দ্বিতীয় পদটী অধিকরণের কাজ করে; যথা—« হাতে হাতে (=প্রত্যেক হাতে, এক হাত হইতে অন্য হাতে) ঘুরিতে লাগিল; কোণে কোণে=প্রত্যেক কোণে; ঘরে ঘরে, ঘর ঘর (ঘর ঘর পাঁতি পাঁতি খুঁজিয়া বেড়াইল); বনে বনে, গাছে গাছে, লতায় লতায়, ফুলে ফুলে, কুঞ্জে কুঞ্জে, ডালে ডালে, পাতায় পাতায়; দোরে দোরে, দোর দোর, দ্বারে দ্বারে »। কখনও-কখনও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা অথবা অন্তরঙ্গ ভাব জানাইবার জন্য এইরূপ দ্বিরুক্তির প্রয়; যথা—« মনে মনে=আপন নিভৃত মনে; কানে কানে=কানে মুখ লইয়া গিয়া; প্রাণে প্রাণে; তাকে চোখে চোখে রাখ্‌বে; নয়নে নয়নে; হাতে হাতে শোধ দিলে (=সঙ্গে সঙ্গে); সাথে সাথে, সঙ্গে সঙ্গে; কানায় কানায় কলসীটা ভরিয়া গিয়াছে » ইত্যাদি।

[৮] সম্বোধন-পদ

বাক্যের গতি ভঙ্গ করিয়া, যাহাকে বিশেষ-ভাবে আহ্বান করা হয়, তাহাকে **সম্বোধন-পদ** বলে।

খাঁটী বাঙ্গালা শব্দে সম্বোধনে মূল শব্দের কোনও পরিবর্তন হয় না, কতকগুলি বিশেষ অব্যয়-পদের দ্বারা সম্বোধন-পদকে স্ফুট করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। « রা » বা « গুলো »-প্রত্যয়-যুক্ত বহুবচনের পদ সম্বোধনে ক্বচিৎ প্রযুক্ত হয়; যেমন—« ওগো মায়েরা, কোথায় সব গেলে গো?; কি বাবুরা, ব'সে ব'সে কি হ'চ্ছে?; ওরে ছোঁড়াগুলো (বা ছোঁড়ারা), অত চেঁচাচ্ছিস্ কেন? »। যেমন প্রথমা বিভক্তি বা কর্তায়, তেমন সম্বোধনেও বহুবচনের « -দিগ »- প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না—« গণ, সমূহ, সকল » প্রভৃতি বহুবচন-বাচক শব্দ সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়।

সাধু-ভাষায় ও কবিতায় সংস্কৃত শব্দ, সম্বোধন-পদে অনেক স্থলে সংস্কৃত শব্দ-রূপের নিয়ম-অনুসারে পরিবর্তিত হয়। এ সম্বন্ধে পূর্বে দ্রষ্টব্য।

নিম্নলিখিত অব্যয়-পদগুলি সম্বোধন-পদের সহিত ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ এই সকল অব্যয় পূর্বেই বসে; কতকগুলি কিন্তু পূর্বে ও পরে উভয়ত্রই বসে।

« অ; অয়ি; অরে; অহে; আমার (পরেও বসে); আরে; আলো; এই; এই যে; ও; ও আমার; ওগো; ওরে; ওরে আমার; ওলো; ওহে; গা, গো (স্বতন্ত্র—তুমি কি ক'র্‌ছ গা বা গো); গো (পরে); রে (পূর্বে ও পরে); লো (পূর্বে ও পরে); হে (পূর্বে ও পরে); হাঁ, হ্যাঁ; হাঁগা, হাঁগো, হ্যাঁগা, হ্যাঁগো; হাঁরা, হাঁরে, হ্যাঁরা, হ্যাঁরে; হাঁলা, হ্যাঁলা; হাঁহে, হ্যাঁহে; হে; হেদে, হেদে গো » ইত্যাদি।

এগুলি মানুষকে আহ্বান করিতে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন নানা পশু ও পক্ষীকে আহ্বানের জন্য বিশেষ অব্যয় আছে, সেগুলি স্বতন্ত্র-ভাবে (অর্থাৎ কোনও বিশেষ্য না থাকিলেও) ব্যবহৃত হয়। (পরে দ্রষ্টব্য—অব্যয় পর্য্যায়)।

অনুশীলনী

১। বিশেষ্য কাহাকে বলে? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। নিম্নলিখিত পুংলিঙ্গ শব্দগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গে এবং স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলিকে পুংলিঙ্গে পরিবর্তিত কর:—

(ক) গায়ক, রজক, পেচক, মৎস্য, মাধুরী, মনুষ্য, মৃদু, মনোহর, প্রেয়সী, মন্ত্রী, বিধাতা, কালী, সৎ, দেবরাজ, জনক, সর্প, দুষ্কর, পুত্র, অন্যমনা, অরণ্যানী, পরাধীন, চারু, নাবিক, সখা, অপরাধী, নিরপরাধ, ভুজঙ্গ, গৃধ্র, চৌধুরী, গিন্নী, শক্র, গাবী, শিখিনী, সরস্বতী, যামিনী, তাদৃশী, ষষ্ঠী, সাধারণ, বক্তা, ভাবুক, দ্রষ্টা, বিষয়ী, সভাপতি, বন্ধু, ঔপন্যাসিক, কবি, মেছো।

(খ) যুবা, কর্তা, গুরু, বিদ্বান্‌, সখী, শ্বশ্রূ, কামিনী, রাজ্ঞী।

(গ) অশ্ব, সম্রাট্‌, সাধু, বাদশাহ, গোয়ালা, খোঁড়া, ছোট।

৩। জায়া ও জাতি অর্থে, নিম্নলিখিত শব্দগুলির স্ত্রীলিঙ্গে কি কি রূপ হইবে?—ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, বৈশ্য, নাপিত, পুত্র, আচার্য্য গোপ, উপাধ্যায়, ঋষি।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য থাকিলে বল:—আচার্য্য ও আচার্য্যানী, চণ্ডী ও চণ্ডা, ঘট ও ঘটী, স্থল ও স্থলী, হিম ও হিমানী।

৫। (ক) কয়েকটী ঈকারান্ত ও কয়েকটী অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের নাম উল্লেখ কর।

(খ) কয়েকটী নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ ও কয়েকটী নিত্য পুংলিঙ্গ শব্দের উদাহরণ দাও।

৬। বচন কাহাকে বলে? বাঙ্গালায় কি কি ভাবে বহু-বচন সূচিত হয়, দৃষ্টান্ত-সহ বল।

৭। কারক কাহাকে বলে? কারক কয় প্রকার? সর্বপ্রকার কারকবিশিষ্ট একটী বাক্য রচনা করিয়া, ক্রিয়ার সহিত বিবিধ কারকের পদগুলির কি সম্বন্ধ, বুঝাইয়া দাও।

৮। অপাদান-কারকের বিবিধ উদাহরণ দিয়া এক-একটী বাক্য গঠন কর। (C. U. 1944)

৯। সম্প্রদান-কারকের বিবিধ উদাহরণ দিয়া এক-একটী বাক্য গঠন কর। (C.U. 1943)

১০। অন্য কারকের সহিত সম্বন্ধ-পদের পার্থক্য কি তাহা বল?

বিশেষণ

যে পদ-দ্বারা কোনও বিশেষ্য বা অন্য পদের বিশেষ গুণ, ধর্ম, অবস্থা বা সংখ্যা প্রকাশ করা হয়, তাহাকে **বিশেষণ-পদ** বলে; যথা—« ভাল ছেলে », এখানে « ছেলে » এই বিশেষ্য-পদটীর একটী বিশেষ গুণ, « ভাল » এই পদটীর দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে; « ছেলে » এই বিশেষ্য-পদের বিশেষণ হইতেছে, « ভাল » এই পদটী।

« বড় ভাল ছেলে »—এখানে « বড় » এই পদটী, বিশেষণ-পদ « ভাল »-র একটী বিশেষ অবস্থা প্রকাশ করিতেছে, অতএব « বড় » এই বিশেষণ-পদ, « ভাল » এই বিশেষণ-পদের বিশেষণ। এ ক্ষেত্রে ইহাকে **বিশেষণের বিশেষণ** বা **বিশেষণীয়-বিশেষণ** বলা হয়।

« ভালয়-ভালয় ঘরে পৌঁছাও »—এখানে « ভালয়-ভালয় » এই পদদ্বয় « পৌঁছাও » ক্রিয়া-পদের বিশেষ অবস্থার পরিচায়ক; অতএব « ভালয়-ভালয় », **ক্রিয়ার বিশেষণ** বা **ক্রিয়া-বিশেষণ**।

« তোমা-হেন পণ্ডিতের পাশে মূর্খ আমি কি দাঁড়াইতে পারি?»—এখানে « মূর্খ » পদটী, « আমি » এই সর্বনামের বিশেষণ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, গুণাদি-বাচক বিশেষণ-পদ, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া, এই সকল প্রকারের পদের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে। যে

প্রকারের পদের সহিত প্রযুক্ত হয় তাহার বিচার করিয়া দুই শ্রেণীর বিশেষণ ধরা যায়: (ক) **নাম-বিশেষণ**—যাহা নাম-পদ, সর্বনাম-পদ ও বিশেষণ-পদের সহিত যুক্ত হয় (Adjective Proper); এবং (খ) **ক্রিয়ার বিশেষণ** বা **ক্রিয়া-বিশেষণ**—যাহা ক্রিয়া-পদের সহিত ব্যবহৃত হয় (Adverb)।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

(Subject and Predicate)

যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, তাহা **উদ্দেশ্য** বা **কর্তা** (Subject); এবং প্রথমে উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়া পরে উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে যে কথা বলা যায়, তাহা **বিধেয়** (Predicate); যথা—« ঈশ্বর মঙ্গলময় »—এখানে « ঈশ্বর » উদ্দেশ্য, এবং « মঙ্গলময় » বিধেয়। তদ্রূপ « পরোপকার আমাদের প্রধান কর্তব্য » —এখানে « পরোপকার » উদ্দেশ্য, ও « কর্তব্য » বিধেয়। এই বিধেয়-পদ ক্রিয়াও হইতে পারে; কিন্তু ইহা উদ্দেশ্য-পদের সম্পর্কিত কোন গুণ, ধর্ম বা অবস্থা প্রকাশ করে বলিয়া, ইহা এক প্রকারের বিশেষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবস্থা- বা গুণ-বাচক বিধেয়কে এই জন্য **বিধেয় বিশেষণ** (Predicative Adjective) বলা হয়। বিশেষ্য-পদও বিধেয়-বিশেষণ হইয়া থাকে; যথা— « ঈশ্বর আমাদের আশ্রয়-স্থল »।

« কেমন, কত, কোন্, কি, কি কি, কিরূপ, কিরূপে, কেমন করিয়া » ইত্যাদি পদের দ্বারা প্রশ্ন করিলে, তদুত্তরে বিশেষণ নির্ণীত হয়; যথা—« এই লাল বেনারসী সাড়ীটী অনেক কষ্টে পঞ্চাশ টাকায় কিনিয়াছি »;—« কেমন সাড়ী », « কোন্ সাড়ী », « কত টাকা », « কি রূপে বা কেমন করিয়া কিনিয়াছ »—এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ মিলিবে: « লাল, বেনারসী », « এই », « পঞ্চাশ » ও « অনেক কষ্টে »।

নাম-বিশেষণ

অর্থ-বিচার করিলে, নাম-বিশেষণ এই কয়টী মুখ্য শ্রেণীতে পড়ে:

[১] **গুণ- বা অবস্থা-বাচক**: « লাল ফুল; বড় গাছ; ঠাণ্ডা জল; উঁচু পাহাড়; গরম চা; তিক্ত ঔষধ; সব লোক; সমস্ত পৃথিবী; মনোহর

দৃশ্য ; মধুর বচন ; উজ্জ্বল নক্ষত্র ; যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ; অলৌকিক শক্তি ; উদার প্রকৃতি ; লঘুহস্ত ভৃত্য ; ক্ষিপ্রগতি দূত ; পরাধীন জীবন ; ধার্মিক ব্যক্তি ; ঘেয়ো কুকুর ; দ'য়ে কাদা ; দেনো জিনিস ; মেছো হাটা ; গেঁয়ো লোক, শহুরে' লোক, নগরিয়া জন » ইত্যাদি।

[২] **উপাদান-বাচক ;** « স্বর্ণময় পাত্র ; মৃন্ময় মূর্তি ; মাটিয়া বা মেটে' কলসী »।

[৩] **সংখ্যা- বা পরিমাণ-বাচক :** « লাখ টাকা ; পাঁচ হাত ; দশ জন »। « পাঁচ-জন মানুষ ; তিরিশ-খানা কাপড় »—এরূপ ক্ষেত্রে, « এক, দুই, তিন » প্রভৃতি সংখ্যা-বাচক শব্দের উত্তর « টা, টী, খানা, খানি, জন » প্রভৃতি পদাশ্রিত নির্দেশক প্রযুক্ত হয় (পূর্বে দ্রষ্টব্য)। পরিমাণ-বাচক নাম-শব্দ, সংখ্যা-বাচক শব্দের সহিত মিলিত হইয়া, পরিমাণ-বাচক বিশেষণ-রূপে অন্য বিশেষ্যের পূর্বে বসে ; যথা—« এক বিঘা জমি ; তিন বাটি দুধ : পাঁচ হাত লম্বা ; দুই শত গজ »—এরূপ স্থলে « এক-বিঘা, পাঁচ-হাত, দুই-শত » প্রভৃতি পদ মিলিয়া বিশেষণ হইয়াছে। (ইংরেজীতে প্রয়োগ অন্য রূপ ; যথা—three cups of milk, ইহার আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ হইবে—« দুধের তিন বাটি »)।

« বহু, অনেক, অল্প, কম, বড়, ছোট » ইত্যাদি বিশেষণ, পরিমাণ-দ্যোতক।

[৪] **পূরণ- বা ক্রম-বাচক :** « প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, বিংশ, অশীতিতম ; পয়লা, সাতই, তিরিশে' » ইত্যাদি।

[৫] **সর্বনামীয় বা সর্বনাম-জাত বিশেষণ :** « এই ব্যক্তি ; যে জন ; সে মানুষ ; কোন্ ভাবুক » ইত্যাদি।

রূপ বা ব্যুৎপত্তি বিচার করিলে, সাধারণ বিশেষণ—(১) একপদময়, (২) যৌগিক ও (৩) বহুপদময় বা বাক্যময়—এই তিন প্রকারের হইয়া থাকে।

[১] **একপদময় বিশেষণ-পদে** একটীর অধিক শব্দ থাকে না ; যথা—« বড়, ভাল, ছোট, মন্দ, সুন্দর, মুক্ত, অলৌকিক, চল্‌তি, এক, পাঁচ, এ, এই, ওই বা ঐ, সে » ইত্যাদি।

একপদময় বিশেষণগুলিকে আবার তিনটী শ্রেণীতে ফেলা যায় ; যথা—

(ক) মৌলিক—যে বিশেষণগুলির বিশ্লেষণ আধুনিক বাঙ্গালায় সম্ভব হয় না—যেগুলিকে মূল

ও অবিকৃত অর্থাৎ প্রত্যয়াদি-বিহীন শব্দ বলিয়া বাঙ্গালায় ধরিতে হয়; যথা—« বড়, ছোট, নোতুন, পুরানো, ভাল, উঁচু, নীচু, লম্বা, চওড়া » ইত্যাদি। কতকগুলি সর্বনাম-জাত বিশেষণ এই শ্রেণীতে পড়ে: « এ, ও, সে, যে » ইত্যাদি। কতকগুলি সংস্কৃত ও বিদেশী শব্দকে বাঙ্গালায় এই পর্য্যায়েই ফেলিতে হয়; যথা—« তুচ্ছ, মন্দ, হাজির, কম, বেশী, গায়েবী, জাহির, চালাক, চতুর »।

(খ) কৃদন্ত—খাঁটী বাঙ্গালা, যথা—« পড়তি বেলা, উঠতি বয়স, বহতা নদী, পড়ন্ত রোদ্দুর, ঘুমন্ত খোকা, করা কাজ, দেখা লোক, হাঁটা পথ »; সংস্কৃত, যথা—« যুক্ত, গৃহীত, ক্রিয়মাণ, নীয়মান, আহৃত, করণীয়, দাতব্য, ধর্তব্য »।

(গ) তদ্ধিতান্ত: খাঁটী বাঙ্গালা—« নগরিয়া > নগুরে', বুদ্ধিমন্ত, দেশী, ঢাকাই, কটকী, বর্ধমানিয়া > বদ্ধমেনে', হিন্দুস্থানী, জাপানী, বাঙ্গালা, সাতই, চব্বিশে' » ইত্যাদি; সংস্কৃত—« শক্তিমান্, ধার্মিক, শাক্ত, পৈতৃক, বাষ্পীয়, বৈদ্যুতিক, বঙ্গীয়, দেশীয়, ধনবান্, শ্রীমান্, বুদ্ধিমান্, সাম্প্রদায়িক » ইত্যাদি। কতকগুলি বিদেশী বিশেষ্য, ও বিদেশী প্রত্যয়-যুক্ত তজ্জাত বিশেষণ, উভয়ই বাঙ্গালায় প্রচলিত; এইরূপ বিশেষণকে « বিদেশী তদ্ধিতান্ত » শ্রেণীর বলা যায়; যথা—« হুঁশ—হুঁশিয়ার; আক্কেল—আক্কেলমন্ত; কেতাব—কেতাবী; গ্রেপ্তার—গ্রেপ্তারী » ইত্যাদি। « কত, যত, হেন, যেন, এমত, এমন, যেমন, কেমন » প্রভৃতি কতকগুলি সর্বনাম-জাত বিশেষণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মিশ্র: « নিকাহিতা বিবি; রেজেষ্ট্রীকৃত দলিল »।

(ঘ) বিভক্তি-যুক্ত—ষষ্ঠী-বিভক্তি যোগ করিয়া, বিশেষ্য শব্দ হইতে বিশেষণ-পদ গঠিত হয়; যেমন—« ব্রাহ্মণের বৃত্তি, পাথরের বাটি, সুতির কাপড, ফুলের মধু, ফুলের শরীর, হাতের কাজ, সোনার অঙ্গ, প্রাণের বন্ধু, তিনের পৃষ্ঠা, রক্তমাংসের শরীর, পুণ্যের শরীর » ইত্যাদি।

(ঙ) উপসর্গ-যুক্ত—খাঁটী বাঙ্গালা, সংস্কৃত, বিদেশী ও মিশ্র: « নি-কামাইয়ে, বিবস্ত্র, বেহায়া, বেশুমার »।

[২] যৌগিক বিশেষণ—বহুব্রীহি ও অন্য সমাস-দ্বারা সমস্ত-পদ এইরূপ যৌগিক বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়।

(ক) খাঁটী বাঙ্গালা যৌগিক বিশেষণ-শব্দ—« মা-মরা ছেলে, মন-মরা মানুষ, বুক-ভাঙ্গা দুঃখ, বুক-জোড়া ভাল-বাসা, আধ-মরা মানুষ, হাত-কাটা জামা, হাতে-কাটা সুতা, কলম-কাটা ছুরী, ঘর-ভাঙ্গানো কথা, তিন-শ' কথা » ইত্যাদি।

(খ) সংস্কৃত শব্দ—« বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনি, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, কুসুম-কোমল করপল্লব, দেবপ্রতিম মানব, অনলসন্নিভ জ্যোতিঃ, অনলস্রাবী গিরি; কলাকুশল, গতিশীল; বীরভোগ্যা বসুন্ধরা;

কর্তব্যপরায়ণ পুত্র; মাংসভুক্, পতনোন্মুখ, রৌপ্যময়, পদ্মপলাশনয়ন, উত্তালতরঙ্গময়ী, অমৃত-নিঃস্যন্দিনী; দিনগত পাপক্ষয়; সর্ববাদিসম্মত; শয়নোত্থিত, তরঙ্গসমাকুল » ইত্যাদি।

কতকগুলি বিশেষণ, বিশেষ্য-শব্দ-যুক্ত সমাসের দ্বারা গঠিত। এইরূপ বহু যৌগিক বিশেষণ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে; যথা—« তৈলাক্ত (+ অক্ত), গুণান্বিত (+ অন্বিত), গন্ধাকুল (আকুল), জনাকীর্ণ (আকীর্ণ), ক্ষুধাতুর (আতুর), পণ্ডিতোচিত (উচিত), সুখকর (কর), বিপদাপন্ন (আপন্ন), দয়াপরায়ণ, ক্রোধপূর্ণ, সেবাপর, প্রীতিভাজন, বন্ধুবৎসল, গৃহশূন্য, পণ্ডিতজন-সুলভ, শ্রীসম্পন্ন, শ্রীহীন, গ্রহণযোগ্য » ইত্যাদি।

(গ) বিদেশী—« কম-জোর, দিল-দরিয়া, জবর-দস্ত »।

(ঘ) মিশ্র—« পুঁথি-গত বিদ্যা, লেন-স্থ বাড়ী, রত্ন-ভরা তরী; প্রাণ-জুড়ানো, দিল-খোলা, ছায়া-ঢাকা, বিশ-গজী »।

[৩] বহু-পদময় বা বাক্যময় বিশেষণ—« যার-পর-নাই পাজী; যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম; সব-পেয়েছি-র দেশ; সাত-রাজার-ধন মাণিক; কুড়িয়ে'-পাওয়া; জো-হুকুম; আপ-কা-ওয়াস্তে; প'ড়ে-পাওয়া; পাঁচ-ক্রোশের পথ; তিরিশ-দিনের দিন; ঘর-জ্বালানে'-পর-ভালানে' ছেলে; আপন-কাজে-আপনিই-ব্যস্ত মানুষ » ইত্যাদি।

বহু শব্দ, বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হয়; যথা—« পুণ্য, পাপ, শুভ, মঙ্গল, কল্যাণ, বিশেষ, পরিষ্কার, সাধু, সত্য, মিথ্যা, আশ্চর্য্য, লাল, নীল, শীত, অর্থ, অর্ধেক, কম, বেশী, ভাল. মন্দ » ইত্যাদি।

ক্রিয়া-বিশেষণ

ক্রিয়া-বিশেষণের কতকগুলি বিশিষ্ট রীতি বাঙ্গালায় বিদ্যমান।

(১) কেবল বিভক্তি-হীন পদের প্রয়োগের দ্বারা ক্রিয়া-বিশেষণ সূচিত হয়; যথা—« শীঘ্র (ত্বরা) যাও; নিশ্চয় আসিব; অবশ্য বলিব; কখন্ বলিবে? ঠিক বল; খালি বকে; ক্রমাগত চলিতেছে; ভাল আছে; আজ আসিব, কা'ল যাইব, আজকাল দেখা যায় না »।

(২) তৃতীয়া বা সপ্তমীর « এ »-বিভক্তি-যোগে, ক্রিয়া-বিশেষণ হয়; যথা—« বেগে, ধীরে, স্বচ্ছন্দে, সুখে, কুশলে; সঙ্গে, সমভিব্যাহারে; উপরে, নীচে; সামনে, সম্মুখে; পরে, দূরে, কাছে; ওখানে, এখানে; আগে, ভিতরে, বাহিরে;

'রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে'; 'গরজে গম্ভীরে হনূ স্বর্ণরথচূড়ে'; 'নাদিল কাতরে শিবা, কুকুর কাঁদিল কোলাহলে, শূন্যমার্গে গর্জিল ভীষণে শকুনি-গৃধিনী-পাল'; উত্তম-রূপে, যোগ্যতা-সহকারে » ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দ—« সহসা (সহঃ বা সহস্ শব্দ, তৃতীয়া বিভক্তি), হঠাৎ (হঠ শব্দ, পঞ্চমী) »।

(৩) « করিয়া »—এই অসমাপিকা- ক্রিয়া-পদ যোগে, অথবা « ইয়া »-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা-ক্রিয়া-দ্বারা, ক্রিয়ার বিশেষণ হয়; যথা—« ভাল করিয়া; হা হা (হো হো) করিয়া বেড়ানো; জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া তারা জ্বলিতেছে; ঠক্‌ঠকিয়ে'; হন্‌হনিয়ে'; কচ্‌মচিয়ে'; জেনে-শুনে; নাচিয়া-নাচিয়া » ইত্যাদি।

(৪) « মাত্র » শব্দ-যোগে—« চলিবা-মাত্র, দিবা-মাত্র »।

(৫) « সহিত, পূর্বক, পুরঃসর » প্রভৃতি পদ-দ্বারা সমাস করিয়া—« প্রণাম-পূর্বক, সম্মান-পুরঃসর বলিলেন »।

(৬) « তঃ, থা, ধা, শঃ, বৎ, ত্র; মত, মতন »-প্রত্যয়ান্ত পদ-দ্বারা—« সাধারণতঃ, সম্ভবতঃ, ন্যায়তঃ, ধর্মতঃ; শতধা, সর্বথা; ক্রমশঃ; স্বভবৎ: একত্র, সর্বত্র, যত্র, তত্র; ঠিক-মত, ভাল-মতন, এমত, যেমত »।

(২) বীপ্সায় শব্দদ্বৈত করিয়া—« বিন্দু-বিন্দু, মুহুর্মুহুঃ, কখনো-কখনো, শনৈঃশনৈঃ, বারবার (বারে বারে), ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে; নাচিয়া নাচিয়া, দেখিতে দেখিতে » ইত্যাদি। « যেখানে-সেখানে, যত্র-তত্র, যেথা-সেথা, যেমন-তেমন করিয়া » প্রভৃতি পরস্পর-সাপেক্ষ শব্দ-প্রয়োগে গঠিত ক্রিয়া-বিশেষণ এই পর্য্যায়ে পড়ে।

বিশেষণের লিঙ্গ-বিচার

সাধারণতঃ খাঁটী বাঙ্গালা বিশেষণ-পদ সর্বত্র অবিকৃত থাকে (পূর্বে বিশেষ্যের লিঙ্গ-পর্য্যায় দ্রষ্টব্য); কিন্তু কোনও-কোনও ক্ষেত্রে বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে « ঈ » -প্রত্যয় যুক্ত হয়; যথ—« অভাগা পুরুষ—অভাগী বা আভাগী নারী;

রাক্ষসী মা; পাগলা ছেলে—পাগলী মেয়ে; এলোকেশী কালী » ইত্যাদি। সাধু-ভাষায় অনেক সময়ে সংস্কৃতের অনুকরণে স্ত্রীলিঙ্গে « আ » বা « ঈ »-প্রত্যয়-যুক্ত রূপ ব্যবহৃত হয়; যথা—« অবলা জাতি, সর্বগুণান্বিতা নায়িকা; ধনবতী মহিলা; বুদ্ধিমতী, রূপসী, সুন্দরী, মহীয়সী, মানিনী নারী » ইত্যাদি। « নিকাহিতা স্ত্রী, তাল্লাকিতা ভার্য্যা »-ও পাওয়া যায়। সাধু-ভাষায় অপ্রাণি-বাচক শব্দের বিশেষণে, সংস্কৃতের দেখাদেখি, স্ত্রী-প্রত্যয় হয়; দৃষ্টান্ত পূর্বে দেওয়া হইয়াছে (বিশেষ্যের লিঙ্গ-পর্য্যায়ে)। তিথি-বাচক হইলে, সংস্কৃত ক্রম-সংখ্যাবাচক বিশেষণ-পদ « দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী...চতুর্দশী », এবং বিভক্তি-বাচক ক্রম-সংখ্যা « প্রথমা, দ্বিতীয়া......সপ্তমী », স্ত্রী-প্রত্যয়-যুক্ত হইয়া বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়।

তারতম্য অথবা বিশেষণের তুলনা

(Comparison of Adjectives)

দুইটী (অথবা দুইয়ের অধিক) ব্যক্তি বা পদার্থের মধ্যে একটীর সহিত অন্যটীর (অথবা অপরগুলির) তুলনা করিতে হইলে—একটী যে অন্যটীর অপেক্ষা (বা অপরগুলির অপেক্ষা) কোনও বিষয়ে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ইহা জানাইতে হইলে—সংস্কৃত, ফারসী, ইংরেজী প্রভৃতি বহু ভাষায় এইরূপ নিয়ম আছে যে, বিশেষণে বিশেষ প্রত্যয় যুক্ত করিয়া, ইহার রূপে কিছু পরিবর্তন-সাধন-পূর্বক, বিশেষণ ব্যবহৃত হয়; কিন্তু খাঁটী বাঙ্গালা শব্দে সেরূপ কিছু হয় না, বিশেষণটী অবিকৃত-রূপেই থাকে। যে পদার্থের সহিত তুলনা করা হয়, তাহাকে « উপমান » বলে, এবং যাহার তুলনা করা হয় তাহাকে « উপমেয় » বলে। বাঙ্গালা ভাষায় দুইটী ব্যক্তি, বস্তু বা পদার্থের মধ্যে তুলনা করিবার নিয়ম এই—

(১) উপমানকে অপাদান-কারকে (পঞ্চমী-বিভক্তিতে) আনা হয়, এবং বিশেষণটী উপমেয়ের বিধেয়-রূপে পরে বসে; যেমন—« মেষ অপেক্ষা (মেষ হইতে, ভেড়ার চেয়ে, ভেড়ার থেকে, ভেড়া হ'তে) গোরু বড়; রূপার চেয়ে

সোনা দামী; সোনার চেয়ে রূপা কম-দামী »; কিংবা পঞ্চমী-বিভক্তির পরিবর্তে, নিম্নলিখিত ব্যাখ্যান-মূলক উপায়েও তুলনা জানাইতে পারা যায়; যথা—« মেষ ও গোরু এই দুইয়ের মধ্যে গোরু বড় (বা গোরুই বড়, বা বেশী বড়); রাম আর শ্যাম দুইজনের মধ্যে শ্যামই পরিশ্রমী (বা শ্যাম অধিক পরিশ্রমী) »।

(২) উৎকর্ষ বা অপকর্ষের আধিক্য বিশেষ করিয়া জানাইতে হইলে, বা তুলনায় পার্থক্য বা অন্তর অধিক হইলে, বিধেয়-রূপে ব্যবহৃত বিশেষণের পূর্বে অর্থানুসারে « অধিক, অনেক, অত্যন্ত, বেশী, খুব, অল্প, কম, একটু, একটুখানি, অনেকখানি, অনেকটা » প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ বসে; যথা— « ভেড়ার চেয়ে হাতী অনেক (খুব) বড়; অশ্ব অপেক্ষা গর্দভ অল্প ক্ষুদ্র—ঘোড়ার চেয়ে গাধা একটু ছোট; রামের চেয়ে শ্যাম বেশী বুদ্ধিমান্ »

অনেক পদার্থের মধ্যে তুলনায় একটীর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ জানাইতে হইলে, সকল- বা সমস্ত-বাচক শব্দ অপাদান-কারকে ব্যবহৃত হয় (কিংবা সাধু-ভাষায় « সর্বাপেক্ষা » এই সমস্ত-পদ ব্যবহৃত হয়), এবং উপমানের উল্লেখ থাকিলে উপমানকে অধিকরণ-কারকে (সপ্তমী-বিভক্তিতে) আনা হয়; অথবা অর্থানুসারে, উহার বহু-বচনের অপাদান-কারক প্রযুক্ত হয়; যথা—« এ কথা সব চেয়ে (সব থেকে) ভাল; সব চেয়ে ভাল কথা এই; স্থলচর জন্তুদের মধ্যে হাতী সব চেয়ে বড়, পশুগণ-মধ্যে হস্তী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ; রাম, শ্যাম, যদু, এই তিন জনের মধ্যে যদু-ই সব চেয়ে বুদ্ধিমান্; গৌরীশঙ্কর-শৃঙ্গ হিমালয়ের সব চেয়ে উঁচু শৃঙ্গ; সে সকলের চেয়ে পাজী » ইত্যাদি।

তুলনা করিবার কালে, বাঙ্গালা ভাষার রীতি-অনুসারে, বিশেষণে কোনও প্রত্যয়-যোগ হয় না। কিন্তু সংস্কৃতে প্রত্যয়-যোগ করিয়া বিশেষণের পরিবর্ধন করা হয়, এবং এই পরিবর্ধিত রূপ-দ্বারা এক বা বহুর সহিত তুলনা করা হয়। দুইটী বস্তুর মধ্যে তুলনা হইলে সাধারণতঃ সংস্কৃতে বিশেষণের উত্তর « তর »-প্রত্যয় যুক্ত হয়, এবং দুইয়ের অধিক বস্তুর মধ্যে হইলে সাধারণতঃ « তম »-প্রত্যয়

আইসে। (এই « তর, তম »-প্রত্যয়দ্বয় হইতে « তারতম্য » শব্দের উৎপত্তি, যাহার অর্থ—তুলনা-দ্বারা উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্দেশ করা।) সংস্কৃত হইতে গৃহীত « তর, তম »-যুক্ত বহু বিশেষণ-পদ বাঙ্গালা ভাষায় (বিশেষ করিয়া সাধু-ভাষায়) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। « তর, তম »-প্রত্যয়দ্বয় মূল বা অবিকৃত বিশেষণের উত্তর প্রযুক্ত হয় ; যথা—« মেষ অপেক্ষা হস্তী বৃহত্তর ; হিমালয় বিন্ধ্য অপেক্ষা উচ্চতর » ; « তম »-প্রত্যয়-যুক্ত বিশেষণ-দ্বারা বহুর সহিত তুলনা বুঝাইলে, « সর্বাপেক্ষা, সকলের চেয়ে » প্রভৃতি অপাদান-কারকের পদ বা বাক্য প্রযুক্ত না করিলেও চলে ; যথা—« পশুগণ-মধ্যে (বা পশুর মধ্যে) হস্তী বৃহত্তম » (ক্বচিৎ এইরূপ প্রয়োগও মিলে—« পশুর মধ্যে হস্তী সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ») ; « রাম রাম, শ্যাম ও যদু, এই তিন জনের মধ্যে যদু-ই বুদ্ধিমত্তম ; হিমালয়ের সমস্ত শৃঙ্গের মধ্যে গৌরীশঙ্কর-ই উচ্চতম »।

« তর, তম » -প্রত্যয়দ্বয়ের উদাহরণ : « গুরু—গুরুতর—গুরুতম ; প্রিয়—প্রিয়তর—প্রিয়তম ; কৃশ—কৃশতর—কৃশতম ; মিষ্ট—মিষ্টতর—মিষ্টতম ; তিক্ত—তিক্ততর—তিক্ততম »।

খাঁটী বাঙ্গালা, (প্রাকৃতজ) ও বিদেশী শব্দে « তর, তম »-প্রত্যয় কদাপি প্রযুক্ত হয় না—এই প্রত্যযদ্বয় কেবল শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দেই নিবদ্ধ থাকে ; « ভাল—ভালতর—ভালতম, বড়তর—বড়তম, চালাকতর—চালাকতম » এই প্রকার রূপ বাঙ্গলার চলে না।

কখনও-কখনও বাঙ্গালায় আগত « তর, তম »-যুক্ত সংস্কৃত বিশেষণ-পদ হইতে তুলনার ভাব অন্তর্হিত হইয়া থাকে—এই প্রত্যয়-দ্বারা তুলনা না বুঝাইয়া, কেবল গুণের আধিক্য বুঝায় ; যথা—« তিনি ঘোরতর (= অত্যন্ত ঘোর বা কঠিন) বিপদে পড়িয়াছেন ; গুরুতর সমস্যা (= অত্যন্ত গুরু) ; উত্তম (= খুব ভাল) » ইত্যাদি।

« -তর, -তম » ভিন্ন, সংস্কৃতে « -ঈয়স্ » (প্রথমার একবচনে পুংলিঙ্গে « ঈয়ান্ », স্ত্রীলিঙ্গে « ঈয়সী », ক্লীবলিঙ্গে « ঈয়ঃ ») ও « -ইষ্ঠ » প্রত্যয়-দ্বয়ও কতকগুলি বিশেষণের উত্তরে মিলে। এই প্রত্যয়গুলির যোগে, কখনও-কখনও

মূল বিশেষণের রূপে কিছু আভ্যন্তর পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে ; যথা—« স্বাদু—স্বাদীয়ঃ—স্বাদিষ্ঠ (তুলনীয়, ইংরেজী sweet—sweeter—sweetest) ; লঘু—লঘীয়ান্—লঘিষ্ঠ ; গুরু—গরীয়ান্ (গরীয়সী)—গরিষ্ঠ ; বহু—ভূয়ান্ (ভূয়সী)—ভূয়িষ্ঠ ; বলী—বলীয়ান্ (বলীয়সী)—বলিষ্ঠ ; প্রিয়—প্রেয়ান্ (প্রেয়সী)—প্রেষ্ঠ ; প্রশস্য (বা শ্রী বা শ্রীমৎ)—শ্রেয়ঃ (শ্রেয়সী)—শ্রেষ্ঠ ; অল্প—কনীয়ান্ (কনীয়সী)—কনিষ্ঠ ; উরু—বরীয়ান্ (বরীয়সী)—বরিষ্ঠ ; মহৎ—মহীয়ান্ (মহীয়সী)—মহিষ্ঠ »। তারতম্য জানাইতে « ঈয়স্, ইষ্ঠ »-প্রত্যয়-যুক্ত পদ বাঙ্গালায় তাদৃশ ব্যবহৃত হয় না—তারতম্যের জন্য এগুলিকে অপ্রচলিতই বলা যায় ; এখন এগুলি প্রায়ই সাধারণ বিশেষণের মত ব্যবহৃত হয় ; যথা—« স্বাদিষ্ঠ =সুন্দর স্বাদযুক্ত ; ভূয়সী (=প্রভূত) প্রশংসা ; বলিষ্ঠ (=বলশালী) ব্যক্তি ; জ্যেষ্ঠ (=অগ্রজ) ; প্রেয়সী (=প্রিয়া স্ত্রী) ; মহীয়সী (=মহদ্‌গুণ-যুক্তা) নারী » ইত্যাদি। « জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী »—'জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গুরু'—এখানে তারতম্যের ভাব মূল সংস্কৃতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙ্গালায় « গরীয়সী » শব্দ কেবল সাধারণ ভাব-ই প্রকাশ করে। « শ্রেষ্ঠ » শব্দ বাঙ্গালায় কেবল « উৎকৃষ্ট » অর্থেই সাধারণ-ভাবে ব্যবহৃত হয় ; মূলে এই শব্দ যে বহুর সহিত তুলনায় উৎকর্ষ প্রকাশ করিত, সে বোধ চলিয়া যাওয়ায়, বাঙ্গালায় ইহার উত্তর আবার « তর, তম »-প্রত্যয় যোগ করিয়া, « শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম » এই দুইটী নূতন পদ সৃষ্ট হইয়াছে। তদ্বৎ, « কনিষ্ঠ—কনিষ্ঠতম ; জ্যেষ্ঠ—জ্যেষ্ঠতম »।

সাদৃশ্য বা সমান ভাব জানাইবার জন্যও বিশেষণের তুলনা হয় ; তখন প্রথমা-বিভক্তি-যুক্ত উপমানের সহিত (সর্বনাম হইলে বিকল্পে প্রাতিপদিক রূপের সহিত—নিম্নে দ্রষ্টব্য) « হেন » এই শব্দ জুড়িয়া, (সাধারণতঃ পদ্যে ও চলিত-ভাষায়) কিংবা ষষ্ঠ্যন্ত উপমানের সঙ্গে « মত, মতন, ন্যায় » এই শব্দগুলির কোন একটী যোগ করিয়া, এই সাম্য বা সাদৃশ্য প্রকটিত হয় ; যথা—« রাবণ হেন বীর ; আমি হেন ভাল মানুষ ; মহাভারত হেন বই ; তুমি হেন বীর (বা তোমা হেন

বীর) ; সে-হেন, বা তার মত (মতন) সাদাসিধা মানুষ ; রামের মত স্বামী, লক্ষ্মণের মত দেওর ; ভীমের ন্যায় বীর » ইত্যাদি।

সংখ্যা-বাচক বিশেষণ

বাঙ্গালায় সংখ্যা-বাচক শব্দগুলি বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইলে অবিকৃত থাকে। **ক্রম-সংখ্যা** জানাইতে হইলে, চলিত বাঙ্গালায় গণনার সংখ্যাকে কোনও কোনও স্থলে ষষ্ঠী-বিভক্তি-যুক্ত করা হয় ; যেমন « একের পৃষ্ঠা, সাতের ঘর, তেরর পরিচ্ছেদ » ; কিংবা, প্রথমতঃ সংখ্যা-বাচক শব্দ, তৎপরে ষষ্ঠী-বিভক্তি-যুক্ত উদ্দেশ্য শব্দ, এবং তদনন্তর পুনরায় উদ্দেশ্য শব্দটী—এই ভাবে ক্রম প্রকাশিত হয় ; যথা—« তিন বারের বার ; পাঁচ দিনের দিন ; সাত ভাগের ভাগ ; এক শ' দিনের দিন ; প্রত্যেক আট জনের জন »। কিন্তু সর্বত্র এইরূপ নিয়ম খাটে না। চলিত-বাঙ্গালায় ক্রম-বাচক সংখ্যা প্রকাশ করা কঠিন ব্যাপার। বাঙ্গালায় ক্রম-বাচক সংখ্যার অভাব, সংস্কৃতের ক্রম-বাচক শব্দ ব্যবহার করিয়া পূরণ করা হয়। তারিখ জানাইবার জন্য « এক » হইতে « বত্রিশ » পর্যন্ত সংখ্যার বিশেষ ক্রম-বাচক রূপ আছে। নিম্নে বাঙ্গালার ও সংস্কৃতের **গণনা-সংখ্যা** ও বন্ধনীর মধ্যে **ক্রম-বাচক-সংখ্যা** দেওয়া হইতেছে ; তারিখের জন্য « পহেলা » হইতে « বত্রিশে' » পর্য্যন্ত ক্রম-বাচক সংখ্যাগুলি ব্যবহৃত হয়।

	বাঙ্গালা সংখ্যা	সংস্কৃত সংখ্যা
১,	এক (উচ্চারণে [অ্যাক্]) (পহেলা, *পয়লা)	এক (প্রথম, প্রথমা)
২,	দুই, দু' (দোসরা)	দ্বি (দ্বিতীয়, দ্বিতীয়া)
৩,	তিন (তেসরা)	ত্রি (তৃতীয়, তৃতীয়া)
৪,	চারি, চার (চৌঠা, *চৌঠো)	চতুঃ (চতুর্থ, চতুর্থী ; তুরীয়)
৫,	পাঁচ (পাঁচই, *পাঁচুই)	পঞ্চ (পঞ্চম, পঞ্চমী)
৬,	ছয়, ছ' (ছ'উই)	ষট্, ষষ্ (ষষ্ঠ, ষষ্ঠী)
৭,	সাত (সাতই, *সাতুই)	সপ্ত (সপ্তম, সপ্তমী)

বাঙ্গালা সংখ্যা	সংস্কৃত সংখ্যা
৮, আট (আটই, *আটুই)	অষ্ট (অষ্টম, অষ্টমী)
৯, নয়, ন' (নঅই, নউই)	নব (নবম, নবমী)
১০, দশ (দশই)	দশ (দশম, দশমী)
১১, এগার, এগারো (এগারই)	একাদশ (একাদশ, একাদশী)
১২, বার, বারো (বারই)	দ্বাদশ (দ্বাদশ, দ্বাদশী)
১৩, তের, তেরো (তেরই)	ত্রয়োদশ (ত্রয়োদশ, ত্রয়োদশী)
১৪, চৌদ্দ, চোদ্দ (চোদ্দই)	চতুর্দশ (চতুর্দশ, চতুর্দশী)
১৫, পনর, পনের, পনেরো (পনরই, পনেরই)	পঞ্চদশ (পঞ্চদশ, পঞ্চদশী)
১৬, ষোল, ষোলো (ষোলই)	ষোড়শ (ষোড়শ, ষোড়শী)
১৭, সতের, সতেরো (সতরই, সতেরই)	সপ্তদশ (সপ্তদশ, সপ্তদশী)
১৮, আঠার, আঠারো (আঠারই)	অষ্টাদশ (অষ্টাদশ, অষ্টাদশী)
*১৯, উনিশ (উনিশিয়া, উনিশে')	*ঊনবিংশতি (ঊনবিংশ. -তিতম)
২০, কুড়ি, বিশ (বিশে')	বিংশতি (বিংশ, -তিতম)
২১, একুশ (একুশে')	একবিংশতি (একবিংশ, -তিতম)
২২, বাইশ (বাইশে')	দ্বাবিংশতি (দ্বাবিংশ, -তিতম)
২৩, তেইশ (তেইশে')	ত্রয়োবিংশতি (ত্রয়োবিংশ, -তিতম)
২৪, চব্বিশ (চব্বিশে')	চতুর্বিংশতি (চতুর্বিংশ, -তিতম)
২৫, পঁচিশ (পঁচিশে')	পঞ্চবিংশতি (পঞ্চবিংশ, -তিতম)
২৬, ছাব্বিশ (ছাব্বিশে')	ষড়্‌বিংশতি (ষড়্‌বিংশ, -তিতম)
২৭, সাতাইশ, সাতাশ (সাতাশে')	সপ্তবিংশতি (সপ্তবিংশ, -তিতম)
২৮, আঠাইশ, আটাশ (আঠাশে', আটাশে')	অষ্টাবিংশতি (অষ্টাবিংশ, -তিতম)

* ১৯, ২৯, ৩৯……৯৯ প্রভৃতি স্থলে সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দে, « ঊন- » বা « একোন- » (অর্থাৎ 'এক কম'), উভয় শব্দই সংখ্যাটীর পূর্বে ব্যবহৃত হয়; যথা—« ঊনবিংশতি, একোনবিংশতি; ঊনচত্বারিংশ (ঊনচত্বারিংশত্তম), একোনচত্বারিংশ (একোনচত্বারিংশত্তম) » ইত্যাদি।

বাঙ্গালা সংখ্যা	সংস্কৃত সংখ্যা
২৯, উনত্রিশ, উনতিরিশ (উনত্রিশে')	উনত্রিংশৎ (উনত্রিংশ, উনত্রিংশত্তম)
৩০, তিরিশ, ত্রিশ (তিরিশে')	ত্রিংশৎ (ত্রিংশ, ত্রিংশত্তম)
৩১, একত্রিশ (একত্রিশে')	একত্রিংশৎ (একত্রিংশ, -ত্তম)
৩২, বত্রিশ (বত্রিশে')	দ্বাত্রিংশৎ (দ্বাত্রিংশ, -ত্তম)
৩৩, তেত্রিশ	ত্রয়স্ত্রিংশৎ (ত্রয়স্ত্রিংশ, -ত্তম)
৩৪, চৌত্রিশ (প্রাচীন—চৌতীশ)	চতুস্ত্রিংশৎ (চতুস্ত্রিংশ -ত্তম)
৩৫, পঁয়ত্রিশ	পঞ্চত্রিংশৎ (পঞ্চত্রিংশ, -ত্তম)
৩৬, ছত্রিশ	ষট্‌ত্রিংশৎ (ষট্‌ত্রিংশ, -ত্তম)
৩৭, সাঁইত্রিশ	সপ্তত্রিংশৎ (সপ্তত্রিংশ, -ত্তম)
৩৮, আটত্রিশ	অষ্টাত্রিংশৎ (অষ্টাত্রিংশ, -ত্তম)
৩৯, উনচল্লিশ, উনচাল্লিশ	উনচত্বারিংশৎ (উনচত্বারিংশ, -ত্তম)
৪০, চল্লিশ, চাল্লিশ	চত্বারিংশৎ (চত্বারিংশ, -ত্তম)
৪১, একচল্লিশ, একচাল্লিশ	একচত্বারিংশৎ (একচত্বারিংশ, -ত্তম)
৪২, বিয়াল্লিশ	দ্বিচত্বারিংশৎ (দ্বিচত্বারিংশ, -ত্তম)
৪৩, তেতাল্লিশ	ত্রিচত্বারিংশৎ (ত্রিচত্বারিংশ, -ত্তম)
৪৪, চুয়াল্লিশ	চতুশ্চত্বারিংশৎ (চতুশ্চত্বারিংশ, -ত্তম)
৪৫, পঁয়তাল্লিশ	পঞ্চচত্বারিংশৎ (পঞ্চচত্বারিংশ, -ত্তম)
৪৬, ছেচল্লিশ, ছচল্লিশ	ষট্‌চত্বারিংশৎ (ষট্‌চত্বারিংশ, -ত্তম)
৪৭, সাতচল্লিশ	সপ্তচত্বারিংশৎ (সপ্তচত্বারিংশ, -ত্তম)
৪৮, আটচল্লিশ	অষ্টচত্বারিংশৎ, অষ্টাচত্বারিংশৎ (অষ্টচত্বারিংশ, -ত্তম)
৪৯, উনপঞ্চাশ	উনপঞ্চাশৎ (উনপঞ্চাশত্তম)
৫০, পঞ্চাশ	পঞ্চাশৎ (পঞ্চাশত্তম)
৫১, একান্ন	একপঞ্চাশৎ (…শত্তম)
৫২, বাহান্ন	দ্বিপঞ্চাশৎ, দ্বাপঞ্চাশৎ (…শত্তম)
৫৩, তিপ্পান্ন	ত্রিপঞ্চাশৎ, ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ (…শত্তম)
৫৪, চুয়ান্ন	চতুঃপঞ্চাশৎ (…শত্তম)

বাঙ্গালা সংখ্যা	সংস্কৃত সংখ্যা
৫৫, পঞ্চান্ন	পঞ্চপঞ্চাশৎ (...শত্তম)
৫৬, ছাপ্পান্ন	ষট্‌পঞ্চাশৎ (...শত্তম)
৫৭, সাতান্ন	সপ্তপঞ্চাশৎ (...শত্তম)
৫৮, আটান্ন, আঠান্ন	অষ্টপঞ্চাশৎ, অষ্টাপঞ্চাশৎ (...শত্তম)
৫৯, উনষাঠ	উনষষ্টি (উনষষ্টিতম)
৬০, ষাঠি, ষাটি, ষা'ঠ ষা'ট, ষাট	ষষ্টি (-তম)
৬১, একষট্টি	একষষ্টি (-তম)
৬২, বাষট্টি	দ্বিষষ্টি, দ্বাষষ্টি (-তম)
৬৩, তেষট্টি	ত্রিষষ্টি, ত্রয়ঃষষ্টি (-তম)
৬৪, চৌষট্টি	চতুঃষষ্টি (-তম)
৬৫, পঁয়ষট্টি	পঞ্চষষ্টি (-তম)
৬৬, ছেষট্টি	ষট্‌ষষ্টি (-তম)
৬৭, সাতষট্টি	সপ্তষষ্টি (-তম
৬৮, আটষট্টি	অষ্টষষ্টি, অষ্টাষষ্টি (-তম)
৬৯, উনসত্তর	উনসপ্ততি (-তম)
৭০, সত্তর	সপ্ততি (-তম)
৭১, একাত্তর	একসপ্ততি (-তম)
৭২, বাহাত্তর	দ্বিসপ্ততি, দ্বাসপ্ততি (-তম)
৭৩, তিয়াত্তর	ত্রিসপ্ততি, ত্রয়ঃসপ্ততি (-তম)
৭৪, চুয়াত্তর	চতুঃসপ্ততি (-তম)
৭৫, পঁচাত্তর	পঞ্চসপ্ততি (-তম)
৭৬, ছিয়াত্তর	ষট্‌সপ্ততি (-তম)
৭৭, সাতাত্তর	সপ্তসপ্ততি (-তম)
৭৮, আঠাত্তর, আটাত্তর	অষ্টসপ্ততি, অষ্টাসপ্ততি (-তম)
৭৯, উনআশী	উনাশীতি (-তম)
৮০, আশী	অশীতি (-তম)
৮১, একাশী	একাশীতি (-তম)

বাঙ্গালা সাখ্যা	সংস্কৃত সংখ্যা
৮২, বিরাশী	দ্ব্যশীতি [-তম]
৮৩, তিরাশী	ত্র্যশীতি [-তম]
৮৪, চুরাশী	চতুরশীতি [-তম]
৮৫, পঁচাশী	পঞ্চাশীতি [-তম]
৮৬, ছিয়াশী	ষড়শীতি [-তম]
৮৭, সাতাশী	সপ্তাশীতি [-তম]
৮৮, আঠাশী, আটাশী, অষ্টআশী	অষ্টাশীতি [-তম]
৮৯, উননই, উননব্বই	উননবতি [-তম]
৯০, নই, নব্বই	নবতি [-তম]
৯১, একানই, একানব্বই	একনবতি [-তম]
৯২, বিরানই, বিরানব্বই,	দ্বিনবতি, দ্বানবতি [-তম]
৯৩, তিরানই, তিরানব্বই	ত্রিনবতি, ত্রয়োনবতি [-তম]
৯৪, চুরানই, চুরানব্বই	চতুর্নবতি [-তম]
৯৫, পঁচানই, পঁচানব্বই	পঞ্চনবতি [-তম]
৯৬, ছিয়ানই, ছিয়ানব্বই	ষণ্ণবতি [-তম]
৯৭, সাতানই, সাতানব্বই	সপ্তনবতি [-তম]
৯৮, আঠানই, আটানই, আটানব্বই	অষ্টানবতি [-তম]
৯৯, নিরানই, নিরানব্বই	নবনবতি, উনশত [-তম]
১০০, শ', শো, এক শ', এক শো	শত [শততম]
১০১, এক শ' এক	একাধিকশত [একাধিকশততম]
২০০, দুই শ', দুশো	দুই শত, দ্বিশত [দ্বিশততম]
১,০০০, হাজার, দশ শ'	সহস্র [সহস্রতম]
১,০২৫ (এক) হাজার পঁচিশ, দশ শ' পঁচিশ	পঞ্চবিংশত্যধিক-সহস্র (পঞ্চ-বিংশত্যধিক-সহস্রতম)
১, ৯৩৬, এক হাজার নয় শ' ছত্রিশ, বা উনিশ শ' ছত্রিশ	
১০,০০০, দশ হাজার	অযুত

১,০০,০০০, (এক) লাখ	লক্ষ
১০,০০,০০০, দশ লাখ (মিলিয়ন)	নিযুত
১,০০,০০,০০০, (এক) ক্রোড়, ক্রোর (দশ মিলিয়ন)	কোটি

ক্রম-সংখ্যা ব্যতীত, গণন-সংখ্যা হইতে সৃষ্ট অন্য প্রকারের পরিমাণ-বোধক সংখ্যার জন্য এই পদগুলি বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা—

[ক] **গুণিত-সংখ্যা-বাচক**—« একগুণ ; দ্বিগুণ, দুইগুণ, দুগুণ, দুনা, *দুনো ; চতুর্গুণ, চৌগুণা ; পাঁচগুণ » ইত্যাদি।

[খ] **ভগ্ন-সংখ্যা-বাচক**—« ১/৪=পোয়া, পাদ ; ১/৩=তেহাই, তিন ভাগের এক ভাগ ; ১/২=আধ, অর্ধ, অর্ধেক, আদ্ধেক, আধেক ; ১/৪ কম=পৌনে, পাদোন ; ১/৪ অধিক=সওয়া, সপাদ ; ১/২ অধিক=সাড়ে, সার্ধ ; ১১/২, ১/২ কম ২ =দেড়, দ্ব্যর্ধ ; ২১/২, ১/২ কম ৩=আড়াই, অর্ধতৃতীয় ; ২১/৪=সওয়া-দুই, ২৩/৪=পৌনে-তিন, ৪১/৪=সওয়া-চার » ইত্যাদি।

[গ] **ভগ্নাংশ-সংখ্যা**—১/৩, ২/৩, ৪/৫, ৬/৭ প্রভৃতি ভগ্ন-সংখ্যা-বাচক পদ, « তিনের এক, তিনের দুই, পাঁচের চার, সাতের ছয় » (অর্থাৎ « তিন ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের দুই ভাগ, পাঁচ ভাগের চার ভাগ, সাত ভাগের ছয় ভাগ ») এইরূপে, অথবা « এক তৃতীয়, দুই তৃতীয়, চার পঞ্চম, ছয় সপ্তম » এইরূপে পড়া উচিত ; কিন্তু সাধারণতঃ যে ক্রমে সংখ্যাগুলি লিখিত হয় সেই ক্রম অবলম্বন করিয়া, এবং ইংরেজীর one-third, two-thirds, four-fifths, six-sevenths প্রভৃতির অনুকরণে « একের তিন, দুইয়ের তিন, চারের পাঁচ, ছয়ের সাত » রূপে অনেকে পাঠ করেন ;—এইরূপ পাঠে কোনও অর্থ হয় না। « তিনের এক » প্রভৃতি পাঠে অসুবিধার সম্ভাবনা আছে ; « এক তিনের, দুই তিনের, চার পাঁচের, ছয় সাতের »—এইরূপে পাঠ করাই সমীচীন।

অনুশীলনী

১। বিশেষণ পদ কাহাকে বলে ? বাঙ্গালার বিশেষণ পদ কয় শ্রেণীর ?

২। বিশেষণ কয়প্রকার এবং কি কি ? দৃষ্টান্তসহ বুঝাইয়া দাও।

সর্বনাম

যে পদ কোন বিশেষ্য পদের স্থানে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে **সর্বনাম** বলে। সর্ব অর্থাৎ সর্ব-প্রকার নামের স্থলে ব্যবহৃত হয় বলিয়া, « সর্বনাম » এই নাম-করণ হইয়াছে; সর্বনাম-পদের ব্যবহার-দ্বারা, একই পদের পুনরাবৃত্তি নিবারিত হয়; যেমন—« রামের বাড়ী গিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে দেখা হইল না, তাহার পিতা বলিলেন যে সে কলিকাতায় গিয়াছে »—এখানে « তাহার » ও « সে » প্রয়োগ করায়, « রামের » ও « রাম » পদের পুনরুল্লেখ নিবারিত হইল।

লিঙ্গানুসারে বাঙ্গালায় সর্বনামের রূপ-ভেদ হয় না; কেবল কতকগুলি সর্বনামের ক্লীবলিঙ্গে বিশেষ রূপ বিদ্যমান আছে।

সর্বনাম নানা প্রকারের হয়; যথা—

[১] **ব্যক্তি-বাচক বা পুরুষ-বাচক** (Personal);

[২] **উল্লেখ-সূচক বা নির্ণয়-সূচক** (Demonstrative)—

(ক) **প্রত্যক্ষ- বা অন্তিক-নির্ণয়-সূচক** (Near Demonstrative);

(খ) **পরোক্ষ- বা দূরত্ব-নির্ণয়-সূচক** (Far Demonstrative);

[৩] **সাকল্য-বাচক** (Inclusive);

[৪] **সম্বন্ধ, সংযোগ- বা সঙ্গতি-বাচক** (Relative);

[৫] **প্রশ্ন-সূচক** (Interrogative);

[৬] **অনিশ্চয়-সূচক** (Indefinite);

[৭] **আত্মবাচক** (Reflexive);

[৮] **ব্যতিহারিক** (Reciprocal)।

বাঙ্গালা সর্বনামের 'শব্দ রূপ', বিশেষ্য-পদের রূপেরই মত হইয়া থাকে—বিশেষ্যের উত্তর যে-সকল প্রত্যয় (কর্মপ্রবচনীয় প্রভৃতি) ব্যবহৃত হয়, সর্বনামেও সেই সকল আইসে; **কিন্তু সর্বনাম-শব্দের রূপে একটু বৈশিষ্ট্য আছে।** প্রায় তাবৎ সর্বনামের দুইটী করিয়া রূপ বিদ্যমান—**একটী, কর্তৃকারকের বা অবিভক্তিক** অথবা **বিভক্তি-হীন** রূপ (nominative form), এবং **অন্যটী, প্রাতিপদিক** রূপ (stem form), বা তির্যক্ রূপ (oblique form), অথবা **সবিভক্তিক বা বিভক্তি-গ্রাহী রূপ** (base form)। বিভক্তি যোগ করিতে হইলে, **এই প্রাতিপদিক রূপেই করিতে হয়।**

[১] ব্যক্তি-বাচক বা পুরুষ-বাচক সর্বনাম

(Personal Pronouns)

[ক] উত্তম-পুরুষের সর্বনাম (First Person)

রূপ	এক-বচন	বহু-বচন
মূল বা অবিভক্তিক রূপ	আমি [মুই—গ্রাম্য]	আমরা, আমরা-সব, আমরা-সকলে ; মোরা (কবিতায়)
সবিভক্তিক বা তির্য্যক্ অথবা প্রাতিপদিক রূপ	আমা- ; মো- (কবিতায়)	আমাদিগ-, আমাদের ; মোদের, মো-সবা- (কবিতায়)।

« আমি »—সাধারণ রূপ ; সকলেই নিজের সম্বন্ধে এই সর্বনাম ব্যবহার করে। « মুই »—বঙ্গদেশে বহু অংশে অশিক্ষিত লোকে এখনও ব্যবহার করে ; আধুনিক সাহিত্যে বা ভদ্রসমাজে এখন আর ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে « মুই » পদ মিলে— « মুই, মুঞি, মুহি » প্রভৃতি ইহার নানা বানান দৃষ্ট হয়। প্রাচীন-বাঙ্গালায় « মুই » ছিল এক-বচনের, এবং « আমি » বহু-বচনের ; তুলনীয়—আসামী « মই—আমি », উড়িয়া « মু—আম্ভে », হিন্দী « মৈঁ—হম »।

« মো- » —এই পদটী আধুনিক কবিতার ভাষায় মিলে, এবং বঙ্গদেশের বহু স্থলে অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রাদেশিক ভাষায় এখনও এই রূপটীর প্রয়োগ করে।

বাঙ্গালা সর্বনাম « আমি » শব্দের রূপ—

কারক	এক-বচন	বহু-বচন
কর্তা	আমি (মুই—গ্রাম্য)	আমরা, আমরা-সব, আমরা-সকলে (কবিতায়—মোরা, মোরা-সব)
কর্ম ও সম্প্রদান	আমাকে, আমারে, আমায়	আমাদিগকে, আমাদিকে, আমাদিগে ; আমাদের, আমাদেরকে ; (কবিতায়—মোদের, মোদিগে, মো-সবে ইত্যাদি)

কারক	এক-বচন	বহু-বচন
করণ	আমা-হইতে, *আমা-হ'তে; আমাদ্বারা, আমার দ্বারা; আমা-দিয়া, আমাকে দিয়া; * আমায় দিয়ে; আমা-কর্তৃক;	আমাদিগ- (আমাদিগের) + দ্বারা, কর্তৃক বা দিয়া; আমাদের দিয়া; * আমাদের দিয়ে; (কবিতায়—মোদের দ্বারা, মোদের দিয়া)
অপাদান	আমা-হইতে, *আমা-হ'তে, আমা-থেকে, আমার কাছ থেকে; আমার নিকট (হইতে);	আমাদিগ-হইতে, আমাদিগের নিকট হইতে; আমাদিগের কাছ থেকে; আমাদের থেকে; *আমাদের হ'তে; * আমাদের কাছ থেকে
সম্বন্ধ	আমার (কবিতায়—মোর, মম)	আমাদিগের, আমাদের, আমা-সবার (কবিতায়—মোদের, মো-সবার)
অধিকরণ	আমাতে, আমায়	আমাদিগতে, আমাদিগেতে, আমাদের মধ্যে, আমাদের মাঝে।

কতকগুলি বিশিষ্ট রূপ—

'আমি'-অর্থে বহু-বচনের « আমরা » পদ সংবাদ-পত্রের সম্পাদক অথবা প্রবন্ধলেখকের ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ষষ্ঠীতে (সম্বন্ধে) এক-বচনে সংস্কৃত ষষ্ঠীর পদ « মম » বাঙ্গালায় কেবল কবিতায় ব্যবহৃত হয়—গদ্যে বা কথ্য ভাষায় কদাচ হয় না।

সংস্কৃত বিশেষ্য-পদের সহিত সমাসে, এক-বচনে সংস্কৃত প্রাতিপদিক রূপ « মৎ » বা « মদ্ » এবং বহু-বচনে « অস্মৎ » বা « অস্মদ্ » ব্যবহৃত হয়; যথা—« মদ্‌গৃহে (অস্মদ্ গৃহে) পদার্পণ পূর্বক অধীনকে অনুগৃহীত করিবেন; মদাশ্রয়ে সুখে অবস্থান কর; মৎসদৃশ (বা অস্মৎসদৃশ) অকিঞ্চনের নিবেদন কি শুনিবেন না? » ইত্যাদি।

« আমাদিগের, আমাদের » প্রভৃতি পদের উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছে; « আমা + আদিক + এর,

আমা+আদি+র »। « আমাদিগ-, আমাদের » কর্তৃকারকে কদাচ ব্যবহৃত হয় না—কেবল কর্তৃ ব্যতীত তির্য্যক্-রূপেই এগুলির প্রয়োগ হয়।

নিজের অতিরিক্ত বিনয়, অথবা যাঁহার সহিত কথোপকথন করা হইতেছে তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি অথবা সম্মান দেখাইবার জন্য, « আমি » এই সর্বনাম-পদ ব্যবহার না করিয়া « দাস, সেবক, অধম, দীন, গরীব, অকিঞ্চন, বান্দা, গোলাম, ফিদ্‌বী, অধীন » প্রভৃতি শব্দ অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« দাস আপনার শ্রীচরণেই পড়িয়া আছে ; দীনের কুটীরে প্রভুর (= আপনার) পদধূলি কি পড়িবে না ? নিরুপায় হ'য়ে এসেছি, গরীবকে বাঁচান ; গোলামের গোস্তাকী মাফ হয় , বান্দা হুজুরের খেদ্‌মতের জন্যই হামেশা হাজির রহিয়াছে ; শ্রীচরণে অধম একটী নিবেদন করিতে চাহে », ইত্যাদি। এই সকল শব্দ প্রথম পুরুষে ব্যবহৃত হয়।

[খ] মধ্যম পুরুষের সর্বনাম (Second Person)—

বাঙ্গালা মধ্যম পুরুষের সর্বনামে তিনটী রূপ আছে—সম্মানের তারতম্য অনুসারে এই তিনটী বিভিন্ন রূপ ব্যবহৃত হয়। মধ্যম পুরুষেও উত্তম পুরুষের ন্যায় বিভক্তিক ও অবিভক্তিক রূপ আছে।

(১) « তুই » শব্দ—

« তুই » অনাদরে ও তুচ্ছার্থে প্রযুক্ত হয় ; নিজের পরিবারস্থ শিশুদের সম্বন্ধে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভগিনী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি স্নেহের সম্পর্কের ব্যক্তি-সম্বন্ধে, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম-বয়স্ক মিত্র অথবা ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে, সাধারণতঃ এই সর্বনাম প্রযুক্ত হয় ; এতদ্ভিন্ন, পুরাতন ভৃত্য এবং নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক-সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিকট আত্মীয়, বহুদিনের পরিচিত মিত্র, অথবা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ না হইলে, নিম্নশ্রেণীর লোক-সম্বন্ধেও « তুই »-য়ের প্রয়োগ ভদ্রসমাজে বিরল হইয়া আসিতেছে। অত্যন্ত আদরে বা নৈকট্য-কল্পনায় (সাধারণতঃ মাতৃ-মূর্তিতে দৃষ্ট) দেব-শক্তির সম্বন্ধেও « তুই »-য়ের প্রয়োগ বাঙ্গালায় দেখা যায়—বিশেষতঃ কবিতায় ; যেমন—« তুই মা মোদের জগৎ-আলো ; পাই যেন তোর চরণ-দুটী »।

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক	তুই	তোরা (তোরা-সব, -সকলে)
সবিভক্তিক	তো-	তোদিগ-, তোদের।

উত্তম পুরুষের « মুই, মো »-র মত « তুই » শব্দের রূপ হয় ; যথা—« তুই, তোকে, তোরে, তোর, তোতে ; তোরা, তোদিগকে, তোদের তোদেরকে, তোদিগ-দ্বারা, তোদিগ-দিয়া, « তোদের দিয়ে, তোদিগতে » ইত্যাদি।

(২) « **তুমি** » **শব্দ**—

যাহাদের সঙ্গে বক্তার ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহাদের সম্বন্ধে, বয়ঃকনিষ্ঠদের সম্বন্ধে, ও পদ-মর্য্যাদায় যাহারা বক্তা অপেক্ষা বহুগুণে হীন, তাহাদের সম্বন্ধে « তুমি » ব্যবহৃত হয়। বয়ঃকনিষ্ঠ স্নেহের পাত্রদের সম্বন্ধে ও অশিক্ষিত শ্রমজীবীদের সম্বন্ধেও « তুমি » প্রযুক্ত হয়। ঈশ্বর- ও দেবতা-সম্বন্ধেও « তুমি » ব্যবহার্য্য।

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক	তুমি	তোমরা (তোমরা-সব, -সকলে)
সবিভক্তিক	তো	তোমাদিগ-, তোমাদের।

« তুমি, তোমা- » শব্দের রূপ, « আমি, আমা- » শব্দের মত হয়।

(৩) « **আপনি** » **শব্দ**—

মধ্যম পুরুষের সর্বনামগুলির মধ্যে, ভদ্রসমাজে সম্মান ও গৌরব এবং সৌজন্য-পূর্ণ সম্বোধনে « আপনি » শব্দ ব্যবহৃত হয়। অপরিচিত ভদ্র ব্যক্তি এবং ভদ্রবেশী মাত্রই এই সম্মাননার অধিকারী।

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক	আপনি	আপনারা
সবিভক্তিক	আপনা-	আপনাদিগ-, আপনাদের।

মধ্যম পুরুষের কতকগুলি বিশিষ্ট রূপ—

« আপনি, আপনা » শব্দের রূপ « আমি, আমা-»-র মত হয়।

কবিতায় সংস্কৃত ষষ্ঠীর এক-বচনের পদ « তব » ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সমস্ত-পদে, মধ্যম পুরুষের সংস্কৃত প্রতিরূপ, এক-বচনে « ত্বৎ (ত্বদ্) » ও কচিৎ বহু-বচনে « যুষ্মৎ (যুষ্মদ্) » রূপদ্বয় সংস্কৃত বিশেষ্য প্রভৃতির সহিত যুক্ত হয় ; যথা—« ত্বৎসদৃশ, ত্বদনুগ্রহ »। কখনও-

কথনও « আপনি » -র মত সম্মান দেখাইবার জন্য « ভবৎ (ভবদ্) » শব্দ ঐরূপে ব্যবহৃত হয়; যথা—« ভবৎসমীপে, ভবচ্চরণে, ভবৎ-প্রসাদাৎ »।

অত্যধিক সম্মান দেখাইবার জন্য এখনও কথনও « আপনি » -র পরিবর্তে কতকগুলি বিশেষ্য ব্যবহৃত হয়: যথা « মহাশয় বা মশায়, প্রভু, মহারাজ, হুজুর, জনাব » প্রভৃতি।

« তুই, তুমি, আপনি » —এগুলির লিঙ্গ-ভেদ নাই।

[গ] প্রথম পুরুষের সর্বনাম (Third Person)—

অনুপস্থিত ব্যক্তি-সম্বন্ধে প্রথম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহৃত হয়।

(১) « সে » শব্দ—সাধারণ প্রথম পুরুষের সর্বনাম—

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক	সে	তাহারা, তারা
সবিভক্তিক	তাহা-, তা-	তাহাদিগ-, তাদিগ-, তাহাদের, তাদের।

যাহার সহিত সাক্ষাৎ আলাপে « তুমি » অথবা « তুই » শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহার সম্বন্ধে « সে » ব্যবহৃত হয়; ঈশ্বর-সম্বন্ধে কিন্তু « সে » ব্যবহৃত হয় না। মানবেতর প্রাণীর সম্বন্ধে « সে » চলে। বিশেষণে « সেই সেই » অর্থে, সংস্কৃতের ক্লীবলিঙ্গ « তৎ তৎ (তত্তৎ) » শব্দদ্বয় সকল লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

(২) « তিনি » শব্দ—

ইহা গৌরব বা সম্মানের জন্য প্রযুক্ত হয়, « আপনি »-পদের অনুরূপ।

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক	তিনি	তাঁহারা, তাঁরা
সবিভক্তিক	তাঁহা-, তাঁ-	তাঁহাদিগ-, তাঁদিগ-, তাঁহাদের, তাঁদের।

(৩) « তা » শব্দ—প্রথম পুরুষ, ক্লীবলিঙ্গ—

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক	তাহা, তা, তাই; সেটা, সেটী, সেখানা, সেখানি ইত্যাদি	সে-সব, সে-গুলা, সে-গুলি, সে-সকল।
সবিভক্তিক	ঐ	ঐ

সবিভক্তিক রূপে কদাচিৎ ক্লীবলিঙ্গে « তাহাদিগ-, তাদিগ-, তাহাদের,

তাদের » পদগুলিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ক্লীবলিঙ্গে « সে-সব, সে-গুলা » ইত্যাদিই সাধারণ।

« সে, তাহা, তা, »—এই সর্বনামের মূল রূপ হইতেছে সংস্কৃত « তদ্ » শব্দ। সমাসে « তৎ, তদ্ » রূপ ব্যবহৃত হয়; যথা— « তদ্দ্বারা, তদাত্মীয়, তদাশ্রয়, তৎকর্তৃক, তন্নিবন্ধন, তৎপর, তৎপুত্র, তৎকন্যা » ইত্যাদি।

'তাহার' অর্থে সংস্কৃত « তস্য » শব্দ (ষষ্ঠীর এক-বচন), বাঙ্গালা বিশেষ্য শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয—« ভীমচন্দ্র নাগ তস্য ভ্রাতা শ্রীনাথ নাগ = ভীমচন্দ্র নাগের ভ্রাতা »।

[২] উল্লেখ-সূচক বা নির্ণয়-সূচক সর্বনাম

(Demonstrative Pronouns)

একাধিক পদার্থকে পৃথক্ করিয়া জানাইবার জন্য, এই শ্রেণীর সর্বনামের দ্বিত্ব হইতে পারে, যথা— « এই এই ; ওই ওই বা ঐ ঐ »।

[ক] প্রত্যক্ষ- বা অন্তিক-নির্ণয়-সূচক—« এ, ইহা, ইনি »

(Near বা Proximate Demonstrative)

(১) প্রাণিবাচক সাধারণ রূপ—

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক	এ, এই	ইহারা, এরা
সবিভক্তিক	ইহা-, এ-	ইহাদিগ-, এদিগ-, ইহাদের, এদের।

(২) প্রাণিবাচক—গৌরবে, সম্মানে, সৌজন্যে—

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক	ইনি	ইঁহারা, এঁরা
সবিভক্তিক	ইঁহা-, এঁ-	ইঁহাদিগ-, এঁদিগ-, ইঁহাদের, এঁদের

(৩) অপ্রাণিবাচক—ক্লীবলিঙ্গ—

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক ও সবিভক্তিক	ইহা, এই, এটা এটী, এ-খানা, এখানি	ইহা-সব, এ-সব, এ-সকল, এগুলা, এগুলি, এ-সমস্ত প্রভৃতি।

সংস্কৃত শব্দের সহিত সমাস-দ্বারা গ্রথিত হইলে, এই সর্বনাম « এতৎ, এতদ্ » রূপ গ্রহণ করে; যথা—« এতৎসম্পর্কে, এতদবস্থায়, এতদ্দ্বারা, এতদ্বাক্যে » ইত্যাদি।

বিশেষ্যের মত—অথবা « আমি » শব্দের মত—বিভক্তি, প্রত্যয় ও কর্ম-প্রবচনীয় পদ যুক্ত করিয়া, এই সর্বনামের রূপ হয়।

(খ) **পরোক্ষ- বা দূরত্ব-নির্ণয়-সূচক—« ও, উহা, উনি »**
(Far বা Remote Demonstrative)

(১) প্রাণিবাচক সাধারণ রূপ—

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক	ও, ওই	উহারা, ওরা
সবিভক্তিক	উহা-, ও-	উহাদিগ-, ওদিগ-, উহাদের, ওদের।

(২) প্রাণিবাচক—গৌরবে—

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক	উনি	উঁহারা, ওঁরা,
সবিভক্তিক	উঁহা-, ওঁ-	উঁহাদিগ-, ওঁদিগ-, উঁহাদের, ওঁদের।

(৩) অপ্রাণিবাচক—ক্লীবলিঙ্গ—

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক ও সবিভক্তিক	উহা, ওই, অই, ঐ, ওটা ওটা, ওখানা, ওখানি	ও বা ওই বা ঐ + সব, সকল, সমস্ত, গুলা, গুলি প্রভৃতি।

এই সর্বনাম « এ, ইহা, ইনি » -র অনুরূপ বিভিন্ন কারক ও বচনের প্রত্যয়াদি গ্রহণ করিয়া থাকে।

[৩] সাকল্য-বাচক সর্বনাম

(Inclusive Pronouns)

« উভয়, সকল, সব » শব্দ। এগুলির মধ্যে, « উভয় » ও « সকল » শব্দদ্বয়ের রূপ বিশেষ্যের ন্যায় মাত্র একবচনেই হইয়া থাকে; কেবল « সকল »

শব্দের ষষ্ঠীতে « সকলের » ও « সকলকার » হয়। « সব » শব্দের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে—

প্রথমা—সব, সবাই, সবে; * সব্বাই।

দ্বিতীয়া—সবাকে, সবাইকে, সবগুলিকে, সবগুলাকে; সবারে, সবগুলিরে, সবগুলারে।

তৃতীয়া—সবার দ্বারা, সবাইকে দিয়া; সবে।

চতুর্থী—দ্বিতীয়াবৎ।

পঞ্চমী—সব-হইতে, সবা-হ'তে, সবার থেকে, সব-চেয়ে, সবার চেয়ে, সবের থেকে, চেয়ে।

ষষ্ঠী—সবের, সবার, সবাইয়ের; সবাকার।

সপ্তমী—সবে, সবেতে; সবার মাঝে, সবের মাঝে।

[৪] সম্বন্ধ-, সংযোগ- বা সঙ্গতি-বাচক সর্বনাম

(Relative Pronouns)

এই সর্বনাম, « সে, তিনি, তাহা »-র অনুরূপ। পৃথক্ করিয়া জানাইবার জন্য, এই সর্বনামের দ্বিত্ব হয়: « যে-যে, যার-যার »।

[ক] « যে » শব্দ—সাধারণ প্রাণিবাচক—

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক	যে	যাহারা, যারা
সবিভক্তিক	যাহা-, যা-	যাহাদিগ-, যাদিগ-, যাহাদের, যাদের।

(খ) « যিনি » শব্দ—গৌরবে—

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক	যিনি	যাঁহারা, যাঁরা
সবিভক্তিক	যাঁহা- (যাহাঁ-), যাঁ-	যাঁহাদিগ-, যাঁদিগ-, যাহাদের, যাঁদের।

(গ) « যাহা » শব্দ—ক্লীবলিঙ্গে অপ্রাণিবাচক—

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক ও সবিভক্তিক	যাহা, যা, যেটা, যেটী, যেখানা, যেখানি	যেগুলি, যেগুলা, যে-সব, যে-সকল, যে সমস্ত।

সংস্কৃত সমস্ত-পদে এই সর্বনামের রূপ হয় « যৎ, যদ্, যজ্ » ; যথা—« যদ্দ্বারা, যজ্জন্য, যদ্ধেতু, যৎপরোনাস্তি » ইত্যাদি।

« **পারস্পরিক-সঙ্গতি-মূলক সর্বনাম** (Correlatives)—« যে, সে » এই দুইটী সর্বনাম এবং এই দুইটী হইতে উৎপন্ন বিশেষণাদি বিভিন্ন শব্দ, বাক্যের মধ্যস্থিত দুই খণ্ড-বাক্যের পরস্পর সঙ্গতি রক্ষা করে ; যথা—« যে জ্ঞানী, সেই সুখী ; যাহার যেমন সাধনা, তাহার তেমনই সিদ্ধি ; যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ » ইত্যাদি।

[৩] প্রশ্ন-সূচক সর্বনাম

(Interrogative Pronouns)

পৃথক্ করিয়া জানাইবার জন্য এই সর্বনামের দ্বিত্ব হয় : « কে-কে, কাঁহার-কাঁহার, কোন্-কোন্, কি-কি, »।

[ক] **সাধারণ রূপ—« কে »—**

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক	কে	কাহারা, কারা
সবিভক্তিক	কাহা-, কা-	কাহাদিগ-, কাদিগ-, কাহাদের, কাদের।

[খ] **গৌরবে—**

অবিভক্তিক একবচনের রূপ-হিসাবে « কে » পদেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে ; « তিনি, ইনি, যিনি »-র মত « কিনি » রূপ মাঝে-মাঝে মৌখিক চলিত-ভাষায় প্রযুক্ত হইলেও, ইহা সাহিত্যে প্রায় অপ্রচলিত। অবিভক্তিক বহু-বচনে এবং সবিভক্তিক উভয় বচনে, চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত « কাঁহারা; কাঁরা » এবং « কাঁহা- (কাঁহা-), কাঁ-, কাঁহাদিগ- (কাহাঁদিগ-), কাঁদের » প্রভৃতি প্রচলিত আছে।

বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইলে, « কে » পরিবর্তিত হইয়া « কোন্ » রূপ ধরে ; যথা—« কাল একজন মস্ত পণ্ডিত আস্ছেন ; কে ? অথবা, কোন্

পণ্ডিত ?»। বহুর মধ্যে একটীকে বাছিয়া লইতে হইলে, «কোন্» শব্দ ব্যবহৃত হয়।

আদালতের ভাষায়' «কস্য» ='কাহার' শব্দ, কখনও-কখনও দলিলের প্রথমে ব্যবহৃত হয়।

[গ] «কি» শব্দ—ক্লীবলিঙ্গ, অপ্রাণিবাচক—

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক	কি, কোন্, কোন্‌টা, কোন্‌টী, কোন্‌খানা, কোন্‌খানি প্রভৃতি	কি-সব, কি-সমস্ত ; কোন্+সব, সকল, গুলা, গুলি।
সবিভক্তিক	কাহা-, কা-, কিসে কোন্‌টী, -টী, -খানা, -খানি।	"

ক্লীবলিঙ্গের অপ্রাণিবাচক প্রশ্ন-সূচক সর্বনাম, বিশেষ জোর দিবার জন্য «কী» রূপেও লিখিত হয়। যথা—«তুমি কি খাইবে ?» (=তুমি খাইবে কি ?—«কি» এখানে প্রশ্নসূচক অব্যয়)—«তুমি কী খাইবে ?» (=তুমি কোন্ বস্তু খাইবে ?)»।

সপ্তমীতে প্রশ্ন-সূচক, «কই»= 'কোথায় ?'। «কই» শব্দ সাধু- ও চলিত-ভাষায় কেবল জিজ্ঞাসায় একক প্রযুক্ত হয়—বাক্যের মধ্যে «কই» ব্যবহৃত হয় না ; পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায় কিন্তু «কই» বাক্যের মধ্যেও চলে ; যথা—«ঐ তোমার হারানো বই»—«কই ?» ; «আমার হারানো বইখানা কোথায় ? (এখানে 'কই' নহে)»।

সংখ্যা-জিজ্ঞাসায়, বহু-বচনে—«কয় (* ক')»=«কতগুলি» ; «কয় জন, কয়টা, কয়টী (*ক-জন, *ক-টা, *ক-টী)»।

[৬] অনিশ্চয়-সূচক সর্বনাম

(Indefinite Pronouns)

[ক] «কেহ, *কেউ,—উভয় লিঙ্গে, সাধারণ ও গৌরব-সূচক :

অবিভক্তিক রূপের বহু-বচনে, এবং সবিভক্তিক রূপের উভয় বচনে, গৌরবে

চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত রূপ « কাঁ- »-ও প্রযুক্ত হয়। বস্তুতঃ এই সর্বনাম, প্রশ্ন-সূচক সর্বনামের উত্তর অব্যয়-শব্দ « ও » যোগ করিয়া গঠিত হইয়াছে।

	এক-বচন	বহু-বচন
অবিভক্তিক (কর্তা)	কেহ -কেউ	কাহারাও, কারাও।
ষষ্ঠী (সম্বন্ধ)	কাহারও, কাহারো, কারো, * কারু, *কারুর	কাহাদিগেরও, কাদেরো।
অবিভক্তিক (অন্যকারক)	কাহা-, কা-, +বিভক্তি+ও	কাহাদিগ- + ও, কাদিগ- + ও, কাদেরো।

বহুবচনার্থে এই সর্বনামের ও দ্বিত্ব হইয়া থাকে ; « কেহ-কেহ, * কেউ-কেউ ; কাহারো-কাহারো, কারো-কারো »। বিশেষণ-রূপ—« কোনও, কোনো »।

(খ) « কিছু » শব্দ—অপ্রাণিবাচক—

এক-বচনে ও বহুবচনে অবিভক্তিক ও সবিভক্তিক রূপ একই—« কিছু »। বিশেষণ-রূপে « কিছু », অল্প-সংখ্যক অর্থে, বিশেষ্যের পূর্বে বসে ; যথা—« কিছু দিন, কিছু সৈন্য, কিছু গুড় » ; দ্বিত্ব « কিছু-কিছু », অর্থ—'অল্প-সংখ্যক' বা 'অল্প-পরিমাণ'।

(গ) **মিশ্র বা যৌগিক অনিশ্চয়ার্থক সর্বনাম** (Compound Indefinite Pronouns) :

বিভিন্ন বিশেষণ বা অব্যয়ের সহিত, অথবা অন্য কতকগুলি সর্বনামের সহিত যুক্ত হইয়া, অনিশ্চয়ার্থক সর্বনাম « কেহ, *কেউ, কিছু », অনিশ্চয়-দ্যোতক বিভিন্ন প্রকারের **মিশ্র-সর্বনাম** গঠিত করে ; যথা—

« কেহ-কেহ ; আর-কেহ, *আর-কেউ ; আর-কিছু ; অন্য কেহ, অন্য কিছু ; অপর কেহ, অপর কিছু ; কেহ-না-কেহ, *কেউ-না-কেউ, কিছু-না-কিছু ; কেহ বা ; কেই বা ; কোনও-কিছু ; কোনও এক (বিশেষণরূপে ব্যবহৃত) ; যে-কেহ, *যে-কেউ, যে-কোনও ; যাহা-কিছু, যা-কিছু ; যে-সে, যা-তা »।

[৭] নিজ- বা আত্ম-বাচক সর্বনাম
(Reflexive Pronouns)

বাক্যের কোনও উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া জোর দিয়া বলিবার জন্য, অথবা 'কাহারও সহায়তায় নহে' ইহা বুঝাইবার জন্য, বিশেষ্যের অথবা সর্বনামের সহিত « নিজ, আপনি, স্বয়ং (স্বয়ম্) » প্রভৃতি কতকগুলি আত্মবাচক সর্বনাম শব্দ প্রযুক্ত হয়। এগুলি এক ও বহু, উভয় বচনেই ব্যবহৃত হয়। এগুলির মধ্যে « স্বয়ং (স্বয়ম্) » পদ কেবল কর্তৃকারকেই মিলে ; « নিজ, আপনি » শব্দদ্বয় সমস্ত কারকে প্রযুক্ত হয়।

« আপনি » শব্দ

কর্তৃকারক—(আমি, তুমি, সে+) আপনি—(আমরা, তোমরা, তাহারা+) আপনারা।

কর্ম ও সম্প্রদান—আপনাকে, আপনারে—আপনাদিগকে, আপনাদের, আপনাদেরকে।

করণ—আপনি, আপনার দ্বারা, আপনাকে দিয়া—আপনাদিগ-দ্বারা, আপনাদের দিয়া ; (উভয় বচনে) আপনা-আপনি।

অপাদান—আপনার থেকে, আপনা-হইতে—আপনাদিগ-হইতে, আপনাদের থেকে।

সম্বন্ধ—আপন, আপনার, আপনকার—আপন-আপন, আপনার-আপনার, আপনাদিগের, আপনাদের।

অধিকরণ—আপনাতে, আপনার মধ্যে বা মাঝে—আপনাদিগতে, আপনাদিগের বা আপনাদের মধ্যে বা মাঝে, আপনাদেরতে।

« নিজ » শব্দ

(সাধু- ও চলিত-ভাষায় উচ্চারণে স্বরান্ত [নিজো])

কর্তা—নিজে—নিজেরা, নিজে-নিজে।

কর্ম ও সম্প্রদান—নিজেকে, নিজেরে, নিজকে—নিজদিগকে, নিজেদের, নিজেদেরকে।

করণ—নিজের দ্বারা, নিজেকে দিয়া, নিজ-দ্বারা—নিজেদের দিয়া, নিজদিগ-দ্বারা।

অপাদান—নিজ-হইতে, নিজের থেকে—নিজদিগ-হইতে, নিজেদের থেকে।

সম্বন্ধ—নিজ, নিজের—নিজ-নিজ, নিজের-নিজের, নিজদিগের, নিজদের, নিজেদের।

অধিকরণ—নিজতে, নিজেতে, নিজের মধ্যে বা মাঝে—নিজদিগতে, নিজেদের মধ্যে বা মাঝে, নিজেদেরতে।

[৮] ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক সর্বনাম

(Reciprocal Pronouns)

পরস্পর অর্থে, অথবা স্বেচ্ছায় ('অপরের প্ররোচনা বিনা') অর্থে, « আপনা-আপনি » এই দ্বিত্ব রূপ ব্যবহৃত হয়।

« আপস »—'পরস্পর' -অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ আছে। « আপস » শব্দের কর্মকারকে 'মিলন, বিনা কলহে নিষ্পত্তি' এই অর্থ হয়—« তাহারা এই মামলায় আপস করিয়াছে »। « আপসে » —'আপনার মধ্যে, আদালতের বা অন্যের সাহায্য না লইয়া': « তাহারা আপসে মিট্‌মাট করিয়াছে।» « আপসের » -« আপসের মধ্যে (=পরস্পর) ঝগড়া করা উচিত নহে।»

« অমুক » শব্দ—অনির্দিষ্ট-নামক। ব্যক্তির সম্বন্ধে « অমুক » শব্দ ব্যবহৃত হয়। কখনও-কখনও এই অর্থে আরবী শব্দ « ফলানা » -ও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

সর্বনামের বিশেষণ-রূপে প্রয়োগ

উত্তম ও মধ্যম পুরুষ ভিন্ন, অন্য সর্বনামগুলি বিশেষণবৎ ব্যবহৃত হইতে পারে। বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত সর্বনাম, মাত্র এক-বচনে সাধারণ রূপে প্রযুক্ত হয়, অন্য কোনও রূপ ব্যবহারে আসে না। বিশেষিত পদ বহু-বচনের হইলে, এই অবিভক্তিক এক-বচনের সর্বনামের উত্তর « সকল, সব, সমস্ত » প্রভৃতি যোগ করা হয়। বিভিন্ন কারকের বিভক্তি প্রভৃতির চিহ্ন আর সর্বনামের সঙ্গে যুক্ত হয় না, বিশেষিত পদের পরেই বসে; যথা—« সেই মানুষ; যে জন; কোন্ জনা; সে নারী; সে-সমস্ত কথা; সে-সব লোক; এ ব্যক্তির; এ-সকল কথা মিথ্যা; এ-সমস্ত দুর্বৃত্তকে দমন করা উচিত; সে-সমস্ত ব্যাপারের কি ফল হইল জানা যায় নাই; যে ছেলে; যে-সব মেয়ে কলেজে পড়ে; কোন্ ছেলে; কোন্-সব ছেলে, কি-সব কাগজ হারাইয়াছে? কোনও পণ্ডিত, কোনও-কোনও পণ্ডিত; কোনও-কোনও খবরের কাগজে কথাটা প্রকাশ পাইয়াছে » ইত্যাদি।

সর্বনাম-জাত বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ

(Pronominal Adjectives and Adverbs)

সর্বনামের মূল অংশের সহিত কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয় যোগ করিয়া গঠিত বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ, বাঙ্গালা ভাষায় দেশ, কাল, পরিমাণ ও সাদৃশ্য প্রকাশ করিয়া থাকে ; যথা—

মূল	দেশ-বাচক— « -থা, -থায় ; -খান, -খানে » (ক্রিয়া-বিশেষণ)	কাল-বাচক— « খন, ক্ষণ ; বে » ; (ক্রিয়া-বিশেষণ)	পরিমাণ-বাচক— « -ত » উচ্চারণে [তো] (বিশেষণ)	সাদৃশ্য বাচক— « মন, মত[=মৎ], -মত [=মতো] » (বিশেষণ)
সে-, তা-, তে-	সেথা, সেথায় ; সেখান, সেখানে	তখন, সেইক্ষণ, তবে	তত [=ততো]	তেমন, তেমত [=ত্যামৎ] -সেইমত
এ-, হে-	হেথা, হেথায় ; এখান, এখানে, এইখানে	এখন, এইক্ষণ, এক্ষণে (এবে —কবিতায়)	এত [=অ্যাতো]	এমন, এমত এইমত (এমনে=এ-দিকে)
ও-, হো, ওই, অ-	হোথা, হোথায় ; ওখান, ওখানে, ওইখানে	(তখন) ওইক্ষণ, ঐক্ষণ	অত [=অতো]	অমন ; ঐ-মত (অমনে=ও দিকে)
য-, যে-	যেথা, যেথায় ; যেখান, যেখানে	যখন, যেইক্ষণ, যবে	যত [=জতো]	যেমন, যেমত ; যেই-মত
ক-, কে-, কো-	কোথা, কোথায় ; কোন্‌খানে ; কই	কখন, কোন্‌ক্ষণ, কবে	কত [=কতো]	কেমন, কেমত ; কোন্‌-মত, কি-মত (কেমনে=কোন্‌ দিকে)
ক-, কো- +ও	কোথাও, কোনোখানে	কখনও, কখনো	কতক	কোনো-, কোনও, কোনো- + মতে,

এই ক্রিয়া-বিশেষণগুলিকে অংশতঃ বিশেষ্যের মতও ব্যবহার করা যায়, এবং ষষ্ঠী প্রভৃতি বিভক্তিও এগুলিতে যুক্ত করা যায়।

প্রাচীন বাঙ্গালায় সাদৃশ্য-বাচক বিশেষণ সৃষ্টি করিবার জন্য আর একটী প্রত্যয় ছিল—« হেন »;—« তেহেণ, এহেণ, যেহেণ, কেহেণ » এই রূপগুলি প্রচলিত ছিল। এগুলি পরে পরিবর্তিত হইয়া « তেন, হেন, যেন, কেন » হইয়া দাঁড়াইল। এগুলির মধ্যে, « হেন [=হ্যানো] » শব্দটী, সাদৃশ্য বা বর্ণনা জানাইতে আধুনিক বাঙ্গালাতেও বিদ্যমান আছে—« হেন কালে, হেন রূপে » ইত্যাদি। « কেন [=ক্যানো] » এক্ষণে 'কি কারণে?' এই অর্থে প্রযুক্ত হয়; এবং « যেন [=জ্যানো] » লক্ষ্য-নির্দেশ-সূচক ক্রিয়া-বিশেষণ-রূপে আধুনিক বাঙ্গালায় জীবন্ত শব্দ।

সংস্কৃত তৃতীয়ান্ত « তেন, যেন, কেন » পদগুলির সহিত, খাঁটী বাঙ্গালা « যেন কেন তেন » পদগুলির একটু মিশ্রণ ঘটিয়াছে; যথা, « * যেন তেন উপায়েন তাকে রাজী করাবে »।

এতদ্ভিন্ন, কতকগুলি সংস্কৃত-সর্বনাম-জাত বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ পদও বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে; যথা—« মদীয়, অস্মদীয়, ত্বদীয় (যুষ্মদীয়—অপ্রচলিত); ভবদীয় (=আপনার); স্বীয়, স্বকীয়; তত্র, অত্র, যত্র, কুত্র (স্থান-বাচক ক্রিয়া-বিশেষণ; কিন্তু « অত্র বিদ্যালয়ে, অত্র ইষ্টেটে »—বিশেষণ); তদা, যদা, কদা (কাল-বাচক ক্রিয়া-বিশেষণ) »।

সংস্কৃত « যদাহি, তদাহি » এই দুই ক্রিয়া-বিশেষণের বিকারে, বাঙ্গালা কাল-বাচক ও সঙ্গতি-দ্যোতক ক্রিয়া-বিশেষণ « যাই, তাই »।

অনুশীলনী

১। সর্বনাম কাহাকে বলে? সর্বনাম কয় প্রকারের?

২। নিম্নলিখিত সর্বনামগুলি কি অর্থে কোন স্থলে প্রযোজ্য, দৃষ্টান্তসহ বল:—তুই, আপন, অত্র, তস্য।

৩। 'আমরা' কোন্ সময় 'আমি' অর্থে প্রযোজ্য হয়? কেবল পদ্যেই ব্যবহৃত হয়, এরূপ কয়েকটী সর্বনামের উল্লেখ কর।

৪। সর্বনাম 'আমি' শব্দের পূর্ণ রূপ লিখ (C. U, 1943)।

৫। সর্বনাম 'তুমি' শব্দের পূর্ণ রূপ লিখ। (C. U. 1944)।

৬। নিম্নলিখিত সর্বনামগুলি দ্বারা এক-একটী বাক্য রচনা কর :—ইনি, উনি, সেটী, কি-কি, কারা, কাহারা, কেহ, কী, এ, ও, তা, যা, ইঁহারা, যথা, অমুক, কিসের।

ক্রিয়া-পর্য্যায়

ক্রিয়া-পদ

সাধারণতঃ কোনও বাক্যের মধ্যে দুইটী অঙ্গ থাকে—**উদ্দেশ্য** ও **বিধেয়**। যাহার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাহা **উদ্দেশ্য** (Subject), এবং উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে যাহা বলা হয় তাহা **বিধেয়** (Predicate)। বিধেয় যখন কোনও গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে, এবং বিধেয়-বাচক শব্দটী যখন বিশেষণ হয়, তখন তাহাকে **বিধেয় বিশেষণ**-বলা যায়; যেমন—« ঈশ্বর পরম দয়ালু » কিন্তু বিধেয়-দ্বারা যখন ইহা জানানো হয় যে, বাক্যের উদ্দেশ্য কোনও বিশেষ অবস্থায় রহিয়াছে, বা কোনও কার্য্য করিতেছে, করিয়াছে বা করিবে, তখন সেই বিধেয়কে **ক্রিয়া-পদ** বলে; যেমন—« গোপাল যায়; তাহার পিতা আসিবেন; শিক্ষক-মহাশয় সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন » ইত্যাদি। এই উদাহরণগুলিতে উদ্দেশ্য শব্দ—« গোপাল, পিতা, শিক্ষক-মহাশয় », বিধেয় ক্রিয়া-পদ « যায়, আসিবেন, ছিলেন »। বিশেষ্য-পদও বিধেয়-রূপে ব্যবহৃত হয়; সে অবস্থায়, 'হওয়া' বা 'থাকা' অর্থে একটী ক্রিয়া-পদ, বাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিধেয়-বিশেষ্য—এই উভয়ের মধ্যে **সংযোজক** (Cupola)-স্বরূপ ব্যবহৃত হয়; যথা—« রাম-বাবু হ'চ্ছেন গোপালের মামা », বা « রাম-বাবু গোপালের মামা হন »; এখানে, « রাম-বাবু » উদ্দেশ্য, « গোপালের মামা » বিধেয়-বিশেষ্য অথবা বাক্যের পূরণ-কারক (Complement), এবং « হ'চ্ছেন » বা « হন », সংযোজক ক্রিয়া। তদ্রূপ, « তিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন; রাজা ছিলেন অপুত্রক; এক ছিল বামুন; সে মস্ত পণ্ডিত হবে » ইত্যাদি। কখনও-কখনও এই সংযোজক ক্রিয়া

বাঙ্গালায় অনুল্লিখিত বা উহ্য থাকে ; যথা—« রাম-বাবু গোপালের মামা ; তিনি ভাল লোক ; সে বড় দুঃখী » ইত্যাদি।

ক্রিয়া-পদকে বিশ্লেষ করিলে যে অবিভাজ্য মৌলিক অংশ পাওয়া যায়, যাহার দ্বারা ক্রিয়া-পদের অন্তর্নিহিত ভাবটী মাত্র দ্যোতিত হয়, তাহাকে **ক্রিয়া-প্রকৃতি** বা **ধাতু** বলে ; যথা—« করে, করিয়া, করিল, করিতে, করিবে » ইত্যাদির মূল অংশ হইতেছে « কর্ » ধাতু। ধাতুর উত্তর প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগ করিয়া এবং উহার বিকার বা পূর্তি ঘটাইয়া, ক্রিয়া-পদ সৃষ্টি করা হয়, এবং এই ক্রিয়া-পদ বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে অনাদরে যে রূপ হয়, তাহাই ক্রিয়ার নগ্ন বা বিভক্তি-হীন রূপ, এবং সেই রূপকে আমরা ক্রিয়ার ধাতু বলিয়া ধরিতে পারি ; যথা—« তুই কর্ ; তুই খা ; তুই চল্ ; দেখ্, শো, নে, দে, রহ্, (র) » ইত্যাদি।

ধাতু

বাঙ্গালার ধাতুগুলির উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিচার করিলে, সেগুলিকে তিনটী শ্রেণীতে ফেলা যায় ; যথা—[১] **সিদ্ধ ধাতু** (Primary Roots), [২] **সাধিত ধাতু** (Derivative বা Secondary Roots), এবং [৩] **সংযোগ-মূলক ধাতু** (Compounded Roots)।

[১] সিদ্ধ ধাতু—

যে-সকল ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ, ভাষায় যেগুলির কোন বিশ্লেষণ হয় না, সে-সকল ধাতুকে **সিদ্ধ ধাতু** বলে ; যেমন—« চল্, দেখ্, শুন্, খা, দহ্, দে, গর্জ্, কম্ » ইত্যাদি।

[২] সাধিত ধাতু—

যে-সকল ধাতুর বিশ্লেষ করিলে, অন্য একটী ধাতু এবং এক বা একাধিক প্রত্যয় পাওয়া যায়, সেগুলিকে **সাধিত ধাতু** বলে। এতদ্ভিন্ন, যেখানে

সংস্কৃত ও অন্য বিশেষ্য-পদ, কোনও প্রত্যয় গ্রহণ না করিয়াও একেবারে ধাতুর ন্যায় ব্যবহৃত হয়—সেইরূপ **নাম-ধাতুকেও** সাধিত ধাতু বলা যায়; যথা—« করা (√কর্+-আ প্রত্যয়), হাতা (হাত শব্দ+-আ), হাতড়া (হাত শব্দ+-ড়+-আ), অগ্রসর (সংস্কৃত বিশেষ্য-পদ 'অগ্রসর', ধাতু-রূপে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত) »।

সাধিত ধাতুগুলিকে এই কয় শ্রেণীতে ফেলা যায়:

(ক) **ণিজন্ত বা প্রয়োজক ধাতু**—মূল বা সিদ্ধ ধাতুতে « -আ » বা « -ওয়া » -প্রত্যয় যোগ করিয়া, এই প্রকার ধাতু সাধিত হয়; যথা—« কর্—করা; খা—খাআ > খাওয়া; (ব-শ্রুতির আগম, পূর্বে দ্রষ্টব্য); দে—দেআ > দেওয়া; যা—যাআ > যাওয়া; দেখ্—দেখা » ইত্যাদি।

(খ) **কর্ম-বাচ্যের ধাতু**—« -আ » -প্রত্যয়-যোগে: « শুন্—শুনা, শোনা, (যথা—কথাটা ভাল শোনায় না); বিঁধ্—বেঁধা (যথা—দুল পরিবার জন্য কান বেঁধায়) » ইত্যাদি।

(গ) **নাম-ধাতু**—

(/০) সাধারণ বিশেষ্য বা বিশেষণে « -আ » -প্রত্যয় যোগ করিয়া; যথা—« লাঠি বা লাঠা—লাঠা; আগু—আগুআ, *এগো; বাহির—বাহিরা, *বেরো; দুখ—দুখা; বিষ—বিষা; জুতা—জুতা; রঙ্গ—রাঙ্গা, রাঙা » ইত্যাদি।

(৵০) « ক » -প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য হইতে: « থমক—থমকা, ধমক—ধমকা, থক্—থকা, থাক্—থাকা; মোচক—মুচকা, হড়ক—হড়কা »।

(৶০) « ড় » বা « ট » -প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য হইতে: « দাবড়া, আঁকড়া, আঁচড়া, দাঁদড়া, চুমড়া, ঘমটা, কচটা, ঘষড়া, মুচড়া, হাতড়া »।

(I০) « ল » বা « র » -প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য হইতে: « আগলা, চুমরা বা চোমরা, পিকলা, ডুকরা, ছোবলা, হাঁকরা »।

(I/০) « স » বা « চ » -প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য হইতে—« চকসা, ঝলসা, লেঙ্গচা, ধামসা, ভাপসা, ভাঙ্গচা বা ভেঙ্গচা »।

(ঘ) **ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার-ধ্বনিজ ধাতু—**

(/০) ধাতু-রূপে ব্যবহৃত অনুকার-ধ্বনি—« হাঁচ্, ফুক্, ধুঁক্ »।

(৵০) অভ্যাস বা দ্বিত্ব না করিয়া, অনুকার ধ্বনিতে « আ » যোগ করিয়া—« চিল্লা, চুঁয়া, টুসা, টসা, ফোঁসা, হাঁফা »।

(৶০) অভ্যস্ত বা দ্বিত্ব করিয়া লিখিত অনুকার-ধ্বনিতে, অথবা ধাতুকে দ্বিত্ব করিয়া অনুকার-ধ্বনিতে রূপান্তরিত করিয়া, « আ » -যোগ-পূর্বক— « চেঁচা, গেঁগা, গোঁগা > গোঙা, চড়চড়া > চচ্চড়া, মচমচা; হড়হড়া, কনকনা, পিলপিলা; জলজলা, টলটলা, গলগলা, সড়সড়া, চুলবুলা, টলবলা, দলমলা »। সাধারণতঃ এইরূপ ধাতুতে কেবল অসমাপিকা-প্রত্যয় « -ইয়া » যোগকরিয়া, ক্রিয়া-বিশেষণ-রূপে এগুলির প্রয়োগ হয়।

(ঙ এতদ্ভিন্ন কতকগুলি « -আ » -প্রত্যয়ান্ত ধাতু আছে, সেগুলির উৎপত্তি অজ্ঞাত; যথা—« কাঁচা; গজা; গুটা; গুড়া; গুঁড়া; জিরা; জুড়া; বিলা; হেদা; লেলা » ইত্যাদি।

[৩] **সংযোগ-মূলক ধাতু—**

« কর্, হ, দে, পা » প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর সহিত নানা বিশেষ্য, বিশেষণ অথবা ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করিয়া, বাঙ্গালায় সংযোগ-মূলক ধাতু বা ক্রিয়া সৃষ্ট হয়; যেমন—সিদ্ধ ধাতু « পুছ্ » প্রাচীন সাহিত্যে ও আধুনিক কবিতায় এবং প্রাদেশিক বাঙ্গালায় মিলে, কিন্তু এখন শিক্ষিত-সমাজে কথা-বার্তায় ও গদ্য-লেখায় আর চলে না; সাধিত ধাতু « সুধা » বা « শুধা » ('শুদ্ধ' বা 'পরিষ্কার করা', 'জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লওয়া', 'জিজ্ঞাসা করা' অর্থে) এখন কথ্য ভাষায় কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, এবং সাহিত্যেও প্রযুক্ত হয়; কিন্তু « পুছ্ » ও « শুধা » উভয়-স্থলে, সংযোগ-মূলক « জিজ্ঞাসা করা » (চলিত-ভাষায় « জিগ্গেস বা জিগেস্ করা ») আজকাল সমধিক প্রচলিত, « কর্ »-ধাতুর সহিত সংস্কৃত বিশেষ্য « জিজ্ঞাসা » -কে সংযুক্ত করিয়া এই ধাতু সৃষ্ট হইয়াছে।

বাঙ্গালায় অকর্মক ও সকর্মক উভয় প্রকারেরই ক্রিয়া এই সকল সংযোগ-মূলক ধাতু-দ্বারা দ্যোতিত হয়—অকর্মক-স্থলে আত্মনিষ্ঠ ভাবই বিদ্যমান থাকে; যথা—« মুড়ি দেওয়া, গুঁড়ি মারা, হাবুডুবু খাওয়া » ইত্যাদি।

উদাহরণ—

(১) « হ্ » ধাতু-যোগে—« সমর্থ হ্, একমত হ্, রাজী হ্, প্রত্যক্ষ হ্, ঘর্মাক্ত হ্ (= √ঘাম্), ধাবিত, প্রবাহিত, উদয় বা উদিত হ্ » ইত্যাদি।

(২) « যা » ধাতু-যোগে—« অস্ত যা »।

(৩) « দে » ধাতু-যোগে—« উত্তর দে, জবাব, শাস্তি, দণ্ড, সাজা, ধাক্কা, তালিম, শিক্ষা, দোল, ভোট দে » প্রভৃতি।

(৪) « পা » ধাতু-যোগে—« বৃদ্ধি পা, লজ্জা পা, কষ্ট পা, দুঃখ পা, যন্ত্রণা পা »।

(৫) « খা » ধাতু-যোগে— « হাবুডুবু খা, ঘুরপাক খা, চক্কর খা »।

(৬) « বাস্ » ধাতু-যোগে—« ভাল বাস্, মন্দ বাস্ » (প্রাচীন বাঙ্গালায় « সুখ বাস্ ; ভয়, ঘৃণা, লজ্জা, লাজ ইত্যাদি + বাস্ » ধাতু)।

(৭) « বাড়্ » ধাতু-যোগে—« আগ বাড়া »।

(৮) « কর্ » ধাতু-যোগে—প্রচুর উদাহরণ আছে: « লাভ, যোগ, স্বীকার, আরোহণ, ঘেউ-ঘেউ, স্নান, প্রহার, শুরু, আরম্ভ, অবরোধ, ঘেরাও সাক্ষাৎ, পরিবর্তন, বদল, আদায, অভিযোগ, নালিশ, সৃজন, সৃষ্টি, পাক, আরাম, নিশ্চয, দেরী, শীঘ্র, জল্দি, ইচ্ছা, অভিলাষ, ভাগ, সন্দেহ, সোবে, আকর্ষণ, ব্যাখ্যা, পূরা, পূর্ণ, অনুসরণ, ঘৃণা, শ্রবণ, গোপন, আঘাত, ঠাট্টা মস্করা, তামাশা, রসিকতা, শিক্ষা, প্রাণ-ধারণ, তৈয়ারী, প্রস্তুত, অঙ্কিত, অঙ্কন, মিশ্রণ, মিশ্রিত, রক্ষা, গুলি, নিক্ষেপ, ভ্রমণ, অভ্যর্থনা, প্রণাম, নমস্কার, সেলাম, সম্মান, খাতির, আশঙ্কা, হুকুম, তামিল, বরখাস্ত, বাহাল » ইত্যাদি, ইত্যাদি। বাঙ্গালায় প্রায় যে কোনও বিশেষ্য পদকে « কর্ » ধাতুর সহিত ব্যবহার করিয়া সংযোগ-মূলক ধাতু বা ক্রিয়া গঠন করা যায়।

« দর্শন কর, আহার কর, বৃদ্ধি পা, দোল খা, দোল দে, জিজ্ঞাসা কর্ » প্রভৃতি সংযোগ-মূলক ধাতু, বাস্তবিক পক্ষে « দেখ্, খা, বাড়্, দুল্, দোলা, পুছ্ » প্রভৃতি ধাতুর প্রতিশব্দ। ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে, « দর্শন, আহার, বৃদ্ধি, দোল » প্রভৃতি বিশেষ্য শব্দ, « কর্, পা, খা, দে » প্রভৃতি

ধাতুর কর্ম; কিন্তু ব্যাবহারিক ভাবে, « দর্শন-কর্, আহার-কর্, বৃদ্ধি-পা, দোল-খা, দোল-দে » প্রভৃতি, এক্-একটী সরল-ভাব-দ্যোতক ক্রিয়া—এগুলিকে মিশ্রিত বা মিলিত বা সংযোগ-মূলক ধাতু বলাই সঙ্গত। এই প্রকারের সংযোগ-মূলক ধাতুর বিশেষ্য (বা বিশেষণ) এবং ধাতু, এই উভয়ের মধ্যে লিখিবার কালে হাইফেন বা পদ-সংযোগ চিহ্ন দেওয়া উচিত; « আমরা অন্ন আহার করি »—এখানে বস্তুতঃ « আহার-করি », 'খাই'-অর্থে প্রযুক্ত সংযোগ-মূলক ধাতু, বিশেষ্য পদ « অন্ন », এই « আহার-করি » ক্রিয়ার কর্ম; কিন্তু « আমরা অন্নাহার করি » -এখানে « অন্নাহার » সমস্ত-পদ, « করি » ক্রিয়ার কর্ম। « আমরা রাজাকে দর্শন করিলাম » -এখানে « দর্শন-করিলাম » এই সংযোগ-মূলক ধাতুই ক্রিয়া, « রাজাকে » উহার কর্ম; কিন্তু « আমরা রাজদর্শন করিলাম » – এখানে সমস্ত-পদ « রাজদর্শন », সিদ্ধ-ধাতুজ ক্রিয়া « করিলাম »-এর কর্ম। এইরূপ সংযোগ-মূলক ক্রিয়ার বিশেষ্যকে বক্তার বা লেখকের ইচ্ছা-মত ক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন বা অসংলগ্ন করিয়া, পূর্বস্থিত অন্য একটী বিশেষ্যের সঙ্গে সমাস-বদ্ধ করিয়া লওয়া যায়; কিন্তু সমাস না করিয়া, বিশেষ্য ও ধাতু মিলাইয়া সংযোগ-মূলক ক্রিয়া-রূপে ধরাই বাঙ্গালার পক্ষে স্বাভাবিক; যথা—« সে মিষ্টান্ন ভোজন-করিয়াছে, অথবা সে মিষ্টান্ন-ভোজন করিয়াছে; সে পাঁচটী ব্রাহ্মণকে ভোজন-করাইয়াছে, সে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়াছে; তিনি বইখানি আমায় দান-করিলেন; দরিদ্রকে অন্ন দান-করিবে, বা অন্ন-দান করিবে; রাজা গো-দান করিলেন; এ বিষয়টী তাঁহার কর্ণ-গোচর (কর্ম) করিব; তিনি টাকা খরচ-করিলেন, আদায়-করিতে পারিলেন না; কিন্তু—তিনি টাকা-খরচ করিলেন, পুত্রকে বাঁচাইতে পারিলেন না; তিনি সভায় যোগ-দান করিলেন »। অনেক সময়ে অর্থ ধরিয়া, এবং অর্থ-অনুসারে শব্দের উপরে শ্বাসাঘাত ধরিয়া, বাক্যটীতে সংযোগ-মূলক ধাতু আছে, অথবা সমাস-যুক্ত বিশেষ্য-পদ আছে, তাহা নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে; যথা—« তিনি মিষ্টান্ন 'ভোজন-করিলেন (ছাঁদা বাঁধিয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন না!), তিনি 'মিষ্টান্ন-ভোজন (অন্য কোনও খাদ্য-ভোজন নহে) করিলেন; দেবতাকে 'দর্শন-করিলেন, 'দেব-দর্শন করিলেন; তাহার চাঁদ-মুখ কবে 'দর্শন-করিব, তাহার 'মুখ-দর্শন করিব না; তিনি টাকা 'উপার্জন-করিতে জানেন, 'খরচ-করিতে জানেন না—তিনি 'টাকা-উপার্জন করিয়াছেন বটে, কিন্তু 'আত্ম-সম্মান-জ্ঞান হারাইয়াছেন; দরিদ্রকে 'অন্ন ও বস্ত্র 'দান-কর, আমায় 'অভয়-দান কর; কদাচ 'মিথ্যা-নালিশ করিও না, মিথ্যা (=অনর্থক) 'নালিশ-করিও না » ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—সংযোগ-মূলক ক্রিয়ার প্রথম অংশ বিশেষ্য হয়। সংযোগ মূলক ধাতু ভিন্ন, বাঙ্গালায় **যৌগিক-ক্রিয়া** (Compound Verbs) আছে, এগুলিতে দুইটী ধাতু মিলিয়া একটী ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ করে। যৌগিক-ক্রিয়া-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।

সমাপিকা- ও অসমাপিকা-ক্রিয়া

(Finite and Infinite Verbs)

ক্রিয়া দুই প্রকারের—**সমাপিকা ও অসমাপিকা**। কে ক্রিয়াপদ-দ্বারা অর্থের সমাপন হয় অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তব্য সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশিত হয়, সেই ক্রিয়া-পদকে **সমাপিকা-ক্রিয়া** বলে; যেমন—« আমি যাই; সে বলিল; তাহারা গান গাহিতেছে; তুমি আগে রোজ-রোজ আসিতে, এখন আস না » ইত্যাদি। এই সকল দৃষ্টান্তে, উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে বক্তব্যটীকে ক্রিয়া-পদ-দ্বারা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে; অতএব « যাই, বলিল, গাহিতেছে, আসিতে, আস »—এগুলি সমাপিকা-ক্রিয়া।

কিন্তু যেখানে কোনও ক্রিয়া-পদ, উদ্দেশ্যের বিধেয় হইয়াও সম্পূর্ণ-ভাবে উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে বলে না, বাক্যটীর অর্থ পূরা করিয়া দেয় না,—বাক্যটী শেষ করিতে হইলে যেখানে অন্য ক্রিয়া-পদের অপেক্ষা থাকে, সেখানে তদ্রূপ ক্রিয়া-পদকে **অসমাপিকা-ক্রিয়া** বলে; যেমন—« আমি ভাত **খাইয়া** (বা গাড়ী **করিয়া**) [যাইব]; সে **চেঁচাইয়া** [বলিল, উঠিল, কাঁদিতেছে, ডাকিবে, ইত্যাদি]; তাহারা **নাচিতে নাচিতে** [আসিতেছে, গান গাহিবে, জয়ধ্বনি করিল, ইত্যাদি]; তুমি আমার বাড়ী **হইয়া** [যাইবে]; তুমি **বলিলে** [তবে আমি বলিব] » ইত্যাদি।

এই প্রকারের অসমাপিকা-ক্রিয়া ভিন্ন, **ক্রিয়া-মূলক বিশেষ্য ও বিশেষণ** (Verbal Nouns and Adjectives) আছে, ধাতুর উত্তর কৃৎ-প্রত্যয় করিয়া এগুলি গঠিত হয়; এগুলিকে **কৃদন্ত-পদ** বলে। যেমন—« √দেখ্‌—দেখা (= দৃষ্ট, দর্শন-কার্য্য); দেখন্ত; দেখিতে-দেখিতে; দেখিবার জন্য, দেখিবা-মাত্র; দেখন » ইত্যাদি। এই সমস্ত কৃদন্ত-পদ ঠিক ক্রিয়া-পদ নহে।

অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়া—
মুখ্য, গৌণ ও সমধাতুক কর্ম

যে ক্রিয়া কেবলমাত্র কর্তাকে অবলম্বন করিয়া ঘটে, যাহার কর্ম নাই, তাহাকে, **সকর্মক-ক্রিয়া** বলে ; যেমন—« আমি আছি ; রাম গেল ; গোপাল আসিবে ; গাছ বাড়িতেছে ; আম পাকিল » ইত্যাদি।

কিন্তু যেখানে ক্রিয়া-পদের দ্বারা বর্ণিত ব্যাপার, কোনও কর্মকে অবলম্বন করিয়া তবে সম্পূর্ণ হয়, সেখানে উহাকে **সকর্মক-ক্রিয়া** বলে ; যেমন—« আমি বই পড়ি ; সে কথা শুনিবে ; মা ভাত রাঁধিতেছেন »—এখানে « পড়ি, শুনিবে, রাঁধিতেছেন » এই ক্রিয়াপদ-ত্রয় কেবল কর্তাকেই অবলম্বন করিয়া নহে, এগুলি, « বই », « কথা », « ভাত » এই তিনটী কর্মকে আশ্রয় করিয়া সার্থক হইয়াছে। সকর্মক-ক্রিয়া-সম্বন্ধে « কি » বা « কাহাকে » এই সর্বনাম-পদ-দ্বারা প্রশ্ন করা যাইতে পারে ; অকর্মক-ক্রিয়া-সম্বন্ধে সাধারণতঃ এরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

সকর্মক-ক্রিয়া একাধিক কর্মকে অবলম্বন করিয়া হইতে পারে ; যেমন—« আমি তোমায় বইখানি দেখাইব ; যোগেশ সুবোধকে রাম-বাবুর বাড়ী দেখাইতে লইয়া গিয়াছে ; মাষ্টার-মহাশয়কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিও ; আমি মাকে চিঠি লিখিব , শত্রুকেও মিষ্ট কথা বলিবে » ইত্যাদি। এই দুই কর্মের মধ্যে, একটীকে **মুখ্য কর্ম** ও অন্যটীকে **গৌণ কর্ম** বলে। যাহার সুবিধার বা অসুবিধার জন্য, অথবা ভালর বা মন্দর জন্য, কিংবা যাহাকে উদ্দেশ করিয়া ক্রিয়া-পদের কার্য্য করা হয়, তাহা **গৌণ কর্ম** (Indirect Object) ; এবং যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া কার্য্য ঘটে, তাহা **মুখ্য কর্ম** (Direct Object)। অর্থাৎ ব্যক্তিবাচক কর্মকে গৌণকর্ম ও বস্তুবাচক কর্মকে মুখ্যকর্ম বলা যাইতে পারে। উপরের দৃষ্টান্ত গুলিতে « তোমায়, সুবোধকে, মাষ্টার-মহাশয়কে, মাকে, শত্রুকে »—এগুলি গৌণ কর্ম ; « বইখানি, বাড়ী, প্রশ্ন, চিঠি, কথা »—এগুলি মুখ্য কর্ম।

অকর্মক-ক্রিয়াকেও সকর্মক করিয়া ব্যবহার করা যায় ; ক্রিয়া-ঘটিত ব্যাপার বা কার্য্যকে আশ্রয় করিয়াই ক্রিয়ার সম্পূর্ণতা, এইভাবে চিন্তা করিয়া, ক্রিয়ার সহিত সমধাতুক ভাব-বিশেষ্য বা ক্রিয়া-দ্যোতক বিশেষ্যপদকে (Verbal Noun-কে) কর্মরূপে ধরিয়া লইয়া, অকর্মক-ক্রিয়াকে সকর্মক করিয়া দেখানো যায় ; যথা—« খুব ঘুম ঘুমাইয়াছ (=খুব গভীর ভাবে ঘুমাইয়াছ) ; কি বসাই বসিয়াছেন, মরি মরি ! খুব চমৎকার নাচ নাচিল ; আর মায়াকান্না কাঁদিতে হইবে না ; এমন মরণ মরিতে পারা ভাগ্যের কথা ; কি মিষ্টি হাসি হাস্‌ল ! » ইত্যাদি। এইরূপ কর্মকে **সমধাতুক কর্ম** (Cognate Object) বলে। সাধু-ভাষায় সমধাতুক কর্মের প্রয়োগ বিরল, চলিত ভাষাতেই ইহা খুব সাধারণ।

ক্রিয়ার প্রকার (Mood)

যে উপায়ে ক্রিয়া-পদের বর্ণিত কার্য্য ঘটিবার প্রকার অথবা রীতির বোধ বা দ্যোতনা হয়, তাহাকে ক্রিয়ার **ভাব-প্রদর্শক প্রকার** (Mood) বলে ; যথা—« সে যায় » ; এখানে « যায় » এই ক্রিয়া-পদ, কেবল যাওয়া-রূপ ঘটনা যে ঘটিয়া থাকে, মাত্র ইহা উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইল, কেবল সাধারণ-ভাবে ঘটনাটী ঘটিবার অবধারণ অথবা নির্দেশ করিল ; « সে যাউক »—এখানে বক্তার আজ্ঞা, অনুমোদন, বা প্রার্থনা জানানো হইল যে, যাওয়া-ঘটনা ঘটুক ; « যদি সে যায় » —এক্ষেত্রে যাওয়া-ঘটনার অনিশ্চয়তা দ্যোতিত হইতেছে ; « আমায় বলিলে আমি যাইতাম »—এখানে যাওয়ার সম্ভাব্যতা সূচিত হইতেছে। সংস্কৃত ভাষায় ক্রিয়ায় এইরূপ বিভিন্ন প্রকার থাকা সত্ত্বেও, ক্রিয়ার এই **প্রকার** লইয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে পৃথক্ আলোচনা নাই। ইংরেজী Mood শব্দের প্রতিশব্দ-স্বরূপ রাজা রামমোহন রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণে **প্রকার** শব্দ ব্যবহার করেন।

ক্রিয়ার এইরূপ বিবিধ **প্রকার** (Mood) আছে ; যথা—

[১] **অবধারক বা নির্দেশক প্রকার** (Indicative Mood) ;

[২] **আজ্ঞা-দ্যোতক বা নিয়োজক প্রকার,** অথবা **অনুজ্ঞা** (Imperative Mood) ;

[৩] **ঘটনান্তরাপেক্ষিত প্রকার বা সংযোজক প্রকার** (Subjunctive Mood)।

বাঙ্গালা ক্রিয়ায় ধাতু-রূপে বিভিন্ন প্রকারের প্রদর্শনের স্থান নাই—কেবল নির্দেশক ও অনুজ্ঞা প্রকারের বিশিষ্ট বিভক্তি আছে।

বাচ্য (Voice)

ক্রিয়ার যে রূপ-ভেদের দ্বারা জানা যায় যে, ক্রিয়ার অন্বয় বা সম্বন্ধ বিশেষ করিয়া কর্তার সহিত বা কর্মের সহিত, কিংবা কর্তা ও কর্ম ইহাদের দুইয়ের কাহারও সহিত না হইয়া, কেবল ক্রিয়ার কার্য্য-মাত্র সূচিত হয়, সেই রূপ-ভেদকে ক্রিয়ার **বাচ্য** বলে ; যথা—« আমি বই পড়ি, বই আমাকর্তৃক পড়া হয় ; এ বই আমার পড়া হয় নাই »।

বাচ্য চারি প্রকারের : [১] **কর্তৃবাচ্য,** [২] **কর্মবাচ্য,** [৩] **ভাববাচ্য,** ও [৪] **কর্মকর্তৃবাচ্য।**

[১] **কর্তৃবাচ্য** (Active Voice)—যেখানে ক্রিয়ার কার্য্য কর্তা-ই করে, কর্তা-ই বাক্যের মধ্যে প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, সেখানে ক্রিয়াকে কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া বলে ; যথা—« সে আসে ; আমি গিয়াছিলাম ; রামকে আমি ডাকিব ; তাহাকে খাইতে বলিয়াছি (কর্তা 'আমি' উহ্য) »। কর্তৃবাচ্যে কর্তা প্রথমা বিভক্তির হয়, এবং ক্রিয়া সকর্মক হইলে, কর্ম দ্বিতীয়া-বিভক্তির হয়। কর্তাকে অনুসরণ করিয়া ক্রিয়ার রূপ উত্তম, মধ্যম অথবা প্রথম পুরুষের হয়।

[২] **কর্মবাচ্য** (Passive Voice)—যেখানে কর্মই মুখ্য-রূপে প্রতীয়মান হয়, কর্তা অপেক্ষা যেন কর্মের সহিতই ক্রিয়ার ঘটনার প্রধান যোগ কল্পিত হয়, সেখানে ক্রিয়াকে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া বলা হয় ; যথা—« আমার দ্বারা এ কার্য্য হইয়াছে ; তুমি রামকর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছ ; চোর পাহারাওয়ালার দ্বারা ধরা পড়িয়াছে ; দূর হইতে চন্দ্র ছোট দেখায় ; দুল পরিবার জন্য কান বেঁধায় »

ইত্যাদি। কর্মবাচ্যে মূল বা সত্যকার কর্তা তৃতীয়া বিভক্তিতে আনীত হয়, মূল কর্ম প্রথমা বিভক্তিতে পড়ে এবং ইহাই ক্রিয়ার কর্তা বলিয়া কল্পিত হয়; ইহাতে ক্রিয়ার সাধারণ রূপেও পরিবর্তন ঘটে। কখনও-কখনও মূল কর্তা অনুল্লিখিত বা উহ্য থাকে; এবং মূল কর্ম, ব্যক্তি-বাচক বা বিশিষ্ট-প্রাণি-বাচক হইলে, কর্তৃকারকে নীত না হইয়া, দ্বিতীয়া (বা চতুর্থী) বিভক্তিতে নীত হয়; যথা—« আমাকে দেখা যায়; আমায় দেখা হয়; রামকে বলা হয়; তাহাকে ডাকা হইবে (=সে আহূত হইবে) » ইত্যাদি। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে মুখ্য কর্ম কর্তা হইয়া দাঁড়ায় এবং গৌণ কর্ম পূর্বের মত দ্বিতীয়া বা চতুর্থী বিভক্তি যুক্তই থাকে; যথা—« ভিখারীকে আমি একটী পয়সা দিলাম—আমার দ্বারা ভিখারীকে একটী পয়সা দেওয়া হইল; শিক্ষক-মহাশয় বালকদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দিলেন—শিক্ষক-মহাশয়-কর্তৃক (বা শিক্ষক-মহাশয়কে দিয়া) বালকদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইল » ইত্যাদি।

[৩] যেখানে ক্রিয়াই বাক্যের মধ্যে প্রধান বক্তব্য বলিয়া প্রতীত হয়, বক্তার নিকটে ক্রিয়ার ঘটনাই প্রধান, কর্তা বা কর্ম প্রধান নহে, সেখানে **ভাববাচ্য** (Neuter, Intransitive, Passive বা Impersonal Voice) হয়; যথা—« তোমার ঘুমানো হইয়াছে? আমার আসা হইবে না; খোকার শোওয়া হয় নাই; আমাকে যাইতে হইবে » ইত্যাদি।

[৪] **কর্মকর্তৃবাচ্য** (Middle Voice, Quasi-Passive Voice):—কতকগুলি ক্রিয়ায় কর্তা কে, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন, কর্মই যেন নিজের উপরে ক্রিয়া করে; এইরূপ ক্রিয়ায় কর্মকর্তৃবাচ্য বিদ্যমান; যথা—« কলসী ভরে; ফল পাকে; বাঁশ ভাঙ্গিতেছে; শীত করিতেছে; তাঁহার বইখানি বাজারে বেশ কাটিতেছে; কাপড় ছিঁড়ে; গ্রামে আর শাঁখ বাজে না » ইত্যাদি। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক-ঘটনাত্মক ক্রিয়াতেই এই বাচ্যের প্রয়োগ হয়; এখনকার বাঙ্গালায় কর্তৃবাচ্যের রূপ হইতে এই কর্মকর্তৃবাচ্যের রূপ অভিন্ন, কেবল অর্থে ইহাদের পার্থক্যটুকু বুঝা যায়।

প্রয়োজক (প্রেরণার্থক, অথবা ণিজন্ত) ক্রিয়া

(Causative Verb)

যে ক্রিয়ার কার্য্য একজনের প্রেরণা বা চালনার দ্বারা অন্যজন-কর্তৃক সংঘটিত হয়, সেই ক্রিয়াকে **প্রয়োজক** বা **প্রেরণার্থক** ক্রিয়া বলে। সংস্কৃত ব্যাকরণে ক্রিয়াকে প্রেরণার্থক করিবার জন্য যে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় তাহাকে « ণিচ্ » বলা হয়; এই জন্য « ণিচ্ » বা প্রেরণার্থক-প্রত্যয়-যুক্ত ক্রিয়াকে **ণিজন্ত** ক্রিয়াও বলে (ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত)।

প্রয়োজক বা প্রেরণার্থক ক্রিয়ায় প্রেরক বা চালক এই ক্রিয়ার কর্ত্তা হয়, তাহার দ্বিতীয়া (বা চতুর্থী) অথবা তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেখানে মূল ক্রিয়া অকর্ম্মক থাকে, সেখানে প্রয়োজক ক্রিয়া সকর্ম্মক হয়; এবং ক্রিয়ার কার্য্য যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে কর্ম্ম-কারকে (ক্বচিৎ বা করণে) আনা হয়; মূল ক্রিয়া সকর্ম্মক থাকিলে, অনুষ্ঠাতা করণ-কারকে নীত হয়; মূল ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক হইলে, মূল কর্ম্ম-দ্বয় কর্ম্ম-রূপেই অবিকৃত থাকে, এবং অনুষ্ঠাতা করণ-রূপে পরিবর্তিত হয়; যথা—

[১] অকর্ম্মক মূল ক্রিয়া—« খোকা হাসে »; প্রয়োজক রূপ—« (মা) খোকাকে হাসায় »: « সে নাচিবে », প্রয়োজক—« (বা আর কেহ) আমি তাহাকে (বা তাহাকে দিয়া) নাচাইব (বা নাচাইবে) »।

[২] সকর্ম্মক মূল ক্রিয়া—« খোকা দুধ খায় », প্রয়োজক—« (মা) খোকাকে দুধ খাওয়ায় »; « চাকর ঘর ধুইতেছে », প্রয়োজক—« (মনিব) চাকরকে দিয়া ঘর ধোয়াইতেছেন »।

[৩] দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া—« রাম গোপালকে গালি দিল », প্রয়োজক—« শ্যাম (বা অন্য কেহ) রামকে দিয়া (রামের দ্বারা) গোপালকে গালি দেওয়াইল »।

« রাম শ্যামকে বইখানি দিল »—প্রয়োজক (১) « রাম (যদুর দ্বারা) শ্যামকে বইখানি দেওয়াইল »। (২) « রামের দ্বারা (যদু বা আর কেহ) শ্যামকে বইখানি দেওয়াইল। » দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তা ভিন্ন, করণাত্মক অন্য কোনও ব্যক্তির যদি উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে মূল ক্রিয়ার কর্ত্তা, অর্থানুসারে কর্ম্ম- বা করণ-কারকে নীত হয়; যথা—« রাম শ্যামের নিকটে বই

পড়িতেছে », প্রয়োজক রূপ—(১) « শ্যাম রামকে বই পড়াইতেছে », (২) « যদু রামকে (বা রামকে দিয়া) শ্যামের নিকটে বই পড়াইতেছে », (৩) « শ্যাম রামের দ্বারা (বা রামকে দিয়া) বই পড়াইতেছে »।

উপর্যুক্ত বাক্যগুলি হইতে দেখা যায় যে, প্রয়োজক-ক্রিয়া দুই প্রকারের হয়; এক প্রকারের প্রয়োজক-ক্রিয়ায় এক জন, দ্বিতীয় কোনও জনকে কোনও কার্য্যে চালিত করে; এবং দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োজক-ক্রিয়ায় প্রথম ব্যক্তি, দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির সাহায্যে বা দ্বারায়, তৃতীয় কাহাকেও কোনও কার্য্যে চালিত করে; এই দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োজক-ক্রিয়াকে « পরিচালিত » বা « আরোপিত প্রয়োজক » বলা যায়।

বাঙ্গালা ভাষায় মূল ধাতুতে « -আ » -প্রত্যয় যোগ করিয়া প্রয়োজক ধাতু গঠিত হয়। স্বরান্ত ধাতু হইলে, অন্তঃস্থ-ব-শ্রুতি মতে (পূর্বে দ্রষ্টব্য) এই « আ -»-কে « ওয়া » (অর্থাৎ ৱা) রূপে পাওয়া যায়; যথা—« কর্—করা; চল্—চলা; নাচ্—নাচা; দেখ—দেখা; যা—যাআ>যাওয়া [=জাৱা]; খা—খাআ>খাওয়া; দে—দেআ>দেওয়া; হ—হওয়া » ইত্যাদি।

কতকগুলি বাঙ্গালা মৌলিক ধাতুর উৎপত্তি, সংস্কৃতের প্রয়োজক রূপ হইতে ঘটিয়াছে। এগুলিতে বাঙ্গালা প্রয়োজকের « -আ » -প্রত্যয় পাওয়া যায় না। বাঙ্গালায় এগুলির প্রয়োজক প্রকৃতি অনেকটা বজায় আছে; তথাপি, « -আ »-প্রত্যয়-যোগে এগুলি হইতে আবার নূতন প্রয়োজক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়; যথা—« চল্—চাল্—চালা; বহ্—বাহ্—বাহা; মর্—মার্—মারা » ইত্যাদি। কার্য্যতঃ এগুলিকে বাঙ্গালা ভাষায় আর প্রয়োজক-ক্রিয়া বলা চলে না।

চলিত-ভাষায়, ধাতুর স্বর-ধ্বনি « ই, উ, ও » এবং ক্বচিৎ « এ » থাকিলে, বিভিন্ন-কাল-দ্যোতকরূপে ণিজন্ত প্রত্যয় « -আ », পরিবর্তিত হইয়া « ও » (অথবা উহার বিকার « উ ») -রূপে মিলে; যথা—« করাইতেছে—করাচ্ছে; ঘুরাইল—ঘুরালো, ঘুরোলো, ঘুরুলো; লুকাইবে—লুকাবে, লুকোবে, লুকুবে »।

নামধাতু (Denominative Verbs)

নাম, অর্থাৎ বিশেষ্য, বিশেষণ এবং (প্রসারে) অব্যয় শব্দ, ক্রিয়া-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোনও-কোনও স্থলে, প্রত্যয়-যোগ না করিয়া নাম-শব্দটী

ধাতু-রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা— « কম—কমে ; তাত—তাতিল ; জম—জমিবে ; পাক—পাকিবে ; ঘাম—ঘামে ; পাত—পাতে ; মাত—মাতে, » ইত্যাদি। কবিতার ভাষায় সংস্কৃত বিশেষ্য-পদকে এই রূপে প্রত্যয়-যুক্ত না করিয়া ক্রিয়া-রূপে ব্যবহার করা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার ; যথা—« দান—দানিলা ; প্রকাশ—প্রকাশিয়া ; প্রভাতিল, প্রলোভিয়া, বিনোদিয়া, প্রবেশিতে, রোপিল, মুকুলিল, প্রতিবিধিৎসিতে » ইত্যাদি। কখনও-কখনও বাঙ্গালার ধাতুটী, প্রত্যয়-হীন শব্দ হইতে জাত নাম-ধাতু, কিংবা মৌলিক সংস্কৃত ধাতু,—ইহা স্থির করা কঠিন হইয়া পড়ে ; যথা—« দোষ » শব্দ হইতে « দোষিবে », কিন্তু চলিত ভাষায় « দুষ্‌বে » ; « দোষ » শব্দ-জাত নাম-ধাতু-রূপে, অথবা সংস্কৃত « দুষ্‌ »-ধাতু, উভয় প্রকারেই ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে। তদ্রূপ—« রোষিল—রুষ্‌ল ; রোধিল—রুধ্‌লে »।

কিন্তু সাধারণতঃ শব্দকে « -আ »-প্রত্যয়ান্ত করিয়া নাম-ধাতু সৃষ্ট হয় ; এবং « -আ »- প্রত্যয়ান্ত নাম-ধাতু, প্রয়োজক ধাতুর ন্যায় রূপ ধারণ করে ; যথা—« চাবুক—চাবুকা>চাব্‌কা ; লতা—লতা+আ=লতায় ; চড়—চড়া ; কামড়—কামড়া ; লাথি—লাথ+আ=লাথা ; পিছল—পিছ্‌লা ; তল—তলাইল ; জড়—জড়ায় ; ছোব—ছোবানো »।

অনুকার-সূচক অব্যয়-পদের উত্তর « আ » যোগ করিয়া, এইরূপ নাম-ধাতু সৃষ্ট হয় ; যথা—« মড়মড়—মড়মড়াইয়া ; ঝনঝনা, সন্‌সনা, মস্‌মসা, ঠন্‌ঠনা, তড়বড়া » ইত্যাদি। এই রূপ নাম-ধাতুজ অসমাপিকা ক্রিয়া বহুশঃ ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়।

চলিত-ভাষায় প্রয়োজক-ক্রিয়ার ন্যায় নাম-ধাতুতেও « আ »- স্থানে « ও »-প্রত্যয় আইসে।

বিভিন্ন কাল-অনুসারে প্রয়োজক-ক্রিয়ায় ও নাম-ধাতুতে যে সকল প্রত্যয় ও বিভক্তি যুক্ত হয়, সেগুলি সাধারণ ক্রিয়ারই মতন—সাধু-ভাষায় এই « -আ »-প্রত্যয়-যুক্ত প্রয়োজক-ক্রিয়ায় এক প্রকারেরই ধাতুরূপ হয়। চলিত-

ভাষায় স্বর-সঙ্গতি- ও অভিশ্রুতি-অনুসারে, ধাতুর রূপে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

অসমাপিকা ক্রিয়া (Conjunctives)

অসমাপিকা ক্রিয়া বাঙ্গালায় দুইটী—ধাতুর উত্তর যথাক্রমে « -ইয়া » -প্রত্যয় এবং «-ইলে » -প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়; যথা—« করিয়া, চলিয়া, রাখিয়া, দেখিয়া, শুনিয়া, গাহিয়া ; করিলে, চলিলে, রাখিলে, দেখিলে, শুনিলে, গাহিলে » ইত্যাদি।

চলিত ভাষায় « ইয়া »-প্রত্যয় « এ » হয় এবং তৎপর অভিশ্রুতি হেতু ধাতুর স্বরের পরিবর্তন হয়—« করিয়া > ক'রে, চলিয়া > চ'লে, রাখিয়া > রেখে » ইত্যাদি। চলিত ভাষায় অভিশ্রুতির ফলে « ইলে »-প্রত্যয় « লে » হয়,— « করিলে > ক'রলে ; দেখিলে > দেখ্‌লে, চলিলে > চ'ল্‌লে » ইত্যাদি।

এই দুই প্রত্যয়ের মধ্যে, « **ইয়া** » **কর্তৃনিষ্ঠ**, এবং « **-ইলে** » **অন্যাশ্রয়ী অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রকাশক** ; অর্থাৎ « -ইয়া » -প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা, বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তার সহিত অভিন্ন ; এবং ইহার দ্বারা মাত্র এমন অসমাপ্ত ঘটনার উল্লেখ হয়, যাহা বাক্যের সমাপিকা-ক্রিয়া-বর্ণিত ঘটনার পূর্বে আরব্ধ হইয়াছে ; যথা—« আমি দেখিয়া বলিব ; তুমি আসিয়া দেখিলে » ইত্যাদি। কিন্তু « -ইলে »- প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা, বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়া হইতে পৃথক্ হইতে পারে, এবং ইহার দ্বারা সূচিত ঘটনার পূর্বত্ব সূচিত হয় ; এতদ্ভিন্ন, ইহার উপর সমাপিকা ক্রিয়ার ঘটনও নির্ভর করে ; যথা—« আমি ফিরিয়া আসিলে, তুমি যাইবে ; আমি সময়-মত ফিরিলে পরে, যাইতে পারি ; আমি আসিলে (পরে), তুমি যাইও » ইত্যাদি। তুলনীয়—« টাকা ধার করিয়া (='আমি প্রথম টাকা ধার করিব, পরে') তোমায় দিব » এবং « টাকা ধার করিলে (='যদি আমি টাকা ধার করি, তাহা হইলে'), তোমায় দিব »—« -ইলে »-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা সম্ভাব্যতা বুঝায়।

« -ইলে »-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া কর্তার সহিত ভাবার্থে অর্থাৎ পৃথক্ প্রস্তাব-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ অর্থে « -ইয়া »- প্রত্যয় প্রযুক্ত হয় না ; যথা—« রামে মারিলেও মরিবে, রাবণে মারিলেও মরিবে ; আমি তাহাকে দিলে, তবে সে বাঁচে » ইত্যাদি।

« -ইয়া » -প্রত্যয় কবিতায় সংক্ষিপ্ত হইয়া « -ই' »- রূপে অবস্থান করে; যথা—« করি', ধরি', চলি', লই', হই', মারি' » ইত্যাদি।

দুইটী বা দুইয়ের অধিক ঘটনা একই কর্তার দ্বারা পর পর সাধিত হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় যতগুলি পৃথক্ ঘটনা ততগুলি সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় না—সাধারণতঃ পর পর « -ইয়া » -প্রত্যয়-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করিয়া, মাত্র শেষের ক্রিয়াটীকে সমাপিকা-রূপে প্রয়োগ করা হয়। ইংরেজীর সঙ্গে তুলনা করিলে, ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার একটী বিশিষ্ট রীতি বলা যায় ; যথা—ইংরেজীতে Go home, take your bath, finish your meal, and come back soon, কিন্তু বাঙ্গালায় « *বাড়ী গিয়ে নেয়ে ভাত খেয়ে শীগ্‌গির ফিরে এসো » (« বাড়ী যাও, নাও, ভাত খাও এবং শীঘ্র ফিরিয়া আইস » -এরূপ নহে)।

« -ইয়া » -প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া কখনও-কখনও কর্তার অথবা ক্রিয়ার বিশেষণের মত ব্যবহৃত হয় ; যথা—« কন্দিয়া কান্দিয়া রাণী আইল বাহিরে ; *নেচে নেচে আয় মা শ্যামা ; শিব নাচি' নাচি' যায় ; ধরিয়া ধরিয়া লিখ » ইত্যাদি।

« -ইয়া »-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া বহুশঃ বাক্যস্থ সমাপিকা ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা, « কষিয়া বাঁধা, চাপিয়া ধরা, ভাল করিয়া পড়া » ইত্যাদি। (এ সম্বন্ধে পরে « যৌগিক ক্রিয়া » দ্রষ্টব্য।)

« -ইলে » -যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত, « পরে » এই ক্রিয়ার বিশেষণ বাঙ্গালায় বিশেষ-ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যথা—« আমি করিলে পরে ; তুমি আসিলে পরে ; সে চিঠি লিখিলে পরে » ইত্যাদি। এইরূপ স্থলে, « আমি করিয়াছি বা করিয়াছিলাম পরে ; তুমি আসিয়াছ বা আসিয়াছিলে পরে ; সে চিঠি লিখিয়াছে বা লিখিয়াছিল পরে », এইরূপ পুরাঘটিত বর্তমান বা পুরাঘটিত অতীতের প্রয়োগ, বাঙ্গালা সাধু- ও চলিত-ভাষা উভয়েরই প্রকৃতির বিরোধী, অতএব বর্জনীয়।

ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ (Verbal Adjectives, Participles)—
কর্তৃবাচ্যে « -ইতে » ও কর্মবাচ্যে « -আ, -আনো »

[ক] ধাতুর উত্তর কৃৎ-প্রত্যয় « -ইতে » (চলিত ভাষায় « -তে », সঙ্গে সঙ্গে অভিশ্রুতি-জাত ধ্বনি-পরিবর্তন ঘটে) যোগ করিয়া, কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়া-দ্যোতক বিশেষণের সৃষ্টি হয়। এইরূপ ক্রিয়া-বাচক বিশেষণের দুই প্রকার প্রয়োগ হয়—[১] একক প্রয়োগ, [২] দ্বিরুক্ত প্রয়োগ।

[১] যখন কোনও পদার্থের কর্তৃরূপে পৃথক্ অস্তিত্ব জানানো হয়, তখন এই কর্তৃবাচ্যের বিশেষণের একক প্রয়োগ হয়। ক্রিয়া-বাচক বিশেষণের সহিত কর্তৃরূপে যে পদ সংশ্লিষ্ট, তাহা প্রথমা, দ্বিতীয়া বা চতুর্থী অথবা ষষ্ঠী বিভক্তি-যুক্ত হইতে পারে; এইরূপ প্রয়োগকে **ভাবে প্রয়োগ** (Absolute Use) বলে; তদনুসারে সেই পদকে « ভাবে প্রথমা, ভাবে চতুর্থী বা ভাবে ষষ্ঠী » বলা চলে; যথা—« ঘর থাকিতে, বাবুই ভিজে; দাঁত থাকিতে, দাঁতের মর্য্যাদা কেহ বুঝে না; রাম না হইতে (বা রাম না জন্মিতে) রামায়ণ; সে হাসিতেই আমি তাহাকে চিনিয়া ফেলিলাম; কেহও কখনও তাহাকে রাগ করিতে দেখে নাই, আমি চাহিতেই রামবাবু আমায় বইখানি দিলেন; জ্বর হইলে (কাহাকেও) ভাত খাইতে নাই; ঈশ্বর থাকিতে এ পাপের সাজা না হইয়া যায় না; আমি তাহাকে যাইতে দেখিলাম (তুলনীয়—অমি তাহাকে যাইতে-যাইতে দেখিলাম); সকলেই বলিবে, জ্বর-অবস্থায় কাহাকেও (বা কাহারও) স্নান করিতে নাই; গোপালকে আম পাড়িতে দেখিলাম; দুধে মাখন থাকিতেও কেহ তাহা পৃথক্ করিয়া দেখিতে পায় না; শেষটায় তাহাকে এই কাজ করিতে হইল (পূর্বে দ্রষ্টব্য—« কারক-বিভক্তির প্রয়োগ—(১) কর্তৃকারক) » ইত্যাদি।

[২] যখন কর্তা অন্য ব্যাপারে লিপ্ত থাকিবার অবস্থায় কোনও কিছু করে, তখন এই কর্তৃবাচ্যের বিশেষণকে দ্বিরুক্ত করিয়া প্রয়োগ করা হয়—ইহা একক অবস্থান করে না। বাক্যস্থ অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা কার্য্যান্তর-সাধন

করিলে, অসমাপিকা ক্রিয়ারও দ্বিত্ব হয়; যথা—« সে নাচিতে-নাচিতে আসিল; সমস্ত পথ চমৎকার দৃশ্য দেখিতে-দেখিতে আমরা যাইতে লাগিলাম; ঘুমাইতে-ঘুমাইতে কোনও কাজ করা যায় না; আমি থাকিতে-থাকিতে কাজটুকু চুকাইয়া লইয়ো » ইত্যাদি।

এই « -ইতে » -প্রত্যয়, সংস্কৃতের শতৃ-প্রত্যয় « -অন্ত্ » হইতে উদ্ভূত, এবং উৎপত্তির দিক্ ধরিলে, ইহাকে শতৃ-পদের « ভাবে সপ্তমী » হইতে জাত বলা চলে।

অনেকগুলি মৌলিক ধাতুর উত্তর « -অন্ত » -প্রত্যয় যোগ করিয়া, 'সেই কার্য্যে নিযুক্ত' এইরূপ অর্থ-দ্যোতক কর্তৃবাচ্যের বিশেষণ গঠিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় এই সব « -অন্ত » -প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ, অন্য সকল বিশেষণের মত, বিশেষ্যের পূর্ব্বেই বসে; যথা—« চলন্ত গাড়ী, ঘুমন্ত ছেলে, জীয়ন্ত (জ্যান্ত) মানুষ, নাচন্ত খোকা, ডুবন্ত সূর্য্য, উঠন্ত বয়স, পড়ন্ত রোদ »। ক্বচিৎ এই বিশেষণের বিধেয়-রূপে প্রয়োগও হয়; যথা—« বাড়ীতে চা'ল বাড়ন্ত (='চাউল বৃদ্ধির অবস্থায় আছে, চাউলের প্রাচুর্য্য'—অভাব-জনিত অমঙ্গল উল্লেখ না করিবার ইচ্ছায়, চাউল না থাকিলে এইরূপ বলিয়া থাকে); সূর্য্য তখন ডুবন্ত (=একেবারে ডুবে নাই) » ইত্যাদি।

[খ] ধাতুর উত্তর « -আ » এবং « -আনো (-আন) » প্রত্যয়-যোগে, কর্ম্মবাচ্যে বিশেষণ গঠিত হয়। মৌলিক ধাতুর উত্তর « -আনো » হয়। য-শ্রুতি, মতে, আ-কারান্ত ধাতুর পরে « -আ, -আনো » আসিলে, « ওয়া, ওয়ানো » হয়; যথা—« খা+আ=খাওয়া, খাওয়া+আনো=খাওয়ানো »। যখন কোনও ক্রিয়ার ফল বা প্রভাব কোনও পদার্থের উপর কার্য্যকর হইয়া থাকে, অথবা কেবল প্রভাব পড়িয়া থাকে, তখন এই কর্ম্মবাচ্যের বিশেষণের প্রয়োগ হয়; যথা—« রাঁধা ভাত, করা কাজ, চষা জমী—ভাত রাঁধা হইয়াছে, কাজ করা হইল, জমী চষা হয়; হারানো ছেলে, জমানো দুধ, কাচা কাপড়; ধোপার বাড়ী থেকে কাচানো কাপড়, কাপড় কাচানো হয় নাই » ইত্যাদি।

উদ্দেশ্যার্থক বা নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া

(Gerundial Infinitive)

ধাতুর উত্তর « -ইতে » (চলিত-ভাষায় « -তে »)- প্রত্যয় যোগ করিয়া, উদ্দেশ্য-বা নিমিত্ত-বাচক অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয় ; যথা—« আমি তোমাকে দেখিতে (=দেখিবার উদ্দেশ্যে বা নিমিত্ত) আসিয়াছি ; সে টাকা উপায় করিতে চায় ; মশা মারিতে কামান পাতা ; * নিতে তার বাধে না, কিন্তু কাকেও কিছু দিতেই তার সর্বনাশ ; মেয়েরা নাহিতে ও জল আনিতে নদীতে যায় » ইত্যাদি ।

« ইতে » -প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া, ইচ্ছা, বিধি, আবশ্যকতা, শক্তি, আদেশ, আরম্ভ প্রভৃতি জ্ঞাপন করিতে ব্যবহৃত হয় ; যথা— « আমার খাইতে ইচ্ছা নাই—খাইতে আমার ইচ্ছা নাই ; আমি খাইতে ইচ্ছুক—খাইতে আমি অনিচ্ছুক ; এ কাজ করিতে মানা আছে ; কাহারও হানি করিতে নাই ; সর্বজীবে দয়া করিতে হয় ; আমি বলিতে পারি না ; আমি লিখিতে অসমর্থ ; ভোজন করিতে সে বিশেষ পটু ; তাহাকে যাইতে দাও ; আশা করি তাহারা তোমাকে খাইতে, ঘুমাইতে ও কথা কহিতে দিয়াছিল ; সে যাইতে লাগিল ; বলিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে থামানো কঠিন হয় ; গল্প করিতে শুরু করিয়া দিল ; আমাকে যাইতেই হইবে ; তোমাকে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই মত দিতে হইবে » ইত্যাদি ।

ভাব-বচন, বা ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য-পদ

(Verbal Nouns)

ক্রিয়ার ভাব বা কার্য্য জানাইবার জন্য, কতকগুলি প্রত্যয় ধাতুর সহিত যুক্ত হয় ; যথা—

[১] « -অন বা অণ (-ওন), অনা, -অনী, -উনী, -নী, -নিঃ » : যথা, « দেখন (=দেখার কার্য্য), চলন, করণ, ধরণ, রহন, সহন, খাওন, রাধন ; আনা

(< আগমন-), গোনা (< গমন-), কাঁদনা > কান্না, রাঁধনা > রান্না, বাটনা, বাড়না ; খানা-পিনা—হিন্দী হইতে ; কাঁদনী—কাঁদুনি ; জ্বলনী—* জ্বলুনী ; পোড়নী » ইত্যাদি। « -অন » -প্রত্যয় পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় বিশেষ প্রচলিত ; চলিত-ভাষায় বহুশঃ ইহার স্থানে [৪] « -আ, -ওয়া » ব্যবহৃত হয়।

[২] « -অ » প্রত্যয় : সাধারণতঃ এই « -অ »-প্রত্যয় অবলুপ্ত—উচ্চারণে ইহা শোনা যায় না ; যথা—« বোল, চাল, নড়-চড়, রহ-সহ » ইত্যাদি।

[৩] « -ঈ, -ই » প্রত্যয় : « বুলি, হাসি, মুড়ি, ফেরী বা ফিরি » ইত্যাদি।

[৪] « -আ, -ওয়া » প্রত্যয় : ইহা, পূর্বে বর্ণিত আ-কারান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ হইতে অভিন্ন ; যথা—« করা, খাওয়া, দেখা, যাওয়া, নেওয়া, লওয়া » ইত্যাদি।

[৫] « -আন, -আনো » : ইহা কর্মবাচ্যের বিশেষণের অন্তর্গত « -আনো » -প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ হইতে অভিন্ন ; যথা—« খাওয়ানো, জিয়ানো, দেখানো » ইত্যাদি। প্রসারে « -আনী, -আনি, -অনি, -উনি »—যথা, « ঝাঁখানি, দেখানি, শুনানী, জ্বলানী > জ্বলনি ; মেলানি (বিদায়) »।

[৬] « -আই » : « বাছাই, যাচাই, লড়াই, বড়াই, ঢালাই, বাঁধাই » ইত্যাদি। (হিন্দী হইতে গৃহীত—« চড়াই, উতরাই, ধোলাই, সেলাই, চোলাই, বনাঈ>বানী (= সেকরার মজুরী) »।)

[৭] « -আও » : কতকগুলি শব্দে পাওয়া যায়—হিন্দীর প্রভাব-জাত : « পাকড়াও, ছাড়াও, বনি-বনাও, উধাও, ফালাও, ঢালাও »।

[৮] « -ইবা » -প্রত্যয় (চলিত-ভাষায় « -বা ») : আধুনিক বাঙ্গালায় ইহা « মাত্র » শব্দ-যোগে এবং ষষ্ঠী ও চতুর্থী বিভক্তিতে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« দিবা-মাত্র, করিবার জন্য ; ধরিবার, খাইবার ; আসিবারে »।

এই প্রত্যয়ের চলিত-ভাষার রূপ « -বা » -তে « -ই » লোপ হইলেও, ধাতুতে অভিশ্রুতি-জাত ধ্বনি-পরিবর্তন হয় না : যথা—« কর্‌বার জন্য » (উচ্চারণে [কর্‌বার], « ক'রবার জন্য [= কোর্‌বার্ জন্য] » নহে)।

কাল ও পুরুষ

(Tense and Person)

প্রত্যয়- ও বিভক্তি-যোগে যে রূপান্তর ঘটিলে, ক্রিয়ার ব্যাপারটী সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে, বা এখনও ঘটিতেছে, বা অতীতে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা ভবিষ্যতে ঘটিবে, এবম্প্রকার সময়ের বোধ হয়, তাহাকে ক্রিয়ার **কাল** বলে।

ক্রিয়ার ব্যাপারটীর কাল, ঘটিয়া থাকে বা ঘটিতেছে বোধ হইলে, তাহাকে **বর্তমানকাল** বলে; সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে বোধ হইলে, **অতীতকাল** বলা হয়; এবং ভবিষ্যতে ঘটিবে বোধ হইলে, **ভবিষ্যৎকাল** বলা হয়।

বর্ত্তমানকাল বাঙ্গালায় চারিটী—

(১) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান—« সে করে »; (২) ঘটনার বর্তমান—« সে করিতেছে »; (৩) পুরাঘটিত বর্তমান—« সে করিতেছে »; (৪) বর্তমান অনুজ্ঞা—« সে করুক »।

অতীতকাল বাঙ্গালায় চারিটি—

(১) সাধারণ অতীত—« সে করিল »; (২) ঘটমান অতীত—« সে করিতেছিল »; (৩) পুরাঘটিত অতীত—« সে করিয়াছিল »; (৪) নিত্যবৃত্ত অতীত—« সে করিত »।

ভবিষ্যৎকাল বাঙ্গালায় চারিটী—(১) সাধারণ ভবিষ্যৎ—« সে করিবে »; (২) ঘটমান ভবিষ্যৎ—« সে করিতে থাকিবে »; (৩) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ—« সে করিয়া থাকিবে »; (৪) ভবিষ্যৎ বা অনুরোধাত্মক অনুজ্ঞা—« করিও »।

এই সকল কালকে রূপ- ও অর্থ-অনুসারে দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়—[ক] **সরল** বা **মৌলিক কাল** (Simple Tenses), এবং

[খ] **মিশ্র** বা **যৌগিক কাল** (Compound Tensess)।

সরল কালের জন্য ক্রিয়ার ধাতুর উত্তর কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয় ও

বিভক্তি যুক্ত হয়; ইহাতে অন্য ধাতুর সহায়তা আবশ্যক করে না। সরল কাল বাঙ্গালায় চারিটী: [১] **সাধারণ বা নিত্য বা অনির্দিষ্ট বর্ত্তমান** (Simple or Indefinite Present), [২] **সাধারণ বা নিত্য অতীত** (Simple or Indefinite Past), [৩] **নিত্যবৃত্ত অতীত** (Habitual Past), এবং [৪] **সাধারণ ভবিষ্যৎ** (Simple Future): যথা—« করে, করিল, করিত, করিবে »।

মিশ্র বা যৌগিক কাল, ক্রিয়ার কৃদন্ত « -ইতে » (চলিত-ভাষায় মূল ধাতুর স্বরধ্বনির পরিবর্ত্তনসহ) অথবা অসমাপিকা « -ইয়া » (চলিত-ভাষায় « -এ ») প্রত্যয়ান্ত রূপের পশ্চাৎ, অবস্থান-বাচক « আছ্ » ধাতুর মৌলিক রূপ যুক্ত করিয়া, গঠিত হয়; যথা—« করিতে + আছে = করিতেছে (*ক'র্‌ছে), করিতে + আছিল = করিতেছিল + (*ক'র্‌ছিল), করিয়া + আছে = করিয়াছে (*ক'রেছে', করিয়া + আছিল = করিয়াছিল (*ক'রেছিল), করিতে থাকিবে, করিয়া থাকিবে »।

মৌলিক-কাল-গঠনে, সাধারণ বর্ত্তমানে ধাতুর উত্তর বিভিন্ন কতকগুলি তিঙ্ বা ক্রিয়া-বিভক্তি-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়; অন্য মৌলিক কালে, ধাতুর পরে কাল-বাচক প্রত্যয় (« -ইল-, -ইত-, -ইব- ») সংযুক্ত হয়, ও তদনন্তর পুরুষ-বাচক বিভক্তি বসে।

ক্রিয়ার যে বক্তা, অর্থাৎ যে নিজের সম্বন্ধে বলে, সে **উত্তম পুরুষ** (First Person); যাহার প্রতি, অথবা উপস্থিত যাহাকে ডাকিয়া বলা হয়, সে **মধ্যম পুরুষ** (Second Person); এবং অনুপস্থিত যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, তাহাকে **প্রথম পুরুষ** (Third Person) বলে। « আমি, আমরা » অর্থে উত্তম পুরুষ; « তুমি, তুই, আপনি, তোমরা, তোরা, আপনারা » অর্থে মধ্যম পুরুষ; এবং « সে, তাহারা, তিনি, তাঁহারা, এ, ও, ইহারা, উহারা, ইনি, উনি, ইঁহারা, উঁহারা » অর্থে প্রথম পুরুষ। সাধারণ বিশেষ্যও প্রথম পুরুষের।

সংক্ষেপে আলোচনার জন্য, ইংরেজীর First Person, Second Person, Third Person এইরূপ সংখ্যা-দ্বারা তিন পুরুষকে নির্দিষ্ট করিবার নজীর ধরিয়া, « উত্তম-পুরুষ, মধ্যম-পুরুষ ও প্রথম-পুরুষ »-এর জন্য যথাক্রমে « ১, ২, ৩ » ব্যবহার করিতে পারা যায়। মধ্যম-পুরুষের সামান্য রূপ, তুচ্ছ রূপ ও সম্ভ্রম-সূচক রূপকে যথাক্রমে « ২ক, ২খ, ২গ » রূপে, এবং প্রথম-পুরুষের সামান্য ও সম্ভ্রমার্থক রূপকে « ৩ক, ৩খ » রূপে জানানো যায়। « ১, ২, ৩ » এর পরিবর্তে, এই তিনটী শব্দের আদ্য অক্ষর « উ, ম, প্র »-ও ব্যবহার করিতে পারা যায়।

নিম্নে বিভিন্ন-পুরুষ-বাচক বিভক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। « আপনি, আপনারা » মধ্যম পুরুষকে উল্লেখ করিলেও, এগুলির জন্য যে বিভক্তি ক্রিয়ায় প্রযুক্ত হয়, সে বিভক্তি গৌরব-বোধক প্রথম পুরুষের বিভক্তি হইতে অভিন্ন; যথা—« আপনি চলেন—তিনি চলেন »।

« √কর্+উত্তম-পুরুষে -ই=করি » (সাধারণ বর্তমান);

« √কর্+মধ্যম-পুরুষে -অহ, -অ বা -ও=করহ, কর, করো » (সাধারণ বর্তমান);

« √কর্+অতীতার্থক প্রত্যয় -ইল- +উত্তম-পুরুষের বিভক্তি -আম=করিলাম » (সাধারণ অতীত);

« √কর্+নিত্যবৃত্ত অতীতার্থক -ইত- +উত্তম-পুরুষের বিভক্তি -আম=করিতাম »;

« √কর্+ভবিষ্যদ্বাচক -ইব- +উত্তম-পুরুষের বিভক্তি -অ=করিব »; ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় ক্রিয়ার পুরুষ-বাচক বিভক্তিতে এক-বচনে ও বহু-বচনে কোনও পার্থক্য নাই—একই বিভক্তি-দ্বারা বাঙ্গালায় এক-বচন ও বহু-বচন উভয়বিধ পুরুষ দ্যোতিত হয়; যথা—« তুই করিস্, তোরা করিস্; আপনি করিলেন, আপনারা করিলেন »।

বাঙ্গালা ক্রিয়ার কাল-বাচক রূপগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। সঙ্গে-সঙ্গে প্রথম « কর্ » ধাতুর সাধুভাষায় প্রযুক্ত সমগ্র রূপগুলি, পরে প্রত্যয় ও বিভক্তিগুলি পৃথক্ প্রদর্শিত হইতেছে। কতকগুলি কাল-বাচক শব্দ বা নাম যথারীতি সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালা কাল-বাচক

রূপগুলির উৎপত্তি ও প্রকৃতি এখন সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ-রূপে পৃথক্ হইয়া দাঁড়ানোর কারণ, এবং ইংরেজী প্রভৃতি কতকগুলি ভাষার কাল-রূপের সহিত ইহার সাদৃশ্য অধিক বলিয়া, বাঙ্গালার জন্য নূতন নামের আবশ্যকতা আছে।

[ক] **সরল কাল-সমূহ** (Simple Tenses):

[১] **সাধারণ বা সামান্য বা মৌলিক অথবা নিত্য বর্তমান** (Simple Present):

« (১) আমি, আমরা করি; (২ক) তুমি, তোমরা করহ, কর, করো—(২খ) তুই, তোরা করিস্—(২গ) আপনি, আপনারা করেন; (৩ক) সে, তাহারা করে—(৩খ) তিনি, তাঁহারা করেন »।

[২] **সাধারণ বা নিত্য অতীত** (Simple Past):

« (১) আমি, আমরা করিলাম; (২ক) তুমি, তোমরা করিলে—(২খ) তুই, তোরা করিলি—(২গ) আপনি, আপনারা করিলেন; (৩ক) সে, তাহারা করিল—(৩খ) তিনি, তাঁহারা করিলেন »।

[৩] **নিত্যবৃত্ত বা পুরা-নিত্যবৃত্ত অতীত** (Habitual Past):

(১) করিতাম; (২ক) করিতে, (২খ) করিতিস্, (২গ) করিতেন; (৩ক) করিত, (৩খ) করিতেন »।

« যদি » এই অব্যয়-যোগে, নিত্যবৃত্ত অতীত, পরাশ্রয়ী খণ্ড-বাক্যে « কারণাত্মক অতীত » (Past Conditional) এবং পরাশ্রয়ী মূল বাক্যে « সম্ভাব্য অতীত » (Past Potential) অর্থে প্রযুক্ত হয়; যথা—« যদি সে আসিত (কারণাত্মক অতীত, Past Conditional), তাহা হইলে আমি যাইতাম (সম্ভাব্য অতীত, Past Potential) »।

[৪] **সাধারণ ভবিষ্যৎ** (Simple Future):

« (১) করিব; (২ক) করিবা, করিবে, (২খ) করিবি, (২গ) করিবেন; (৩ক) করিবে, করিবেক, (৩খ) করিবেন »।

[খ] **মিশ্র বা যৌগিক কালসমূহ** (Compound Tenses):

[খ(অ)] **ঘটমান কালসমূহ** (Progressive Tenses) :—

[৫] **ঘটমান বর্তমান** (Present Progressive) :

« (১) করিতেছি : (২ক) করিতেছ, (২খ) করিতেছিস্ (২গ) করিতেছেন ; (৩ক) করিতেছে, (৩খ) করিতেছেন »।

[৬] **ঘটমান অতীত** (Past Progressive) :

« (১) করিতেছিলাম ; (২ক) করিতেছিলে, (২খ) করিতেছিলি, (২গ) করিতেছিলেন ; (৩ক) করিতেছিল, (৩খ) করিতেছিলেন »।

[৭] **ঘটমান ভবিষ্যৎ** (Future Progressive) :

« (১) করিতে থাকিব ; (২খ) করিতে থাকিবে, (২খ) করিতে থাকিবি, (২গ) করিতে থাকিবেন ; (৩ক) করিতে থাকিবে, (৩গ) করিতে থাকিবেন »।

[খ(আ)] **পুরাঘটিত কালসমূহ** (Perfect Tenses) :—

[৮] **পুরাঘটিত বর্তমান** (Present Perfect) :

« (১) করিয়াছি ; (২ক) করিয়াছ, (২খ) করিয়াছিস্, (২গ) করিয়াছেন ; (৩ক) করিয়াছে, (৩খ) করিয়াছেন »।

[৯] **পুরাঘটিত অতীত** (Past Perfect) :

« (১) করিয়াছিলাম ; (২ক) করিয়াছিলে, (২খ) করিয়াছিলি, (২গ) করিয়াছিলেন ; (৩ক) করিয়াছিল, (৩খ) করিয়াছিলেন »।

[১০] **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ,** অর্থাৎ **ভবিষ্যতে পুরাঘটিত ভাব** (Future Perfect) :

« (১) করিয়া থাকিব ; (২ক) করিয়া থাকিবে, (২খ) করিয়া থাকিবি, (২গ) করিয়া থাকিবেন ; (৩ক) করিয়া থাকিবে, (৩খ) করিয়া থাকিবেন »।

এতদ্ভিন্ন, কাল-রূপ বলিয়া সাধারণতঃ স্বীকৃত না হইলেও, সামঞ্জস্যের দিক্ ধরিয়া বিচার করিয়া আরও দুইটী কাল-রূপকে উপর্যুক্ত পর্য্যায় বা ক্রম-মধ্যে ধরা যায় :—

[খ(ই)] ঘটমান (Progressive) কালগুলির মধ্যে, **ঘটমান পুরানিত্য-বৃত্ত** (Progressive Habitual) এবং **পুরাঘটমান নিত্যবৃত্ত** অথবা **পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত** (Perfect বা Potential Habitual) ; যথা—

[১১] **ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত** (Progressive Habitual) :

«(১) করিতে থাকিতাম; (২ক) করিতে থাকিতে, (২খ) করিতে থাকিতিস্, (২গ) করিতে থাকিতেন ; (৩ক) করিতে থাকিত, (৩খ) করিতে থাকিতেন »।

[১২] **পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত,** বা **পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত** (Perfect Conditional, Potential বা Habitual) :

« (১) করিয়া থাকিতাম ; (২ক) করিয়া থাকিতে, (২খ) করিয়া থাকিতিস্, (২গ) করিয়া থাকিতেন ; (৩ক) করিয়া থাকিত, (৩খ) করিয়া থাকিতেন »।

আলোচনার সুবিধার জন্য, **অনুজ্ঞা** (Imperative Mood) ক্রিয়ার বিশেষ একটী « প্রকার » (পূর্বে দ্রষ্টব্য) হইলেও, অনুজ্ঞার রূপগুলিকে ক্রিয়ার কাল-নির্দেশক রূপের মধ্যেই ধরা যাইতে পারে—

[গ] অনুজ্ঞা (Imperative)

[গ(অ)] **সামান্য বা বর্তমান অনুজ্ঞা** (Simple Imperative) :

(২ক) তুমি, তোমরা করহ, কর, করো, (২খ) তুই, তোরা কর্, (২গ) আপনি, আপনারা করুন ; (৩ক) সে, তাহারা করুক্, (৩খ) তিনি, তাঁহারা করুন »।

[গ(আ)] **ভবিষ্যৎ বা অনুরোধাত্মক অনুজ্ঞা** (Future Imperative বা Precative) :

« (২ক) করিয়ো বা করিও (চলিত-ভাষায় *ক'রো) ; (২খ) করিস্ »। অন্য পুরুষে (এবং মধ্যম-পুরুষেও) সাধারণ-ভবিষ্যৎ ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন কালের প্রয়োগ

[১] সাধারণ বা নিত্য বর্তমান—

স্বভাবতঃ অথবা সচরাচর কোনও ক্রিয়ার ব্যাপার ঘটিতে থাকিলে, নিত্যবর্তমান হয়—যেমন, « আমরা ভাত খাই ; রাজা প্রজাপালন করেন »।

(ক) উত্তম-পুরুষে অনুজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিতেও, নিত্যবর্তমান ব্যবহৃত হয় ; যেমন—« তবে আমরা বাড়ী যাই ; আইস, আমরা আহারে প্রবৃত্ত হই »।

(খ) কোনও অতীত ঘটনা অথবা ঐতিহাসিক ঘটনা জানাইবার জন্য, অতীত কালের ক্রিয়ার পরিবর্তে নিত্যবর্তমান ব্যবহৃত হয় ; যেমন—« প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রের অদর্শনে রাজা দশরথ প্রাণত্যাগ করেন (= করিয়াছিলেন) ; আকবর বাদ্‌শাহ ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ হয়েন ; বুদ্ধদেব চরিত্র শুদ্ধ রাখিতে উপদেশ দেন ; হূণেরা গুপ্তরাজগণ-কর্তৃক ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হয় ; তুর্কীরা দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে বঙ্গদেশে আইসে» ইত্যাদি।

(গ) নঞ্-অর্থক অব্যয়যোগে অতীতকালে নিত্যবৃত্ত বর্ত্তমানের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—« তিনি একথা আমায় বলেন নাই ; পোর্তুগীসদের সাম্রাজ্য স্থায়ী হয় নাই ; তুমি আমায় আসিতে বলো নাই »।

(ঘ) « যখন, যতক্ষণ, যেন » প্রভৃতির যোগে এখনও কখনও অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে নিত্যবৃত্ত বর্তমানের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—« যখন তিনি আসেন, তখন আমি বাড়ী ছিলাম না ; যতক্ষণ বৃষ্টি পড়ে, ততক্ষণ ঘরে ছিলাম ; আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এযাত্রা রক্ষা পাই »।

[২] সাধারণ বা নিত্য অতীত—

যে ঘটনা কোনও অনির্দিষ্ট অতীত কালে হইয়াছে, তাহার জন্য এই « -ইল- »-প্রত্যয়-যুক্ত সাধারণ অতীত প্রযুক্ত হয়। উদাহরণ, যথা—« রাম

বনগমন করিলেন ; অর্জুন তখন শরসন্ধান করিলেন ; আলেক্সান্দর পারস্য-সম্রাট্ দারয়বহুশ্‌কে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন »। কোনও ঘটনার সাঙ্গ বা সম্পূর্ণ হইয়া যাওয়ার কথা এই অতীত প্রকাশ করে বলিয়া, ইহাকে ইংরেজীর Historical Past-এর অনুকরণে « ঐতিহাসিক অতীত » -ও বলা হয়। কখনও-কখনও নিত্য-অতীত ক্রিয়া, 'এইমাত্র ঘটিল' এই ভাব প্রকাশ করে। যেমন—« সে আসিল ; আমি দেখিলাম »।

[৩] **নিত্যবৃত্ত অতীত**—

অতীত কালে কোনও কার্য্য সর্বদা অথবা নিয়মিতভাবে ঘটিত, এইরূপ অর্থে ইহার প্রয়োগ ; যথা—« তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন ; আগে খুব খাইতাম, এখন আর পারি না ; মোগল বাদ্‌শাহেরা প্রত্যহ প্রাতে দর্শন-ঝরোখায় প্রজাবর্গকে দর্শন দিতেন » ইত্যাদি।

[৪] **সাধারণ ভবিষ্যৎ**—

যে ক্রিয়া এখনও ঘটে নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহা সাধারণ ভবিষ্যৎ দ্বারা দ্যোতিত হয় ; যথা,—« আমি এখনি যাইব ; আমি আগামী বৎসর যাইব ; তুমি কাল তাহাকে টাকা দিবে ; শতজন্মেও তাহার মুক্তি হইবে না »।

[৫] **ঘটমান বর্তমান**—

যে ক্রিয়া চলিতেছে, এখনও যাহার সমাপ্তি হয় নাই, তাহা ঘটমান বর্তমান। যথা—« আমি ভাত খাইতেছি ; সে বই পড়িতেছে ; বৃষ্টি এখনও থামে নাই, বেশ জোরে পড়িতেছে »।

[৬] **ঘটমান অতীত**—

অতীত কালে যে ক্রিয়া চলিতেছিল, অথবা অসম্পূর্ণ ছিল, তাহা ঘটমান অতীতের ক্রিয়া ; যথা—« কাল সকালে যখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করি, তখন তিনি চিঠি লিখিতেছিলেন ; গভীর রাত্রিতে যখন শ্রান্ত পুরবাসিগণ নিশ্চিন্ত-ভাবে ঘুমাইতেছিল, তখন শত্রুসৈন্য অকস্মাৎ নগর আক্রমণ করিল »।

[৭] **ঘটমান ভবিষ্যৎ—**

ভবিষ্যতে যে কার্য্য ঘটিতে থাকিবে, তাহা ঘটমান ভবিষ্যতের ক্রিয়া ; যথা—« কাল এমন সময়ে আমি ট্রেনে করিয়া যাইতে থাকিব »।

[৮] **পুরাঘটিত বর্ত্তমান—**

যে কার্য্য কিছুকাল পূর্বে ঘটিয়াছে কিন্তু যাহার জের, ফল বা প্রভাব এখনও বর্ত্তমান, তাহা পুরাঘটিত বর্ত্তমান ; যথা—« আমি কালই তাহাকে দেখিয়াছি ; কলিকাতায় আসিয়াছি চারি বৎসর হইল ; বৃষ্টির দরুন রাস্তায় কাদা হইয়াছে »।

[৯] **পুরাঘটিত অতীত—**

এইরূপ ক্রিয়ার ব্যাপার, বহু পূর্বে, অথবা বাক্যে বর্ণিত অন্য ঘটনার পূর্বে হইয়া গিয়াছে, এইরূপ ভাব প্রকাশ করে। যথা—« অতি শিশুকালে আমি একবার খাট হইতে পড়িয়া গিয়াছিলাম ; সেবার বারোয়ারী পূজায় যত টাকা খরচ হইয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেক তিনি দিয়াছিলেন » ইত্যাদি। ঐতিহাসিক ঘটনা-বর্ণনায়, এই পুরাঘটিত অতীতের স্থানে, অতীতার্থে বর্ত্তমানের প্রয়োগ বাঙ্গালায় খুবই হইয়া থাকে।

[১০] **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ—**

অতীত কালে কোনও ক্রিয়া হয় তো ঘটিয়াছিল, অথবা ঘটিয়া থাকিতে পারে, এই অর্থে এই কালের প্রয়োগ হয় ; যথা—« তোমাকে এই কথা বলিয়াছিলাম ? আমার মনে নাই, তবে বলিয়া থাকিব (=বলিয়া থাকিতে পারি) ; এ কথা আমার নিষেধ সত্ত্বেও রাম-বাবুই প্রচার করিয়া থাকিবেন ; তুমি দিয়া থাকিবে, কিন্তু আমার অমতে » ইত্যাদি।

[১১] **ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত—**

অতীতের কোনও কাজ বহুক্ষণ বা কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া চলিতেছে, এই ভাব, ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত কালরূপ দ্বারা প্রকাশিত হয় ; যথা—« সে দিতে

থাকিলে, আমরাও খাইতে থাকিতাম ; ঠিক অতক্ষণ ধরিয়া চলিতে থাকিতাম »।

[১২] **পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত** অথবা **পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত**—

অতীতে কোনও কাজ সম্পন্ন করিয়া কর্তার অবস্থান অথবা অবস্থানের সম্ভাব্যতা বুঝায় ; যথা—« তাহার অসুখের সময় সারা রাত জাগিয়া থাকিতাম ; এ কথা সে যদিই বা বলিয়া থাকিত, তাহা হইলে কি অপরাধ হইত ? ভাল মনে করিয়া সে হয়:তো এই কাজ করিয়া থাকিত, কিন্তু সুখের বিষয়, করে নাই »।

বাঙ্গালা সাধু-ভাষার
কাল- ও পুরুষ-বাচক বিভক্তি

বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় একই শ্রেণীর প্রত্যয়- ও বিভক্তি-যোগে ক্রিয়ার রূপ গঠিত হইয়া থাকে। ধাতু-বিশেষে প্রত্যয়াদির পার্থক্য বাঙ্গালায় নাই।

বিভক্তি-যোগ হইলে, স্বরসঙ্গতির নিয়ম-অনুসারে (পূর্বে দ্রষ্টব্য), বাঙ্গালা ধাতুর স্বরবর্ণের উচ্চারণ বদলাইয়া যায়। ই-কার উ-কার স্থলে এ-কার ও-কার প্রভৃতি উচ্চারণের পরিবর্তন সাধু-ভাষায় অনেক সময়ে দেখানো হয়, অনেক সময়ে হয় না ; যেমন—« উঠি—ওঠা ; শুনে—শোনে ; শুনা—শোনা ; তুলে—তোলে ; দেই—দিই ; মিলা মিশা—মেলা মেশা ; বুঝা পড়া—বোঝা পড়া » ইত্যাদি।

যৌগিক-কাল-সংগঠনে « আছ্ » ধাতুর সহায়তা আবশ্যক হয়, এই জন্য প্রথমতঃ « আছ্ » ধাতুর রূপ প্রদর্শিত হইতেছে। « আছ্ » ধাতু বাঙ্গালায় অসম্পূর্ণ—ইহার কতকগুলি রূপ এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতীত কালে, আধুনিক সাধু- ও চলিত-ভাষায় এই ধাতুর আদ্যধ্বনি « আ » লোপ পায় ; প্রাচীন বাঙ্গালায় « আ » কিন্তু দেখা যায়, এবং দুই-একটী

আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাতেও মিলে (« আছিল, আছিলাম » ইত্যাদি)। ভবিষ্যতে, নিত্যবৃত্ত অতীতে, এবং অসমাপিকা ক্রিয়ায়, তথা ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য দিতে, « আছ্ » ধাতুর প্রয়োগ নাই, তৎস্থানে এই ধাতুর পরিপূরক « থাক্ » ধাতুর রূপ ব্যবহৃত হয়।

পুরুষ	নিত্য বর্তমান	নিত্য অতীত	নিত্যবৃত্ত অতীত	ভবিষ্যৎ
১	আছি	ছিলাম (কবিতায় আছিলাম, ছিলেম, ছিনু)	থাকিতাম	থাকিব
২ ক	আছ, আছো	ছিলে	থাকিতে	থাকিবে
২ খ	আছিস্	ছিলি	থাকিতিস্	থাকিবি
২ গ	আছেন	ছিলেন	থাকিতেন	থাকিবেন
৩ খ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩ ক	আছে	ছিল (কবিতায় আছিল)	থাকিত	থাকিবে

সাধারণ অনুজ্ঞা—« (২ক) থাক, থাকো (কবিতায়—থাকহ), (২খ) থাক্, (২গ) থাকুন; (৩ক) থাক্, থাকুক, (৩খ) থাকুন »;

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« (২ক) থাকিও, (২খ) থাকিস্ (থাকিবি) » (অন্যান্য পুরুষে ও পুরুষের বিভিন্ন রূপে, সাধারণ ভবিষ্যৎ প্রযুক্ত হয়);

অসমাপিকা ক্রিয়া—« থাকিয়া (কর্তৃনিষ্ঠ; কবিতায়—থাকি'); থাকিলে (অন্যনিষ্ঠ) »;

ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ—« থাকিতে; থাকিতে-থাকিতে (কর্তৃবাচ্যে); থাকা (কর্মবাচ্যে) »;

নিমিত্তার্থক অসমাপিকা—« থাকিতে »;

ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য—« থাকা, থাকন, থাকিবা- » ইত্যাদি।

[ক] মৌলিক কাল—

পুরুষ	(১) নিত্য বর্তমান	(২) নিত্য অতীত	(৩) নিত্যবৃত্ত অতীত	(৪) ভবিষ্যৎ
১	-ই	-ইলাম (কবিতায় -ইলেম, -ইনু)	-ইতাম (কবিতায় -ইতেম)	-ইব
২ ক	অ=ও (কবিতায় -অহ)	-ইলে (কবিতায় -ইলা)	-ইতে	-ইবে
২	-ইস্, স্	-ইলি	-ইতিস্	-ইবি
২ গ	-এন্, -ন	-ইলে	-ইতেন	-ইবেন
৩ ক	-এ, -য়	-ইল (কবিতায় -ইলা)	-ইত	-ইবে
৩ খ	-এন, -ন	-ইলেন	-ইতেন	-ইবেন

[খ] যৌগিক কাল—

(অ) ঘটমান—

পুরুষ	(৫) ঘটমান বর্তমান	(৬) ঘটমান অতীত	(৭) ঘটমান ভবিষ্যৎ
১	-ইতেছি	-ইতেছিলাম	-ইতে থাকিব
২ ক	-ইতেছ (কবিতায় -ইছ)	-ইতেছিলে	-ইতে থাকিবে
২ খ	-ইতেছিস্	-ইতেছিলি	-ইতে থাকিবি
২ গ ও ৩ খ	-ইতেছেন (কবিতায় -ইছেন)	-ইতেছিলেন	-ইতে থাকিবেন
৩ ক	-ইতেছে (কবিতায় -ইছে)	-ইতেছিল	-ইতে থাকিবে

(আ) পুরাঘটিত—

পুরুষ	(৮) পুরাঘটিত বর্তমান	(৯) পুরাঘটিত অতীত	(১০) ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য
১	-ইয়াছি	-ইয়াছিলাম	-ইয়া থাকিব
২ ক	-ইয়াছ	-ইয়াছিলে	-ইয়া থাকিব
২ খ	-ইয়াছিস্	-ইয়াছিলি	-ইয়া থাকিবি
২ গ ও ৩ খ	-ইয়াছেন	-ইয়াছিলেন	-ইয়া থাকিবেন
৩ ক	-ইযাছে	-ইয়াছিল	-ইয়া থাকিবে

« -ইতে » ও « -ইয়া »-প্রত্যয়-যুক্ত ঘটমান ও পুরাঘটিত কালগুলিতে « আছ্ » ধাতুর « আ » লোপ পায়। « আছ্ » ধাতুকে পৃথক্ রাখিলে অর্থ বদলাইয়া যায়; যথা— « বসিয়া আছি » (সাধু-ভাষায় শ্বাসাঘাত « ´বসিয়া ´আছি », চলিত-ভাষায় *« ´ব'সে ´আছি ») এবং « বসিয়াছি » (« ´বসিয়াছি », *« ´ব'সেছি »); « ´কি ´খাইয়াছিলে? » (='কোন্ বস্তু আহার করিয়াছিলে?' চলিত-ভাষায় *« ´কি ´খেয়েছিলে? ») এবং « ´কি খাইয়া ´ছিলে » (='কোন্ বস্তু আহার করিয়া জীবন-ধারণ করিয়াছিলে?', চলিত-ভাষায়—*« ´কি-খেয়ে ´ছিলে? »)।

পুরাঘটিত—কাল-রূপ সম্বন্ধে লক্ষণীয়—

পুরাঘটিত কালগুলিতে, « ইয়া »-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া এবং « আছ্ » -ধাতুজ সমাপিকা ক্রিয়া, উভয়ের মিলন ক্বচিৎ অসম্পূর্ণ থাকে—« ই » এবং « ও » এই দুই অব্যয়-পদ দুইয়ের মধ্যে আসিয়া বসিতে পারে, ও দুইটী পদাংশকে পৃথক্ করিয়া দিতে পারে; এই-রূপ পৃথক্-করণ বা বিশ্লেষণ, বিশেষ করিয়া চলিত-ভাষায় দৃষ্ট হয়; যথা—* « ক'রেছি তো ক'রেইছি (ক'রে-ই-ছি);

তাহার ইচ্ছা ছিল যে সমস্ত টাকাটা ক্রমে-ক্রমে দান করে, কিছু টাকা দান করিয়াও ছিল, কিন্তু শেষে তাহার মত বদলাইয়া যায়; না হয় বলিয়াইছে, তাহাতে এত রাগ কেন?» ইত্যাদি।

[গ] **অনুজ্ঞা**—

পুরুষ	(অ) সাধারণ	(আ) ভবিষ্যৎ
১	-ই (বর্তমানবৎ)	-ইব
২ ক	-অ, -ও (কবিতায় -অহ)	-ইও, -ইয়ো; -ইবে
২ খ	কেবল ধাতু	-ইস্; -ইবি
২ গ ও ৩ খ	-উন্	-ইবেন
৩ ক	-উক্	-ইবে

দ্রষ্টব্য—পূর্ব-বঙ্গের বহু অঞ্চলের কথ্য ভাষায়, মধ্যম-পুরুষ ও উত্তম-পুরুষে গৌরবার্থক রূপের উত্তর সাধারণ অনুজ্ঞার « -উন্ »-প্রত্যয় স্থলে নিত্য-বর্তমানের « -এন্ »-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়; সাধু- ও চলিত-ভাষায় তাহা করা উচিত নহে—অনুজ্ঞার যে প্রত্যয় ভাষায় আছে, তাহা বর্জন করা অনুচিত; যথা—« আপনারা দয়া করিয়া বসুন ('বসেন' নহে) »; « দেখুন মহাশয় ('দেখেন মহাশয়' নহে) » ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়া এবং ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ প্রভৃতির প্রত্যয়, পূর্বে আলোচিত হইয়াছে

কয়েকটী ক্রিয়ার সাধুভাষানুমোদিত রূপ—

ধাতুস্থিত স্বর-ধ্বনির পূর্বে, স্বর-সঙ্গতির নিয়ম-অনুসারে পরিবর্তন হইয়া থাকে। ধাতুর অভ্যন্তরস্থ হ্-কারও বহুশঃ লোপ পাইয়া থাকে।

স্বরবর্ণের পরে, বিশেষতঃ অ-কারের পরে, « ই » এবং « এ » বহুশঃ লুপ্ত হইয়া থাকে।

	পুরুষ	চল্ ধাতু	বহ্ ধাতু	খা ধাতু	শিখ্ ধাতু	শুন্ ধাতু	করা ধাতু
[১] নিত্য বর্তমান	১	চলি	বহি (বই)	খাই	শিখি	শুনি	করাই
	২ ক	চলহ, চল, চলো	বহ, বহো (বও)	খাও	শিখহ, শিখ, শেখো	শুনহ, শুন, শোনো	করাই, করাও
	২ খ	চলিস্	বহিস্ (বইস্)	খাইল্, খাস্	শিখিস্	শুনিস্	করাইস্, করাস্
	২ গ ও ৩ খ	চলেন	বহেন্ (ব'ন্)	খায়েন, খান	শিখেন (শেখেন)	শুনেন্ (শোনেন)	করা'ন্
	৩ ক	চলে	বহে, বয়	খায়	শিখে (শেখে)	শুনে (শোনে)	করায়

	পুরুষ	চল্	বহ্	খা	শিখ্	শুন্	করা
[২] নিত্য অতীত	১	চলিলাম	বহিলাম, বইলাম	খাইলাম	শিখিলাম	শুনিলাম	করাইলাম
	২ ক	১ ক	বহিলে, বইলে	খাইলে	শিখিলে	শুনিলে	করাইলে
	২ খ	চলিলি	বহিলি, বইলি	খাইলি	শিখিলি	শুনিলি	করাইলি
	২ গ ও ৩ খ	চলিলেন	বহিলেন, বইলেন	খাইলেন	শিখিলেন	শুনিলেন	করাইলেন
	৩ক	চলিল	বহিল, বইল	খাইল	শিখিল	শুনিল	করাইল

[৩] নিত্যবৃত্ত অতীত

১	চলিতাম	বহিতাম, বইতাম	খাইতাম	শিখিতাম	শুনিতাম	করাইতাম
২ ক	চলিতে	বহিতে, বইতে	খাইতে	শিখিতে	শুনিতে	করাইতে
২ খ	চলিতিস্	বহিতিস্, বইতিস্	খাইতিস্	শিখিতিস্	শুনিতিস্	করাইতিস্
২ গ ও ৩খ	চলিতেন	বহিতেন, বইতেন	খাইতেন	শিখিতেন	শুনিতেন	করাইতেন
৩ ক	চলিত	বহিত, বইত	খাইত	শিখিত	শুনিত	করাইত

[৪] সাধারণ ভবিষ্যৎ

১	চলিব	বহিব, বইব	খাইব	শিখিব	শুনিব	করাইব
২ ক	চলিবে	বহিবে, বইবে	খাইবে	শিখিবে	শুনিবে	করাইবে
২ খ	চলিবি	বহিবি, বইবি	খাইবি	শিখিবি	শুনিবি	করাইবি
২ গ ও ৩খ	চলিবেন	বহিবেন, বইবেন	খাইবেন	শিখিবেন	শুনিবেন	করাইবেন
৩ ক	চলিবে	বহিবে, বইবে	খাইবে	শিখিবে	শুনিবে	করাইবে

[৫] ঘটমান বর্তমান	চলিতে, বহিতে (বইতে), খাইতে, শিখিতে, শুনিতে, করাইতে + (১) -ছি ; (২ক) -ছ, (২খ) -ছিস্, (২গ ও ৩খ) -ছেন ; (৩ক) -ছে

[৬] ঘটমান অতীত	চলিতে, বহিতে (বইতে), খাইতে, শিখিতে, শুনিতে করাইতে +(১) -ছিলাম ; (২ক) -ছিলে, (২খ) -ছিলি, (২খ ও ৩খ) -ছিলেন, (৩ক) -ছিল

[৭] ঘটমান ভবিষ্যৎ	চলিতে, বহিতে (বইতে), খাইতে, শিখিতে, শুনিতে, করাইতে +(১) থাকিব, (২ক) থাকিবে, (২খ) থাকিবি, (২গ ও ৩খ) থাকিবেন, (৩ক) থাকিবে

[৮] পুরাঘটিত বর্তমান	চলিয়া, বহিয়া (বইয়া), খাইয়া, শিখিয়া, শুনিয়া, করাইয়া +(১) -ছি, (২ক) -ছ, (২খ) -ছিস্, (২গ ও ৩ক) -ছেন, (৩ক) -ছে

[৯] পুরাঘটিত অতীত	চলিয়া, বহিয়া (বইয়া), খাইয়া, শিখিয়া, শুনিয়া, করাইয়া +(১) -ছিলাম, (২ক) -ছিলে, (২খ) -ছিলি, (২গ ও ৩খ) -ছিলেন, (৩ক) -ছিল

[১০] সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ	চলিয়া, বহিয়া (বইয়া), খাইয়া, শিখিয়া, শুনিয়া, করাইয়া +(১) থাকিব, (২ক) থাকিবে, (২খ) থাকিবি, (২গ ও ৩খ) থাকিবেন, (৩ক) থাকিবে

সাধারণ অনুজ্ঞা	১	চলি	বহি, বই	খাই	শিখি	শুনি	করাই
	২ ক	চল (চলহ), চলো	বহ, বও	খাও	শিখ, শেখ, (শিখহ)	শুন, শোনে (শুনহ)	করাও
	২ খ	চল্, চ'	বহ্, ব'	খা	শেখ্	শোন্	করা
	২ গ ও ৩গ	চলুন্	বহুন, ব'ন্	খান্ (খাউন)	শিখুন্	শুনুন্	করান্
	৩ ক	চলুক্	বহুক, ব'ক্	খাউক, খাক্	শিখুক্	শুনুক্	করাক্

তুচ্ছার্থে অনুজ্ঞা	২ ক	চলিও, চলিয়া, (চলিহ)	বহিও, বহিয়ো, ব'য়ো	খাইও	শিখিও	শুনিও	করাইও
	২ খ	চলিস্	বহিস, বইস্ ব'স্	খাইস্, খাস্	শিখিস্	শুনিস্	করাস্

অনুজ্ঞায় স্বরবর্ণের পরে « অ »-প্রত্যয় সর্বত্রই « ও » হয়।

অসমাপিকা ক্রিয়া—[১] কর্তৃনিষ্ঠ—« চলিয়া, বহিয়া, খাইয়া, শিখিয়া, শুনিয়া, করাইয়া »।

[২] আত্মনিষ্ঠ—« চলিলে, বহিলে (বইলে), খাইলে, শিখিলে, শুনিলে, করাইলে »।

ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ কর্তৃবাচ্যে—« চলিতে, বহিতে (বইতে), খাইতে, শিখিতে, শুনিতে, করাইতে »; « চলন্ত, চলন্তী; বহতা; খাঅন্ত, খাউন্তী »।

কর্মবাচ্যে—« চলা, বহা বা বওয়া, খাওয়া, শিখা বা শেখা, শুনা বা শোনা, করানো »।

উদ্দেশ্য-মূলক অসমাপিকা—« চলিতে, বহিতে (বইতে), খাইতে, শিখিতে, শুনিতে, করাইতে »।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য—« চলা, চলন, চলিবা-; বহা (বওয়া), বহন, বহিবা- (বইবা-); খাওয়া, খাওন, খাইবা-; শিখা (শেখা), শিখন, শিখিবা-; শুনা (শোনা), শুনন, শুনিবা-; করানো, করাইবা- »।

সাধুভাষায় « হ » বা « হো » ধাতু—

[ক] মৌলিক কাল—

[১] নিত্য বর্তমান—« হই; হও, হইস্ বা হ'স, হয়েন বা হন; হয় »।

[২] নিত্য অতীত—« হইলাম; হইলে, হইলি, হইলেন; হইল »।

[৩] পুরাঘিত্যবৃত্ত—« হইতাম; হইতে, হইতিস্ হইতেন; হইত »।

[৪] সাধারণ ভবিষ্যৎ—« হইব; হইবে, হইবি, হইবেন; হইবে »।

[খ] যৌগিক কাল—

[৫] ঘটমান বর্তমান—« হইতেছি ; হইতেছ, হইতেছিস্, হইতেছেন ; হইতেছে »।

[৬] ঘটমান অতীত—« হইতেছিলাম, হইতেছিলে » ইত্যাদি।

[৭] ঘটমান ভবিষ্যৎ—« হইতে থাকিব » ইত্যাদি।

[৮] পুরাঘটিত বর্তমান—« হইয়াছি, হইয়াছ » ইত্যাদি।

[৯] পুরাঘটিত অতীত—« হইয়াছিল, হইয়াছিলে » ইত্যাদি।

[১০] সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ—« হইয়া থাকিব » ইত্যাদি।

[গ] অনুজ্ঞা—

সাধারণ—« হও, হ, হউন্, হউক্ »।

ভবিষ্যৎ—« হইও বা হইয়ো, হইস্ বা হ'স্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« হইয়া, হইলে ; হইতে ; হওয়া ; হওন, হইবা- (হবা-) »।

সাধুভাষায় « লহ্ » বা « ল » ধাতু—

[ক] [১] « লই ; লহ বা লও, লইস্, লয়েন বা লন ; লয় » ; [২] « লইলাম ; লইলে, লইলি, লইলেন ; লইল » ; [৩] « লইতাম ; লইতে, লইতিস্, লইতেন ; লইত » ; [৪] « লইব ; লইবে, লইবি, লইবেন ; লইবে »।

[খ] [৫] « লইতেছি, লইতেছে » ইত্যাদি ; [৬] « লইতেছিলাম, লইতেছিল » ইত্যাদি ; [৭] « লইতে থাকিব » ইত্যাদি ; [৮] « লইয়াছি » ইত্যাদি ; [৯] « লইয়াছিলাম » ইত্যাদি ; [১০] « লইয়া থাকিব » ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা—« লহ লহো বা লও, ল, লউন্, লউক্।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« লইও, লইস্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« লইয়া, লইতে, লওয়া, লওন, লইবা- (লবা-) »।

সাধুভাষায় « দে » ধাতু—

[ক] [১] « দেই বা দিই ; দেও বা দাও, দিস্, দিন্ দেয় »।

[২] « দিলাম ; দিলে, দিলি, দিলেন ; দিল »।

[৩] « দিতাম ; দিতে, দিতিস্, দিতেন ; দিত »।

[৪] « দিব (বা দেবো) ; দিবে (দেবে), দিবি, দিবেন (দেবেন) ; দিবে (দেবে) »

[খ] [৫] « দিতেছি ; দিতেছ, দিতেছিস্, দিতেছেন ; দিতেছে »।

[৬] « দিতেছিলাম ; দিতেছিলে, দিতেছিলি, দিতেছিলেন, দিতেছিল »।

[৭] « দিতে থাকিব » ইত্যাদি।

[৮] « দিয়াছি ; দিয়াছ, দিয়াছিস, দিয়াছেন ; দিয়াছে »।

[৯] « দিয়াছিলাম ; দিয়াছিলে, দিয়াছিলি, দিয়াছিলেন ; দিয়াছিল »।

[১০] « দিয়া থাকিব »-ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা—« দেহ বা দাও, দে, দিউন্ বা দিন্, দিউক্ বা দিক্ »।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« দিয়ো বা দিও, দিস্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« দিয়া, দিলে ; দিতে ; দেওয়া, দেওন, দিবা- (দেবা-) »।

« নে » ধাতু, সাধু-ভাষায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না—ইহার স্থানে « লহ্ (বা ল) » ধাতুই প্রযুক্ত হয়। « নে » ধাতুর রূপ « দে »-রই অনুগামী।

অসম্পূর্ণ ধাতু

কতকগুলি ধাতুর সমস্ত রূপ মিলে না, এগুলিকে অন্য ধাতুর রূপ-দ্বারা নিজ অভাব মিটাইতে হয়। এই-রূপ ধাতুকে **অসম্পূর্ণ ধাতু** বলা চলে।

[১] « **আছ্** » **ধাতু**—« থাক্ » ধাতু দ্বারায় ইহার পূরণ করা হয় (পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৯১)।

[২] « **যা** » **ধাতু**—কতকগুলি কাল-রূপে অসম্পূর্ণ « গ » ধাতুর সহায়তা গ্রহণ করিয়া থাকে। বাঙ্গালা « যা » (উচ্চারণ, [জা]) ধাতু সংস্কৃতের « যা » (উচ্চারণ, [য়া]) হইতে উৎপন্ন ; বাঙ্গালা « গ » ধাতুর মূল সংস্কৃতের « গম্ » ধাতু ; যথা—

[ক] [১] « যাই ; যাও, যাইস্ বা যাস্, যায়েন বা যান ; যায় »।

[২] « গেলাম, যাইলাম ; গেলে যাইলে, গেলি যাইলি, গেলেন যাইলেন ; গেল, যাইল »। (অতীতে চলিত-ভাষায় « যাইলাম » ইত্যাদি যা-ধাতু হইতে উৎপন্ন রূপ ব্যবহৃত হয় না ; সাধু-ভাষাতেও « গেলাম, গেল » ইত্যাদি রূপই অধিকতর প্রচলিত)।

[৩] « যাইতাম ; যাইতে, যাইতিস্ যাইতেন ; যাইত »।

[৪] « যাইব ; যাইবে, যাইবি (যাবি), যাইবেন ; যাইবে »।

[খ] [৫] « যাইতেছি ; যাইতেছ, যাইতেছিস্, যাইতেছেন ; যাইতেছে »।

[৬] « যাইতেছিলাম ; যাইতেছিলে, যাইতেছিলি, যাইতেছিলেন ; যাইতেছিল »।

[৭] « যাইতে+থাকিব » ইত্যাদি।

[৮] « গিয়াছে ; গিয়াছ, গিয়াছিস্, গিয়াছেন ; গিয়াছে »। (« যাইয়াছি » ইত্যাদি রূপ একেবারেই হয় না)।

[৯] « গিয়াছিলাম ; গিয়াছিলে, গিয়াছিলি, গিয়াছিলেন ; গিয়াছিল »।

[১০] « গিয়া+থাকিব » ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা—« যাও, যা, যাউন্ বা যা'ন্, যাউক্ বা যা'ক্ »।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« যাইও, যাইস্ বা যা'স্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« গিয়া, যাইয়া ; গেলে, যাইলে ; যাইতে ; যাওয়া, যাওন, যাইবা- »।

[৩] « **আ** » ও « **আইস্** » বা « **আস্** » **ধাতু**—« আইস্ » ধাতু « আ » ধাতু অপেক্ষা পূর্ণতর ; এই দুই ধাতু পরস্পরকে পূরণ করে। « আ » ধাতুর মূল সংস্কৃতের উপসর্গ « আ » +« যা [=য়া] » ধাতু, ও « আইস্ » ধাতুর মূল সংস্কৃতের উপসর্গ « আ » +« বিশ্ » ধাতু। নিম্নে বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত রূপগুলি আজকাল তত প্রচলিত নহে।

[ক] [১] « আইসে বা আসে ; আইস, আইসিস্ বা আসিস্, আইসেন বা আসেন ; আইসে বা আসে »।

[২] « আসিল বা আইল ; আসিলে (ক্বচিৎ আইলে), আসিলি (আইলি), আসিলেন (আইলেন) ; আসিল (আইল—চলিত ভাষায় 'এল') »।

[৩] « আসিতাম ; আসিতে, আসিতিস্, আসিতেন ; আসিত »।

[৪] « আসিব ; আসিবে, আসিবি, আসিবেন ; আসিবে »।

[খ] [৫] « আসিতেছি ; আসিতেছ, আসিতেছিস্, আসিতেছেন ; আসিতেছে »।

[৬] « আসিতেছিল » ইত্যাদি।

[৭] « আসিতে+থাকিব » ইত্যাদি।

[৮] « আসিয়াছি ; আসিয়াছ, আসিয়াছিস্ » ইত্যাদি।

[৯] « আসিয়াছিলাম » ইত্যাদি।

[১০] « আসিয়া+থাকিব » ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা—« (২ক) আইস (আইস্ ধাতু); (২খ) আ (ইতর-প্রাণীকে আহ্বান করিতে), আয়্ (আ ধাতু); (২গ ও ৩খ) আসুন (আইস্ ধাতু), (৩ক) আসুক্ (আইস্ ধাতু) »।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« আইসিও, আসিও, আসিয়ো ; আসিস্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« আসিয়া ; আসিলে (আইলে—অপ্রচল, = চলিত ভাষায় 'এলে') ; আসিতে ; আসা ; (আইসন—আইসন-যাওন = আসা-যাওয়া) ; আসিবা- »।

এই ধাতুর চলিত-ভাষার রূপ পরে দ্রষ্টব্য।

[৪] « বট্ » ধাতু—

এই ধাতু (সংস্কৃত « বৃৎ—বর্ত্ » হইতে জাত) বিশেষ-রূপেই অসম্পূর্ণ, কেবল নিত্য বর্তমানে মিলে ; যথা—[ক] [১] « বটি ; বট (বটো), বটিস্, বটেন ; বটে »।

অন্যান্য কাল-বাচক এবং অপর রূপে ইহার পূরক হইতেছে « হ » ধাতু। নিত্য বর্তমানেও অধুনা ইহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। উদাহরণ—« যদিও আমি রাজার পুত্র বটি ; 'তোমায় চিনি চিনি করি, চিনিতে না পারি—কে বট তুমি হে' ; তিনি ভাল মানুষ বটেন, কিন্তু জোর করিয়া নিজের মত বলিতে পারেন না »।

[৫] « কর্ » ধাতু—সাধারণ অতীতে কতকগুলি বিশেষ রূপ মিলে, সেগুলি কেবল কবিতায় ব্যবহৃত হয় ; যথা—« কৈলাম (কৈলুঁ), কৈনু ; কৈলে, কৈলি ; কৈল, কৈলা »।

প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে « হইল, মরিল, মারিল, পড়িল » স্থলে, বিকল্পে « ভেল বা ভৈল, মৈল বা ম'ল (চলিত ভাষাতেও ম'ল [=মোলো] প্রচলিত), মাইল বা মাইলে, পইল বা প'ল » রূপ পাওয়া যায়।

কর্মবাচ্যে ক্রিয়ার রূপ—

কতকগুলি লৌকিক বা বিশেষ রীতি-সিদ্ধ কর্মবাচ্যের রূপ ভিন্ন, সাধারণ কর্মবাচ্যে ক্রিয়ার রূপে কোনও গোলমাল নাই ; « আ »-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ক্রিয়ার (অথবা « -ত, -ইত »-প্রত্যয়ান্ত ঐ বিশেষণ-ক্রিয়ার সংস্কৃত প্রতিরূপের) সহিত « হ » ধাতুর রূপ করিলে, কর্মবাচ্যের বিভিন্ন কালরূপ পাওয়া যাইবে ; যথা—

« (বই) পড়া বা (পঠিত) হয় ; পড়া (পঠিত) হইল, হইত, হইবে ; পড়া

(পঠিত) হইতেছে, হইতেছিল, হইতে থাকিবে ; পড়া (পঠিত) হইয়াছে, হইয়াছিল, হইবে, থাকিবে ; পড়া হউক, পড়া হইবে ; পড়া হইতে, পড়া হইয়া, পড়া হইলে, পড়া হইবা » ইত্যাদি।

চলিত-ভাষায় ক্রিয়ার রূপ

চলিত-ভাষার ক্রিয়ার রূপগুলিকে, সাধারণ-ভাবে, সাধু-ভাষায় ব্যবহৃত পূর্ণ রূপের সংক্ষেপ বা বিকার বলা যাইতে পারে। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার স্বকীয়-উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য-হেতু—পূর্বে নির্দিষ্ট স্বর-সঙ্গতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি এবং মধ্যস্থিত হ-কারের লোপ-সাধন—এই সমস্ত রীতি-অনুসারে, অনেকাংশে সাধু-ভাষায় সুরক্ষিত প্রাচীন বাঙ্গালার পূর্ণতর রূপের পরিবর্তন ঘটিয়া, চলিত-ভাষার ক্রিয়া-পদের উদ্ভব হয়। নিম্নে চলিত-ভাষার ক্রিয়ার বিভক্তির রূপ দেওয়া যাইতেছে ; যেখানে-যেখানে ই-কার লুপ্ত হয়, সেখানে-সেখানে প্রায়শঃ পূর্বের স্বরের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে বুঝিতে হইবে।

[ক] মৌলিক কাল—

পুরুষ	নিত্য বর্তমান	নিত্য অতীত	পুরানিত্যবৃত্ত	ভবিষ্যৎ
১	-ই	২-লাম, -লুম, -লেম	-বো (-ব)	-তাম, -তুম, -তেম
২ ক	-অ, -ও	-লে	-বে	-তে
২ খ	-ইস্	-লি	-বি	-তিস্
২ গ	-এন্, -ন্	-লেন	-বেন	-তেন
ও				
৩ খ				
৩ ক	-এ, -য়১	-ল, -লো ; -লে৩	-বে	-ত, -তো

১—স্বরান্ত ধাতুর উত্তর এই বিভক্তি হয়। ২—উত্তম পুরুষে « -লাম » সাধারণ রূপ, « -লুম » কলিকাতা-অঞ্চলের মৌখিক ভাষার রূপ, সাহিত্যের চলিত-ভাষায় বহুল প্রচলিত, এবং « -লেম » কবিতায় ও নাটকে সমধিক প্রচলিত। ৩—সকর্মক ধাতু হইলে, প্রথম পুরুষে « -লে » বিভক্তি হয় ; অকর্মকে কদাচ হয় না ; এই « -লে »-বিভক্তি সাধু-ভাষায় প্রযুক্ত হয় না ; « -ল (-লো) »বিভক্তি সকর্মক ধাতুতেও হইতে পারে, তবে চলিত-ভাষায় « -লে »-ই সকর্মকে সমধিক প্রচলিত।

[খ] যৌগিক কাল—

(অ) ঘটমান—

পুরুষ	ঘটমান বর্তমান	ঘটমান অতীত	ঘটমান ভবিষ্যৎ
১	-ছি, -চ্ছি	-ছিলাম, -ছিলুম, ছিলেম -চ্ছিলাম, -চ্ছিলুম, -চ্ছিলেম	-তে + থাক্‌বো
২ ক	-ছ, -ছো, -চ্ছ	-ছিলে, -চ্ছিলে	থাকবে
২ খ	-ছিস্, -চ্ছিস্	-ছিলি, -চ্ছিলি	থাক্‌বি
২ গ ও ৩ খ	-ছেন, -চ্ছেন	-ছিলেন, -চ্ছিলেন	থাক্‌বেন
৩ ক	-ছে, -চ্ছে	-ছিল, -চ্ছিল	থাক্‌বে

(আ) পুরাঘটিত

পুরুষ	পুরাঘটিত বর্তমান	পুরাঘটিত অতীত	ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য
১	-এছি (-য়েছি)	-এছিলাম, -এছিলুম, -এছিলেম	-এ + থাক্‌বো
২ ক	-এছ, -এছো	-এছিলে	থাক্‌বে
২ খ	-এছিস্	-এছিলি	থাক্‌বি
২ গ ও ৩ খ	-এছেন	-এছিলেন, -ইছিলেন	থাক্‌বেন
৩ ক	-এছে, -য়েছে	-এছিল	থাক্‌বে

দ্রষ্টব্য—ঘটমান বর্তমান ও অতীতে স্বরান্ত ধাতুর উত্তর « -ছ » স্থানে « -চ্ছ » হয় ; যেমন—« চ'লছে, দিচ্ছে, হ'চ্ছিল, খাচ্ছিলেন, কহিছে > কইছে > ক'চ্ছে, হইছে > হ'চ্ছে ; চ'লছিল, দিচ্ছিল »। কলিকাতা-অঞ্চলের প্রচলিত উচ্চারণ ধরিয়া, ঘটমান ও পুরাঘটিত বর্তমানে কেহ-কেহ « ছ » স্থানে « চ » এবং « চ্ছ » স্থানে « চ্চ » লেখেন ; যথা—« দিয়েছে » স্থলে « দিয়েচে »,

« হ'চ্ছে » স্থলে « হ'চ্চে », « ক'র্‌ছ » বা « ক'চ্ছ » স্থলে « ক'রচে » বা « ক'চ্চে » ইত্যাদি। কিন্তু চলিত-ভাষার শুদ্ধ রূপ « ছ, চ্ছ » লেখাই উচিত।

বিভক্তির « ছ, ত, ল »-এর পূর্বে, ধাতুতে « র » থাকিলে, চলিত-ভাষার দ্রুত উচ্চারণে « র্‌+ছ, র্‌+ত, র্‌+ল »-এর অন্তঃসন্ধি হয়, « র » লুপ্ত হয়, পরবর্তী « ছ, ত, ল »-কে দ্বিরুক্ত করিয়া দেয়; অনেকে এই অন্তঃসন্ধি ধরিয়া বানান লেখেন; যথা—« ক'র্‌ছে » স্থলে « ক'চ্ছে », « ক'র্‌ত » স্থলে « ক'ত্ত », « ধ'র্‌লে » স্থলে « ধ'ল্‌লে, ধ'ল্লে », « ম র্‌লে » স্থলে « মাল্লে »। « ক'র্‌ছে, ক'র্‌ত, ক'র্‌লে » প্রভৃতি পূর্ণতর রূপই লেখা উচিত, কারণ তদ্দ্বারা ধাতুর মূল রূপের ব্যঞ্জন ধ্বনি « র » (« কর্‌, ধর্‌, মর্‌ » প্রভৃতি) অবলুপ্ত বা লুক্কায়িত হয় না; বিশেষতঃ ভদ্র উচ্চারণে যখন « র » সকলেই বর্জন করেন না।

[গ] অনুজ্ঞা—

পুরুষ	সাধারণ	ভবিষ্যৎ
২ ক	« -অ -ও »	« -ও » (পূর্বস্বরের পরিবর্তন-সহ)
২ খ	কেবল ধাতু	« -ইস্‌ »
ক ও ৩খ	« -উন্‌, -ন্‌ »	[ভবিষ্যতের রূপ]
৩ ক	« -উক্‌, -ক্‌ »	[ভবিষ্যতের রূপ]

অসমাপিকা ক্রিয়া—কর্তৃনিষ্ঠ « -এ » (স্বরের পরিবর্তন-সহ)

অন্যনিষ্ঠ « -লে » (”)

উদ্দেশ্য বা নিমিত্তার্থক অসমাপিকা—« -তে » (”)

ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ—কর্তৃবাচ্যে, « -অন্ত ; -তে » (”)

কর্মবাচ্যে « -আ, -আনো »।

ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য—« -অন (ওন), -আ, -বা » (« -ইবা »-প্রত্যয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ « -বা »-প্রত্যয়, এখানে « ই » লোপ হইলেও ধাতুর স্বরের পরিবর্তন হয় না)।

চলিত-ভাষার ক্রিয়ার রূপের নিদর্শন

[১] « আছ্‌ » ধাতু—

নিত্য-বর্তমান ও নিত্য-অতীতে সাধু-ভাষার রূপ হইতে অভিন্ন (« আছে, ছিল » ইত্যাদি)—

কেবল নিত্য-অতীত উত্তম-পুরুষে « ছিলাম, ছিলুম, ছিলেম » তিনটী রূপই পাওয়া যায়, এবং প্রথম-পুরুষে « আছিল » রূপ নাই।

« থাক্ » ধাতুর রূপগুলি এইরূপ হয় : (৩) « থাক্তাম, থাক্তুম, থাক্তেম ; থাক্তে, থাকতিস্ » ইত্যাদি ; (৪) « থাক্বো, থাক্বে, থাক্বি » ইত্যাদি। সাধারণ অনুজ্ঞায় সাধু-ভাষা হইতে অভিন্ন ; কেবল « থাকহ » পদ মিলে না। সাধারণ প্রথম পুরুষে « থাকুক্, থাক্ » ; ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় « (২ক) থেকো, (২খ) থাকিস্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি — « থেকে, থাক্লে ; থাক্তে ; থাকা, থাক্বা- »।

[২] « চল্ » ধাতু—

[ক] [১] সাধু-ভাষার মত, কেবল « চলহ » রূপ অজ্ঞাত।

[২] « চ'ল্লাম্, চ'ললুম্, চ'ল্লেম ; চ'ল্লে, চ'ল্লি, চ'ল্লেন ; চ'ল্ল »।

[৩] « চ'ল্তাম, চ'লতুম, চ'লতেম ; চ'ল্তে, চ'ল্তিস্, চ'ল্তেন ; চ'ল্ত »।

[৪] « চ'ল্বো ; চ'ল্বে, চ'ল্বি, চ'ল্বেন ; চ'ল্বে »।

[খ] [৫] « চ'ল্ছি ; চ'ল্ছ, চ'ল্ছিস্, চ'ল্ছেন ; চ'ল্ছে »।

[৬] « চ'ল্ছিলাম, চ'ল্ছিলুম, চ'ল্ছিলেম ; চ'ল্ছিলে, চ'ল্ছিলি, চ'ল্ছিলেন ; চ'ল্ছিল »।

[৭] « চ'ল্তে থাক্বো » ইত্যাদি।

[৮] « চ'লেছি ; চ'লেছ, চ'লেছিস্ » ইত্যাদি।

[৯] « চ'লেছিলাম, চ'লেছিলুম, চ'লেছিলেম ; চ'লেছিলে » ইত্যাদি।

[১০] « চ'লে থাক্বো » ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা « চল (চলো), চল্ (বা চ'), চলুন্, চলুক্ »।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা « চ'লো [= চোলো], চলিস্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি — « চ'লে, চ'ল্লে ; চ'ল্তে ; চলন্ত, চলা, চলন, চল্বা- »।

[৩] « বহ্ » বা « ব » ধাতু—

[ক] [১] « বই ; বও, ব'স, ব'ন ; বন্, বয় »।

[২] « বইলাম, বইলুম, বইলেম ; বইলে, বইলি, বইলেন ; বইলে »।

[৩] « বইতাম্, -তুম, -তেম ; বইতে, বইতিস্, বইতেন ; বইত »।

[৪] « বইবো ; বইবে, বইবি (বা ব'বি), বইবেন (ববেন), বইবে (ববে) »।

[খ] [৫] « বইছি বচ্ছি ; বইছ ব'চ্ছ, বইছিস্ ব'চ্ছিস্, বইছেন ব'চ্ছেন, বইছে ব'চ্ছে »।

[৬] « বইছিলাম ব'চ্ছিলাম (-লুম, -লেম্) ; বইছিলে ব'চ্ছিলে, বইছিলি ব'চ্ছিলি, বইছিলেন ব'চ্ছিলেন, বইছিল ব'চ্ছিল »।

[৭] « বইতে থাক্‌বো » ইত্যাদি।

[৮] « ব'য়েছি ; ব'য়েছ, ব'য়েছিস্, ব'য়েছেন ; ব'য়েছে »।

[৯] « ব'য়েছিলাম (-লুম, -লেম), ব'য়েছিলে, ব'য়েছিলি, ব'য়েছিলেন ; ব'য়েছিল »।

[১০] « ব'য়ে থাক্‌বো » ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা—« বও, ব', ব'ন ; ব'ক্ »।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« ব'য়ো [=বোয়্‌ও], ব'স্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« ব'য়ে, বইলে ; বইতে ; বওয়া, (বওন), ববা- »।

[৪] « খা » ধাতু—

[ক] [১] সাধু-ভাষার মত—কেবল « খাইস্, খায়েন » রূপদ্বয় অপ্রযুক্ত।

[২] « খেলাম (-লুম, -লেম) ; খেলে, খেলি, খেলেন ; খেলে (খেল') »।

[৩] « খেতাম (-তুম্, -তেম) ; খেতে, খেতিস্, খেতেন ; খেত' »।

[৪] « খাবো ; খাবে, খাবি, খাবেন ; খাবে »।

[খ] [৫] « খাচ্ছি ; খাচ্ছ, খাচ্ছিস্, খাচ্ছেন ; খাচ্ছে »।

[৬] « খাচ্ছিলাম (-লুম, -লেম) ; খাচ্ছিলে, খাচ্ছিলি, খাচ্ছিলেন খাচ্ছিলে »।

[৭] « খেতে থাক্‌বো » ইত্যাদি।

(৮) « খেয়েছি (খেইছি) ; খেয়েছ, খেয়েছিস্ (খেইছিস্), খেয়েছেন ; খেয়েছে »।

(৯) « খেয়েছিলাম (খেইছিলাম ; -লুম, -লেম) ; খেয়েছিলে, খেয়েছিলি, খেয়েছিলেন, খেয়েছিল (খেইছিলে ইত্যাদি) »।

(১০) « খেয়ে থাক্‌বো » ইত্যাদি।

(গ) সাধারণ অনুজ্ঞা—« খাও, খা, খান্, খাক্ » ;

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা- « খেয়ো, খাস্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি--« খেয়ে', খেলে ; খেতে ; খাওন্ত ; খাওয়া, (খাওন), খাবা- »।

[৫] « শিখ্ » ধাতু—

[ক] (১) « শিখি ; শেখো, শিখিস্, শেখেন ; শেখে »।

(২) « শিখ্‌লাম (-লুম, -লেম) ; শিখ্‌লে, শিখ্‌লি, শিখ্‌লেন ; শিখ্‌লে (শিখ্‌ল) »।

(৩) « শিখ্‌তাম (-তুম, -তেম) ; শিখ্‌তে, শিখ্‌তিস, শিখ্‌তেন ; শিখ্‌ত »

(৪) « শিখ্‌বো ; শিখ্‌বে » ইত্যাদি।

[খ] (৫) « শিখ্‌ছি, শিখ্‌ছে » ইত্যাদি।

(৬) « শিখ্‌ছিলাম » ইত্যাদি।

(৭) « শিখ্‌তে থাক্‌বো » ইত্যাদি।

(৮) « শিখেছি, শিখেছ (শিখেছো) » ইত্যাদি।

(৯) « শিখেছিলাম, শিখেছিল » ইত্যাদি।

(১০) « শিখে থাক্‌বো » ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা—« শেখো, শেখ্‌, শিখুন, শিখুক্‌ »।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« শিখো, শিখিস্‌ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি —« শিখে, শিখ্‌লে ; শিখ্‌তে ; শেখা, শেখবা- »।

[৬] « শুন্‌ » ধাতু—

[ক] (১) « শুনি ; শোনো, শুনিস্‌, শোনেন্‌ ; শোনে »।

(২) « শুন্‌লাম (-লুম, -লেম), শুন্‌লে » ইত্যাদি ; প্রথম পুরুষে « শুন্‌লে »।

(৩) « শুন্‌তাম্‌, শুন্‌ত » ইত্যাদি।

(৪) « শুন্‌বো, শুন্‌বে » ইত্যাদি।

[খ] (৫) « শুন্‌ছি, শুন্‌ছে » ইত্যাদি।

(৬) « শুন্‌ছিলুম, শুন্‌ছিলে » ইত্যাদি।

(৯) « শুনেছিলুম শুনছিলাম, শুনেছিল » ইত্যাদি।

(১০) « শুনে থাক্‌বো » ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা—« শোনো, শোন্‌, শুনুন, শুনুক »।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« শুনো, শুনিস্‌ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« শুনে, শুন্‌লে ; শুন্‌তে ; শোনা, শোন্‌বা- »।

[৭] « করা » ধাতু—

[ক] (১) « করাই ; করাও, করাস্‌, করান ; করায় »।

(২) « করালাম, করালুম, করালেম ; করালে, করালি, করালেন ; করালে »।

(৩) « করাতাম, করাতুম, করাতে, করাত' » ইত্যাদি।

(৪) « করাবো, করাবেন, করাবে » ইত্যাদি।

[খ] (৫) « করাচ্ছি ; করাচ্ছ, করাচ্ছিস্, করাচ্ছেন ; করাচ্ছে »।

(৬) « করাচ্ছিলাম, করাচ্ছিলুম, করাচ্ছিলে » ইত্যাদি।

(৭) « করাতে থাক্‌বো » ইত্যাদি।

(৮) « করিয়েছি, করিয়েছ, করিয়েছিস্ » ইত্যাদি।

(৯) « করিয়েছিলুম, করিয়েছিলাম, করিয়েছিলে » ইত্যাদি।

(১০) « করিয়ে' থাক্‌বো » ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা—« করাও, করা, করান, করাক্ » ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« করিয়ো, করাস্ »।

অসমাপিকা « করিয়ে', করালে ; করাতে ; করানো, করাবা- »।

বাঙ্গালা সাধু-ভাষার ধাতু-রূপে শ্রেণী-বিভাগের অবকাশ নাই—দুই-এক জায়গায় চলিত-ভাষার প্রভাবের ফলে অল্প একটু-আধটু পরিবর্তন দেখা যায়, এই মাত্র। কিন্তু স্বর-সঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি ইত্যাদির কার্য্যের ফলে, চলিত বাঙ্গালার ধাতু-রূপে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটে, সেগুলিকে বিচার করিয়া, চলিত-ভাষার ধাতুগুলিকে কতকগুলি শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে। চলিত-ভাষার ধাতু-রূপ, সাধু-ভাষার অপেক্ষা খুব বেশী জটিল ব্যাপার। নিম্নে **চলিত-ভাষার ধাতু-রূপের গণ** বা **শ্রেণী** প্রদর্শিত হইল। বিভিন্ন কাল ও পুরুষ বিশেষ করিয়া এখানে আর নির্দিষ্ট হইল না।

[১] **প্রথম গণ**—ধাতুর স্বর-বর্ণ « অ », ব্যঞ্জনান্ত ; বিভক্তি-প্রত্যয়ের ই-কার লোপে বা ই-কার যোগে স্বর-পরিবর্তন—« অ » স্থলে « ও » (ই-কার-লোপ-জাত ওকে « অ' » রূপে লেখা হয়)।

[১ক] শেষে « হ » -ভিন্ন অন্য ব্যঞ্জন থাকিলে—

« চল্ » ধাতু—পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৩০৬।

অনুরূপ ধাতু—« কর্, কষ্, খস্, গড়্, ঘষ্, চর্, চষ্, ছল্, জম্, জ্বল্, ঝর্, টল্, ডর্, ঢল্, তর্,

থক্, ধর্, ধ্বস্, নড়্, পড়্, পশ্, ফল্, বক্, বখ্, বন্, বল্, বস্, ভজ্, ভর্, মর্, মল্, লড়্, সঁপ্, সর্, হট্ » ইত্যাদি।

[২ক] ধাতুর স্বর « অ », অন্ত্য ব্যঞ্জন « হ » (এই « হ » লুপ্ত হয়)—« ই »-লোপে অ-কার সর্বত্র ও-কারে পরিবর্তিত হয় না।

« কহ্ বা ক' » ধাতু—« কই, কও ক'স [=কোস্], কন, কয়; কইলাম কইলুম, (২ক, ৩ক) কইলে; কইতুম, কইত; কইবো, (২ক, ৩ক) কইবে (কবে), (২খ) কইবি (ক'বি [=কোবি]), (২গ, ৩খ) কইবেন; কইছি ক'চ্ছি, কইছ ক'চ্ছ, কইছে, ক'চ্ছে; কইছিলাম ক'চ্ছিলাম, কইছিল ক'চ্ছিল; ক'য়েছি; ক'য়েছিলুম; কও, ক', ক'ন [=কোন্], ক'ক্ [=কোক্], ক'য়ো [=কোয়ো], ক'স্ [=কোস্]; ক'য়ে, কইলে; কইতে; কওয়া (=কআ <কহা—র-শ্রুতিতে 'কওয়া), কইবা- (কবা-) »।

অনুরূপ ধাতু—« বহ্ (ব'), রহ্ (র'), সহ (স'), দহ্ (দ'), মহ্ (ম'), হ (প্রাচীন *অহ্, হো), নহ্ (ন', ন+অহ্ বা হ'—নঞর্থক ধাতু, পরে দ্রষ্টব্য)।

অস্ত্যর্থক হ-ধাতুর বৈশিষ্ট্য আছে—

« হই, হও, হ'স্ [=হোস্], হন, হয়; হ'লাম হ'লুম হ'লেম, হ'লে, হ'লি, হ'লেন, হ'ল [=হোলো]; হ'তাম, হ'তে, হ'তিস, হ'তেন, হ'ত [=হোতো]; হবো, হবে, হবি, হবেন, হবে ('হবি' ভিন্ন অন্যত্র উচ্চারণে [হো] নহে); হ'চ্ছি, হ'চ্ছে, ইত্যাদি; হ'চ্ছিলাম, হ'চ্ছিল ইত্যাদি; হ'য়েছি, হ'য়েছে ইত্যাদি; হ'য়েছিলাম, হ'য়েছিল ইত্যাদি; হও, হ, হ'ন, হ'ক্ (হোন্, হোক্), হ'য়ো (হোয়ো), হ'স্; হ'য়ে, হ'লে; হ'তে; হওয়া, হওন, হবা- »।

« খ (ক্ষ) » ধাতু—'ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া'—পূর্বে ইহার অন্তে « -হ » না থাকা সত্ত্বেও, ইহা এই গণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে; « খই, খও; খইলাম, খ'লাম, খইল'; খইত'; খইবো খবো, খইবে (খবে); খ'চ্ছে; খ'চ্ছিল; খ'য়েছে, খ'য়েছিল; খও, খ'ক্; খ'য়ো, খ'স্; খ'য়ে (ক্ষ'য়ে), খইলে; খইতে; খওয়া, (খওন), খবা- »।

[২] **দ্বিতীয় গণ**—ধাতুর স্বর-ধ্বনির « আ »। ভবিষ্যতের রূপে ই-কার লোপেও অভিশ্রুতি হয় না; « খাইবে > খাবে »।

[২ ক] **স্বরান্ত**—

« আ » ধাতু—অসম্পূর্ণ, নিম্নে [২গ]-এর অধীন « আস্ » ধাতু ইহাকে পূরণ করে, তাহা দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩১২)।

« যা [=জা] » ধাতু (« গ » ধাতুর দ্বারা পূরিত)—« যাই, যাও, যা'স্, যান, যায় ; গেলাম গেলুম গেলেম, গেলে, গেলি, গেল (উচ্চারণে [গ্যালো]) »—অতীতে 'যাইলাম' প্রভৃতি রূপের বিকারে, 'যেলাম, যেলি, যেল' প্রভৃতি রূপ চলিত-ভাষায় অজ্ঞাত ; যেতাম, যেতুম ; যাবো ; যাচ্ছি ; যাচ্ছিলাম ; যেতে থাব্‌বো ; গিয়েছিলাম ('যেয়েছিলাম' প্রভৃতি অজ্ঞাত) ; গিয়ে থাক্‌বো (যেয়ে থাক্‌বো) ; যাও, যা, যান্, যাক্ ; যেয়ো, যাস্ ; গিয়ে (ক্বচিৎ 'যেয়ে'), গেলে ('যেলে' চলিত-ভাষায় মিলে না) ; যেতে ; যাওয়া, (যাওন), যাবা- » ।

অনুরূপ ধাতু—« দা (খা-এর অনুকার বা প্রতিধ্বনি ধাতু—খাওয়া-দাওয়া), পা, ধা (='দৌড়ানো'—অতীতে 'ধাইল' হইবে) -চলিত-ভাষায় সমস্ত রূপ মিলে না—[১] (৩ক) « ধায় », আত্মনিষ্ঠ অসমাপিকা « ধেয়ে », ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য « ধাওয়া » —এই কয়টী রূপ মাত্র প্রচলিত ।

[২খ] অন্ত্য হ-কারের লোপে, আধুনিক বাঙ্গালায় আকারান্ত, প্রাচীন বাঙ্গালায় হ-কারান্ত ;

যথা—« গা (গাহ্ ধাতু), চা (চাহ্), বা (বাহ্), না (নাহ্) » । এই ধাতুগুলিতে নিত্য অতীতে ও পুরানিত্যবৃত্ত অতীতে এবং « ইলে »-প্রত্যয়-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ায়, « -ইতে »-প্রত্যয়-যুক্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষণে, তথা « -ইবা »-প্রত্যয়-যুক্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্যে, ই-কারের লোপ হয় না—লোপ যদিও-বা করা হয়, আ-কারের অভিশ্রুতি হয় না ; যথা—« (১) গাই, গাও, গা'স্ গা'ন্, গায় (<গাহি, গাহ, গাহিস্, গাহে ইত্যাদি) ; (২) গাইলাম গাইলুম গাইলেম, গাইলে, গাইলি, গাইলেন, গাইলে (<গাহিলাম ইত্যাদি ; 'গেলুম, গেলে, গেলি' ইত্যাদি রূপ হয় না) ; (৩) গাইতাম, গাইত ('গেতাম, গেত' ইত্যাদি নহে) ; (৪) গাইবো, গাইবে ('গেবো, গেবে' নহে) ; (৫) গাইছি বা গাচ্ছি, গাইছে বা গাচ্ছে, (৬) গাইছিলাম, গাচ্ছিলাম ইত্যাদি ; (৭) গাইতে+থাক্‌বো ইত্যাদি ; (৮) গেয়েছি, গেয়েছে ; (৯) গেয়েছিলাম, গেয়েছিল ; (১০) গেয়ে+থাক্‌বো ; ইত্যাদি ; অনুজ্ঞা—গাও, গা, গা'ন্, গা'ক্ ; গেয়ো, গা'স্ ; গেয়ে, গাইলে ('গেলে' নহে) ; গাইতে ('গেতে' নহে) ; গাওয়া, গাইবা- বা গাবা- » ।

☞ « গেতে, চেতে, নেতে, গেলে ('গাইতে, যাইতে, নাইতে, গাইলে' স্থলে) » চলিত-ভাষায় অশুদ্ধ রূপ । অন্য কয়টী ধাতুতে এই রীতিতেই কাল প্রভৃতির রূপ হয় ।

« ছা » ধাতু (আচ্ছাদন করা) মূলে হ-কারান্ত না হইলেও, এই শ্রেণীর মধ্যে আসিয়াছে ।

[২গ] ধাতুর স্বর « আ », শেষে কোনও ব্যঞ্জন—

কাট্ ধাতু—

« কাটি, কাটো, কাটিস্, কাটেন, কাটে ; কাট্লাম কাট্লুম কাট্লেম, কাট্লে, কাট্লি, কাট্লেন, কাট্লে ; কাট্তাম কাটতুম কাট্তেম, কাট্তে কাটতিস্ কাটতেন, কাট্ত ; কাট্বো, কাট্বে কাট্বি কাট্বেন, কাট্বে ; কাট্ছি কাট্ছে ইত্যাদি ; কাট্ছিলুম কাট্ছিলে কাট্ছিল ইত্যাদি ; কাট্তে থাক্বো ইত্যাদি ; কেটেছি, কেটেছ ; কেটেছিলুম, কেটেছিল ; কেটে থাক্বো ইত্যাদি ; কাট বা কাটো, কাট্, কাটুন্, কাটুক্ ; কেটো, কাটিস্ ; কেটে', কাট্লে, কাট্তে ; কাটা, কাট্বা- » ।

অনুরূপ ধাতু—« আঁক্, আছ্, আস্ (অসম্পূর্ণ), খাট্, গাঁথ্, ঘাম্, জ্বাল্, টান্, ডাক্, ঢাক্, ঢাল্, তাক্, তাত্, থাক্, দাগ্, নাচ্, নাড্, নাম্, পাক্, ফাট্, ঝাঁপ্, বাছ্, বাজ্, বাট্, বাড্, বাধ্, বাঁধ্, বাস্, ভাঙ্, ভাঁজ্, ভাস্, মাখ্, মাপ্, মার, রাগ্, রাঁধ্, লাগ্, সাঁট্, সাধ্, সার, হাট্, হাস্ » ইত্যাদি।

অসম্পূর্ণ ধাতু—« √আস্ + √আ »—

« আসি, আসো, আসিস্, আসেন, আসে » ; অতীতে আ-ধাতু-জাত « আইল » হইতে « এল' », উহার আধারে « এলাম, এলুম, এলেম ; এলে, এলি, এলেন ; এল' » (অতীতে « আসিলাম, আসিলে, আসিল » প্রভৃতির বিকারে « আস্লাম, আস্লে, আস্ল » প্রভৃতি রূপ, শুদ্ধ চলিত-ভাষার অনুমোদিত নহে ; « আসিলাম » ও « এলুম » -এই উভয়ের মিশ্রণে আবার « আস্লুম » পদ শোনা যায়—ইহাও পরিত্যাজ্য) ; « আস্তাম, আস্তুম, আস্তেম ; আস্তে, আস্তিস্, আসতেন ; আস্ত » ; « আস্বো, আসবে » ইত্যাদি ; « আস্ছি, আস্ছ, আস্ছে (='আসিতেছি' ইত্যাদি) ; আস্ছিলাম আস্ছিলুম আস্ছিলেম, আস্ছিলে » ইত্যাদি ; « আস্তে থাক্বো » ইত্যাদি ; « এসেছি, এসেছে » (=আসিয়াছি) ইত্যাদি ; « এসেছিলাম, এসেছিল » ইত্যাদি ; « এসে থাক্বো » ইত্যাদি ; সাধারণ অনুজ্ঞায় -« এস, এসো (< আইসহ, আইস- ২(ক) ; 'আসো' রূপ চলিত-ভাষায় অজ্ঞাত), আয় (<আ ধাতু 'আ'—ইতর প্রাণীকে আহ্বানে) ; আসুন্, আসুক » ; ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« এসো (<আইসিও, আইসিহ), আসিস্ » ; « এসে, এলে (< আইলে) ; আস্তে ; আসা, (আইসন বা আসন), আস্বা- » ।

[৩] **তৃতীয় গণ**—ধাতুর স্বরধ্বনি, « ই, ঈ »—

[৩ক] **স্বরান্ত**—দুইটী অসম্পূর্ণ ধাতু, « জী, পি »—কাব্যে ব্যবহৃত, সাধু-

ভাষায় ও কথ্য চলিত-ভাষায় অপ্রচল। এই ধাতু দুইটীতে স্বর-সঙ্গতি হয় না—ধাতুর স্বর-ধ্বনি ই-কারের এ-কারে পরিবর্তন হয় না।

« জী » ধাতু—'প্রাণধারণ করা'—« জীই, জীয়ে; জীলাম, জীল'; জীবো জীবে; অনুজ্ঞা—জীও (কেহ হাঁচিলে, মধ্যম পুরুষের সাধারণ রূপ 'জীও' স্থলে 'জীবো' বলে) জীউন, জীউক; জীয়ে, জীলে; জীতে; 'জীওন-কাঠি'; জীবা- »।

« পি » ধাতু—'পান করা'—« পিই, পিয়ে; পিলে, পিল'; পিবো; অনুজ্ঞা পি, পিও, পিউন, পিউক; পিয়ে, পিলে; পিতে; পিবা- »।

[৩খ] ব্যঞ্জনান্ত ই-ধ্বনি যুক্ত—

এই শ্রেণীর ধাতুর রূপ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে: « শিখ » ধাতু (পৃষ্ঠা ৩০৭—৩০৮)। অনুরূপ ধাতু—« কিন্, গিল্, চিন, চিব, ছিঁড়, ছিত্, টিঁক্, টিপ্, নিব্, পিঁজ্, পিট্, পিষ্, ফির্, বিঁধ্, ভিজ্, ভিড়্, মিল্, মিশ্, লিখ্ »।

[৪] **চতুর্থ গণ**—ধাতুর স্বর-ধ্বনি « এ »—

স্বর-সঙ্গতি ও অভিশ্রুতি-দ্বারা « এ »-কারের « ই » ও « অ্যা »-তে পরিবর্তন হয়।

[৪ক] স্বরান্ত—দুইটী ধাতু, « দে » ও « নে »।

« দে » ধাতু—« দেই দিই, (দেও > দ্যাও >) দাও, দিস্, দিন, দেয় [=দ্যায]; দিলাম দিলুম দিলেম, দিলে দি'ল দিলেন, দিলে; দিতাম দিতুম দিতেম, দিতে দিতিস্, দিতেন, দিত; দেবো, দেবে দিবি দেবেন, দেবে, দিচ্ছি, দিচ্ছ, দিচ্ছে; দিচ্ছিলাম দিচ্ছিলুম দিচ্ছিলেম, দিচ্ছিল; দিতে থাকবো; দিয়েছি, দিয়েছে; দিয়েছিলুম, দিয়েছিল; দিয়ে থাকবো; দাও, দে, দিন্, দিক্; দিয়ো, দিস্; দিয়ে, দিলে; দিতে, দেওয়া, দেবা- »।

[৪খ] ব্যঞ্জনান্ত—

« খেল্ » ধাতু—« খেলি, খেল [=খ্যালো] খেলিস্ খেলেন, খেলে [=খ্যালে]; খেল্লাম, খেল্লে খেল্লি, খেল্লে; খেলতুম, খেলতিস্, খেলত; খেল্বো, খেল্বে; খেল্ছি, খেল্ছ খেল্ছে; খেল্ছিলাম, খেল্ছিল; খেল্তে থাকবো; খেলেছি, খেলেছে; খেলেছিলুম, খেলেছিল; খেলে থাক্বো; খেল [=খ্যালো], খেল্ [=খ্যাল্], খেলুন, খেলুক্; খেলো, খেলিস্; খেলে, খেল্লে; খেল্তে; খেলা, খেলবা- »।

অনুরূপ ধাতু—« এড়্, খেপ্ (ক্ষেপ্), ঘেঁষ্, ঠেল্, লেপ্, ফেল্, ঝেড়্, বেড়্, মেল্, সেঁক্, হেল্ »।

[৫] **পঞ্চম গণ**—ধাতুর স্বর-ধ্বনি « উ »—

[৫ক] স্বরান্ত—

একটী মাত্র ধাতু—« উ » (='উদিত হওয়া',—কবিতার ভাষায় মিলে), অসম্পূর্ণ ধাতু, চলিত-ভাষায় অব্যবহৃত : « উয়ে ; উইল » ইত্যাদি।

« চু » ধাতু ও « দু (<দুহ্) » ধাতু এই শ্রেণীতে পড়ে, কিন্তু এই দুইটীর রূপ [৬ক]-র মত হয়—কার্য্যতঃ এই দুইটীও ও-কার-যুক্ত ধাতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

[৫খ] ব্যঞ্জনান্ত—স্বরসঙ্গতি হেতু উ-কারের ও-কারে পরিবর্তন হয়।

« শুন্ » ধাতুর রূপ দ্রষ্টব্য (পূর্বে, পৃষ্ঠা ৩০৮)।

অনুরূপ ধাতু—« উঠ্, উড়্, উব্, কুট্, খুঁজ্, খুল্, গুণ্, ঘুর্, চুক্, চুষ্, ছুট্, ছুঁড়্, ঝুঁক্, ঠুক্, ডুব্, ঢুক্, তুল্, দুল্, ধুন্, পুছ্, পুত্, পুর্, ফুল্, বুঝ্, বুন্, মুড়্, যুঝ্, লুট্, শুধ্, শুঁক্ »।

[৬] **ষষ্ঠ গণ**—ধাতুর স্বর ও-কার ; এই ও-কারের উ-কারে পরিবর্তন হয়।

[৬ক] স্বরান্ত ধাতু—

ছোঁ, খো (চলিত-ভাষায় তাদৃশ প্রচলিত নহে), ধো, রো, শো ; ধো, নো : চো (সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না) »।

ছুঁই, ছোঁও, ছুঁস্, ছোঁন্, ছোঁয় ; ছুঁলাম ছুঁলুম, ছুঁলে ; ছুঁতুম ছুঁতেম ছুঁতাম, ছুঁত ; ছোঁবো, ছুঁবি, ছোঁবে ; ছুঁচ্ছি ; ছুঁচ্ছিলাম ; ছুঁয়েছে ; ছুঁয়েছিল ; ছোঁও, ছোঁ, ছুঁন, ছুঁক্, ছুঁয়ো, ছুঁস্ ; ছুঁয়ে, ছুঁলে ; ছুঁতে ; ছোঁয়া, ছোঁবা- »।

« রো, দো, নো, চো » এই কয়টী ধাতুতে, নিত্য অতীতে, সামান্য ভবিষ্যতে, « ইলে » -প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্যণে, « ইবা »-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্যে, প্রত্যযের ই-কাব সাধারণতঃ লুপ্ত হয় না : যথা—« রুইলে, দুইত, নুইবে, দুইছে (ক্বচিৎ 'দুচ্ছে'), নুইলে, চুইছে (ক্বচিৎ 'চুচ্ছে'), দুইবার, নুইবা-মাত্র »।

[৬খ] ব্যঞ্জনান্ত—

এই শ্রেণীর ধাতু এখন [৫খ]-এর সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি সংস্কৃত ধাতু ও নাম-ধাতু, যেগুলিতে ও-কার পাওয়া যায়, বাঙ্গালায় কার্যতঃ উ-কার-যুক্ত ধাতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; যথা—« রোষ > রুষ্, রোধ > রুধ্, রোখ > রুখ্, জোঁখ > জুঁখ্, রোপ > রুপ্, দোষ > দুষ্, জোত > জুত্, ভোগ > ভুগ্, ভোল > ভুল্, তোষ > তুষ্, পোঁছ > পুঁছ্, পোষ > পুষ » ইত্যাদি।

[৭] **সপ্তম গণ**—« -আ » প্রত্যয়ান্ত ণিজন্ত ও নাম-ধাতু।

[৭ক] মূল ধাতুর স্বর « অ »: স্বর-সঙ্গতি ও অভিশ্রুতি দ্বারা এই « অ », ও-কারে পরিবর্তিত হয়।

[৭ক৷১] মূল ধাতুতে স্বর-বর্ণ অ+একটী ব্যঞ্জন :

পূর্বে « করা » ধাতুর রূপ দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩০৮—৩০৯)।

অনুরূপ ধাতু—« চলা, খসা, কথা, ধরা, মরা, গড়া, ঘষা, ঝরা, ফলা, যওয়া, সওয়া » ইত্যাদি।

[৭ক৷২] মূল ধাতুতে স্বর-বর্ণ অ+দুইটী ব্যঞ্জন :

এই প্রকার ধাতুর রূপ [৭ক৷১]-এর অন্তর্গত ধাতুরই মত হয়, কেবল আত্মনিষ্ঠ অসমাপিকায় « ইয়া » প্রত্যয়ের « ই », যাহা [৭ক৷১] শ্রেণীর ধাতুতে লুপ্ত হয় না, তাহা বিকল্পে এই শ্রেণীতে লুপ্ত হয়, এবং তদনুসারে পুরাঘটিত কালগুলিতেও ই-কার হয় না ; যথা—[৭ক৷১] শ্রেণীর « নড়া » ধাতু—« নড়িয়ে', নড়িয়েছে, নড়িয়েছিল, নড়িয়ে' থাক্‌বে » ; « ফলা » ধাতু—« ফলিয়ে', ফলিয়েছে, ফলিয়েছিল, ফলিয়ে' থাক্‌বে » ; কিন্তু এই [৭ক৷২] শ্রেণীর « ধম্‌কা » ধাতু—« ধমকিয়ে' বা ধ'ম্‌কে ; ধমকিয়েছে বা ধ'ম্‌কেছে, ধম্‌কিয়েছিল বা ধ'ম্‌কেছিল ; ধ'ম্‌কে থাক্‌বে », ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« ধ'ম্‌কিয়ো বা ধ'ম্‌কো » ইত্যাদি।

অনুরূপ ধাতু—« অর্‌শা, কচ্‌টা, কড়্‌কা, কব্‌লা, গর্‌জা (গর্জা), খণ্ডা, ঘষ্‌টা, চম্‌কা, চল্‌কা, ছট্‌কা, ঝল্‌কা, টপ্‌কা, তর্‌জা, থম্‌কা, দংশা, দর্শা, নরমা, পস্তা (পছ্‌তা), বদ্‌লা, ভড়্‌কা, মচ্‌কা, রগ্‌ড়া, সম্‌ঝা, হড়্‌কা »।

[৭খ] মূল ধাতুর স্বর « আ »। ধাতুতে « ওয়া [=ৱা, wā] » থাকিলে, প্রত্যয়ের ই-কারের পূর্বে « ওয় [=ৱ, w] » ধ্বনির লোপ হয়। সর্বত্র ইহাই সাধারণ নিয়ম।

[৭খ৷১] মূল ধাতুর আ-কারের পরে একটীমাত্র ব্যঞ্জন—

« আঁকা » ধাতু—« আঁকায় ; আঁকালে ; আঁকাবে ; আঁকাত' ; আঁকাচ্ছে ; আঁকাচ্ছিল ; আঁকাতে থাক্‌বে ; আঁকিয়েছে ; আঁকিয়েছিল ; আঁকিয়ে' থাক্‌বে ; আঁকাও, আঁকা, আঁকান্‌, আঁকাক্‌ ; আঁকিও, আঁকাস্‌ ; আঁকিয়ে', আঁকালে ; আঁকাবে, আঁকানো, আঁকাবা- »।

অনুরূপ ধাতু—« আঁচা, আনা, কাচা, কাটা, কাড়া, কাঁদা, কাঁপা, কামা, খাটা, ঘাঁটা, ঘামা, চাপা, ছাড়া, ছাপা, জাগা, জানা, ঝাড়া, টাঙা, ডাকা, তাকা, তাতা, থামা, দাবা, নাচা, নামা, পাওয়া, পাঠা, পারা, ফাটা, বাজা, বাঁধা, ভাঙা, মাথা, মাগা, মাতা, রাগা, লাগা, লাফা, শানা, সাজা, হাঁকা »।

[৭খ।২] মূল ধাতুর স্বর আ-কারের পরে একাধিক ব্যঞ্জন—

« আট্‌কা » ধাতু—([৭কা২]-এর মত); « আট্‌কায়; আট্‌কালে; আট্‌কাত'; আট্‌কাবে; আট্‌কাচ্ছে; আট্‌কাচ্ছিল; আট্‌কাতে থাক্‌বে; আট্‌কিয়েছিল বা আট্‌কেছিল; আট্‌কিযে' বা আট্‌কে' থাক্‌বে; আট্‌কাও, আট্‌কা, আট্‌কান্‌, আট্‌কাক্‌; আট্‌কিয়ো বা আট্‌কো, আট্‌কাস্‌, আট্‌কিযে' বা আট্‌কে', আট্‌কালে; আট্‌কাতে, আট্‌কানো, আট্‌কাবা- »।

অনুরূপ ধাতু—« আওটা, আওড়া, আঁচড়া, আগলা, আছড়া, কামড়া, খাবলা, খামচা, চানকা, চাপড়া, চাবকা, ঝামরা, ঠাওরা, খাবড়া, ধামসা, পাকড়া, পালটা, সামলা, স াঁতরা, স াঁতলা, হাঁটকা, হাঁতড়া »।

[৭গ] মূল ধাতুর স্বর « ই, ঈ »।

সাধারণতঃ স্বর-সঙ্গতির ফলে, পরে অবস্থিত « আ »-প্রত্যয়ের প্রভাবে, « ই ঈ » এ-কার হইযা যায়। কিন্তু এই শ্রেণীর ণিজন্ত ক্রিয়াগুলির আর এক প্রকার রূপ আছে -তাহাতে স্বর-সঙ্গতির ফলে ই-কারের এ-কারের পরিবর্তন ঘটে না. « আ- » প্রত্যয় নিজেই « ও »-রূপে দৃষ্ট হয়, মূল ধাতুর ই-স্বর বজায় থাকে, এবং এই ও-কার আবার কোনও-কোনও ক্ষেত্রে স্বর-সঙ্গতি হেতু উ-কারত্ব প্রাপ্ত হয়। কখনও-কখনও এই ও-কারকে অ-কার রূপেই লিখিত হয়; যথা « শিখোয » স্থলে « শিখয় » « শিখোচ্ছে » স্থলে « শিখচ্ছে »।

[৭গ।১] মূল ধাতুর « ই, ঈ »-কারের পরে একটীমাত্র ব্যঞ্জন—

প্রথম রূপ—ণিজন্ত « আ »-প্রত্যয় অবিকৃত—« শেখাই, শেখাও, শেখাস্‌, শেখান্‌, শেখায; শেখালাম শেখালুম. শেখালে শেখালি শেখালেন, শেখালে; শেখাতাম শেখাতুম শেখাতেম, শেখাতে, শেখাত'· শেখাবো শেখাবে; শেখাচ্ছি, শেখাচ্ছে; শেখাচ্ছিলাম, শেখাচ্ছিল; শেখাতে থাক্‌বো, থাক্‌বে; শিখিয়েছি, শিখিয়েছে; শিখিয়েছিলুম, শিখিয়েছিল; শিখিয়ে থাক্‌বো; শেখাও, শেখা, শেখান্‌, শেখাক; শিখিয়ো শেখাস; শিখিয়ে,' শেখালে; শেখাতে; শেখানো, শেখাবা- »।

দ্বিতীয় রূপ—ণিজন্ত প্রত্যয় « আ » স্থানে « ও (উ) »; « শিখোই (শিখুই), শিখোও শিখোস্‌ শিখোন, শিখোয়; শিখোলুম (শিখুলুম), শিখোলে (শিখুলে), শিখোলি (শিখুলি), শিখোলেন, শিখোলে (শিখুলে); শিখোতুম (শিখুতুম), শিখোতে (শিখুতে) শিখোতিস্‌ (শিখুতিস্‌), শিখোতেন (শিখুতেন), শিখোত' (শিখুত'); শিখোতে (শিখুতে) থাক্‌বো; শিখিয়েছি; শিখিয়েছিলুম; শিখিয়ে' থাক্‌বো » ইত্যাদি। অনুজ্ঞা—[৭গ।১] শ্রেণীর মত (মধ্যম

ও প্রথম পুরুষে গৌরবে « শিখোন » এবং প্রথম পুরুষে « শিখোক্ » অতিরিক্ত); শিখিয়ে', শিখোলে (শিখুলে), শিখোতে (শিখুতে); শিখোনো (শিখুনো), শিখোবা- » ।

অনুরূপ ধাতু—« কিলা, গিলা, চিতা, ছিটা, জীয়া, জিরা, ঝিমা, টিপা, থিতা, নিকা, নিড়া, নিতা, পিছা, পিটা, ফিরা, বিকা, বিঁধা, বিনা, বিয়া, বিলা, বিয়া, ভিজা, ভিড়া, মিট', মিয়া, মিলা, মিশা, লিখা, সিঝা » ।

[৭।গ।২] মূল ধাতুর « ই, ঈ »-র পরে দুইটী ব্যঞ্জন—

« নিংড়া » ধাতু—প্রথম রূপ—« আ »-প্রত্যয় « নেংড়াই, নেংড়ায়; নেংড়ালুম, নেংড়ালে; নেংড়াত'; নেংড়াবো; নেংড়াচ্ছি; নেংড়াচ্ছিল; নেংড়াতে থাক্‌বো; নিংড়িয়েছি নিংড়েছি; নিংড়িয়েছিলুম নিংড়েছিলুম; নিংড়ে' থাক্‌বো; নেংড়াও, নেংড়া, নেংড়ান্, নেংড়াক; নিংড়িয়ো নিংড়ো, নেংড়াস্; নিংড়িয়ে' নিংড়ে', নেংড়ালে; নেংড়াতে, নেংড়ানো, নেংড়াবা- » ।

দ্বিতীয় রূপ—ণিজন্ত « ও (উ) » প্রত্যয়—« নিংড়োই (নিংড়ুই), নিংড়োয়; নিংড়োলুম (নিংড়ুলুম); নিংড়োতিস্ (নিংড়ুতিস), নিংড়োত' (নিংড়ুত'); নিংড়োবে (নিংড়ুবে); নিংড়োচ্ছি (নিংড়ুচ্ছি), নিংড়োচ্ছে (নিংড়ুচ্ছে); নিংড়োচ্ছিলুম (নিংড়ুচ্ছিলুম); নিংড়োতে (নিংড়ুতে) থাক্‌বো; নিংড়িয়েছি, নিংড়েছি; নিংড়িয়েছিল, নিংড়েছিল; নিংড়োতে (নিংড়ুতে), নিংড়োনো (নিংড়ুনো), নিংড়োবা- (নিংড়ুবা-) » ।

অনুরূপ ক্রিয়া—« চিপ্‌টা, চিম্‌টা, ছিট্‌কা, ঠিক্‌রা, পিছ্‌লা, তিষ্ঠা, বিগ্‌ড়া, শিউরা, সিঁট্‌কা » ।

[৭।ঘ] মূল ধাতুর স্বর « উ, ঊ »—

ই-কার যুক্ত ধাতুর অনুরূপ—স্বর-সঙ্গতি « ই, এ » স্থলে « উ, ও » হয়।

[৭।ঘ।১] মূল ধাতুতে স্বরবর্ণের পরে একটী ব্যঞ্জন—

প্রথম রূপ—« আ »-প্রত্যয়—« উঠা » ধাতু—« ওঠাই, ওঠায়; ওঠালুম, ওঠালে; ওঠাত'; ওঠাবো; ওঠাচ্ছি; ওঠাচ্ছিল; ওঠাতে থাক্‌বে; উঠিয়েছি উঠিয়েছিলেন; উঠিয়ে' থাক্‌বে; ওঠাও, ওঠা, ওঠান্, ওঠাক্; উঠিয়ো, ওঠাস্; উঠিয়ে', ওঠালে; ওঠাতে; ওঠানো, ওঠাবা- » ।

সাধারণতঃ এই ধাতুকে « উঠায়, উঠান্, উঠাল' » ইত্যাদি উ-কারাদি রূপে লিখিত হয়—আদ্য « উ »-র স্বর-সঙ্গতি-জাত « ও »-কারে পরিবর্তন, সাধারণতঃ নির্দিষ্ট করা হয় না।

দ্বিতীয় রূপ—« ও (উ) »-প্রত্যয়-যুক্ত; « উঠোই (উঠুই), উঠোয়; উঠোলে (উঠুলে); উঠোতিস্ (উঠুতিস্), উঠোত' (উঠুত'); উঠোবো (উঠুবো); উঠোচ্ছি (উঠুচ্ছি); উঠোচ্ছিলেন, (উঠুচ্ছিলেন); উঠোতে (উঠুতে) থাক্‌বো; উঠিয়েছি ইত্যাদি (পূর্বাঘটিত কালগুলি এই শ্রেণীর

প্রথম রূপের মত) ; উঠোও, উঠো, উঠোন্, উঠোক্ ; উঠিয়ো, উঠোস্ ; উঠিয়ে', উঠোলে (উঠুলে) ; উঠোতে (উঠুতে) ; উঠোনো (উঠুনো) ; উঠোবা- »।

অনুরূপ ধাতু—« উড়া, কুটা, কুলা, গুছা, গুড়া, গুঁড়া, গুঁতা, ঘুচা, ঘুমা, ঘুরা, চুকা, চুবা, চুয়া, ছুটা, জুটা, জুড়া, জুতা, ঝুলা, ঠুকা, ঢুকা, ঢুলা, দুলা, পুড়া, পুরা, ফুটা, ফুলা, বুজা, ঝুঝা, বুড়া, ভুগা, মুছা, লুকা, শুখা, শুঁকা, শুধা, শুনা »।

[৭।ঘ।২] মূল ধাতুর পরে একাধিক ব্যঞ্জন—

« শুধ্‌রা » ধাতু—প্রথম রূপ (« আ »)—« শোধ্‌রাই (শুধরাই), শোধরালুম শোধরাবো, শোধ্‌রাচ্ছি, শোধরাচ্ছিলুম ; শুধ্‌রিয়েছি বা শুধ্‌রেছি ; শুধ্‌রিয়ে' বা শুধরে', শোধ্‌রালে ; শোধরাও শোধ্‌রা, শোধ্‌রাক্, শুধ্‌রিয়ো বা শুধ্‌রো, শোধ্‌রাস্ ; শোধরাতে ; শোধরানো, শোধরাবা- »।

দ্বিতীয় রূপ (« ও (উ) »)—« শুধ্‌রোই (শুধ্‌রুই) ; শুধ্‌রোলুম (শুধ্‌রুলুম) ; শুধ্‌রোচ্ছে (শুধ্‌রুচ্ছে) ; শুধ্‌রোচ্ছিলুম (শুধ্‌রুচ্ছিলুম) ; শুধরোতে (শুধ্‌রুতে) থাকবো ; শুধরিয়েছি, শুধরেছি ; শুধ্‌রেছিলুম ; শুধ্‌রিয়ে' বা শুধ্‌রে' থাক্‌বো ; শুধ্‌রোনো (শুধ্‌রুনো), শুধ্‌রোবা- »।

অনুরূপ ধাতু—« উত্তরা, উগরা, উথলা, উপচা, উপড়া, উলটা, উসকা, গুজরা, গুমসা, চুপসা, চুলকা, জুবড়া, ডুকরা, তুবড়া, দুমড়া, ফুকরা, ফুসলা, মুচড়া »।

[৭।ঙ] মূল ধাতুর স্বর « এ »—

এই শ্রেণীর ধাতুতে « আ »-প্রত্যয়ই চলে—কেবল কতকগুলি মাত্র ধাতুতে সর্বদা « ও » হয়। ধাতুর « এ »-কারের উচ্চারণ, স্বর-সঙ্গতি-অনুসারে « অ্যা » হয়। এক-ব্যঞ্জনান্ত ও একাধিক-ব্যঞ্জনান্ত এই শ্রেণীর তাবৎ ধাতুরই রূপ এক প্রকার—কেবল আত্মনিষ্ঠ অসমাপিকা ক্রিয়ায়, একাধিক-ব্যঞ্জনান্ত ধাতুতে « ইয়া »-প্রত্যয়ের « ই »-ধ্বনি, বিকল্পে লুপ্ত হয় ; যথা—

« এড়া » ধাতু—« এড়াই, এড়ায় ; এড়ালুম, এড়ালে ; এড়াতুম, এড়াত' ; এড়াবো ; এড়াচ্ছে ; এড়াচ্ছিল ; এড়াতে থাক্‌বো ; এড়িয়েছে ; এড়িয়েছিল ; এড়িয়ে' থাক্‌বে ; এড়াও, এড়া, এড়াক, এড়িয়ো, এড়াস্ ; এড়িয়ে', এড়ালে ; এড়াতে ; এড়ানো, এড়াবা- »।

« থেঁতলা » ধাতু—« থেঁতলায় ; থেঁতলালে ; থেঁতলাতাম ; থেঁতলাবে ; থেঁতলাচ্ছে ; থেঁতলাচ্ছিল ; থেঁতলিয়েছে বা থেঁতলেছে, থেঁতলিয়েছিল বা থেঁতলেছিল ; থেঁতলাও ; থেঁতলিয়ো থেঁত্‌লো ; থেঁতলিয়ে' থেঁতলে, থেঁতলালে ; থেঁতলানো, থেঁতলাবা- »।

অনুরূপ ধাতু—« এলা, খেদা, খেপা, খেলা, গেঁড়া, চেঁচা, চেনা, চেরা, ঠেঙা, দেওয়া, নেওয়া, ফেটা, ফেনা, বেড়া, ভেঙা, ভেজা, লেলা, হেদা ; খেঁচ্‌কা, নেংচা, ভেংচা, খেদড়া, ভেস্তা, লেপ্‌টা »। এই ধাতুগুলির মধ্যে আবার কুত্রচিৎ « ও »-প্রত্যয়ের-ও ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু

তাহা অনুকরণ- বা প্রভাব-জাত; যেমন—« ভেজাচ্ছে ভিজোচ্ছে, ভিজুচ্ছে; এলালে এগোলে, এলুলে; চেতাচ্ছে চিতাচ্ছেচিতুচ্ছে; হেদায় হেদোয় » ইত্যাদি। কিন্তু এই ধাতুগুলি বাস্তবিক « আ »-প্রত্যয়ই গ্রহণ করে।

« এগা (< আইগুয়া, আগুয়া), এলা (< আইলুয়া, আউলুয়া), পেরা (পার হাওয়া—পারা-র বিকারে), বেরা (< বাইরা, বাহিরা) »—এই কয়টী ধাতুতে সমস্ত রূপে ণিজন্ত প্রত্যয় « ও »-ই ব্যবহৃত হয়। « ও »-প্রত্যয়ে, ধাতুর এ-কারের অ্যা-উচ্চারণ হয় না; যথা—« এগোই (এগুই), এগোয়; এগোল', এগুল' (প্রথম পুরুষ.), এগোচ্ছে এগুচ্ছে, এগোতে এগুতে ('এগায়, এগাল', এগাচ্ছে এগাতে' প্রভৃতি নহে); এলোয়, এলোলে ('এলালে'—কবিতায়, সাহিত্যিক ও মৌখিক রূপের মিশ্রণের ফল); বেরোয়, বেরোল'; পেরোয়, পেরিয়েছিল » ইত্যাদি।

[৭চ] ধাতুতে স্বর-ধ্বনি « ও »—কার্য্যতঃ এই শ্রেণী [৭ঘ]-এর সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

ণিজন্ত « আ » এবং « ও »-প্রত্যয়-ভেদে, দুই প্রকার রূপই হয়।

[৭চ।১] ধাতুর স্বরের পরে একটী ব্যঞ্জন—

« ঘোলা » ধাতু—

প্রথম রূপ—« ঘোলায়, ঘোলালে, ঘোলাবে, ঘোলাত', ঘোলাচ্ছে, ঘোলাচ্ছিল, ঘুলিয়েছে, ঘুলিয়েছিল; ঘোলাও, ঘোলা, ঘোলাক্, ঘুলিয়ো, ঘোলাস্; ঘুলিয়ে', ঘোলালে; ঘোলাতে; ঘোলানো, ঘোলাবা- »।

দ্বিতীয় রূপ—« ঘুলোই (ঘুলুই), ঘুলোয়; ঘুলোলে (ঘুলুলে); ঘুলোবো (ঘুলুবো), ঘুলোচ্ছে (ঘুলুচ্ছে); ঘুলিয়েছে; ঘুলোও ঘুলো, ঘুলোক্ (ঘুলুক্), ঘুলিয়ো, ঘুলোস্ (ঘুলুস্); ঘুলিয়ে', ঘুলোলে (ঘুলুলে); ঘুলোতে (ঘুলুতে); ঘুলোনো (ঘুলুনো), ঘুলোবা- (ঘুলুবা-) »।

অনুরূপ ধাতু—« দোলা, ঝোলা, কোঁচা, খোঁচা, শোঁকা, পোঁছা, চোবা » ইত্যাদি।

[৭চ।২] বহুব্যঞ্জনান্ত—

« ঠোক্‌রা » ধাতু—

প্রথম রূপ—« ঠোক্‌রায়, ঠোক্‌রালে, ঠোক্‌রাবে, ঠোক্‌রাচ্ছে, ঠুক্‌রিয়েছে বা ঠুক্‌রেছে; ঠোক্‌রাও ঠোক্‌রা ঠুক্‌রিয়ো; ঠুক্‌রিয়ে' বা ঠুক্‌রে', ঠোক্‌রালে; ঠোক্‌রাতে; ঠোক্‌রানো, ঠোক্‌রাবা- »।

দ্বিতীয় রূপ—« ঠুক্‌রোই (ঠুক্‌রুই), ঠুক্‌রোয়; ঠুক্‌রোলে (ঠুক্‌রুলে), ঠুক্‌রোবে (ঠুক্‌রুবে);

ঠুক্‌রোচ্ছে (ঠুক্‌রুচ্ছে), ঠুক্‌রিয়েছে ঠুক্‌রেছে; ঠুক্‌রিয়ে' ঠুক্‌রে; ঠুক্‌রোলে (ঠুক্‌রুলে'), ঠুক্‌রোতে (ঠুক্‌রুতে); ঠুক্‌রোনো, ঠুক্‌রোবা »।

অনুরূপ ধাতু—« জোব্‌ড়া, কোদ্‌লা, মোচ্‌ড়া কোঁক্‌ড়া, বোঁচ্‌কা, ছোব্‌লা »।

[৭ছ] মূল ধাতুর স্বরধ্বনি « ঔ »—« দৌড়া, পৌঁছা »—

এই দুই ধাতু সাধারণতঃ অণিজন্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়, যদিও এ দুইটীর রূপ ণিজন্ত; « পৌঁছা » (সাধু-ভাষায় « পহুঁছা ») ণিজন্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (সাধু-ভাষায় অনুরূপ ধাতু « তৌলা » - চলিত-ভাষায় তাদৃশ প্রচলিত নহে)।

প্রথম রূপ « আ »—« দৌড়ায়, দৌড়ালাম, দৌড়াত', দৌড়াবে; দৌড়াচ্ছে, দৌড়াচ্ছিল, দৌড়েছে, দৌড়েছিল; দৌড়াও, দৌড়া, দৌড়াক্; দৌড়িয়ে' বা দৌড়ে', দৌড়ালে; দৌড়াতে, দৌড়ানো, দৌড়াবা- »। এই « আ »-যুক্ত রূপ, কথ্য চলিত-ভাষায় অধিক ব্যবহৃত হয় না।

দ্বিতীয় রূপ—« ও, উ »—« দৌড়োই, দৌড়ই, দৌড়ুই; দৌড়োলাম, দৌড়ুলুম্; দৌড়োতে দৌড়তে দৌড়ুতে; দৌড়োবো দৌড়বো দৌড়ুবো; দৌড়োচ্ছে দৌড়ুচ্ছে, দৌড়োচ্ছিল দৌড়ুচ্ছিল; দৌড়িয়েছে, দৌড়েছে; দৌড়িয়েছিল, দৌড়েছিল; দৌড়োও, দৌড়ো, দৌড়োক্; দৌড়িয়ে' দৌড়ে', দৌড়োলে; দৌড়োতে; দৌড়োনো দৌড়ানো, দৌড়াবা- দৌড়োবা- »।

সাধু ও চলিত মিশ্র ধাতু-রূপ

চলিত-ভাষার প্রভাব সাধু-ভাষার উপরে, অর্থাৎ কথ্য ভাষার প্রভাব লিখিত ভাষার উপরে, সর্বদেশে সর্বকালে ঘটিয়া থাকে। ইহার প্রভাবে, লেখকগণ অনবধান হইয়া, অথবা সুবিধা-জনক মনে করিয়া (বিশেষতঃ কবিতায়), সাধু- ও চলিত-ভাষার মিশ্রিত ক্রিয়া-পদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষাতে প্রাচীন কাল হইতেই এই রূপটী দেখা যায়। বস্তুতঃ, বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় স্বর-সঙ্গতি ও অভিশ্রুতির ফল-স্বরূপ, বহু ক্রিয়ার ও অন্যবিধ পদের রূপ, সাধু-ভাষার উপরে চলিত-ভাষার প্রভাবেই ঘটিয়াছে। ছাত্রগণের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত; শুদ্ধ-ভাবে, সাধু অথবা চলিত, একটী রীতি নিয়মিত রূপে অবলম্বন করা উচিত; একই রচনার মধ্যে কোনও-কোনও পদ সাধু-ভাষার, আবার কোনও পদ নিছক্ চলিত-ভাষার হইলে, অসঙ্গতি-দোষ হয়। আবার গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার রচনায় এমন কতকগুলি রূপ পাওয়া যায়, যাহা না সাধু-ভাষার না চলিত-

ভাষার—উভয়ের মিশ্রণ-জাত; এগুলিকেও বর্জন করা উচিত। ছন্দের অনুরোধে, ভাষার ঝঙ্কারের অনুরোধে, কবিতায় এই প্রকার মিশ্র-রূপ চলিতে পারে, কিন্তু গদ্যে কদাচ নহে। কতকগুলি উদাহরণ—

ঘটমান বর্তমান ও অতীত—« হইতেছে + হ'চ্ছে = হ'তেছে; করিতেছিল + ক'র্‌ছিল = ক'রতেছিল; পাইতেছে + পাচ্ছে + পেতে (< পাইতে) = পেতেছে; খাইতেছে + খেতে + খাচ্ছে = খেতেছে; আসিতেছিল + আস্‌ছিল = আসিতেছিল »; পুরাঘটিত বর্তমান ও অতীত—« আউলাইয়াছে + এলিয়েছে = এলায়েছে; গিয়াছে + যাইয়াছে + যেয়ে = যেয়েছে; বাহিরিয়াছিল + বেরিয়েছিল = বারাইয়াছিল »।

কতকগুলি প্রয়োগ (মিশ্রণের ফল) যথা—« নিয়া আসিবার », শুদ্ধ রূপ « লইয়া আসিবার »; চলিত-ভাষায় « ল'য়ে এসো » শুদ্ধরূপ « নিয়ে এসো »; « আস্‌লেন », শুদ্ধ চলিত রূপ « এলেন »; ইত্যাদি।

নঞর্থক ধাতু (Negative Verbs)

অস্তি-বাচক, (অর্থাৎ 'আছে' এই অর্থে) « হ » ধাতুর পূর্বে নঞর্থক (অর্থাৎ 'না' বা 'নাই' এই ভাব প্রকাশক) « ন » শব্দের যোগে, « নহ্ » ধাতু (চলিত-ভাষায় « ন' ») হয়। এই ধাতুর রূপ—

	সাধু-ভাষা	চলিত-ভাষা
নিত্য বর্তমানে--		
১।	« নহি, নই »	« নই »
২ক।	« নহও, নহো, নহ, নও »	« নও »
২খ।	« নহিস্, নইস্ »	« ন'স্ »
২গ, ৩খ।	« নহেন, নন্ »	« নন্
৩ক।	« নহে, নয় »	« নয় »।

অন্য কালে ইহার প্রয়োগ নাই। অসমাপিকা—« নহিলে, নইলে »।

এতদ্ভিন্ন অব্যয়-শব্দ « নাই » আছে। ইহা তিন পুরুষেই প্রযুক্ত হয়। পুরাতন সাধু-ভাষার রচনায় ও কবিতায় « নাহি » এবং « নাহিক » রূপ পাওয়া যায়—ইহা « নাই »-এর পূর্ব রূপ। « নাই »-এর চলিত-ভাষার রূপ « নেই », এবং ক্রিয়ার পরে আসিলে চলিত-ভাষার এই

« নেই » আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া « নি » আকার ধারণ করে; যেমন—« সে আইসে নাই—(চলিত-ভাষায়) সে আসে নি; আমি করি নাই—(চলিত-ভাষায়) আমি করি নি »। এই « নাই, নি » অব্যয়-পদ, বর্ত্তমান ক্রিয়ার পরে বসিয়া তাহাকে অতীতের ক্রিয়া করিয়া দেয়; যথা—« আমি দেখি নাই (দেখি নি), তুমি দেখ নাই (দেখ নি), সে দেখে নাই (দেখে নি) »। বর্ত্তমান কাল জানাইবার জন্য « নাই »-এর স্থানে « না » অব্যয় বসে, এবং এই « না » চলিত-ভাষায় স্বর-সঙ্গতি-হেতু « নে » রূপ গ্রহণ করে; যথা—« আমি দেখি না (>দেখি নে), তুমি দেখ না, সে দেখে না »; তুলনীয়—« আমি করি না, বা করি নে (=আমি সাধারণতঃ করিয়া থাকি না—বর্ত্তমানের ক্রিয়া), আমি করি নাই, বা করি নি (=অতীতের ক্রিয়া) »।

এইরূপ নঞর্থক অতীত অর্থে নিত্য বর্ত্তমানের ক্রিয়ার সঙ্গে « নাই (নি) » ব্যবহার করাই বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে প্রকৃতি-সিদ্ধ; সাধারণ অতীতের সঙ্গে « নাই (নি) » যোগ হয় না, অব্যয় « না » যোগ হয়, অতীত ক্রিয়া এবং « না »—ইহার অর্থ একটু পৃথক্ হইয়া দাঁড়ায়; যেমন—« আমি দেখিলাম না »=‘দেখিতে পারিতাম, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া দেখিলাম না’, অথবা ‘দেখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দৃষ্টিগোচর হইল না’; কিন্তু « আমি দেখি নাই » বলিলে, মাত্র ঘটনাটীর অঘটন বুঝায়; তদ্রূপ, « সে করিল না »=‘ইচ্ছা করিয়া, উপদেশ বা অনুরোধ না মানিয়াই করিল না’ (তুলনীয়—« সে করে নাই » বা « সে করে নি »); « তুমি খাইলে না (খেলে না) », « তুমি খাও নাই (খাও নি) »।

« দেখি নাই (করে নাই, যায় নাই) » প্রভৃতির স্থলে « দেখিয়াছিলাম না »—এরূপ প্রয়োগ, সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষা উভয়েরই অনুকূল নহে।

কবিতার ভাষায় আর একটী নঞর্থক ধাতুর ব্যবহার আছে—

« নার্ » ধাতু—« না বা 'ন » ও » √পার্ » যোগে। এই রূপগুলি সাধারণতঃ পাওয়া যায় :

« নারি	নারিলাম, নারিনু	নারিতাম	নারিব
নার	নারিলে	নারিতে	নারিবে
নারিস্	নারিলি	নারিতিস্	নারিবি
নারে	নারিল, নারিলা	নারিত	নারিবে »

অসমাপিকা ইত্যাদি—« নারিয়া, নারিলে, নারিতে »।

প্রাদেশিক ভাষায় ক্বচিৎ « নারে, নার্‌লে, নারলাম, নারবো (লারবো), নার্‌বে » প্রভৃতি রূপ মিলে ; কিন্তু সাধু গদ্যের ভাষায় ও চলিত-ভাষার এই নঞর্থক ধাতুর চল নাই।

যৌগিক বা মিলিত ক্রিয়া

(Compound Verbs)

একটী অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত একটী সমাপিকা ক্রিয়ার যোগে **যৌগিক** ক্রিয়া গঠিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় « ইতে » এবং « ইয়া »-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদ অন্য কতকগুলি ধাতুর সহিত ব্যবহৃত হয়, এবং উভয়ে মিলিয়া একটী অর্থ প্রকাশ করে। এইরূপ **মিলিত** বা **যৌগিক ক্রিয়াতে** প্রথম ক্রিয়া-পদের অর্থটীই প্রধান থাকে, এবং দ্বিতীয় ক্রিয়া প্রথম ক্রিয়াটীর অর্থকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে সহায়তা করে। এইরূপ যৌগিক ক্রিয়ায়, দ্বিতীয় ক্রিয়াকে প্রথম বা **মৌলিক** ক্রিয়ার **সহকারী** ক্রিয়া বলা যাইতে পারে। সংস্কৃতের **উপসর্গ** (« প্র, পরা, অভি, অনু » প্রভৃতি অব্যয়, যাহা ধাতুর পূর্বে বসে), এবং ইংরেজীর Preposition (ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়, অথবা ক্রিয়ার পরে ক্রিয়ার বিশেষণের মত আইসে)—ইহাদের যে কাজ, বাঙ্গালায় যৌগিক ক্রিয়ার মূল ধাতুর সম্পর্কে সহকারী ক্রিয়া সেই রকম কাজ করে, অর্থাৎ মূল অর্থকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া দেয় ; যথা—সংস্কৃত = « সদ্ » ধাতু, ইংরেজীর sit = বাঙ্গালা « বস্, বসা », কিন্তু সংস্কৃতের « নি + সদ্ », ইংরেজীর sit down = বাঙ্গালা « বসিয়া পড়্, বসিয়া পড়া »।

যৌগিক ক্রিয়ায় সহকারী ধাতুতেই প্রত্যয়-বিভক্তি যোগ করা হয়; « ইতে, ইয়া »-প্রত্যয়ান্ত মৌলিক ক্রিয়া অবিকৃত থাকে। কেবল কতকগুলি বিশেষ ক্রিয়া বা ধাতু, সহকারী ক্রিয়া-রূপে ব্যবহৃত হয়, সকল ধাতু হয় না; যেমন—« চাহ্, থাক্, দে, নে, পার্, পড়্, ফেল্, যা, রহ্, লাগ্ » প্রভৃতি।

সহকারী ক্রিয়ার সাহায্যে মুখ্য ক্রিয়ার অর্থের বিশদ ব্যাখ্যা কি ভাবে হয়, তাহা পরবর্তী উদাহরণ-সমূহ হইতে বুঝা যাইবে।

[১] « ইতে »-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ-যোগে—

(ক) প্রারম্ভিকতা-বোধক (Inceptives)—« খাইতে লাগ্, করিতে লাগ্ »।

(খ) ইচ্ছা-বোধক (Desideratives)—« দিতে চাহ্, বসিতে চাহ্ »।

(গ) অনুমতি- বা অনুমোদন-বোধক (Permissives)—« বসিতে দে, যাইতে দে »।

(ঘ) শক্যতা-বোধক (Potential)—« চলিতে পার্ »।

(ঙ) সামর্থ্য-বোধক (Acquisitives)—« দেখিতে পা »।

(চ) নিরন্তরতা- বা অবিচ্ছিন্নতা-বোধক (Continuatives)—« দিতে থাক্, হাসিতে থাক্ »।

[২] « ইয়া »-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-পদ-যোগে—

(ক) পূর্ণতা-বোধক (Completives)—« খাইয়া ফেল্, মুছিয়া ফেল্, মারিয়া ফেল্, দিয়া ফেল্, কাটিয়া ফেল্, করিয়া বস্, খাইয়া বস্, বলিয়া বস্; আসিয়া পড়্, বসিয়া পড়্, ভাগিয়া পড়্, ধরিয়া পড়্, উড়িয়া পড়্; ভাঙ্গিয়া দে, দিয়া দে; কাড়িয়া লহ্ (কেড়ে নে); করিয়া তুল্, গড়িয়া তুল্, সারিয়া তুল্ »।

(খ) প্রারম্ভিকতা- বা আরম্ভ-বোধক (Inceptives)—« কাঁদিয়া উঠ্, লাগিয়া যা, বসিয়া যা, বলিয়া উঠ্ »।

(গ) স্থায়িত্ব- বা নিত্যতা-দ্যোতক (Staticals)—« বসিয়া থাক্, লাগিয়া থাক্, জাগিয়া রহ্, ধরিয়া রহ্, বা থাক্ »।

(ঘ) নিরন্তরতা-বোধক (Continuatives)—« বকিয়া যা, খাইয়া যা, পড়িয়া যা »।

(ঙ) অবধারণ, বিশদতা বা নিশ্চয়তা-বোধক (Intensives, Indicatives)—« ধুইয়া লহ্,

হইয়া দাঁড়া, বুঝিয়া লহ্, ঘুমাইয়া লহ্, দিয়া আস, খাইয়া লহ, পড়িয়া যা, চলিয়া যা, লাফাইয়া পড়্, ধরিয়া যা, চলিয়া যা, লইয়া যা »।

(চ) অভ্যাস-বোধক (Habituals)—« গিয়া থাক্, খাইয়া থাক্, দিয়া আস্, খাইয়া, পাইয়া, লইয়া আস্ »।

(ছ) পরীক্ষা- বা অনুমোদন-বোধক (Examinatives, Appreciatives)—« খাইয়া দেখ্, চাখিয়া দেখ্, চাহিয়া দেখ্, বসিয়া দেখ্ » ইত্যাদি।

এই প্রকার একটী প্রধান-ভাব-দ্যোতক মৌলিক ক্রিয়া ও অপ্রধান-ভাব-দ্যোতক সহকারী ক্রিয়া উভয়ে মিলিয়া একার্থে প্রযুক্ত হওয়া ভিন্ন, বাঙ্গালায় ভিন্নার্থক দুইটী ধাতু পাশাপাশি স্বতন্ত্র-ভাবে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু উভয়ে মিলিয়া একটী অর্থেরই দ্যোতনা করে; যথা—« তাহাকে একটু দেখিবে শুনিবে, তাহার একটু দেখাশুনা করিবে (= তত্ত্বাবধান করিবে); বালকটী মন দিয়া পড়িত শুনিত (= পাঠাদি করিত); খাওয়া-দাওয়া = আহার-ক্রিয়া) হইল; রান্না-বান্না, রান্না-বাড়না, রাঁধ্‌লে-বাড়্‌লে (= অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া রাখা) » ইত্যাদি। কিন্তু এক্ষেত্রে যৌগিক বা মিলিত ক্রিয়ার মত সর্বত্র একটী ধাতুর অর্থ আর একটীর পার্শ্বে গৌণ রূপে থাকে না—বহু স্থলে উভয় ধাতুর অর্থই বলবৎ থাকে।

সংস্কৃত ধাতু

কতকগুলি সংস্কৃত ধাতু বাঙ্গালা ভাষায় চলে। মুখ্যতঃ কবিতার ভাষায় এগুলি ব্যবহৃত হয়, এবং অল্প দুই-একটী কাল-রূপে ও পুরুষে, এবং অসমাপিকা ক্রিয়ায়, এই সংস্কৃত ধাতুগুলি মিলে; যথা—« আ-হর্, কীর্ত্, গর্জ, চুম্ব্, তিষ্ঠ্, ত্যজ্, ধ্যা, ধ্বন্, নির্মা, নির্ণি, নিশ্চি, প্রণম্, বদ্, বন্দ্, বর্জ্, বর্ত্, ভঞ্জ্, ভর্ৎস্, ভিদ্, মর্দ্, যজ্, রাজ্, শোভয়্ (শুভ), সব্, স্মর্, হানয়্ (হান), হিংস্ » ইত্যাদি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এগুলিকে নাম-ধাতুই বলিতে হয়, আবার অন্যত্র এগুলি সংস্কৃত ধাতু মাত্র।

এতদ্ভিন্ন, আধুনিক কালে কবিতায় বহু সংস্কৃত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ, শুদ্ধ-তৎসম ও অর্ধ-তৎসম রূপে বাঙ্গালা ধাতুবৎ ব্যবহৃত হয়। এগুলি নাম-

ধাতু ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু রূপে ও প্রয়োগে « আ »-প্রত্যয়ান্ত নাম ধাতুর মত নহে—মৌলিক ধাতুতে যেমন, তেমনি এগুলির সহিত « আ » -প্রত্যয় যুক্ত হয় না। এগুলির প্রয়োগও খুব সীমাবদ্ধ—মৌলিক কাল-রূপে, ঘটমান বর্তমানে, এবং আত্মনিষ্ঠ অসমাপিকায়—এই কয়টী রূপেই সাধারণতঃ এগুলিকে পাওয়া যায়; যথা—« তেয়াগ (ত্যাগ), বরণ (বর্ণ), দরশ (দর্শ), পরশ (স্পর্শ), অগ্রসর, আদর, আদেশ, আকুল, আঘাত, আনন্দ, আলাপ, আশিষ, উচ্ছেদ, উত্তাপ, উদ্ধার, উন্মেষ, উলঙ্গ, চিত্র, ত্রস্ত, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, দান, দীপ, নাদ, নীরব, নিনাদ, নিশ্চয়, নিষ্ফল, নিস্তার, পরিহার, প্রদান, প্রণাম, প্রমোদ, প্রসার, প্রশম, পুরস্কর (পুরস্কর), প্রভাত, ভাব (প্রভাব), বিকাশ (বিকশ), বিদ্বেষ, বিনাশ, বিস্তার, চেষ্টা, যাগ, লেপ, সংহর (সংহার), সন্তোষ, স্তুতি, প্রতিবিধিৎসা » ইত্যাদি।

উক্ত এবং অনুরূপ ধাতুগুলি বাঙ্গালায় তদ্ভব বা প্রাকৃতজ ধাতুর মতই প্রযুক্ত হয়। এগুলি ভিন্ন, সংস্কৃত ধাতু-জাত বহু ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলির সাধন ও মূল ধাতুর রূপের সহিত পরিচয় আবশ্যক—অন্যথা বাঙ্গালায় প্রবিষ্ট এবং অপরিহার্য্য বহু শব্দের সাধন বুঝিতে পারা যাইবে না।

পুস্তকের পরিশিষ্টে কতকগুলি প্রধান-প্রধান সংস্কৃত ধাতু এবং কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়-যোগে এই ধাতুগুলি হইতে সৃষ্ট ও বাঙ্গালায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের তালিকা দেওয়া হইল। উপসর্গ-যোগে এই সকল শব্দের প্রসারণও বহুশঃ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়।

অনুশীলনী

১। উদাহরণ-সহ সংজ্ঞা লিখ :—

উদ্দেশ্য, বিধেয়-বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, সংযোজক, ক্রিয়াপ্রকৃতি।

২। ধাতু কয় প্রকার? বাঙ্গালা ধাতুগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়া দৃষ্টান্ত দাও।

৩। ক্রিয়ার শ্রেণী-বিভাগ কর। প্রত্যেক শ্রেণীর তিনটী করিয়া দৃষ্টান্ত দাও। অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়ার পার্থক্য স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪। নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলির ব্যাখ্যা কর ও উদাহরণ দাও :—প্রয়োজক ক্রিয়া (C. U. 1942), মিশ্রক্রিয়া (C. U. 1943), কর্মকর্তৃবাচ্য (C. U. 1943), যৌগিক ক্রিয়া (C. U. 1944), ভাববাচ্য (C. U. 1944)।

৫। 'মুখ্য' ও 'গৌণ' কর্ম কাহাকে বলে? পাঁচটী দৃষ্টান্ত দাও। কোন স্থলে দুইটী কর্ম থাকিলেও ক্রিয়া দ্বিকর্মক হয় না? দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৬। অকর্মক ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়া কিরূপে সকর্মকের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারে, দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৭। সকর্মক ও অকর্মক উভয়রূপেই ব্যবহৃত হইতে পারে, এরূপ কয়েকটী ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দাও।

৮। প্রযোজক ক্রিয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ধাতু হইতে কিরূপ উপায়ে প্রস্তুত হয়, উদাহরণ সহ লিখ প্রযোজক কর্তা ও প্রযোজিত কর্তায় পার্থক্য কি? দৃষ্টান্ত সহ স্পষ্ট করিয়া বুঝাও।

৯। ক্রিয়ার 'প্রকার' বলিতে কি বুঝায়? বাঙ্গালা ক্রিয়ায় কয়টী 'প্রকার' আছে? উদাহরণ দাও।

১০। 'বাচ্য' কাহাকে বলে? ক্রিয়ার 'বাচ্য' কয় প্রকারের? বিভিন্ন প্রকার বাচ্যের উদাহরণ দিয়া পার্থক্য নির্দেশ কর।

১১। ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া, দ্বিত্ব ক্রিয়াপদ, নামধাতু—ইহাদের মধ্যে পরস্পরের পার্থক্য কি, দৃষ্টান্ত সহ বল।

১২। অসমাপিকা ক্রিয়া কয় প্রকারের হয় তাহা বল। 'ইয়া' ও 'ইলে' প্রত্যয় দ্বয়ের পার্থক্য কি? 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত পদ কোন্ কোন্ অর্থে একবার মাত্র প্রয়োগ করা যায়, উদাহরণ দিয়া বল।

১৩। নিম্নলিখিত প্রত্যয় সাহায্যে প্রস্তুত কয়েকটী ভাববচন ও ক্রিয়াবাচক বিশেষণ বল, এবং বাক্য রচনা করিয়া এগুলির প্রয়োগ দেখাও :—« ত, আ, অন, অনা, উনি »।

১৪। 'কাল' কাহাকে বলে? বাঙ্গালা ক্রিয়ার কাল-নির্দেশক রূপের শ্রেণী-বিভাগ কর।

১৫। মৌলিক ও যৌগিক কালের পার্থক্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

১৬। নিত্যবৃত্ত অতীত, সম্ভাব্য অতীত, ঘটমান ভবিষ্যৎ—উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা কর।

১৭। মিশ্র বা যৌগিক কালের ঘটমান কাল-সমূহে 'কর্' ধাতুর রূপ লিখ। (C. U. 1942)

১৮। পুরুষ ও কালভেদে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন হয়—দৃষ্টান্ত সহ বুঝাইয়া দাও।

১৯। ধাতুবিভক্তিগুলির নাম ও রূপ লিখ, এবং সম্ভ্রমার্থে ও তুচ্ছার্থে উহাদের যেরূপ পরিবর্তন হয় তাহা নির্দেশ কর। পদ্যে ও চলিত ভাষায় ধাতুবিশেষে ক্রিয়াপদের কিরূপ পার্থক্য হয়, উদাহরণ দিয়া দেখাইয়া দাও।

২০। কোন্ স্থলে অতীত কালের ক্রিয়ায় বর্তমানের বিভক্তি হয়? কোন্ স্থলে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ায় বর্তমানের বিভক্তি হয়?

২১। চলিত ভাষায় ধাতুগুলি কয়টী গণে পড়ে?

২২। « ঘট্, আছ্, আ, নহ্ »—এই কয়টী ধাতুর কি কি রূপ হয় বল।

২৩। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির যে কোনওটীর সাধু-ভাষায় ও চলিত-ভাষায় রূপ কর:—« চল্, খা, দে শুন্ »। (C. U. 1943)

২৪। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির যে কোনওটীর সাধু-ভাষায় ও চলিত-ভাষায় রূপ কর:—« যা, কহ্, পড়্, লিখ্ »। (C. U. 1944)

অব্যয়

(Indeclinables)

অব্যয়-সম্বন্ধে—অব্যয়ের সংজ্ঞা ও প্রয়োগ-বিষয়ে—পূর্বে বলা হইয়াছে।

অব্যয় শব্দ মুখ্যতঃ দুই প্রকারের—[১] **সংযোগ-বাচক** বা **সম্বন্ধ-বাচক** (Conjunctions বা Postpositions), এবং [২] আহ্বান, হর্ষ, বিস্ময়াদি **মনোভাব-বাচক** বা **অন্তর্ভাবার্থক** (Interjections)। ইংরেজী Preposition-এর অনুরূপ পদ বাঙ্গালা ভাষায়, নাই—« বিনা » ও « বেগর » এই দুইটী শব্দ ছাড়া। বিভক্তি এবং বিভক্তি স্থানীয় পরসর্গ বা অনুসর্গ এবং কর্মপ্রবচনীয় দ্বারা Preposition-এর কাজ বাঙ্গালায় চলে, এবং এগুলি শব্দের পরে বসে বলিয়া এগুলির ইংরেজী নাম-করণ হইয়াছে Postpositions (পূর্বে দ্রষ্টব্য, শব্দরূপ পর্য্যায়ে)।

[১] **সম্বন্ধ- বা সংযোগ-বাচক অব্যয়**—

« আর, ও, এবং » (« আর »—সাধারণতঃ চলিত ভাষায় প্রযুক্ত হয়, and অর্থাৎ 'এবং' অর্থে; সাধু ও চলিত উভয় ভাষায়—again অর্থাৎ 'আবার' বা 'পুনরায়' অর্থে; « ও, এবং » সাধুভাষায় ব্যবহৃত হয়; কেহ-কেহ

দুই পদের যোজনায় « ও », এবং দুই বাক্যের যোজনায় « এবং » ব্যবহার করেন, কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না)। কতকগুলি শুদ্ধ বাঙ্গালা (বা প্রাকৃতজ) মৌলিক অব্যয় আছে ; যেমন—« না, ই, বা, কি, আর, ও, তো » ;—এগুলির সংযোগও মিলে, যেমন « না-তো, না-কি »। কতকগুলি অব্যয় সংস্কৃত হইতে গৃহীত ; যথা—« বরং, এবং, যদি, তথা »। আবার একাধিক সংস্কৃত অব্যয়ের সমষ্টি ও বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« নতুবা, তথাপি, কিন্তু, পরন্তু, পুনশ্চ, বরঞ্চ »। প্রাকৃতজ ও সংস্কৃত অব্যয় ভিন্ন অন্য পদ, পদ-সমষ্টি, অথবা বাক্যাংশ, বাঙ্গালা ভাষায় অব্যয়-রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« চাই, চাই-কি, কারণ, আবার, অপর, যাই, তাই, হইলে- পরে, না- হইলে, গতিকে, যে-হেতু » ইত্যাদি।

[ক] **সংযোজক** (Connectives) ও **বিযোজক** বা **বৈকল্পিক** (Alternatives)—« আর, ও, এবং তথা (সমুচ্চয়ার্থক); ই ; কি ; যে ; বা ; কি (='বা' অর্থে) ; অথবা ; কিংবা ; না ; না—না ; চাই কি ; চাই কি—চাই কি ; এদিকে—ওদিকে ; যাই—তাই ; অর্থাৎ ; অনন্তর »।

[খ] **প্রতিষেধক** বা **প্রাতিপক্ষিক** (Adversatives)—« কিন্তু, পরন্তু, বরঞ্চ, অপিচ, অপরন্তু, অধিকন্তু ; এদিকে, ওদিকে ; তো, নয় তো ; তবু, তবুও ; তথাপি, তথাপিও ; তত্রাচ ; পুনরায়, পুনশ্চ, আর, আবার ; বটে (বাক্যের অন্তে) »।

[গ] **ব্যতিরেকাত্মক** (Exceptives)—« যদি না, না হইলে, নতুবা »।

[ঘ] **অবস্থাত্মক** (Conditionals)—« যদি, যদিস্যাৎ, যদি নাকি, যাই, হইলে, পরে, যদি না হয়, না হইলে »।

[ঙ] **ব্যবস্থাত্মক** (Concessives)—« তবে, তাহা হইলে (*তা-হ'লে), তাই, তবে না কি, তার জন্য, সেই জন্য, তদনন্তর, কখনও কখনও (কাব্যের ভাষায়—তেঁই ='সে জন্য') »।

[চ] **কারণাত্মক** (Causals)—« কারণ, কারণ কি, যে হেতু, যে কারণ, যে কারণে ; বলিয়া (দুই পদ অথবা বাক্য মধ্যে) »।

[ছ] **অনুধাবনাত্মক** (Conclusives)—« এই জন্য, এই হেতু, এই কারণ, এদিকে ; তাহাতে, তাই, তাইতে »।

[জ] **সমাপ্তি-বাচক** (Finals)—« যাহাতে (lest), নিদান, শেষ »।

[ঝ] **অবধারণে, পাদপূরণে, বাক্যালঙ্কারে** (Expletives)—« তো, না (যথা—'তুমি না যাবে?') ; সিন্, মেনে (অপ্রচল) ; বটি, বট বটে, বটেন »।

[ঞ] **প্রশ্নে** (Interrogatives)—« অ্যাঁ ? তাই না কি ? না ? না কি ? কি ? বটে ? হাঁ ? হ্যাঁ ? »।

[ট] **উপমাদ্যোতক** (Comparatives) —« যেন, মতন, মত, যেমন, ন্যায়, যথা—তথা »।

[২] **মনোভাব-বাচক** বা **অন্তর্ভাবার্থক অব্যয়**—

শীৎকার-ধ্বনি দ্রষ্টব্য ('ধ্বনি-তত্ত্ব' পর্য্যায়ে)। স্বর-বিহীন ব্যঞ্জন-ধ্বনি « ম্ » বাঙ্গালায় ভাব-বাচক শব্দ-রূপে ব্যবহৃত হয়। উদাত্ত অনুদাত্ত আদি স্বর-অনুসারে, এই একাক্ষর অব্যয়ের অর্থ-বৈচিত্র্য ঘটে ; যথা—

« ´ম্ » (উচ্চারোহী স্বরে) = প্রশ্ন [ম্ ?] ;
« `ম » (অবরোহী স্বরে) = বটে [ম্—] ;
« ম্/ » (হঠাৎ সমাপ্ত) = অস্বস্তি, বিরক্তি [ম্ঃ] ;
« ‿ ম্ » (অবরোহী এবং আরোহী) = বিতর্কে ;
« ⁄ ম্ » (সুনিম্ন-অবরোহী) = 'আচ্ছা, বেশ, দেখে নেবো !'

তদ্রূপ অব্যয় « হাঁ, হ্যাঁ, হুঁ, না » স্বরবৈচিত্র্য-অনুসারে বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়।

[ক] **সম্মতি-জ্ঞাপক** (Assertives)—« হাঁ, হ্যাঁ, হুঁ ; আচ্ছা ; বটে ;

আজ্ঞে, আজ্ঞা, যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞা, যথা-আজ্ঞা ; যে হুকুম ; যা বলেন ; তাই, তাই বটে »। হিন্দুস্থানীর অনুকরণে—« জী »।

[খ] **অসম্মতি-জ্ঞাপক** (Negatives)—« না, একদম না, কখনই না, না তো, না বটে, মোটেই না, আদৌ না, আদৌয়ে (> আদোবে, আদপে) না, কখনো না, ককৃখনো না »।

[গ] **অনুমোদন-জ্ঞাপক** (Appreciatives)—« বাঃ বাঃ বাঃ, বাহবা, বা রে বাঃ, বেশ, বেশ বেশ, খুব, বহুৎ খুব, বেড়ে (>বাড়িয়া =হিন্দী বঢ়িয়া), শাবাশ (সাবাস), সাধু, সাধু সাধু, বলিহারি, বলিহারি যাই, ধন্য, ধন্য ধন্য, চমৎকার, কি চমৎকার, কি সুন্দর, কি খাসা, আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, মরি রে, মরি মরি, হায় হায় »।

[ঘ] **ঘৃণা-বা বিরক্তি-ব্যঞ্জক** (Interjections of Disgust)—« ছি, ছিঃ, ছি ছি ; দূর দূর, দূর ; হুঁঃ ; থু, থুথু; রাম, রামঃ, রাম রাম ; কি আপদ্ ; আ ম'লো ; কি বিভ্রাট্ ; ছাই ; ধেৎ, তুত্তোর ; কি জ্বালা, কি মুস্কিল ; ম্যা গেঃ (=মা গে), মা গো »।

[ঙ] **ভয়-, যন্ত্রণা-,** বা **মনঃকষ্ট-ব্যঞ্জক** (Interjections of Fear and Suffering)—« ওমা, ওবাবা, ওরে বাবা ; ওরে, হায়, হায় হায়, আঃ, এঃ, ইঃ (ইশ্), উঃ (উফ্), ওঃ (ওফ্), এঁ্যা, আঁ, আঁ আঁ, বাপ্, বাবা গো, গেলাম রে (গেলুম্ রে), ম'রে গেলুম, মা রে, মা গো ইত্যাদি »।

[চ] **বিস্ময়-দ্যোতক** (Interjections of Surprise)—« অ্যাঁ, এঁ, ও বাবা, ওরে বাবা, ওব্বাবা, বাপ রে বাপ, ওমা, বলে কি, ওমা কোথা যাবো, করে কি, তাই তো, হরি হরি » ইত্যাদি।

[ছ] **করুণা-দ্যোতক** (Interjections of Pity)—« আহা, আহা রে, আহা রে ; মরি, মরি রে, মরি মরি ; বাছা আমার, বাপ আমার, ধন আমার ; আহা হা ; হায় হায় »।

[জ] **আহ্বান- বা সম্বোধন-দ্যোতক** (Vocatives)—« এ, এই

এরে, এই যে ; ওহে, ওহো ; ওগো, ওলো, ওগো বাছা, ও মেয়ে ; ও, ওরে, অরে ; অয়ি, হে (হে ভগবন্ বা হে ভগবান্—সাধু-ভাষায়) ; লো ; হেদে, হেদে রে, হেদে গো (কাব্যে) ; তুতু, চৈচৈ (কুকুর, হাঁস প্রভৃতিকে আহ্বান করিতে) ; আ আ, আয় আয় ; হাঁ গো, হাঁগা, হ্যাঁগা, হ্যাঁগো, হেঁগা » ইত্যাদি (সম্বোধন দ্রষ্টব্য)।

[ঝ] **অনুকার-বাচক** (Onomatopoetics)—এগুলি সাধারণতঃ « কর্ » বা অন্য কোনও ধাতুর সঙ্গে, অথবা « শব্দ, রব, ধ্বনি » প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া, ক্রিয়ার বিশেষণের ভাব প্রকাশ করে ; যথা—« কুহু কুহু করিতেছে (কোকিল) ; রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে ; শূন্য বাড়ী খাঁ খাঁ করে ; প্রদীপ টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলে ; কলকল ছলছল টলটল তরঙ্গে গঙ্গা প্রবাহিত ; টকটক করিতেছে লাল ; কামানের গর্জ্জন হইলে—গুড়ুম গুড়ুম ; মেঘ ডাকে গুরু গুরু ; কড় কড় শব্দে বাজ পড়িল ; অঅগ্নিশিখা জ্বলে ধক্ ধক লক্ লক্ ; দুড়্-দাড় ইট পড়ে » ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। 'অব্যয়' কাহাকে বলে ? উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা কর। (C. U. 1943)

২। সংযোগ-বাচক ও মনোভাব-বাচক অব্যয়ের পাঁচটী করিয়া দৃষ্টান্ত দাও।

——:*:——

[৩] বাক্য-রীতি

যে পদ- বা শব্দ-সমষ্টির দ্বারা কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণ-রূপে বক্তার মনোভাব প্রকটিত হয়, সেই পদ- বা শব্দ-সমষ্টিকে **বাক্য** (Sentence) বলে।

সম্পূর্ণার্থক হইতে হইলে, বাক্যে অন্ততঃ কর্তা ও ক্রিয়া এই দুইটী পদ চাই—তাহা প্রকট-ভাবেই হউক, অথবা উহ্য-অর্থাৎ অনুল্লিখিত ভাবেই হউক। কর্তা ও ক্রিয়া উভয়ই প্রকট—যথা, « মেঘ ডাকে, জল পড়ে, পাতা নড়ে; আমি আম খাই, হরি বাঁশী বাজায়; কাল তুমি বাড়ীতে থাকিও » ইত্যাদি। কর্তা বা ক্রিয়া, অথবা উভয়ই উহ্য; যথা—« দেবে? দেবো (—'তুমি', 'আমি'—উভয় কর্তাই উহ্য); কে ওখানে? আমি (উভয় ক্রিয়া উহ্য); তুমি খাইবে?—না (অর্থাৎ 'আমি খাইব না'—কর্তা ও ক্রিয়া উভয়ই উহ্য) »।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রত্যেক বাক্যে দুইটী বস্তু থাকা আবশ্যক—**উদ্দেশ্য** (Subject) এবং **বিধেয়** (Predicate)। যাহার উদ্দেশ্যে বা সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, তাহা « উদ্দেশ্য », এবং যাহা বলা যায়, তাহা « বিধেয় », যেমন—« ছেলেটী পড়িতেছে »—এখানে « ছেলেটী » উদ্দেশ্য, « পড়িতেছে » বিধেয়।

বাঙ্গালা বাক্যে সাধারণতঃ উদ্দেশ্য প্রথমে ও বিধেয় পরে বসে। সম্বন্ধ-পদ, বিশেষণ, কৃদন্ত ইত্যাদির দ্বারা উদ্দেশ্যকে, এবং কর্ম, সম্প্রদান বা অন্য কারকে প্রযুক্ত বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম বা অব্যয়-দ্বারা বিধেয়কে পূর্ণতর করা যাইতে পারে; যেমন—« গোপাল-বাবুর সেই বোকা ছোট ছেলেটী এখন বেশ মন দিয়া পড়াশুনা করিতেছে »।

বিশেষণ-পদ উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হইলে, তখন ইহা উদ্দেশ্যের সহিত মিলিয়া উদ্দেশ্যের অঙ্গীভূত হইয়া যায়, যথা—« **কাল** ঘোড়াটী বেশ দৌড়াইতেছে; **ভাল** ছেলে নিজের কাজে অবহেলা করে না »। আবার যখন বিশেষণ বিধেয়ের পূর্বে বসিয়া বিধেয়ের সহিত প্রযুক্ত হয়, তখন বিধেয়েরই অঙ্গীভূত হইয়া যায়; যথা—« যে ঘোড়াটী দৌড়াইতেছে সেটী হইতেছে **কাল**, ছেলেটী **ভাল** নয় »।

বাক্য-রচনায় লক্ষণীয় বিষয়

বাক্য-রচনায় দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়—(১) বাক্যে প্রযুক্ত পদের ক্রম (Order or Sequence of Words), এবং (২) প্রযুক্ত পদসমূহের পারস্পরিক সঙ্গতি বা মিল (Agreement of Words)। নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ের উপরে যথাক্রমে বাক্যে পদের অবস্থান, ইহাদেব ক্রম, এবং ইহাদের পারস্পরিক সঙ্গতি নির্ভর করে।

[১] **যোগ্যতা** (Compatibility বা Propriety)—বাক্যের অর্থ, ভূয়োদর্শন অথবা অভিজ্ঞতা ও সুযুক্তির অনুরূপ হওয়া চাই, অন্যথা তাহা মূর্খের বা পাগলের প্রলাপ হইয়া দাঁড়ায়। বাক্যের পদগুলির পরস্পরের সহিত অর্থ-গত বা ভাব-গত সঙ্গতি থাকা চাই। যেখানে অর্থ-গত বা ভাব-গত বাধা আছে, এরূপ পদ-রাশি ব্যাকরণানুসারে পরস্পরের সহিত সঙ্গত করিয়া বসাইলেই বাক্য হইবে না। « মাটীতে সাঁতার দিতেছে, জলের উপরে হাঁটিয়া চলিতেছে, রাত্রিতে রৌদ্র হয় »—এইরূপ পদ-সমাবেশ, ব্যাকরণ-সঙ্গত বাক্য হইলেও, অর্থ ও যুক্তির বিচারে এগুলিকে বাক্য বলা যায় না। অবশ্য ক্ষেত্র-বিশেষে গভীর অর্থ বা উদ্দেশ্য লইয়া, অথবা ব্যঙ্গ বা শ্লেষ করিবার জন্য, কিংবা অর্থালঙ্কার-স্বরূপ, এইরূপ অসম্বদ্ধ-প্রলাপ বা অসঙ্গত বাক্য ব্যবহৃত হইতে পারে; যথা—« সুখের মত বেদনা, রৌদ্রময়ী নিশা, গেরুয়া রঙ্গের সুরে দিবস-সঙ্গীতের অবসান হইল » ইত্যাদি। এইরূপ যোগ্যতা ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষার বাক্যে পদের

ক্রম সাধারণতঃ নির্দিষ্ট হয়; যথা—« গোপাল আম খায় »—এখানে অর্থগত যে যোগ্যতা, বাক্যস্থিত পদের ক্রম উল্টাইয়া দিয়া, « আম গোপাল খায় » বলিলে, শ্রুত-মাত্রেই যোগ্যতার অভাব আমরা বুঝিতে পারি।

[২] আকাঙ্ক্ষা (Expectancy)—কোনও বাক্য বা উক্তির পূর্ণ উদ্দেশ্য গ্রহণের জন্য শ্রোতার আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মিটে, বা যতক্ষণ পর্যান্ত অর্থ পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্যে অন্য নূতন পদ আসিবার আবশ্যকতা থাকে। আকাঙ্ক্ষা-অনুসারেই বাক্যে পদের অবস্থান হয়। কোনও-কোনও স্থলে পূর্বে উক্ত বাক্যের সহিত সংযোগ বা সঙ্গতি থাকায়, একটী পদেব দ্বারাই পরবর্তী বাক্য সম্পূর্ণার্থক হয়; কিন্তু সাধারণতঃ মাত্র উদ্দেশ্য অথবা বিধেয়ের দ্বারা, তাহাদের আংশিক পরিপূরণের দ্বারা, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, অন্য পদেরও প্রয়োজন হয়, যথা—« সৈন্যেরা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া »—কেবল এইটুকু বলিলে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইল না—« যুদ্ধ করে » অথবা অনুরূপ অর্থের পদ বসাইলে, তবে অর্থ সম্পূর্ণ হয়। « কর্ণকে বধ করিয়া অর্জুন, বৃত্রাসুরকে বধ করিবার পরে ইন্দ্র যেমন, তেমনি শোভা পাইতে লাগিলেন »—এই বাক্যে কোন একটী পদকে বর্জন করিলেই বাক্যটী সাকাঙ্ক্ষ হইয়া পড়ে। অতএব, আকাঙ্ক্ষার উপরে বাক্য-স্থিত পদের আবশ্যকতা ও অবস্থান নির্ভর করে।

[৩] আসত্তি বা নৈকট্য (Proximity)—বাক্যের অর্থবোধের জন্য পদগুলিকে এমন ভাবে সাজাইতে হয়, যাহাতে পরস্পরের সহিত অন্বিত বা সম্বন্ধ-যুক্ত (অথবা অর্থ-গত সঙ্গতি-যুক্ত) পদ, ভাষার যে নিয়ম স্বাভাবিক সেই নিয়মে পর পর প্রযুক্ত হয়—তাহাদের 'আসত্তি' বা 'নৈকট্য' রক্ষিত হয়; যথা—« আমি কাল মামার বাড়ী হইতে আসিয়াছি », এই বাক্যের পদগুলি যদি এইরূপে বলা যায়—« কাল হইতে মামার আসিয়াছি বাড়ী আমি » তাহা হইলে আসত্তি রক্ষিত না হওয়ায়, বাক্যটী নিরর্থক হইল। (কবিতার ভাষায় ছন্দের অনুরোধে, এবং গদ্যে বা কথিত ভাষায়, প্রচলিত ক্রমের ব্যত্যয় অবশ্য

অল্প-স্বল্প হইতে পারে—কিন্তু তদ্বিষয়েও বিশেষ নিয়মানুবর্তিতা আছে।) আসত্তি রক্ষার জন্য পদ-সমূহের মধ্যে ব্যাকরণানুমোদিত সঙ্গতি থাকা চাই: « আমি আসিয়াছিস্ », « তুমি আসিলেন », « সে খাইবি », « আমি দিবেক », « গাছ হইতে ফল পড়িল » স্থলে « গাছ দিয়া ফল পড়িল », « তাহাকে খাওয়াইল » স্থলে « তাহাকে খাইল »—এইরূপ ব্যাকরণ-গত বা অর্থ-গত অপপ্রয়োগ চলিবে না।

বাক্যের উক্তি-ভেদ (Forms of Narration)

কাহার উক্তি, অর্থাৎ কে বলিতেছে, এই বিচার করিয়া, ভাষায় দুই প্রকারের **উক্তি** (Narration) ধরা যায়—[১] **প্রত্যক্ষ, স্বকীয়, সরল** বা **অপরোক্ষ উক্তি** (Direct Narration), এবং [২] **পরোক্ষ** বা **পরকীয়** অথবা **বক্র উক্তি** (Indirect Narration)।

[১] বক্তা নিজে যে কথা বলিয়াছে, তাহার যথাযথ অনুবৃত্তি হইলে, « প্রত্যক্ষ বা স্বকীয় » উক্তি হয়, যথা- « রাম বলিল, 'আমি গোপালকে দেখি নাই', তুমি বলিয়াছিলে, 'আমি তোমাকে বিপদে ফেলিব না' »। লিখন-কালে সাধারণতঃ স্বকীয় উক্তি, উদ্ধার-চিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়।

[২] বক্তার নিজের কথার যথাযথ অনুবৃত্তি না করিয়া, অন্য ব্যক্তির কথায় বক্তা যাহা বলিয়াছে তাহার আশয় প্রকাশিত হইলে, « পরোক্ষ বা পরকীয় উক্তি » হয়, যথা—« রাম বলিল যে সে গোপালকে দেখে নাই, তুমি বলিয়াছিলে যে তুমি আমাকে বিপদে ফেলিবে না »। পরোক্ষ লিখন-কালে উক্তিতে উদ্ধার-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না, এবং « যে » এই অব্যয়-দ্বারা সাধারণতঃ পরোক্ষ উক্তিটীকে বাক্য-মধ্যে প্রবিষ্ট করানো হয়। প্রত্যক্ষ উক্তির সর্বনাম, পুরুষ ও ক্রিয়া-পদ, পরোক্ষ উক্তিতে অর্থানুসারে পরিবর্তিত হয়। প্রত্যক্ষ উক্তির সম্বোধন-পদ, পরোক্ষ উক্তিতে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে নীত হয়।

সাধারণতঃ পরোক্ষ উক্তি বাঙ্গালায় তেমন ব্যবহৃত হয় না—বাঙ্গালা ভাষা প্রত্যক্ষ উক্তিরই অনুকূল। ইংরেজীর প্রভাবে আজকাল সাহিত্যের ভাষায় ইহার কিছু-কিছু প্রয়োগ দেখা যায়—এখনও ইহা ইংরেজীর মত পূর্ণ-ভাবে ভাষার উপযোগী হইয়া উঠে নাই।

বাক্যের রচনার বিভেদ

(Kinds of Sentence)

বাক্য তিন প্রকারের হইয়া থাকে—

[১] **সরল বা সাধারণ বাক্য** (Simple Sentence);

[২] **মিশ্র বা জটিল বাক্য** (Complex Sentence);

[৩] **যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য** (Componnd Sentence)।

সরল বাক্য

[১] যে বাক্যে একটী মাত্র উদ্দেশ্য ও একটী মাত্র বিধেয় (সমাপিকা ক্রিয়া) থাকে, তাহাকে **সরল বাক্য** বলে; যথা— « বৃষ্টি পড়ে; ঘোড়ায় গাড়ী টানে; সে প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায় »।

সরল বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় নানা ভাবে প্রসারিত ও পূরিত হইতে পারে। সম্বন্ধ-পদ, বিশেষণ, সংখ্যা-বাচক শব্দ এবং বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত বাক্যাংশ, যাহাতে কোনও সমাপিকা বা অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে না—এগুলি **উদ্দেশ্যের প্রসারক** (Extension of the Subject); ক্রিয়ার বিশেষণ, এবং ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত বাক্যাংশ— **বিধেয়ের প্রসারক** (Extension of the Predicate); কর্ম-কারকের বিশেষ্য এবং ক্রিয়ার সহিত কর্মকারকে ও সম্প্রদানে প্রযুক্ত বিশেষ্য—এগুলি **বিধেয়ের পূরক** (Complement of the Predicate).

মিশ্র বাক্য

[২] কোনও-কোনও বাক্যে, উদ্দেশ্য এবং বিধেয় (অর্থাৎ কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া)-যুক্ত মুখ্য অংশ ব্যতীত, এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ড-বাক্য বা বাক্যাংশ থাকে। এই অপ্রধান অংশ, প্রধান বাক্যেরই অংশ- বা অঙ্গ-স্বরূপ হয়; হয় ইহাতে সমাপিকা ক্রিয়া থাকে না, না হয় ইহাতে সমাপিকা ক্রিয়া থাকিলেও, « যে, যেরূপ, যেমন » প্রভৃতি পদ বা অব্যয়ের মুখ-বন্ধে বা সহায়তায় ইহা উপস্থাপিত হয়—এবং এই হেতু সমাপিকা-ক্রিযা সাকাঙ্ক্ষ বা অসমাপ্তার্থ হয়, প্রধান বাক্যাংশেই অর্থ-পূর্তি ঘটে,—এইরূপ বাক্যকে **মিশ্র বা জটিল বাক্য** (Complex Sentence) বলে; যথা—« **সে আসিলে** আমি যাইব. **হাত মুখ ধুইয়া** খাইতে বসিবে; **যাহাতে আমার নামে দোষ না পড়ে** তাহা করিবে; **বোধ হয়** (যে) সে আজ আসিতে পারিল না » ইত্যাদি। এইরূপ বাক্যে, স্থুল অক্ষরে মুদ্রিত বাক্যাংশগুলি **অপ্রধান** বা **আশ্রিত বাক্যাংশ** (Clause বা Dependent Clause).

মিশ্র-বাক্যে অপ্রধান বা আশ্রিত বাক্যাংশ অথবা খণ্ডবাক্যগুলি প্রধান বাক্যের সহিত প্রযুক্ত হয় বলিয়াই, সমগ্র বাক্যে সেগুলির সার্থকতা থাকে। অপ্রধান বাক্যাংশ, প্রধান বাক্যাংশের উদ্দেশ্যের বা বিধেয়ের পূরক বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে, কার্য্য করে। এগুলিকে যথাক্রমে (ক) **সংজ্ঞা- বা বিশেষ্য-ধর্মী আশ্রিত বাক্যাংশ** (Noun Clause), (খ) **বিশেষণ-ধর্মী বাক্যাংশ** (Adjectival Clause), এবং (গ) **ক্রিয়াবিশেষণ-ধর্মী বাক্যাংশ** (Adverbial Clause) বলে।

(ক) বিশেষ্য-ধর্মী আশ্রিত বাক্যাংশ—সমগ্র বাক্যাংশটী কর্তা, কর্ম, সমানাধিকরণ বা ক্রিয়াপূরক—এইরূপ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে;

যথা—« বোধ হইতেছে (যে) **বৃষ্টি হইবে** (কর্তা); **তাহার প্রতি এতটা অবিচার করিলে** ভাল দেখাইবে না (কর্তা); **তুমি যে ওখানে ছিলে না** তাহা আমি জানি (কর্ম); **তাহার প্রতি এতটা অন্যায় করিলে** সকলেই দোষ দিবে (কর্ম); তাহার বিশ্বাস যে **তাহার ভাই সকালেই ফিরিবে,** সত্য হইল (সমানাধিকরণ); আমার ইচ্ছা করে যে **খুব দূর দেশে যাই** (ক্রিয়াপূরক) »।

(খ) বিশেষণ-ধর্মী বাক্যাংশ; যথা—« **যে গাড়ীখানি কাল কেনা হইয়াছিল** আজ তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; **যে ব্যবস্থা তুমি করিয়াছ** তাহাতে ফলোদয় হইবে না; **যে লোক সমাজের মঙ্গল বুঝে না** সে নিজেরও মঙ্গল বুঝে না »।

(গ) ক্রিয়া-বিশেষণ-ধর্মী বাক্যাংশ: যথা—« **শীঘ্র বাড়ী আসিবেন বলিয়া** তিনি যথাসম্ভব সত্বর হাতের কাজগুলি শেষ করিলেন; **দুই-দশ টাকা উপার্জন করিবে** এই আশায় দোকান খুলিয়াছে »। « যখন—তখন; যথা—তথা, যেমন—তেমন; এইরূপ; এই; বলিয়া; যদি »—এই-সকল পদ, ক্রিয়াবিশেষণাত্মক বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়।

যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য

[৩] দুইটী বা দুইয়ের অধিক সরল, মিশ্র, অথবা সরল ও মিশ্র বাক্যকে সংযোজক অথবা প্রতিষেধক অব্যয়ের সাহায্যে সংযুক্ত করিয়া, একটী দীর্ঘ প্রস্তাব বাক্যবৎ গঠিত করিয়া লইলে, যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য হয়; যথা—« রাম বনে যাইবেন ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইবেন (দুই সরল বাক্য); সে না আসিলে তুমি যাইবে না, কিন্তু সে বলিয়া পাঠাইয়াছে যে তাহার আসিতে দেরী হইবে (দুইটী মিশ্র বাক্য); তাহারা দুইজনে খুব ঝগড়া করে বটে, কিন্তু একজন যদি কিছু খাবার জিনিস পায় দুইজনে ভাগ করিয়া খায় (সরল ও মিশ্র);

সে কাহারও দাসত্ব করিতে চায় না, এ দিকে টাকার অভাব হইলে যাহার তাহার কাছে হাত পাতে (সরল ও মিশ্র) » ইত্যাদি।

সংযুক্ত বাক্যে অনেক সময়ে অব্যয়ের দ্বারাই অর্থ-গ্রহণ হয় বলিয়া, উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের, অথবা ইহাদের প্রসারকের, পুনরুক্তির আবশ্যকতা থাকে না ; কিন্তু বাক্যটী বিশ্লেষণ করিতে গেলে এইরূপ পুনরুক্তি করিতে হয় ; যথা—« রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনগমণ করিলেন ; সে বিদ্বান্ বটে, কিন্তু তাহার ভাই মোটেই তাহা নহে ; অপরের কাজ তো করিবেই না, নিজেরও না ; তুমি খাইতে পার, ঘুমাইতে পার, আর এই সামান্য কাজটুকুর বেলায় না ? » ইত্যাদি।

সরল, মিশ্র ও যৌগিক—এই তিন শ্রেণীর বাক্যের বিভাগ, বাক্যস্থ পদ ও বাক্যাংশের সমাবেশ, বিচার করিয়া করা হয়। এতদ্ভিন্ন, বাক্যের অর্থ-অনুসারে বাক্যকে সাতটী শ্রেণীতে ফেলা যায় ; যথা—

[১] **নির্দেশ-সূচক বাক্য** (Indicative Sentence)—« গাই দুধ দেয় ; রাম ইস্কুলে যাইবে না »। নির্দেশ-সূচক বাক্য দুই প্রকারের—**অস্ত্যর্থক** (Affirmative) এবং **নাস্ত্যর্থক** (Negative)।

[২] **প্রশ্ন-বাচক বাক্য** (Interrogative Sentence)—« কি চাও ? সে কবে যাইবে ? কেন যাইতেছে না ? »।

[৩] **ইচ্ছা-সূচক বা প্রার্থনা-সূচক** (Optative, Precative)—« তুমি যেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার ; তুমি এখন যাও, কাল আসিও ; ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন »।

[৪] **আজ্ঞা-সূচক** (Imperative)—আজ্ঞা, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ প্রভৃতি প্রকাশ করে ; যথা—« আমার কথা শোনো ; গুরুজনের আজ্ঞা অমান্য করিও না ; আমি বলি কি তুমি তার সঙ্গে দেখা করো »।

[৫] **কার্য্যকারণাত্মক** (Conditional)—এইরূপ বাক্যে কোনও নিয়ম, স্বীকৃতি, শর্ত বা সংকেত দ্যোতিত হয় ; যথা—« টাকা পাইলে শোধ

করিয়া দিব ; মন দিয়া না পড়িলে কিছুই শিখা যায় না »। « যদি, যদ্যপি » ইত্যাদি অব্যয়ের প্রয়োগ এইরূপ বাক্যে হইয়া থাকে—« যদি আমি আসিতে না পারি, তুমি গাড়ী করিয়া চলিয়া যাইও »।

[৬] **সন্দেহ-দ্যোতক** (Dubitative)—নির্দেশ-সূচক বাক্যে « হয় তো, বুঝি, বোধ হয়, সম্ভবতঃ, নিশ্চয় » প্রভৃতি ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করিয়া, সন্দেহ-দ্যোতক বাক্য গঠিত হয় : « হয় তো সে আসিবে না ; নিশ্চয়ই তাহার কর্তব্য সে করিয়া থাকে, বোধ হয় কাল তাহার দেখা পাইব ; নিশ্চয়ই সে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে »।

[৭] **বিস্ময়াদি-বোধক** (Interjective)—এই রূপ বাক্যে হর্ষ, শোক বিস্ময়, কাতরোক্তি ইত্যাদি দ্যোতিত হয়, যথা—« অ্যাঁ, কি বলিলে ? উঃ, কি মারটাই মারিয়াছে ! ধন্য দেশভক্তি ! বেশ, খুব বলিয়াছ ! কি সুন্দর দৃশ্য ! মা গো, গেলাম ! »।

বাক্যে পদের ক্রম (Order of words in the Sentence)

[১] বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় উহ্য থাকিতে পারে—« (তুমি) যাও ; (আমি) দেবো না ; চরিত্রহীন লোক পশুর সমান (হয়) ; ছেলেটী বড় ভাল (হয়) ; তোমার বাড়ী কোথায় (আছে, হইতেছে) ? উনি আমার মামা (হন) »। সাধারণতঃ সর্বনাম, এবং অস্তিত্ব-বাচক ক্রিয়া, যাহা উদ্দেশ্যের সহিত বিধেয়-রূপে সম্পৃক্ত বিশেষ্য অথবা বিশেষণের সমতা বা সংযোগ প্রকাশ করে (**যোজক** বা **সমতা-বাচক ক্রিয়া**—Copula বা Equational Verb),—এই দুইটী উহ্য থাকে।

[২] উদ্দেশ্য বিধেয়ের পূর্বে বসে ; যথা—« পাখী উড়ে ; খোকা হাসে ; সে কাল আসিবে ; আমার বন্ধু আমাকে এ কথা বলিয়াছিলেন »।

কিন্তু পদ্যে ও গদ্য-কাব্যে এবং প্রবাদে ইহার ব্যত্যয় হয় ; যথা—« ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন : তাঁর কত মত ছিল আয়োজন ; আছিল দেউল এক পর্বত-প্রমাণ »। « এক ছিল রাজা »—এই বাক্যটীর বিশ্লেষণ এইরূপ—« এক (এক জন বা এক ব্যক্তি) ছিল, (সেই ব্যক্তি) রাজা »।

[৩] উদ্দেশ্যের প্রসারক উদ্দেশ্যের পূর্বে বসে; যথা—« ব্রাহ্মণের কাল গোরুটী আর দুধ দেয় না »। পরিপূরক পরে বসে—« ধার্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার »।

বিশেষণের মত সম্বন্ধ-পদও পূর্বে বসিয়া থাকে, কিন্তু ক্বচিৎ ব্যতিক্রম হয়; যথা—প্রশ্নে, « ছুরী কার ? »; নিশ্চয়ে, « ছুরী তোমার; দোষ আমারই », এবং ভাবে বা আদরে, « মা আমার! বাছা আমার »।

[৪] বিধেয়ের প্রসারক ও পূরক, বিধেয়ের পূর্বে বসে; এবং বিধেয়-ক্রিয়া, বাক্যের সর্বশেষে আসে। কেবল নঞর্থক বাক্যে « না, নাই (*নি) » প্রভৃতি অব্যয়, বিধেয়ের পরে আসে। যদি বিধেয়ের প্রসারক থাকে, তাহা হইলে বিধেয়ের পূরক, প্রসারকের পূর্বে বা পরে বসিতে পারে; যেখানে পূরকের প্রতি বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, সেখানে ইহা পরে বসে। বিধেয়ের প্রসারক—ক্রিয়ার বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত নানা কারক এবং বাক্যাংশ। উদাহরণ—

« সে দ্রুত চলে; তুমি বসিয়া বসিয়া কি করিতেছ ? মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়; গাছ হইতে ফল পড়িল; সে ছাতের উপর হইতে পড়িয়া গিয়াছে; বাড়ীর ভিতরে যাও; তাহাকে বেত দিয়া মারিল (বেত দিয়া তাহাকে মারিল); রাম দুধ দিয়া ভাত খাইতেছে; গুরু-মহাশয় ছেলেদের অঙ্ক কষাইতেছেন; মেঘে জল আছে; হিংস্র জন্তু বনে থাকে » ইত্যাদি।

ক্বচিৎ বিশেষ শব্দের উপর ঝোঁক দিবার জন্য এই নিয়মের ব্যত্যয় হয়: « শিক্ষকটী পড়ান ভাল, কিন্তু পরিশ্রম করিতে চাহেন না; গুরুমহাশয় দেখিতেছেন ছেলেদের হাতের লেখা »।

[৫] উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের প্রসারক এবং পূরকের অবস্থান-ক্রম:

বিধেয়ের প্রসারক উদ্দেশ্যের পূর্বে বসিতে পারে, কিন্তু পূরক সর্বদা উদ্দেশ্যের পরেই বসে। বিধেয়ের প্রসারক-দ্বারা যদি কোনও প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, কিংবা তদ্দ্বারা কোনও অভিপ্রায় প্রকট হয়, তাহা হইলে তাহা সাধারণতঃ উদ্দেশ্য বা কর্তার পূর্বে বসে; যথা—« সত্য-সত্যই তিনি আসিতে পারিবেন না;

ছেলেটীর উন্নতির জন্য তাহার শিক্ষক বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহার পুত্রবিয়োগ হইয়াছে, অধিকন্তু ব্যাধিতে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া আছেন » ইত্যাদি।

ক্রিয়ার বিশেষণ সাধারণতঃ উদ্দেশ্যের পরেই বসে; কিন্তু ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত বাক্যাংশ পূর্বে বসিতে পারে; যথা—« রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্য-নির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন »—এখানে « রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া » এই বাক্যাংশ উদ্দেশ্য « রাম » পদের পূর্বেও বসিতে পারে।

কাল-বাচক ক্রিয়ার বিশেষণ সাধারণতঃ স্থান-বাচক ক্রিয়ার বিশেষণের পূর্বে বসে, « তুমি পরশু আমাদের বাড়ী আসিবে তো ? » (« তুমি আমাদের বাড়ী পরশু আসিবে তো ? » —এ ক্ষেত্রে সময়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইতেছে)। কাল- ও স্থান-বাচক ক্রিয়ার বিশেষণ দিয়া বাক্যের আরম্ভ হইতে পারে—« পূর্বকালে অযোধ্যা-নগরীতে দশরথ নামে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন »।

[৬] উদ্দেশ্য বা কর্তা এবং বিধেয় বা ক্রিয়ার পরস্পরের মধ্যে, পুরুষ-বিষয়ক এবং গুরু-লঘু-বিষয়ক সঙ্গতি থাকা চাই; যথা—উত্তম-পুরুষের কর্তার সঙ্গে উত্তম-পুরুষের ক্রিয়া, মধ্যম-পুরুষের তুচ্ছতা-বোধক রূপের সঙ্গে অনুরূপ ক্রিয়া ইত্যাদি।

কিন্তু যেখানে একাধিক কর্তার মধ্যে উত্তম-পুরুষের কর্তা থাকে, সেখানে উত্তম-পুরুষের ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়, উত্তম-পুরুষ না থাকিয়া মধ্যম-পুরুষ থাকিলে, মধ্যম-পুরুষেরই ক্রিয়া হয়, যথা—« তুমি আর আমি যাইব, * তুমি আর আমি দুজনে যাবো, আমি, তুমি আর গোপাল তিন জনে এই কাজটা করিয়া ফেলিব; হরি, সুশীল আর তুমি বলিয়াছিলে; বসিয়া বসিয়া তুই আর রাম সময় নষ্ট করিতেছিস্ কেন ? »।

ইংরেজীর অনুকরণে সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণ উত্তম-পুরুষে, এক-বচন উদ্দিষ্ট হইলেও, বহু-বচনের প্রয়োগ করেন; সম্পাদকগণ দল-বিশেষের অথবা জনগণের মুখ-পাত্র-স্বরূপ এইরূপ লিখেন। « আমরা সরকারের অনুমোদিত প্রস্তাব সন্তর্পণে বিচার করিয়া দেখিতেছি; এ বিষয়ে সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমরা আমাদের মতামত বহুবার বিবৃত করিয়াছি »।

[৭] আশ্রিত খণ্ড-বাক্য, মূল বাক্যের অগ্রে বসে ; « যদি আমি না আসি, তুমি তাহা হইলে একলা যাইও ; *আমি না এলে তুমি যেও না »। উদ্দেশ্য- বা কারণ-সূচক আশ্রিত খণ্ড-বাক্যের পরে, « বলিয়া » এই অব্যয়-রূপে প্রযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া, যোজকের কার্য্য করে : « সে তোমার সঙ্গে দেখা করিবে বলিয়া আজ রাত্রে আসিতেছে ; রাগ হইয়াছিল বলিয়া বকিয়াছিলাম, মনে দুঃখ করিও না »। « রাম বলিয়া একটী ছেলে »—এ স্থলে « বলিয়া » পদ, 'নামে' এই অর্থে প্রযুক্ত।

[৮] অনেকগুলি পদ উদ্দেশ্য-রূপে অথবা উদ্দেশ্যের প্রসারক-রূপে প্রযুক্ত হইল, শেষ পদটীর পূর্বে সমুচ্চয়ার্থক বা বৈকল্পিক অব্যয়-পদ (যথা—« ও, এবং, বা, অথবা ») বসিবে ; যথা—« রাম, শ্যাম, গোপাল ও সুবোধ বাড়ী আসিবে ; সাধুচেতা, দয়াশীল ও পরহিতব্রত ব্যক্তি সংসারে দুর্লভ »। এইরূপ অনেকগুলি পদ একই বাক্যে আসিলে, কখনও-কখনও সেগুলিকে কতকগুলি অর্থানুগত ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে বিভক্ত করিয়া, একাধিক সংযোজকের দ্বারা যুক্ত করা যাইতে পারে ; যথা—« তাঁহার উচ্চ বংশ ও পদ-মর্য্যাদা, বিদ্যা ও বুদ্ধি, চারিত্র্য ও কর্তব্য-নিষ্ঠা, সকলের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি ও অমায়িক ব্যবহার, সমস্ত মিলিয়া তাঁহাকে বিশেষ-ভাবে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল »।

[৯] সংযোজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত এইরূপ কতকগুলি পদের মধ্যে, অন্ত্য পদটীতেই বহু-বচন বা ষষ্ঠী প্রভৃতি বিভক্তির চিহ্ন সংযুক্ত হয়—সাধারণতঃ প্রত্যেক পদটীতে হয় না ; যথা—« গুরু ও শিষ্যের একই গতি ; আনন্দ (আনন্দে) ও কৃতজ্ঞতায় তাহার নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল ; বন্ধু ও হিতৈষিগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; ভারত-বহির্ভূত অন্য জাতির তুলনায়, বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীর মধ্যে বৈষম্য অপেক্ষা সাম্যই অধিক ; হিন্দু ও মুসলমানগণ এ বিষয়ে একমত ; চাটুর্জ্যে আর মুখুর্জ্যেদের কর্তারা »। যদি বিশেষ করিয়া ইহা জানাইবার আবশ্যকতা থাকে যে আলোচ্য প্রস্তাবে পদ দুইটীর মধ্যে পার্থক্য বা বৈষম্য আছে, তাহা হইলে পৃথক্ প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে ; যথা—« বরপক্ষের

এবং কন্যাপক্ষের পুরোহিতদ্বয়; হিন্দুদিগের ও মুসলমানদিগের প্রতিনিধিগণ; অন্ধদিগকে ও খঞ্জদিগকে যথাক্রমে দুই আনা ও এক আনা করিয়া ভিক্ষা দেওয়া হইল »।

[১০] সংযোজক অব্যয়-দ্বারা যুক্ত না হইলে (কিংবা যুক্ত হইয়াও বস্তু-গত পার্থক্য বিদ্যমান থাকিলে), প্রত্যেক পদে আবশ্যক বিভক্তি প্রত্যয়াদি বসিবে; যথা—« সুখে দুঃখে পরস্পরের সাথী হও; ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হউক; 'ভায়ের মায়ের এমন স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ'; হাতে পায়ে খিল ধরা; চোখে মুখে কথা বলে; দেশের ও দশের সেবা; হিন্দুর ও মুসলমানের স্বতন্ত্র নির্বাচন; ধনের ও মানের কাঙ্গাল » ইত্যাদি।

সংযোজক অব্যয় না থাকিলে, বহুস্থলে সমাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে, এবং তদনুসারে সমস্ত-পদের শেষেই বিভক্তি হইবার যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম যেন প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে; যথা—« ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের শাসন; হিন্দু মুসলমানের একতা; রাজা প্রজার সম্বন্ধ; অনাথ ছেলে মেয়েদের কি গতি হইবে? »

[১১] একাধিক ক্রিয়া-পদের কাল-গত সঙ্গতি (Sequence of Tenses) বাঙ্গালায় নাই। পর পর কতকগুলি বাক্য আসিলে, প্রথম বাক্য বা প্রধান বাক্যের ক্রিয়া-পদের কাল অনুসরণ করিয়া, পরবর্তী অথবা অপ্রধান বাক্যের কাল নিয়ন্ত্রিত হয় না। এক্ষেত্রে ইংরেজীর এবং বাঙ্গালার বাক্য-রীতির মধ্যে একটা বড় প্রভেদ দেখা যায়। বাঙ্গালায় ঘটনাবলীর বর্ণনায়, সাধারণতঃ সব ঘটনাগুলি পর পর পরিদৃশ্যমান বা ক্রিয়মাণ রূপে কল্পিত হয়—তদনুসারে, ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বা বিশিষ্ট অবস্থা ধরিয়া নির্দিষ্ট হয়; যথা—« একটা কাচের পাত্রের ভিতরে একটা বাতী জ্বালিয়া রাখ; তাহার পর পাত্রটীর মুখ আর একটা কাচের পাত্র দিয়া সম্পূর্ণ-রূপে ঢাকিয়া দাও; খানিক পরে দেখিবে যে, বাতীটা নিবিয়া গেল »; « কাল তাহার বাড়ী গিয়াছিলাম তাহার দেখা পাইলাম না; তাহার ভাই বলিল যে সেদিন দেখা হইবে না, সে বলিয়া গিয়াছে যে দুই দিন পরে আসিবে »।

[১২] পরকীয় বা পরোক্ষ উক্তি (Indirect Narration)—অর্থাৎ যখন বক্তার উক্তি প্রত্যক্ষ-ভাবে বা যথাযথ-ভাবে স্বকীয়োক্তি (Direct Narration)-রূপে উত্তম-পুরুষে প্রতিবেদিত না হইয়া, প্রথম-পুরুষে প্রতিবেদিত হয়, তখনও বিভিন্ন ক্রিয়ার কালের সঙ্গতি থাকে না ; যথা—« সে বলিল যে সে আসিবে না (পরোক্ষ উক্তি) ; সে বলিল, 'আমি আসিব না' (প্রত্যক্ষ উক্তি) » ; তুলনীয় ইংরেজী--He said, 'I shall not go', এবং He said he would not go.

[১৩] একই উদ্দেশ্যের অনেকগুলি বিধেয় বা ক্রিয়া-পদ পর পর আসিলে, বাঙ্গালায় সমুচ্চয়ার্থক অথবা সংযোজক অব্যয়-দ্বারা সংযুক্ত দুইয়ের অধিক সমাপিকা-ক্রিয়া সাধারণতঃ একই বাক্যে প্রযুক্ত হয় না—মাত্র শেষ ক্রিয়া-পদটীকে, অথবা মধ্যের একটী ক্রিয়া-পদ ও শেষ ক্রিয়া-পদ এই দুইটীকে, সমাপিকা রূপে আনয়ন করিয়া, অবশিষ্ট ক্রিয়াগুলিকে « -ইয়া »-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা-ক্রিয়া-রূপে প্রয়োগ করা হয়, যথা—« সে বাড়ীর সদর দরজার কড়া নাড়িয়া কাহারও সাড়া না পাইয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে একটী ঘরে ভূমিতে ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া, রুগ্‌ণ শিশুকে কোলে লইয়া, জীর্ণবাস পরিধান করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িতা মাতা, অসহায় নৈরাশ্যের মূর্তিরূপে বসিয়া আছে ; » « তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়া, চট্‌পট্‌ স্নানাহার সারিয়া লইয়া, একখানি গাড়ী ডাকাইয়া আনিয়া তাহার উপরে মাল্‌-পত্র চড়াইয়া দিয়া, গাড়ী জোরে হাঁকাইয়া, দশটার মধ্যেই স্টেশনে পঁহুছিবে »।

[১৪] কতকগুলি পদ পরস্পরের সহিত নিত্য-সম্বন্ধ-যুক্ত Correlatives)—একটীর প্রয়োগ হইলে আর একটীর প্রয়োগ করা চাই, নহিলে বাক্য অসম্পূর্ণ থাকিবে ; যথা—সর্বনাম—« যে, যিনি, যাহা—সে, তিনি, তাহা » ; সর্বনাম-জাত ক্রিয়া-বিশেষণ—« যেখানে, যেথা, যেথায়, যবে, যত, যেমন ইত্যাদি—সেখানে, সেথা, সেথায়, তবে, তত, তেমন » ; অব্যয়—« যদি—তবে, তাহা হইলে ; বটে—কিন্তু ; যাই—তাই ; না—না ; এদিকে—ওদিকে » ইত্যাদি।

[১৫] সাধু- ও চলিত-ভাষায় নঞর্থক « না » অব্যয়, বাক্যের শেষে বসে ;

« আমি দিব না ; তুমি ব'লো না ; সে আসিল না »। কবিতায় ইহার ব্যত্যয় ঘটিতে পারে ; « 'যেতে নাহি দিব' ; 'না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে' ; 'না যাইও না যাইও, বন্ধু, দূর দেশান্তর' ; 'আপন কাজে না করিয়ো হেলা' »।

ইচ্ছাদ্যোতক বাক্যে, এবং « যদি, যদ্যপি, যাহাতে » প্রভৃতি অব্যয় দ্বারা আরব্ধ বাক্যে, « না » ক্রিয়ার পূর্বে আসে ; যথা—« ঈশ্বর না করুন, যদি সে মারা যায় ! ; এমন ভাবে তাহাকে বলিয়ো, যাহাতে সে না আসে ; যদি সে রাজী না হয়, তাহাকে ভয় দেখাইয়ো »।

[১৬] দূরান্বয় যথাসম্ভব পরিহার্য্য ; « কর্তা—কর্ম—ক্রিয়া »—এই ক্রম যতদূর সম্ভব রক্ষণীয়। ক্রিয়া হইতে বহুদূরে কর্তা ও কর্মের অবস্থান, বাঙ্গালা বাক্য-রীতির অনুমোদিত নহে। সেই হেতু, ও বক্তব্যের সংক্ষেপের জন্য, অনেকগুলি বাক্য সম্মিলিত করিবার চেষ্টা সাহিত্যের গদ্যে দেখা গেলেও, বাঙ্গালায় যতদূর সম্ভব ছোট-ছোট বাক্যই প্রশস্ত।

অনুশীলনী

১। 'বাক্য' কাহাকে বলে ? তিনটী বাক্য রচনা করিয়া সেগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয়াংশ দেখাইয়া দাও।

২। 'প্রত্যক্ষ' ও 'পরোক্ষ' উক্তি কাহাকে বলে ? দৃষ্টান্ত-সহ বুঝাইয়া দাও।

৩। 'সরল বাক্য', 'মিশ্র বাক্য' ও 'যৌগিক বাক্য'—উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা কর।

৪। উক্তি পরিবর্তন কর :—

(ক) জননী কুন্দকে কহিলেন, "ইহার কথায় কর্ণপাত করিও না। ইনি মহাশয় হইলেও তোমার অমঙ্গলের কারণ।"

(খ) কণ্ব কহিলেন, "না বৎসে, ইহাদের বিবাহ হয় নাই ; অতএব সে পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না।"

(গ) ইন্দ্রনাথ বলিল, "আর ভয় নাই ; আমরা বড় গাঙে এসে পড়েছি।"

(ঘ) মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি ? বেহারারা তো সব মরিয়া গিয়াছে, গোরু আছে গাড়োয়ান নাই, গাড়োয়ান আছে তো গোরু নাই।"

(ঙ) রাম শ্যামকে বলিল, "নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া আসিয়াছ ? তুমি রুগ্ণ, এখনও অতি দুর্বল, নদীর ধারে এই সন্ধ্যাকালে বেড়াইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া তোমার অসুখ বাড়িবে। আজ বাড়ী ফিরিয়া যাও।" (C. U. 1915)

৫। (ক) From one simple sentence joining the following :—তিনি হিমালয় পর্বতে আরোহণ করিলেন। তুষাররাশি সূর্য্যকিরণে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। তিনি তাহা নিরীক্ষণ করিলেন। উহাতে তাঁহার আনন্দ হইল। (C. U. 1913)

(খ) Combine the following detached sentences into one or more simple sentences :—বঙ্গদেশে এক গ্রাম ছিল। তথায় এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তজ্জন্য তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন ততকাল দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্রকে আহ্বান করিলেন। তাহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। (C. U. 1914)

(গ) Join the following sentences to form one simple sentence :—আমি ঘোড়ায় চড়িলাম। ঘোড়াটীকে ঘন ঘন কশাঘাত করিতে লাগিলাম। তখন সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। তাহার গতি ঠিক বিদ্যুতের মত দ্রুত হইল। ঘোড়া উত্তর দিক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। (C. U. 1917)

—o—

পরিশিষ্ট [ক]

বাঙ্গালা ছন্দ

(Bengali Metrics বা Prosody)

সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

বাক্য-স্থিত পদগুলিকে যে ভাবে সাজাইলে ব্যক্যটী শ্রুতি-মধুর হয় ও তাহার মধ্যে একটা কাল-গত ও ধ্বনি-গত সুষমা উপলব্ধ হয়, পদ সাজাইবার সেই পদ্ধতিকে **ছন্দ** (বা **ছন্দঃ**) বলে।

পদগুলির অবস্থান এমন ভাবে হওয়া চাই, যাহাতে ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতির কোনও পরিবর্ত্তন না হয়, এবং রচনার মধ্যে একটী সহজে লক্ষণীয় এবং সুসঙ্গত **পরিপাটী** বা **আদর্শ** (pattern) দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলা ছন্দের মুখ্য লক্ষণ—নির্দিষ্ট পরিপাটীতে গঠিত এবং নির্দিষ্ট কাল-মধ্যে উচ্চারিত কতকগুলি বিভিন্ন বাক্যাংশের পর পর অবস্থান।

সাধারণ ব্যাক্যালাপে শ্বাস গ্রহণের জন্ম ('দম লইবার জন্ম') আমরা মাঝে-মাঝে থামিয়া থাকি। সেইরূপ থামাকে **বিরাম** বা **ছেদ** বা **যতি** (Pause) বলে। সম্পূর্ণার্থক বাক্য বা বাক্যাংশের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ এই ছেদ পড়িয়া থাকে। সাধারণতঃ **ভাব-যতি** (Sense-pause) ও **ছন্দোযতি** (Breath-pause) একই স্থানে আসে। এই প্রকার ছেদের আধারে, কবিতার বাক্যে যে বিরাম হয়, তাহাকে বিশেষ করিয়া **যতি** (Metrical Pause) বলে। দৈর্ঘ্য ধরিয়া « যতি »-কে দুই প্রকারের বলা যায়—**অর্ধ-যতি** ও **পূর্ণযতি**। সাধারণতঃ বাক্যের « ছেদ » বা « বিরাম » ও কবিতার « যতি » একই স্থানে পড়ে; কথাবার্ত্তার ভাষায় একটা সুসঙ্গত বা নির্ধারিত পরিপাটী না থাকায়, কথাবার্ত্তার ভাষায় ও গদ্যে ; « ছেদ » পর পর

নিয়মিত স্থানে পড়ে না, কিন্তু সাধারণতঃ কবিতার ছন্দে এই ছেদ, যতি-রূপে নির্ধারিত স্থানে পড়ে। এই জন্য স্বাভাবিক গদ্যের « ছেদ » ও ছন্দের « যতি », এই উভয়ের মধ্যে কখনও-কখনও অমিল দেখা যায়। যেমন—

নমি আমি * | কবিগুরু * || তব পদাম্বুজে * ||

এখানে ছেদ ও যতি এক স্থানেই পড়িয়াছে। কিন্তু—

আর—ভাষাটাও তা | ছাড়া * মোটে * বেঁকে না | রয় | খাড়া ||

এই দ্বিতীয় উদাহরণে, *চিহ্নদ্বারা নির্দিষ্ট ছেদ, ও। -চিহ্নদ্বারা নির্দিষ্ট যতি, একই স্থানে পরে নাই।

ছন্দে যে বিভিন্ন বাক্যাংশের মধ্যে বা অন্তরালে যতি অবস্থান করে, সেই বাক্যাংশকে **পর্ব** (Measure বা Bar) বলে। পর্ব ও যতির উপরেই বাঙ্গলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে।

প্রত্যেক ছন্দোগত বাক্যাংশ বা পর্বের মধ্যে দুইটী কি তিনটী শব্দ থাকে ; এই শব্দগুলি পর্ব-মধ্যে আবার **পর্বাঙ্গ** (Beat) রূপে বিভক্ত হয় ঃ যথা—

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল | ঈশ্বরী পাটনী ||
একা দেখি কুলবধূ | কে বট আপনি ||

এই পয়ার শ্লোকটীতে, এক দাঁড়ী | ও দুই দাঁড়ী || দ্বারা যথাক্রমে অর্ধ-যতি ও পূর্ণ-যতি দেখানো হইয়াছে। « ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল » ও « একা দেখি কুলবধূ »—এই দুইটী পর্ব ; ইহার মধ্যে দুইটী করিয়া পর্বাঙ্গ—« ঈশ্বরীরে » ও « জিজ্ঞাসিল », এবং « একা দেখি » ও « কুলবধূ »।

পর্ব অপেক্ষা বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের নাম **চরণ**। চরণের পরে পূর্ণ-যতি আসে। আজকাল এক-একটী পৃথক্ চরণ এক-একটী পঙ্‌ক্তিতে লিখিত ও মুদ্রিত হয় বলিয়া, চরণকে অনেক সময়ে **পঙ্‌ক্তি** বা **ছন্দঃপঙ্‌ক্তি** (Verse Line বা Line) বলা হয়। চরণ বা ছন্দঃপঙ্‌ক্তির মধ্যে একাধিক নির্দিষ্ট সংখ্যার পর্ব থাকে ; কখনও-কখনও মাত্র একটী পর্বে ছন্দঃ-পঙ্‌ক্তি গঠিত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ দুইটী চরণের শেষের অক্ষরে (Syllable)-এ স্বর- ও ব্যঞ্জন-

ধ্বনির **সাম্য** বা **মিল** দেখা যায়। (কেবল স্বর অথবা কেবল ব্যঞ্জনের মিল, মিল নহে।) এই মিলকে **অন্ত্যানুপ্রাস** বা **মিত্রাক্ষর** (Rime) বলা হয়।

অন্ত্যানুপ্রাস-দ্বারা সংযুক্ত দুইটী চরণ মিলিয়া একটী **শ্লোক** (Distich বা Couplet) গঠিত হয়। দুইয়ের অধিক চরণ মিলিয়া **স্তবক** (Stanza) গঠিত করে। সাধারণতঃ পদের বা শ্লোকের দুইটী চরণের মধ্যেই অর্থ সমাপ্ত হইয়া থাকে; যথা—

« প্রাচীরের ছিদ্রে এক | নাম-গোত্রহীন ||
ফুটিয়াছে ছোট ফুল | অতিশয় দীন ||
ধিক্ ধিক্ করে তারে | কাননে সবাই ||—
সূর্য্য উঠি' বলে তারে | —"ভালো আছো ভাই ?" || »

প্রাচীন বাঙ্গলা ছন্দে প্রায় সর্বত্র এই অন্ত্যানুপ্রাস দেখা যায়। সংস্কৃতে সাধারণতঃ অন্ত্যানুপ্রসের ব্যবহার হইত না। ইংরেজীতেও অন্ত্যানুপ্রাস-বিহীন ছন্দ আছে, তাহার অনুকরণে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ও কালীপ্রসন্ন সিংহ) বাঙ্গালায় অন্ত্যানুপ্রাস-বিহীন ছন্দ রচনা করেন। এইরূপ ছন্দকে **অমিত্রাক্ষর ছন্দ** (Blank Verse) বলে; যথা—

« সম্মুখ-সমরে পড়ি' বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু চলি' যবে গেলা যমপুরে
অকালে—কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি' সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকুলনিধি
রাঘবারি ?"

নির্দিষ্ট মাত্রা বা কাল-পরিমাণ ধরিয়া, বাঙ্গালা ছন্দ গঠিত হইয়া থাকে। বাঙ্গলা ছন্দের এক-একটী পর্বাঙ্গ, পর্ব, এবং চরণ, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উচ্চারিত হইবে। পর্ব ও পর্বাঙ্গের অন্তর্গত শব্দগুলির বিভিন্ন অক্ষরের উচ্চারণের উপরে এই কাল-পরিমাণ নির্ভর করে। একটী হ্রস্ব অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে পরিমাণ সময় লাগে, তাহাকে **এক মাত্রা** (mora, instant) বলে; এবং দীর্ঘ

অক্ষরে **দুই মাত্রা** সময় লাগে বলিয়া ধরা হয়। কখনও-কখনও তিন মাত্রার অক্ষরও পাওয়া যায়।

বাঙ্গালায় সাধারণতঃ ৪, ৬ ও ৮ মাত্রার পর্ব পাওয়া যায়। ১০ মাত্রার পর্বও কচিৎ মিলে। ৫ ও ৭ মাত্রারও পর্ব হয়। ৪ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও ১০ অপেক্ষা বৃহৎ পর্ব হয় না। পর্বের মধ্যস্থ পর্বাঙ্গ ২+২, ৩+১, ১+৩, ৩+২, ২+৩, ৩+৩, ২+৪, ৪+২, ৪+৪ প্রভৃতি মাত্রা-সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া থাকে, ও এইরূপে ৪, ৫, ৬, ৮ প্রভৃতি মাত্রার পর্ব সংপুর্ণ হয় :

« মনে পড়ে | সুয়ো রানী | দুয়োরানীর | কথা || »
(২+২ | ২+২ | ২+২ | ২ ||)
পাখী সব | করে রব | রাতি | পোহাইল || «
(৪+৪ | ২+৪ ||)

সংস্কৃত, গ্রীক, ফারসী, আরবী ভাষায় কোন্ অক্ষরে কত মাত্রা হইবে, সে সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। « অ, ই, উ, ঋ, ঌ » এ কয়টী সংস্কৃতের হ্রস্ব স্বর, এগুলি সর্বত্রই হ্রস্ব হইবে। « আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ » এই কয়টী সংস্কৃতের দীর্ঘ স্বর ; এবং তাহা ব্যতীত দুইটী ব্যঞ্জন-বর্ণের পূর্বে থাকিলে, অথবা পরে একটী হসন্ত-যুক্ত ব্যঞ্জন-বর্ণ থাকিলে, হ্রস্ব স্বর-বর্ণ « অ, ই, উ, ঋ, ঌ »-ও সংস্কৃতে দীর্ঘ অর্থাৎ দুই মাত্রার বলিয়া পরিগণিত ; এই নিয়মের কোনও ব্যত্যয় হয় না। বাঙ্গালায় কিন্তু এরূপ বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। « অ, আ, ই, উ, এ, ও, ঐ, ঔ » এবং মিলিত দুইটী স্বর, অথবা দুইটী ব্যঞ্জন-বর্ণের পূর্বেকার হ্রস্ব বা দীর্ঘ স্বর (অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত স্বর,—শব্দ মধ্যে অবস্থিত হসন্ত স্বর), বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া বাঙ্গালায় হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইতে পারে। সাধারণতঃ স্বরান্ত অক্ষর, বাঙ্গালায় হ্রস্ব উচ্চারিত হয় বলিয়া, একমাত্রার বলিয়া ধরা হয় ; এবং হসন্ত অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর শব্দের শেষে থাকিলে, দীর্ঘ বা দুই মাত্রার বলিয়া ধরা হয় (অন্যত্র, যেমন শ্বাসাঘাত- বা বল-যুক্ত হইলে, ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে হ্রস্ব রূপেই উচ্চারণ করা হয়)।

সাধারণতঃ বাঙ্গালা ছন্দের প্রতি পর্বে হ্রস্ব ও দীর্ঘ মিলিয়া নির্ধারিত সংখ্যার মাত্রা হওয়া আবশ্যক। চরণের বিভিন্ন পর্বে এই হ্রস্ব ও দীর্ঘের

সমাবেশ কি ভাবে হইবে, তাহাও বাঙ্গালা ছন্দে সাধারণতঃ **নিয়ন্ত্রিত বা** নির্ধারিত থাকে।

অক্ষরের এবং তদনুসারে পর্বের মাত্রার সহিত বাঙ্গালা উচ্চারণের আর একটী বস্তু—« বল » বা « ঝোঁক » « শ্বাসাঘাত » (পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯) —কোনও-কোনও ক্ষেত্রে বাঙ্গালা ছন্দের একটী লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে;—কোনও-কোনও বাঙ্গালা ছন্দে বিভিন্ন পর্বের আদিতে প্রবল ঝোঁক বা বল শ্বাসাঘাত পড়িয়া থাকে।

সাধারণতঃ বাঙ্গালা কবিতা পাঠ করিবার সময়ে, একটা **টান** বা **সুর**-ও আসে। ইংরেজীতে এই **টান** বা **সুর**-কে Vocal Drawl বলে। সংস্কৃতে ও তদনুসারে বাঙ্গালায় ইহাকে **তান** বলা যায়।

ছন্দের বিভাগ

পর্বের নির্দিষ্ট মাত্রা বা দৈর্ঘ্যের আধারের উপরে, [১] সমগ্র চরণের টান বা তান, [২] পর্বস্থিত অক্ষরের সুপরিস্ফুট হ্রস্ব ও দীর্ঘ ধ্বনি, এবং [৩] পর্বের আদিতে অবস্থিত প্রবল শ্বাসাঘাত (ঝোঁক বা বল)—এই তিনটী বিষয় বিচার করিয়া, বাঙ্গালা ছন্দকে তিনটী শ্রেণীতে ফেলা যায়—

[১] **তান-প্রধান ছন্দ** বা **সঙ্কোচ-প্রধান ছন্দ (পয়ারাদি)**;

[২] **ধ্বনি-প্রধান** বা **বিস্তার-প্রধান ছন্দ** অথবা **বাঙ্গালা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ**;

[৩] **বল-প্রধান ছন্দ** বা **শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ**।

উপর্যুক্ত তিন প্রকার ছন্দের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য, মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য হইতে কয়েকটী ছত্র, মূলরচনায় (তান-প্রধান পয়ারের আধারে গঠিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে), এবং ছত্রগুলির আশয় ধ্বনি-প্রধান ও বল-প্রধান ছন্দে নূতন করিয়া রচনা করিয়া দেওয়া হইল।

[১] তান-প্রধান ছন্দ—

[১ক] পয়ারের আধারে অমিত্রাক্ষর—মূল—

« কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদীতটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে—ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি' বচন-
সুধা, হায়, কবো কারে ? কবো বা কেমনে ? »

[১খ] পয়ার—

« কভু বা প্রভুর সনে বেড়াতাম সুখে ।
চেয়ে চেয়ে (চাহি' চাহি') দেখিতাম তটিনীর বুকে ॥
নূতন গগনে যেন নব-তারাবলী ।
নব-শশধর-শোভা উঠিত উজলি' ॥
কভু উঠিতাম দোঁহে পর্বত-শিখরে ।
তুষিতেন প্রভু মোরে পরম আদরে ॥
রসালের মূলে শোভে যেমন ব্রততী ।
নাথের চরণ-তলে বসিতাম, সতী ॥
শুনিয়া বচন-সুধা জুড়াত শ্রবণ ।
কেমনে তোমারে বলি সেই বিবরণ ॥ »

[১গ] লঘু ত্রিপদী—

« প্রভুরে লইয়া সুখেতে ভ্রমিয়া
দেখিতাম নদীজলে ।
নূতন আকাশ নব পরকাশ,
নব তারা তাহে জ্বলে ॥

নব শশধর, শোভা মনোহর,
কখনো গিরির শিরে।
হরষিত হিয়া, বসিতাম গিয়া
নাথের চরণ ঘিরে ॥
রসালের মূলে লতা যেন দুলে,
পরম আদরে প্রভু
তুষিতেন মোরে ; সে কাহিনী তোরে
বলিতে নারিব কভু ॥ »

[২] ধ্বনি-প্রধান ছন্দ-

[২।ক] সংস্কৃতের অনুকারী মাত্রাবৃত্ত—সংস্কৃতের মত স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা নির্দিষ্ট (৮+৮+১২ মাত্রা)—

॥ । । ॥ । । ॥ । । । । । । ॥ । । ॥ । । ॥ ॥
« রে সখি রে সখি তোমায় বলিব কি মধুর সেই ইতিহাস।
॥ । । । । । । ॥ । । । । । । ॥ । । । । । । ॥ ॥
দুজনে পাশে পাশে ভ্রমণ নদীতটে নূতন নভ পরকাশ ॥
উঠিয়া গিরি-শিরে প্রভুর পদতলে নীরবে বসিতাম লাজে।
পেতেম শোভা, সখি! রসাল-পাদ-মূলে ব্রততী সতী যথা রাজে ॥
আদর করি স্বামী তুষিত অধিনীরে বরষি' বচন-সুধা কানে।
কাহিনী পুরাতন স্মরণে ঝরে আঁখি, বিষম ব্যথা বাজে প্রাণে ॥ »

[২।খ] বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পদ্ধতির মাত্রাবৃত্ত ছন্দ (৬+৬+৮=২০ মাত্রা)—

॥ । । ॥ ॥ । । ॥ ॥ ॥ । । ॥
« শোন্ সখি শোন, আম্‌রা দু'জন্—নির্জন্ নদীতীর ;
ছল ছল জল্ ধায়্ অবিরল্—চঞ্চল্, অস্থির, –
তবু পেতে ফাঁদ বুকে ধরে চাঁদ, তারা-হার্ সাথে তার
সুখে দেখিতাম্ ; কভু উঠিতাম্, পর্বত্ চূড়াকার ;
করিয়া যতন্ লতার্ মতন্ ও দুটী চরণ্ ঘিরে
বসিলে আদরে তুষি প্রভু মোরে বলিতেন্ ধীরে ধীরে
প্রেমের্ বচন্—লাজ্ মানে মন্ বলিতে সে-সব্ কথা!
সেদিন্ কোথায়, আজ্ কোথা হায়্! স্মরণে বিষম্ ব্যথা। »

[৩] **বল-প্রধান বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ**—

« ´নদীর্ ধারে ´প্রভুর্ সনে ´বেড়াই ঘুরে ´ফিরে,
´টল্‌মলিয়ে' ´উঠ্‌ত আকাশ্ ´তরল্ নদী- ´নীরে ॥
´লক্ষ তারার্ ´মাঝে যেন ´ফুট্‌ত নোতুন্ ´চাঁদ ;
´গিরির্ শিরে ´রইত পাতা ´নোতুন্‌তরো ´ফাঁদ ॥
´কষ্টে উঠে ´চুপ্‌টি ক'রে ´প্রভুর্ পায়ের্ ´কাছে।—
´পেতেম শোভা ´লতা যেমন ´জড়িয়ে' থাকে ´গাছে ॥
´তুষ্ট মোরে ´ক'র্‌ত প্রভু, ´মিষ্ট বচন্ ´ক'য়ে ;
´কার্ বা বলি, ´মনের্ দুঃখে ´সকল্ আছি ´স'য়ে' ॥ »

[১] **তান-প্রধান বা সঙ্কোচ-প্রধান ছন্দ** (পয়ারাদি)।

এই ছন্দই বাঙ্গালা সাহিত্যে বেশী করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে syllable বা অক্ষরের হ্রস্বতা বা দৈর্ঘ্য, সমগ্র পর্ব ও চরণের টানের প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত। সমগ্র চরণের অন্তর্গত পর্বগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উচ্চারিত হয়, এবং সাধারণতঃ পর্ব-মধ্যে যতগুলি মাত্রা থাকে, ততগুলি হ্রস্ব syllable বা অক্ষর থাকে ; কেবল শব্দের শেষে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর কানে শোনা গেলে, সেই অক্ষর দীর্ঘ বা দুই মাত্রার হইয়া দাঁড়ায়, এবং ব্যঞ্জনান্ত না করিয়া স্বরান্ত করিয়া পড়িলেও, দুইটী অক্ষরে এক মাত্রা এক মাত্রা করিয়া দুই মাত্রা হয়। শব্দের মধ্যে সংযুক্ত-বর্ণের পূর্বেকার স্বর-ধ্বনিও এক মাত্রার বলিয়া ধরা হয় ; যেমন—

« সম্মুখ সমরে পড়ি' / বীর-চূড়ামণি »—

প্রত্যেক শব্দ স্বরান্ত করিয়া পড়িলে, এই ছত্রে চৌদ্দটী syllable বা অক্ষর, এক এক হ্রস্ব মাত্রার ধরিয়া ১৪ মাত্রা। আবার হলন্ত করিয়া পড়িলে,

« সম্মুখ্ সমরে পড়ি' | বীর্-চূড়ামণি »—

এখানে « মুখ্‌অ » ও « বীর্‌অ » স্থলে, « মুখ্ » ও « বীর্ », এই প্রকার দুইটী দীর্ঘ একাক্ষরের শব্দ-রূপে পড়িলে, এই দুইটীর প্রত্যেকটীকে দুই মাত্রার

করিয়া ধরিতে হইবে, তাহা হইলেও চরণটীর মাত্রা-সংখ্যা পূর্বের মতই ১৪ থাকে।

এই প্রকারের ছন্দের পাঠ কালে যে টান বা সুর আসে, তাহাতেই বিভিন্ন অক্ষরের হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভাবের একটা সামঞ্জস্য হইয়া যায়; পরের অক্ষর বা স্বর-বর্ণের লোপের ফলে ইচ্ছা করিয়া দীর্ঘ করিয়া না দিলে (যেমন উপরের দৃষ্টান্তে «মু-খ» এই দুই হ্রস্ব অক্ষরকে, খ-এর স্বরধ্বনি অ-কে লোপ করিয়া দিয়া দীর্ঘ একাক্ষর «মু---খ্» রূপে পরিবর্তন), প্রত্যেক অক্ষরকে—স্বরান্ত, অথবা যুক্ত-স্বরের পূর্বে হইলেও—হ্রস্ব-রূপেই ধরা হয়।

বাঙ্গালার **পয়ার** নামক দ্বিপঙ্‌ক্তিময় শ্লোক বা পদ এই তান-প্রধান ছন্দের মধ্যে প্রধান। শ্বাসাঘাতের প্রাধান্য বা প্রাবল্য না থাকিলেও, শ্বাসাঘাত ইহাতে অল্প পরিমাণে বিদ্যমান আছে—প্রতি পর্বের আদিতে এই শ্বাসাঘাত শোনা যায়। চারি-পাঁচ শত বৎসর পূর্বেকার সাধারণ বাঙ্গালা কথা-বার্তার ভাষার আধারের উপরে, পয়ার প্রভৃতি তান-প্রধান ছন্দ প্রতিষ্ঠিত; বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় তাবৎ গম্ভীর ভাবের রচনা—কাব্য, মহাকাব্য, চিন্তাপূর্ণ কবিতা—এই ছন্দেই রচিত হইয়া থাকে।

[১ক] **পয়ার**--

প্রতি চরণে চৌদ্দ অক্ষর ও দুইটী যতি—চৌদ্দ অক্ষর, ৮+৬ এই দুই পর্বে বিভক্ত; চৌদ্দ অক্ষরে (বা একটী অক্ষর অনুচ্চারিত হইলে তাহার পূর্ব অক্ষরকে দুই মাত্রার ধরিয়া) চৌদ্দ মাত্রা। দুইটী চরণের মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাসের দ্বারা মিল থাকে, এইরূপে দুইটী চরণ মিলিয়া একটী পয়ার হয়। প্রাচীন কবিদের পয়ারে দুই পঙ্‌ক্তির বাহিরে অর্থ যায় না, দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যেই বাক্য সম্পূর্ণ হয়, যথা—

« এদেশে নহিল বাস । যাবো কোন্ দেশে ॥ যার লাগি কাঁদে প্রাণ । তারে পাবো কিসে ॥ »
« মহাভারতের কথা । অমৃত-সমান ॥ কাশীরাম দাস কহে । শুনে পুণ্যবান্ ॥ »
« পাখী সব করে রব । রাতি পোহাইল ॥ কাননে কুসুম-কলি । সকলি ফুটিল ॥ »
« তোমারে হেরিয়া তারা । হ'তেছে ব্যাকুল ॥ অকালে ফুটিতে চাহে । সকল মুকুল ॥ »

প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে পয়ারের দুই ছত্রের শেষের অন্ত্যানুপ্রাস ভিন্ন, প্রতি ছত্রের মধ্যে **চতুর্থ অক্ষরে ও অষ্টম অক্ষরে অতিরিক্ত অন্ত্যানুপ্রাস** আনয়ন করিয়া, পয়ারের একটী রূপভেদ **তরল পয়ার** ছন্দ গঠিত হইত ; যথা—

« দেখ দ্বিজ | মনসিজ | জিনিয়া মুরতি ||
পদ্মপত্র | যুগ্মনেত্র | পরশয়ে শ্রুতি || »

চতুর্থ ও অষ্টমের অতিরিক্ত দ্বাদশ অক্ষরে অন্ত্যানুপ্রাস থাকিলে, প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে ব্যবহৃত **মাল-ঝাঁপ পয়ার** হয় ; যথা—

« কোতোয়াল | যেন কাল | খাঁড়া ঢাল | ঝাঁকে ||
ধরি' বাঁণ | খর শাণ | হান্ হান্ | হাঁকে || »

পয়ারের প্রথম চরণের অক্ষর কমাইয়া (চৌদ্দ হইতে কেবল আট করিয়া) বা বাড়াইয়া (আট আট ষোল করিয়া), যথাক্রমে পয়ারের বিকার-স্বরূপ **হীন-পদ** পয়ার এবং **ভঙ্গ পয়ার** হয়। বিচিত্রতার জন্য কাব্যে এইরূপ পয়ার ব্যবহৃত হইত।

পয়ারের অন্ত্যানুপ্রাস উঠাইয়া দিয়া, নির্দিষ্ট যতি-স্থলে, ছত্র-মধ্যে যতি বা বিরামের বৈচিত্র্য আনিয়া, এবং দুইয়ের অধিক ছত্রে ভাবকে প্রসারিত বা সংক্রামিত করিয়া দিয়া, ইংরেজী Blank Verse-এর অনুকরণে, পয়ারের আধারে, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও মহাকবি মধুসূদন দত্ত বাঙ্গালার **অমিত্রাক্ষর ছন্দ** (Blank Verse) সৃষ্টি করেন। অমিত্রাক্ষরের দৃষ্টান্ত পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

আধুনিক কালে বহু কবি নূতন ধরণের পয়ার রচনা করেন, এই নূতন পয়ারে যতির বৈচিত্র্য থাকে,—যতি ইচ্ছামত ৪, ৬, ৮, ১০ অক্ষরের পরে রাখা হয়, কিন্তু অন্ত্যানুপ্রাস থাকে। এইরূপ পয়ারকে **সঞ্চারিত পয়ার** বলা যায় ; যথা—

« এত কহি' ঋষিপদে করিয়া প্রণতি,
গেলা চলি' সত্যকাম। ঘন অন্ধকার

বন-বীথি দিয়া, পদব্রজে হ'য়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে
সুপ্তি-মৌন গ্রাম-প্রান্তে জননী-কুটীরে
করিলা প্রবেশ। ঘরে সন্ধ্যা-দীপ জ্বালা,
দাঁড়াযে' দুয়ার ধরি' জননী জবালা
পুত্র-পথ চাহি'। »

এইরূপ পয়ারে এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে, একটী পয়ারের বা শ্লোকের মধ্যেই অর্থ নিবদ্ধ থাকে না; সার্থক বাক্য অনেকগুলি পঙ্‌ক্তিতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

চৌদ্দ অক্ষরের দুইটী পঙ্‌ক্তিতে পয়ার হয়। এইরূপ চারিটী বা অধিক সংখ্যক পঙ্‌ক্তি লইয়া, অন্ত্য মিলের রকম-ফের করিয়া, আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যে পয়ারের আধারে বিভিন্ন প্রকারের **স্তবক** (Stanza) গঠিত হয়। « ক খ ক খ » —চারি পঙ্‌ক্তিতে পর পর এইরূপ মিল হইলে, **পর্য্যায়-সম পয়ার** হয়; « ক খ খ ক »—এইরূপ মিল হইলে, **মধ্য-সম পয়ার** বলে; যথা—

« কে পারে ছাড়িতে এই প্রফুল্ল অবনী—
সুন্দর রবির করে এ মহী মণ্ডিত?
মুমূর্ষু পরাণী নরে কে আছে এমনি,
পরাণে না হয় যার বাসনা উদিত? »

« বিধাতার বর-পুত্র ধনী এ ধরাতে,
দেবতা হইতে পারে ইচ্ছা যদি করে;
ইচ্ছা করে—যেতে পারে নরক-ভিতরে;
স্বর্গ-নরকের দ্বার তাহাদের হাতে। »

পয়ারের মত চৌদ্দ অক্ষরের চৌদ্দটী চরণ বা পঙ্‌ক্তি লইয়া যে কবিতা রচিত হয়, তাহাকে **চতুর্দশপদী কবিতা** বলে। ইহা ইউরোপীয় Sonnet **সনেট** কবিতার অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষায় মধুসূদন দত্ত-কর্ত্তৃক প্রথম প্রযুক্ত হয়। সনেট ইটালীয় কাব্যের সৃষ্টি, পরে ইংরেজীতে গৃহীত হয়। সনেটের মধ্যে অন্ত্যানু-

প্রাসের বিভিন্ন রকম-ফের থাকে। তদনুসারে বাঙ্গালাতেও সনেটের প্রকার-ভেদ আছে। অল্পের মধ্যে একটী পূর্ণ ভাব-প্রকাশের পক্ষে সনেট বিশেষ উপযোগী। সনেটে যতির বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই,—ইচ্ছামত ৪, ৬, ৮, ১০ বা ১২ অক্ষরে হইতে পারে। সনেটে « কখকখ। কখকখ। গঘঘগ। ঙঙ », « কখখক। কখখক। গঘঙ। গঘঙ » প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের অন্ত্যানুপ্রাস হইতে পারে।

[১।খ] **ত্রিপদী** বা **লাছাড়ী**—

ইহাতে প্রত্যেক চরণে তিনটী করিয়া যতি থাকে। প্রচলিত ত্রিপদী দুই প্রকারের—(১) **লঘু ত্রিপদী** ইহাতে প্রতি চরণে যে তিনটী করিয়া পর্ব থাকে, সেগুলিতে যথাক্রমে ৬+৬+৮ মাত্রা বা অক্ষর হয়; যথথা—

» কৈলাস ভূধর | অতি মনোহর | কোটি শশী পরকাশ ||
গন্ধর্ব কিন্নর | যক্ষ বিদ্যাধর | অপ্সরোগণের বাস || »

« চণ্ডীদাস বলে | শুন সখাগণ | অপার যাহার লীলা ||
রাখাল-মণ্ডলে | রাখালি করিয়া | করে নানা মত খেলা || »

(২) **দীর্ঘ ত্রিপদী** বা **লাছাড়ী**—ইহার তিনটী পর্বের মাত্রা বা অক্ষর যথাক্রমে ৮+৮+১০; যথা—

« বড়ু চণ্ডীদাস কহে | সদাই অন্তর দহে | পাসরিলে না যায় পাসরা ||
দেখিতে দেখিতে হরে | তনু মন চুরি করে | না চিনিয়ে কালা কিবা গোরা || »

« যশোর নগর ধাম | প্রতাপ-আদিত্য নাম | মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ ||
নাহি মানে পাতশায় | কেহ নাহি আঁটে তায় | ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ || »

« আশ্বিনের মাঝামাঝি | উঠিল বাজনা বাজি' | পূজার সময় এল' কাছে ||
মধু বিধু দুই ভাই | ছুটাছুটি করে তাই, | আনন্দে দু হাত তুলি' নাচে || »

অন্য প্রকারের ত্রিপদীও হয়; যথা—৮+৮+৬:

« নদীতীরে বৃন্দাবনে | সনাতন এক মনে | জপিছেন নাম ||
হেন কালে দীনবেশে | ব্রাহ্মণ চরণে এসে | করিল প্রণাম || »

ত্রিপদীর আধারে **ভঙ্গ-ত্রিপদী** ছন্দ আছে—

« ওরে বাছা ধূমকেতু | মা-বাপের পুণ্য-হেতু ||
কেটে ফেল চোরে | ছাড়ি' দেহ মোরে | ধর্মের বান্ধহ সেতু || »

[১গ] **চৌপদী**—

প্রতি চরণে চারিটী করিয়া যতি থাকে, এইজন্য এই নাম (চতুষ্পদী বা চৌপদী)। লঘু ও দীর্ঘ দুই প্রকারের চৌপদী হয়।

(১) **লঘু চৌপদী**—৬+৬+৬+৬, বা শেষ চরণে ছয়ের কম, এইরূপ অক্ষর-সমাবেশ থাকিলে, দুই চরণ সম্পূর্ণ হয়; যথা—

« চির সুখী জন | ভ্রমে কি কখন | ব্যথিত-বেদন | বুঝিতে পারে || (৬+৬+৬+৫)
কি যাতনা বিষে | বুঝিবে সে কিসে | কভু আশীবিষে | দংশেনি যারে ? || (") »

« সাজিল সঘন | সেনা অগনন | করিবারে রণ | চলিল || (৬+৬+৬+৩ ॥
শিরে পরি' তাজ | যত তীরন্দাজ | সাজ সাজ সাজ | বলিল || » (")

(২) **দীর্ঘ চৌপদী**—৮+৮+৮+৮; শেষ চরণ ৭, ৬ বা ৫ অক্ষরেরও হয়; যথা—

« নিত্য তুমি খেল যাহা | নিত্য ভাল নহে তাহা | আমি যে খেলিতে কহি | সে খেলা খেলাও হে ||
তুমি যে চাহনি চাও | সে চাহনি কোথা পাও | ভারত যেমত চাহে | সেই মত চাও হে || »

চৌপদীর মত নানা প্রকার পর্বের সমাবেশে বিভিন্ন **স্তবক** (Stanza) গঠিত হইয়া থাকে।

[১ঘ] **একাবলী**—

শেষে মিল-যুক্ত দুইটী ছত্র, প্রতি ছত্রে এগারটী করিয়া অক্ষর থাকে; যথা—

« এই রূপ ধ্যান করি' মানসে।
সমরে সকলে যায় সাহসে ॥
ধন্য রে ধরমে রতি অপার।
তা ভিন্ন এ ভবে আছে কি আর ? »

[১।ঙ] **দীর্ঘ একাবলী**—

প্রতি ছত্রে বারটী করিয়া অক্ষর থাকে, ও ছত্র দুইটীর শেষ অক্ষরে মিল থাকে ; যথা—

« কনকে রতনে রজতে জড়িত ।
আভরণ সেথা ছিল কত মত ॥ »

[২] **ধ্বনি-প্রধান বা বিস্তার-প্রধান ছন্দ**।

ধ্বনি-প্রধান ছন্দে প্রত্যেক পর্বের মাত্রার সংখ্যা সুনির্দিষ্ট, কিন্তু পাঠ-কালে কোনও টান থাকে না। একটানা সমস্ত চরণটী পড়িয়া যাইতে পারা যায়, শব্দের মাঝে-মাঝে ফাঁক থাকে না—যতির স্থানে না থামিয়াও চরণ শেষ করা যায়।

বাঙ্গালার ধ্বনি-প্রধান ছন্দ দুই প্রকারের—

(ক) সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বাঙ্গালা ভাষায় অনুকরণ—

ইহাতে সংস্কৃত নিয়মে «অ, ই, উ, ঋ, ঌ »-কে হ্রস্ব স্বর (এক মাত্রার), এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্বে অবস্থিত « অ, ই, উ, ঋ, ঌ »-কে তথা « আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ »-কে দীর্ঘ স্বর (দুই মাত্রার) ধরিয়া, পর্বের মধ্যে মাত্রা স্থির করা হয়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ ধ্বনি-প্রধান ছন্দ কিছু-কিছু পাওয়া যায় ; আজকাল ইহার ব্যবহার বিরল,—এই সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত, বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতির বিরুদ্ধে। এইরূপ ছন্দে প্রায়ই কবির অজ্ঞাতসারে বাঙ্গালা উচ্চারণ ধরিয়া হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ ও দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হইয়া দাঁড়ায়। উদাহরণ, যথা—

॥ । ॥ । ॥ । । । । । ॥ । । । । ॥ ॥ ॥ । । । । ॥ । ॥ । ॥ । । । । । ॥ ॥
« দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী, আসিল যত বীর-বৃন্দ আসন তব ঘেরি।

। । ॥ । । । ॥ ॥ । । । । । । ।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ? »

। । । ॥ । । । ॥ । । ॥ ॥ । । । । ॥ । । ॥ ॥
« পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী

॥ । । ॥ । । । । । । ॥ । । । । । । । । । ॥ ॥
হে চির-সারথি তব রথ-চক্রে মুখরিত পথ দিন-রাত্রি ! »

(খ) **বাঙ্গালা পদ্ধতির ধ্বনি-প্রধান ছন্দ (বাঙ্গালা মাত্রাবৃত্ত)**—ইহাতে কোনও বিশেষ স্বর-ধ্বনি হ্রস্ব বা দীর্ঘ নহে, সংস্কৃতের দীর্ঘ স্বরও এই বাঙ্গালা ছন্দে হ্রস্ব-রূপে উচ্চারিত হয়।

(খ।১) প্রাচীন বাঙ্গালার মাত্রাবৃত্তে সংযুক্ত-বর্ণের পূর্বের স্বর-ধ্বনি দীর্ঘ বা দুই মাত্রার হয়, এবং ক্বচিৎ সংস্কৃতের নকলে «আ, ঈ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ »-ও দীর্ঘ বলিয়া পঠিত হয়। পর্বের শেষের এবং অন্যত্র অবস্থিত হ্রস্ব স্বরও ক্বচিৎ দীর্ঘ হইয়া থাকে ; যথা—

ধামার্থে চাটিল | সাঙ্কর্ব গঢ়ই || পারগামি লোঅ | নীভর তরই ॥
(ধর্মার্থে চাটিল সাঁকো গড়ে, পারগামী লোক নির্ভর তরে।)

« চম্পক দাম হেরি | চিত অতি কম্পিত | লোচনে বহে অনু | রাগ || (৮+৮+৮+৪)

তুয়া রূপ অন্তর | জাগয়ে নিরন্তর | ধনি ধনি তোহারি সো || হাগ ॥ » (৮+৮+৮+৪)

(খ।২) আধুনিক বাঙ্গালা ধ্বনি-প্রধান ছন্দে, অক্ষরের হ্রস্ব-দীর্ঘের নিয়ম তান-প্রধান ছন্দেরই মত—কেবল হলন্ত অক্ষরকে একটু টানিয়া দীর্ঘ ধ্বনির বিস্তার করিয়া পড়া হয়। প্রতি পর্বে syllable বা অক্ষরের সংখ্যা, পর্ব-নির্দিষ্ট মাত্রার সংখ্যা অপেক্ষা কম হইতে পারে ; এইরূপ ক্ষেত্রে পর্বস্থ এক বা একাধিক অক্ষরকে (স্বরান্ত অক্ষর হইলেও) দীর্ঘ করিয়া পাঠ করিয়া, মাত্রার সংখ্যা অথবা কালের পরিমাণ ঠিক রাখা হয়, যথা—

« নিত্য তোমার্ ‿ চিত্ত ভরিয়া ‿ স্মরণ্ করি ॥ বিশ্ব-বিহীন্ ‿ বিজনে বসিয়া ‿ বরণ্ করি ॥

তুমি আছো মোর্ ‿ জীবন্ মরণ্ ‿ হরণ্ করি' ॥ »

[৩] বল-প্রধান বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ।

এই জাতীয় ছন্দের প্রতি পর্বে প্রথমে একটী প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। শ্বাসাঘাতের প্রভাবে ব্যঞ্জনান্ত syllable বা অক্ষর সঙ্কুচিত বা হ্রস্ব হইয়া উচ্চারিত হয়—ধ্বনি-প্রধান অথবা তান-প্রধান ছন্দে কিন্তু এইরূপ স্থলে ব্যঞ্জনান্ত

স্বর প্রসারিত বা দীর্ঘ হইয়া যাইতে পারে। শ্বাসাঘাতের এই সঙ্কোচন-শক্তি, বল-প্রধান বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের বিশেষ লক্ষণ। এই ছন্দের বৈচিত্র্য বেশী নহে, কারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শ্বাসাঘাতের পুনরাবৃত্তি হওয়া চাই। সাধারণতঃ এই ছন্দে চরণের প্রতি পর্বে চারি মাত্রা ও দুইটী পর্বাঙ্গ থাকে; চরণে চারিটী করিয়া পর্ব থাকে, তাহার শেষ পর্বটী অপূর্ণ হয়।

« ´সাম্‌নেকে তুই | ´ভয় ক'রেছিস্ ? | 'পিছন তোরে | ´ঘির্‌বে ?
´এম্‌নি কি তুই | ´ভাগ্যহারা ? | ´ছিঁড়্‌বে বাঁধন | ´ছিঁড়্‌বে || »
« ´দিনের আলো | ´নিবে এলো | ´সূয্যি ডোবে | ´ডোবে ||
´আকাশ ঘিরে | ´মেঘ জুটেছে | ´চাঁদের লোভে || ´লোভে ॥ »
´মেঘের উপর | ´মেঘ ক'রেছে, | ´রঙের উপর | ´রঙ্ ||
´মন্দিরেতে | ´কাঁসর-ঘণ্টা | ´বাজ্‌ল ঠঙ্ | ´ঠঙ্ ॥ »
« ´আকাশ জুড়ে' | ´চল নেমেছে, | ´সূয্যি ঢ'লে | ´ছে ||
চাঁচর চুলে | ´জলের গুঁড়ি, | ´মুক্তো ফ'লে || ´ছে || »

একই প্রকার ছন্দে রচিত বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পর্ব লইয়া গঠিত চরণের যোগে নানা প্রকার **স্তবক** (Stanza) আজকাল বাঙ্গালা কবিতায় খুবই প্রচলিত।

কবিতার ভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য

[১] প্রায় সব ভাষাতেই দেখা যায়, কবিতার ভাষায় অনেক প্রাচীন শব্দ এবং রূপ সংরক্ষিত থাকে; কারণ কবিতার ধারা প্রাচীন কাল হইতেই ভাষায় স্থিরীকৃত হইয়া যায়। সাধারণ কথোপকথনের ভাষায় অথবা লিখিত গদ্য-ভাষায় অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে, এরূপ বহু প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দ, বাঙ্গালা কবিতার ভাষায় এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন—

« দিঠি (দৃষ্টি), নিঠুর (নিষ্ঠুর), অমিয়া (অমৃত), হিয়া (হৃদয়), বয়ান (বদন), সায়র (সাগর), চিত (চিত্ত), পিয়াস (পিপাসা), নিদয় (নির্দয়), সরম (লজ্জা—এটী ফারসী শব্দ, 'শরম্'), রাতা রাতুল (রক্তবর্ণ), ঝি ঝিয়ারী (কন্যা), দেউটী (দীপবর্তিকা বা প্রদীপ), হেরিনু (দেখিলাম), তিতিল (ভিজিল), নারিব (পারিব না), ভণে (বলে), বাহুড়িল নেউটিল (ফিরিয়া

আসিল), ঝুরে (কাঁদে), বুলে (ঘুরে), জিনিয়া (জয় করিয়া), পুছিল (জিজ্ঞাসা করিল), আছিল (ছিল), পর (উপরে), উরিল (অবতীর্ণ হইল), উয়ে (উদিত হয়), তেঁই (সেইজন্য), হেদে (=সম্বোধনে, ওগো) » ইত্যাদি।

[২] কতকগুলি ব্যাকরণ-দুষ্ট পদ কবিতায় প্রযুক্ত হয় ; যেমন—

« নাচিছে নর্তক, গাহিছে গায়কী। »

« সুকেশিনী শিরশোভা কেশের ছেদনে
ক্ষুব্ধ নহে, যদি তাহে হয় উপকার॥ »

« সৃজন-পালন-প্রভু তুমি নির্বিকার॥ »

[৩] সংস্কৃত শব্দে উচ্চারণে কঠিন অথবা শ্রবণে কটু সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে, অনেক সময়ে « বিপ্রকর্ষ » অনুসারে সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে নূতন স্বরধ্বনি আনয়ন করিয়া শব্দগুলিকে সহজে উচ্চার্য্য এবং শ্রুতি-মধুর করিয়া লওয়া হয়, যথা—

« তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি। »

তদ্রূপ— « ভকতি, মুকতি, দরশন, পরশ (=স্পর্শ), গরজন, নিবদয়, ধরম, করম, পরাণ, পিরীতি (=প্রীতি), পরবাস, মরম, মুকুতা, বরণ, বেযাকুল, তেয়াগ, বেযাধি, মুগধ, পদুমিনী » ইত্যাদি।

[৪] কবিগণ অনেক সময়ে ছন্দের খাতিরে সাধু-ভাষার সহিত চলিত-ভাষার মিশ্রণ করিয়া থাকেন—গদ্যে এরূপ মিশ্রণ দোষের হয় ; যথা—

« আর কত দূরে নিযে যাবে (=লইযা যাইবে) মোরে, হে সুন্দরী ?
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী ? »

« গান গেযে তরী বেয়ে কে আসে পারে ?
দেখে যেন মনে হয চিনি উহারে॥ »

[৫] শব্দ-রূপে, কর্মকারকে ও সম্প্রদান-কারকে « -কে » বিভক্তি-স্থলে « -রে » এবং « -এ » বিভক্তির প্রয়োগ, কাব্যের ভাষার একটী বৈশিষ্ট্য ; যথা—

« আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ » , « জিজ্ঞাসিব জনে জনে » ;

« কোন্ বীরবরে বরি' সেনাপতি-পদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ? »

[৬] কবিতায় বিশেষ্য ও সর্বনামের সহিত কতকগুলি বিশেষ শব্দ বিভক্তি-রূপে প্রযুক্ত হয়; যথা—

« যাহার লাগিয়া, বন্ধুর লাগি' = যাহার জন্য, বন্ধুর জন্য; মো-সনে = আমার সঙ্গে; সখী-সনে; তার সাথে = তাহার সঙ্গে » ('সাথে' গদ্য-সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু « সাথে » শব্দ চলিত-ভাষা উপযোগী নহে- চলিত-ভাষার গদ্যে « সঙ্গে » শব্দই ব্যবহৃত হয়)।

[৭] সর্বনাম-মধ্যে, উত্তম-পুরুষে « মো » (বহুবচনে « মোরা »), এবং « তথি = সেথায়, তাহাতে; হেন = এইরূপ; তেঁই = সেইজন্য » প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

[৮] ধাতু-রূপ—

বিশেষ্য অথবা বিশেষণ শব্দ কাব্যে অনেক সময়ে ধাতু-রূপে ব্যবহৃত হয়; যথা—« নীরবিলা (= নীরব হইল) রাক্ষস-রাজ; বিকশি' উঠে প্রাণ; দানিলা; সমর্পিলা; বিনোদিয়া »।

তদ্রূপ—« বাহিরিব, স্বনিছে, ধ্বনিল, প্রতিবিধিৎসিতে »।

[৯] ক্রিয়ার অতীত কালের উত্তম- ও প্রথম-পুরুষের রূপে কতকগুলি বিশেষ বিভক্তি আছে—« -নু (< মধ্য-যুগের বাঙ্গালা « -লুঁ »), -লেম », ও « -ইলা »; যথা—« হেরিনু = দেখিলাম; দিনু, ছিনু = দিলাম, ছিলাম; করিলা, পাঠাইলা = করিল, পাঠাইল; দিলেম, কিন্‌লেম = দিলাম, কিনিলাম »; « করিল, মরিল » স্থলে « কৈল, মৈল »।

ঘটমান বর্তমানের প্রথম- ও মধ্যম-পুরুষে বিশেষ বিভক্তি হয়; যথা—« শোভিছে, করিছে = শোভিতেছে, করিতেছে; কি ভাবিছ মনে = ভাবিতেছ »।

« ইয়া »-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া কবিতায় সংক্ষিপ্ত হইয়া « -ই' » প্রত্যয়ান্ত হয়; যথা—« ধরি', করি', অবিতরি' = ধরিয়া, করিয়া, অবতরিয়া বা অবতরণ করিয়া »।

পরিশিষ্ট [খ]

সংস্কৃত ধাতু ও তাহা হইতে জাত বাঙ্গালা তৎসম শব্দ

[শব্দের পূর্বে « - » হাইফেন বা সংযোজক-চিহ্নের অর্থ, এই শব্দগুলির উপসর্গ-যুক্ত রূপ-ভেদ বাঙ্গালায় বহুল প্রচলিত।]

অচ্, অঞ্চ্ = বাঁকানো : অঙ্ক।

অঞ্জ = অঞ্জন লাগানো : অঙ্গ, অঞ্জন, -অক্ত (রক্তাক্ত)।

অট্ = ভ্রমণ করা : অটন (পর্যটন), আটক (পর্যটক)।

অদ্ = খাওয়া : অদন, অন্ন, -আদ (মৎস্যাদ)।

অন্ = শ্বাস লওয়া : অনিল, আনন।

অর্চ্ = স্তুতি করা, উজ্জ্বল হওয়া : অর্ক, অর্চ, অর্চন, ঋক্; অর্চিঃ, অর্চনীয়।

অর্হ্ = যোগ্য হওয়া : অর্ঘ, অর্হৎ, -অর্হ (মহার্হ)।

অস্ = হওয়া : সন্ত সৎ, সতী, অস্তিত্ব, নাস্তিক, স্বস্তি।

আপ্ = পাওয়া : আপ্ত, আপনীয় (প্রাপণীয়); আপন, ঈপ্সা।

আস্ = বসা : আসন।

ই (ঈ, অয়) = যাওয়া : -অয় (ব্যয়, অব্যয়), আয়, অয়ন, আয়ু, ইতি, -ইত (অতীত), -এয়, -এতব্য।

ইষ্, ইচ্ছ্ = ইচ্ছা করা : ইচ্ছা, ইচ্ছুক, এষা, এষণ, -এষণা (গবেষণা), -এষ্টব্য (অন্বেষ্টব্য)।

ঈক্ষ্ = দেখা : -ঈক্ষা (পরীক্ষা, সমীক্ষা), -ঈক্ষণ, -ঈক্ষক, ঈক্ষণীয়।

ঈশ্ = প্রভু হওয়া : ঈশ, ঈশ্বর, ঈশান।

ঋ, ঋচ্ছ্ = যাওয়া, পাঠানো : অরণি, অরিত্র; অর্ণ, আর্য্য, ঋতু, ঋত, ঋণ, রথ, অর্পণ।

কম্ = ভালবাসা : কম, কম্র, কাম, কাম্য, কমনীয়, কামুক, কাময়িতব্য।

কম্প্ = কাঁপা : কম্প, কম্পন, কম্প্র।

কাশ্ = দীপ্তি পাওয়া : -কাশ[ন], -কাশয়িতব্য।

কুপ্ = ক্রুদ্ধ হওয়া : কোপ, কোপন।

কৃ=করা : কর, করণ, করণীয়, কর্তব্য, কর্তা কর্ত্রী কর্তৃ-, কর্ম, কার, কারক, কারণ, কারী কারিণী কারি, কারণীয়, কারু, কৃত্য, কৃতি, কৃত্রিম, ক্রতু, ক্রিয়া, চিকীর্ষা, চিকীর্ষু, কারয়িতা।

কৃৎ=কাটা : কর্তন, কৃন্তন, কৃত্তি।

কৃষ্=টানা, লাঙ্গল টানা : কর্ষ, কর্ষণ, কর্ষক, কর্ষণীয়, কৃষি, কৃষ্টি।

কৢপ্=উপযোগী হওয়া : কল্প, কল্পনা, কল্পনীয়, কল্পিতব্য।

ক্রম্=পদক্ষেপ করা : -ক্রমণ, ক্রম, ক্রান্ত, চংক্রম।

ক্রী=কেনা : ক্রয়, ক্রয়ক, ক্রয়া, ক্রেতব্য, ক্রেতা ক্রেত্রী, ক্রেয়।

ক্লিদ্=ক্লেদযুক্ত হওয়া : ক্লেদ, ক্লিন্ন।

ক্ষম্=সহ্য করা : ক্ষমা, ক্ষম, ক্ষন্তব্য।

ক্ষি=নষ্ট করা, নষ্ট হওয়া, রাজত্ব করা : ক্ষয়, ক্ষয়িষ্ণু, ক্ষিতি।

ক্ষিপ্=ছোঁড়া : ক্ষিপ্ত, ক্ষেপ, ক্ষেপন, ক্ষিপ্র।

ক্ষুভ্=কম্পিত হওয়া : ক্ষুব্ধ, ক্ষোভ, -ক্ষোভন।

খন্=খোঁড়া : খন, খনন, খনি, খনিত্র, খনক, খাত।

খাদ্=চর্বণ করা : খাদ্য, খাদন, খাদনীয়, খাদ্য, খাদিতব্য।

খিদ্=ছেঁড়া : খিন্ন, খেদ, খেদন।

খ্যা=দেখা : -খ্যা (আখ্যা), খ্যাতি, খ্যায়ী, খ্যাপক, খ্যাপন।

গম্>গচ্ছ=যাওয়া : গচ্ছ (স্বয়ংগচ্ছ), -গম, গমক, -গম্য, -গমন, -গমনীয়, -গতি, -গত, -গন্তব্য, গন্তা, -গামী গামিনী গামি, গময়িতব্য, জগৎ, জঙ্গম, জিগমিষু।

গৈ=গান করা : গায়ক, গায়ী, গায়ত্রী, গাতব্য, গান, গীতি, গেয়।

গুপ্=রক্ষা করা, গোপন করা : গোপ্য, গুপ্ত, গুপ্তি, গোপন, গোপনীয়, জুগুপ্সা।

গুহ্=গোপন করা : গুহ, গুহা, গুহ্য।

গৃ>জাগৃ=জাগা : জাগর, জাগরূক, জাগ্রৎ, জাগরিত।

গ্রহ্, গ্রভ্=ধরা : -গ্রহ, -গ্রহণ, গ্রহণীয়, -গ্রাহ, গ্রহীতব্য, গৃহীত, গ্রহীতা, গ্রাহী, গ্রাহিণী, গ্রাহক, গৃহ, গৃহ্য, গর্ভ।

ঘট্=ঘটা, চেষ্টা করা : ঘট, ঘটক, ঘটন ঘটনা, -ঘাটন, ঘটয়িতব্য, ঘটিত।

ঘুষ্=ঘোষণা করা : ঘোষ, ঘোষণ ঘোষণা ঘোষিত, ঘোষণীয়।

চক্ষ্=দেখা : চক্ষু, (বি)চক্ষণ।

চর্=চরা : চর, চরক, চর্য্য, চর্য্যা, চরণ, চরণীয়, চরিতব্য, চরিত্র, চরিষ্ণু, চর্বণ, -চার, -চারী -চারিণী -চারি, চারণ, চারণীয়, চরাচর, চারয়িতব্য।

চল্=চলা : চল, চলক, চলন, চলনীয়, চলিতব্য, চালী, -চালন, চালক।

চি=সংগ্রহ করা : কায়, -চয়, চয়ন, চয়িতব্য, -চিতি, -চেয়।

চিৎ=জানা : কেতন, কেতু, চিৎ, চিত্তি, চিত্ত, -চিত্র, চেতন, চেতঃ, চিকিৎসা, চিকিৎসক, চেতয়িতা, চেতয়িতব্য।

চিন্ত্=চিন্তা করা : চিন্তা, চিন্তক, চিন্তন, চিন্তনীয়, চিন্তয়িতব্য, চিন্তিত।

চেষ্ট্=নড়া, চলা : চেষ্টা, চেষ্টন, চেষ্টিতব্য, চেষ্টয়িতা, চেষ্টিত।

চ্যু=নড়া, চলা : চ্যবন, চ্যুতি।

ছদ্=আবৃত করা : -ছদ, -ছাদ, -ছদন, -ছাদন, -ছাদ্য, -ছাদী, ছাদক, ছত্র, ছদ্ম, ছন্ন।

ছিদ্=ছিন্ন করা : ছিদ্, -ছিত্তি, -ছিদ্র, ছেদক, ছেদী, ছেদ্য, -ছেদন, ছেদনীয়, -ছেত্তব্য, ছেত্তা, -ছিন্ন।

জন্>জা=জন্ম দেওয়া, জাত হওয়া : জন, জনঃ, জনক, জন্ম, জনন, জন্তু, জনিতব্য, জনয়িতা জনয়িত্রী জনয়িতৃ-, জন্ম, জনিষ্যমান, জনয়িতব্য ; -জ, জাতি, -জানি, জায়া।

জপ্=জপ করা : জপ, জপী, জপ্য, জপন, জপনীয়, জাপ, জাপক, জাপ্য।

জি=জয় করা : জয়, জয়ী-জয়িনী, -জিৎ, জিন, জিষ্ণু, জয়িষ্ণু, জেতব্য, জেতা, জেয়, -জিগীষা, জিগীষু।

জীব্=প্রাণধারণ করা : জীব, জীবক, জীবী জীবিনী জীবি-, -জীব্য, -জীবন, জীবনীয়, জীবিতব্য, জিজীবিষা।

জৄ, জুর্=ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া ; জর, জরা, জারণ, জর্জর।

জ্ঞা=জানা : জ্ঞান, জ্ঞাতি, জ্ঞাতব্য, জ্ঞাতা, জ্ঞাতৃ, জ্ঞেয়, জ্ঞাপন, জ্ঞপ্তি, জ্ঞাপক, জ্ঞাপয়িতব্য, জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসন, জিজ্ঞাসিতব্য, জিজ্ঞাসু।

তন্=টানা : -তন, তনয়, তনু, তনূ, তন্তু, তন্ত্র, -তান।

তপ্=তপ্ত হওয়া : তপঃ, তপ্য, তপন, তপ্তব্য, -তাপ, -তাপক, -তাপী, -তাপন, তাপয়িতা।

তিজ্=সহ্য করা, কঠোর হওয়া : তিগ্ম, তেজঃ, তীক্ষ্ণ, -তেজন, তেজিষ্ঠ, তেজীয়ান্, তেজস্বী, তিতিক্ষা, তিতিক্ষু।

তুষ্=আনন্দিত হওয়া : তুষ্টি, তুষ্ণিম্-, তোষ, তোষক, তোষী, তোষিণী, -তোষ্য, -তোষণ, -তোষণীয়, -তোষ্টব্য, তোষয়িতব্য, তোষয়িতা।

তৄ=পার হওয়া : তর, তরী, তরণ, তরণীয়, তরণি, তরুণ, তরু, তর্তব্য, তরিতব্য, তীর, তীর্থ, তার, তারক, তারী তারিণী, তারণ, তারণীয়, তারা, তিতীর্ষা, তিতীর্ষু।

তৃপ্=তৃপ্ত হওয়া : তৃপ্তি, তৃপ্ত, তর্পণ, তর্পণীয়, তর্পয়িতব্য।

ত্যজ্=ত্যাগ করা : ত্যজন, ত্যজনীয়, ত্যক্তব্য, ত্যক্তা, ত্যাগ, ত্যাগী, ত্যাজ্য।

ত্রুট্=ভগ্ন হওয়া, টুকরা-টুকরা হওয়া : ত্রুটি, ত্রুটিত, ত্রোটক।

দংশ্, দশ্=কামড়ানো : দংশ, দংশক, দংশুক, দংষ্ট্রা, দশা, দশন।

দম্=দমন করা, বশে রাখা : দম, দমন, দমনীয়, দান্ত, দময়িতা।

দহ্=পোড়ানো : দহ, দগ্ধব্য, দগ্ধা, দাহ (দাঘ), দাহক, দাহ্য, দগ্ধ, দাহন, দাহুক, দিধক্ষু।

দা (> দদ্)=দেওয়া : দা, -দ, দাতব্য, দাতা দাত্রী দাতৃ, দান, দাম, দত্ত (<দদ্+ত), দায়, দায়ক, দায়ী দায়িনী দায়ি, দেয়, দিৎসা, দিদিৎসু, দাপনীয়।

দা=ঔজ্জ্বল্যে : অবদান (=উজ্জ্বল চরিত্র)।

দিশ্=দেখানো : দিশ্ দিক্, দিষ্ট, দিষ্টি, দেশ, দেশক, দেশী, দেশ্য, দেশন, দেশনা, দিদিক্ষু।

দুষ্=দোষী করা : দুষ্ট, দূষক (বিদূষক), দূষ্য, দূষণ, দোষ, দোষ্য।

দুহ=দুধ দোহা : -ধুক্ (কামধুক্), দুহিতা, দোহ, দোহক, দোহন, দোগ্ধব্য, দোগ্ধা দোগ্ধ্রী।

দৃশ্=দেখা : দর্শ, দর্শক, দর্শী দর্শিনী দর্শি-, দর্শন, দর্শনীয়, দৃক্, দৃশ, দৃশ্য, দৃষ্টি, দৃষ্ট, দ্রষ্টব্য, দ্রষ্টা, দিদৃক্ষা, দিদৃক্ষু।

দ্যুৎ=দীপ্তি পাওয়া : (বি)দ্যুৎ, দ্যুতি, -দ্যোত (খদ্যোত), দ্যোতক, দ্যোতন, দ্যোতনা।

দ্রু=দৌড়ানো : দ্রব, দ্রব্য, দ্রবণ, দ্রাব, দ্রাবণ, দ্রুত, দ্রুতি।

দ্বিষ্=হিংসা করা : দ্বিষ্ দ্বেষ, দ্বেষক, দ্বেষী, দ্বেষণ, দ্বেষণীয়।

ধা (> দধ্)=রাখা করা : ধা, -ধান, ধানীয়, ধাতা ধাত্রী ধাতৃ, ধাম, ধায়ক, ধায়ী ধায়িনী, হিতি হিত (<*ধিতি, *ধিত), ধেয়।

ধৃ=ধরা : ধর, ধরণ, ধরণীয়, ধরণী, ধর্তা, ধরিত্রী, ধর্ম, ধার, ধারক, ধারী ধারিণী ধারি, ধার্য্য, ধারণ, ধারণীয়, ধুর, ধৃতি, ধ্রুব, দিধীর্ষু, ধারয়িতা।

ধৃষ্=সাহস করা : ধর্ষ, ধর্ষণ, ধৃষ্ট, ধৃষ্ণু।

নশ্=নষ্ট হওয়া : নষ্ট, নশ্বর, নাশ, নাশক, নাশ্য, নাশন, নাশয়িতা।

নহ্=বাঁধা : নদ্ধ, পিনদ্ধ।

নী=পথ দেখানো : -নী (সেনানী ; গ্রামণী), নয়, নয়ী, নয়ন, নায়ক, নীতি, নেতব্য, নয়িতব্য, নেতা নেত্রী নেতৃ, নেত্র, নেয়।

নৃৎ = নাচা : নৃত্য, নর্তক, নর্তন, নৃত্ত।

পচ্ = রাঁধা : পচ, পচ্য, পচন, পাক, পক্ব, পাচক, পাচন, পাচিত।

পৎ = পড়া, উড়া : -পত, পতন, পত্র, পতত্র, পাত, পাতক, পাতী, পাতনীয়।

পা = পান করা : -প, পান, পানীয়, পাতা, পাত্র, পায়ী, পিপাসা, পিপাসু।

পা = পালন করা : -প, পাতা, পাতব্য, পাল, পালন, পালনীয়, পালিত।

পূ = পবিত্র করা : পবিত্র, পাবক।

পূয়্ = দুর্গন্ধ হওয়া : পূয, পূতি।

পৄ, পৃণ্, পূর্ = পূর্ণ হওয়া : পর্ব, পূর্তি, পুর, পূরক, পূরণ, পূরণীয়, পূরিত, পূরয়িতব্য।

পৄ = পার হওয়া : পার, পারী, পারণ, পারণীয়, পারয়িতা।

পৃ = নিযুক্ত বা ব্যস্ত হওয়া : পার (ব্যাপার)।

প্রচ্ছ = জিজ্ঞাসা করা : পৃচ্ছা, পৃচ্ছক, প্রষ্টব্য, প্রষ্টা, পৃষ্ট, প্রশ্ন।

প্রথ্ = বিস্তৃত হওয়া : পৃথক্, পৃথু, পৃথ্বী, পৃথিবী, প্রথা।

প্রী = প্রীত হওয়া : প্রিয়, প্রীতি, প্রেম, প্রেয়ঃ, প্রেষ্ঠ, প্রীণন, প্রীত।

প্লু = ভাসা : প্লব, প্লুত, প্লুতি, প্লাবন, প্লাবিত।

বন্ধ্ = বাঁধা : বন্ধ, বন্ধন, বন্ধনীয়, বন্ধু, বন্ধ।

বাধ্ = পীড়া দেওয়া : বাধক, বাধ্য, বাধিতব্য, বীভৎস।

বুধ্ = জানা, জাগা : বুধ, বুধ্য, বোধ, বোধক, বোধী বোধিনী বোধি-, বোধ্য, বোধন, বোধনীয়, বোধি, বুদ্ধ, বুদ্ধি, বোদ্ধা, বোধিতব্য, বোদ্ধব্য, বোধয়িতা।

ভজ্ = ভাগ করা, অংশ-গ্রহণ করা : ভাজী, ভজ্য, ভজন, ভজনীয়, ভক্ত, ভক্তি, ভজিতব্য, ভাগ, ভাগী ভাগিনী ভাগি, ভাগ্য, ভাজ, ভাজক, ভাজ্য, ভাজন।

ভঞ্জ্ = ভাঙ্গা : ভঙ্গ, ভঙ্গি, ভঞ্জক, ভঞ্জন, ভঙ্গুর, ভগ্ন।

ভা = দীপ্তি পাওয়া : -ভা, -ভ, ভানু, ভাতি, -ভাত, ভাস, ভাসা, ভাস্কর, ভাস্বর।

ভাষ্ = কথা কহা : ভাষ, ভাষা, ভাষক, ভাষী ভাষিণী ভাষি, ভাষণ, ভাষণীয়, ভাষ্য, ভাষিত, ভাষিতব্য।

ভিদ্ = ভেদ করা : ভিৎ, ভিদ, ভিদ্য, ভেদ, ভেদক, ভেদী, ভেদ্য, ভেদন, ভেদনীয়, ভিন্ন, ভিত্তি, ভেত্তা।

ভী = ভয় পাওয়া : ভী, ভয়, ভীতি, ভেতব্য, ভীম, ভীরু, ভীষণ, (বি)ভীষিকা, ভীষ্ম।

ভুজ = বাঁকা : ভুজ।

ভুজ্ = ভোগ করা : -ভুক্, ভোজ, ভোজক, ভোজী, ভোজ্য, ভোগ, ভোগী ভোগিনী, ভোগ্য, ভোজন, ভোজনীয়, ভুক্তি, ভুক্ত, ভোক্তব্য, ভোক্তা, বুভুক্ষা, বুভুক্ষু, ভোজয়িতব্য, ভোজয়িতা।

ভূ = হওয়া : -ভু, -ভূ, ভব, ভবক, ভবী, ভব্য, ভবন, ভবনীয়, ভুবন, ভূতি, ভূত, ভবিতব্য, ভবিতা ভবিত্রী ভবিতৃ, ভূমা, ভূমি, ভূয়ঃ, ভূয়িষ্ঠ, ভূরি, ভবিষ্ণু, ভাব, ভাবক, ভাবী ভাবিনী ভাবি, ভাব্য, ভাবন, ভাবনীয়, ভাবুক, ভাবয়িতব্য, ভাবয়িতা।

ভৃ = ভরণ করা, ভরা বহা : ভর, ভরণ, ভরণীয়, ভরত, ভারত, ভর্তব্য, ভর্তা ভর্ত্রী ভর্তৃ, ভ্রাতা, ভ্রূণ, ভার, ভারী, ভার্য্যা, -ভৃৎ, ভৃত, ভৃতি, ভৃত্য, -ভৃথ।

ভ্রম্ = ঘোরা : ভৃমি, ভৃঙ্গ, ভ্রম, ভ্রমী, ভ্রমণ, ভ্রমণীয়, ভ্রান্তি, ভ্রান্ত, ভ্রামক।

মদ্, মাদ্ = উল্লসিত হওয়া, প্রমত্ত হওয়া : মদ, মদী, মদ্য, মদন, মদিতব্য, মদির, মদিরা, মদ্র, মৎসর, মাদ, মাদক, -মাদী -মাদিনী মাদি-, মাদ্য, মাদন, -মাদনা, মদয়িতা মদয়িত্রী, মাদয়িতা মাদয়িত্রী, মন্দ, মন্দার, মন্দ্র।

মন্ = চিন্তা করা : মনঃ মন, মনীষা, মনু, মনন, মত, মতি, মন্তব্য, মন্তা, মন্ত্র, মন্ত্রী, মন্যু, মাতি, মান, মানক, মানী মানিনী মানি, মান্য, মুনি, মন্য, মীমাংসা, মীমাংস্য।

মা = পরিমাপ করা : মান, মিতি, মিত, -মাতব্য, মাতা, মাত্র, মায়া, (চন্দ্র)-মাঃ, মেয়, মাপক, মাপ্য, মাপন।

মুচ্, মোক্ষ্ = মোচন করা : -মুক্, মুচ, -মোক, মোচ, মোচক, মোচন, মোচনীয়, মুক্ত, মুক্তি, মোক্তব্য, মোক্ষ, মোক্ষ্য, মোক্ষণ, -মোক্ষণীয়, মুমুক্ষু।

মুহ্ = মুগ্ধ হওয়া : মোহ, মুগ্ধ, মূঢ়, মোহয়িতা, মোহী মোহিনী।

মৃ = মরা : মর, মরক, মরণ, মরু, মর্ত, মর্ত্য, মৃত, মর্তব্য, মৃত্যু, মর্ম, মার, মারক, মারী, মারণ, মুমূর্ষু।

যজ্ = যজনা করা : যজ্, -যজ্, ইজ্যা, যজন, যজনীয়, যজুঃ, যষ্টব্য, যজ্ঞ, যাগ, যাজ, যাজক, যাজী যাজ্য, যাজন, যাজনীয়, যাজয়িতা, যাজয়িতব্য, যজমান।

যা = যাওয়া : যান, যাতব্য, যাতা, যাত্র, যাম, যায়ী, যাযাবর, যাপ্য, যাপক, যাপন।

যুজ্ = যোগ করা : যুজ, যুগ, যোগ, যোগ্য, যোগী যোগিনী, যোজক, যোজ্য, যোজন, যোজনীয়, যুক্ত, যুক্তি, যোক্তব্য, যোক্তা, যুগ্ম, যোজয়িতব্য, যোজয়িতা।

যুধ্ = যুদ্ধ করা : -যুধ্, যুধ্, যোধ্য, যোধন, যোদ্ধা যোদ্ধ্রী যোদ্ধৃ, যুযুৎসু।

রজ্, রঞ্জ্ = রঞ্জিত হওয়া : রঙ্গ, রঞ্জক, রজক, রঞ্জন, রঞ্জনীয়, রজনী, রজঃ, রজত, রক্ত, রাগ, রাগিণী।

রম্ = প্রীত হওয়া বা করা : রম, রমণ, রমণীয়, রম্য, রত, রতি, রন্তব্য, রাম রামা, রিরংসা।

রাজ্ = রাজার মত হওয়া ; রাজ্, -রাট্, রাজা, -রাজ, রাজ্ঞী, রাষ্ট্র।

রিচ্ = পরিত্যাগ করা : রেচ, রেচক, রেচ্য, রেচন, রেচনীয়, রিক্থ।

রুচ্ = দীপ্তি পাওয়া, ভাল লাগা : রুচি, রুচির, রুচ, রুচক, রোচ, রোচক, রোচনা, রুক্ম, রুক্মিণী, রুক্ষ।

রুহ্ = চড়া : রোহ, রোহণ, রূঢ়, রূঢ়ি, রোপ, রোপণ, রোপ্য, রোপণ, রোপণীয়।

লভ্ = লাভ করা : লভ, লভ্য, লাভ, লাভী, লব্ধ, -লব্ধি, লব্ধব্য, লব্ধ, লিপ্সা, লিপ্সু।

লিহ্ = চাটা : লিহ, লেহ, লেহক, লেহ্য, লীঢ়, লেহন, লেলিহান।

বচ্ = বলা : বাক্, বঁচ, উচ্য, বাক্, বাক্য, বাচক, বাচী, বাচ্য, বচন, বচনীয়, বচঃ, উক্ত, উক্তি, বক্তব্য, বক্তৃ, উক্থ, বাগ্মী, বিবক্ষা, বাচয়িতা।

বদ্ = বলা : -বদ, বদ্য, উদ্য, -উদিত, বাদ, বাদক, বাদী বাদিনী, বাদ্য, বাদন, বাদনীয়, বাদিতব্য

বপ্ = বপন করা : বাপ, বপন, বপনীয়, উপ্ত, বপ্তা।

বস্ = বাস করা : বস, বাস, বসন, বাসন, বাসী বাসিনী, বাসক, বাসনীয়, বসতি, বস্তু, বাস্তু, বস্তব্য, উষিত, উষিতব্য।

বহ্ = বহা : বহ, বাহ, বাহ্য, বাহন, বহন, বহনীয়, বাহী বাহিনী বাহি, ঊঢ়, বোঢ়ব্য, বোঢা, বহিত্র, বহ্নি, বক্ষঃ।

বিচ্ = বিচার করা : (বি)বেক, (বি)বেচক, (বি)বেচন(া), (বি)বিক্ত।

বিদ্ = জানা : -বিৎ, বিদ, বেদ, বেদক, বেদী, বেদ্য, বেদন, বেদনীয়, বিত্তি, বেত্তা, বেদিতা, বেদিতব্য, বিদ্যা, বিদুর, বিদ্বান্ বিদুষী, বেদয়িতা।

বৃ = ঢাকা দেওয়া : বর, বরক, বরণ, বরণীয়, উরু, বৃৎ, -বৃত, -বৃতি, বৃত্র, বর্ণ, বরুণ, বর্ম, ঊর্ণা, ঊর্মি, বরিষ্ঠ, বার, বারক, বৃত, বার্য্য।

বৃ = বরণ করা : বর, বর্য্য, বরেণ্য, বরিষ্ঠ।

বৃৎ = ফিরা : বৃৎ, বৃত, বর্ত, বর্তী, ব্রত, বর্তন, বর্তনীয়, বৃত্তি, বৃত্ত, বর্তব্য, বর্ত্ম।

বৃধ্ = বাড়া : বৃদ্ধ, বর্ধক, বর্ধন, বর্ধনীয়, বর্ধিষ্ণু, ঊর্দ্ধ্ব, বর্ধয়িতা, বর্ধাপন, বর্ধমান।

শংস্ = প্রশংসা করা : (প্র)শস্য, -শংসা, -শংসন, -শস্তি, শস্ত, -শস্তব্য।

শক্ = সমর্থ হওয়া : -শক, শক্য, শক্ত, শক্তি, শক্র, শচী ; শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষণ, শিক্ষণীয়, শিক্ষিতুকাম।

শম্ = শান্ত হওয়া : শম, শাম্য, শমনীয়, শান্ত, শময়িতব্য।

শস্‌=আদেশ দেওয়া : শাসন, শাসক, শিষ্য, শস্ত, শাস্তি, শাস্তা, শাস্ত্র।

শী=শোওয়া : -শ, -শয়, শয্যা, শায়ী শায়িনী শায়ি, শয়ন, শয়নীয়, -শায়ন, শয়িতব্য।

শুচ্‌=দীপ্তি পাওয়া : শুক্‌, শুচ, শোচ, শোক, শোচন, শোচনীয়, শুচি, শুক্তি, শোচিতব্য, শুক্র, শুক্ল।

শ্রি=আশ্রয় করা: -শ্রয়, -শ্রয়ী, শালা, শ্রয়ণীয়, শ্রিত, শ্রয়িতব্য, শরণ, শ্রেণি, শর্ম, শরীর।

শ্রু=শোনা : -শ্রব, শ্রব্য, শ্রবণ, শ্রবণীয়, শ্রাব্য, শ্রাবণ, শ্রবঃ, শ্লোক, শ্রুতি, শ্রুত, শ্রোতব্য, শ্রোতা শ্রোত্রী শ্রোতৃ, শ্রোত্রিয়, শুশ্রূষা, শুশ্রূষক, শ্রাবয়িতা, শ্রাবয়িতব্য।

সজ্‌, সঞ্জ=ঝোলা : সজ্য, সঞ্জ, সঙ্গ, সঙ্গী সঙ্গিনী সঙ্গি, -সক্ত।

সদ্‌=বসা : সদ, সদ্য, সদঃ, সদস্য, সদন, -সন্ন (নিষন্ন), সত্র, সদ্ম, সাদয়িতব্য ; সংসদ্‌, পরিষদ্‌।

সহ্‌=শক্ত হওয়া, সহ্য করা : সহ, সহসা, সাহস, সহ্য, সহন, সহনীয়, সোঢ়ব্য, সহিতব্য।

সিচ্‌=সেচন করা, ঢালা : সেক, সেচন, সেচক, সেচনীয়, সিক্ত, সেক্তব্য।

সীব্‌=সেলাই করা : সীবন, সীবক, সেব, সেবিতব্য, সূত্র।

সৃ=প্রবাহিত হওয়া : সর, সার, সারক, সরণি, সরণ, সরণীয়, সরঃ, সরিৎ, সৃত, সৃতি, সর্তব্য, সলিল, সরল।

সৃজ্‌=পরিচালনা করা : স্রক্‌, সর্গ, সর্জ, সর্জন (বাঙ্গালায় 'সৃজন'), সৃষ্ট, সৃষ্টি, স্রষ্টা, স্রষ্টব্য, সিসৃক্ষা।

সৃপ্‌=বুকে হাঁটা : সর্প, সর্পী, সর্পিল, সর্পণ, সর্পিঃ, সরীসৃপ।

স্তভ্‌, স্তম্ভ্‌=ভার বহন করা : স্তম্ভ, স্তব্ধ।

স্তু=স্তব করা : স্তব, স্তুতি, স্তুত, স্তোতা স্তোত্রী, স্তবনীয়, স্তাবক, স্তোতব্য, স্তোত্র।

স্থা=দাঁড়ানো, থাকা : -স্থ, স্থান, স্থেয়, স্থিত, স্থিতি, স্থাতব্য, স্থাতা, স্থাণু, স্থির, স্থাবর, তিষ্ঠ, স্থাপক, স্থাপন, স্থাপনীয়, স্থাপয়িতা, স্থাপয়িতব্য।

স্বপ্‌=নিদ্রা যাওয়া : স্বাপ, স্বপ্ন, সুপ্তি, স্বপ্তব্য।

হন্‌=আঘাত করা : -হন্‌,-ঘ্ন, -ঘ, -হনন, হত্যা, হত, হন্তব্য, হন্তা হন্ত্রী, হন্তৃ, জিঘাংসা, জিঘাংসু, ঘাত, ঘাতক, ঘাতী ঘাতিনী, ঘাতন, ঘাতুক।

হু=হোম করা : -হব, হব্য, হবন, হবনীয়, হবিঃ, হুত, হুতি, হোতব্য, হোতা, হোত্র, হোম

হৃ=হরণ করা : হর, হার, হারী হারিণী হারি, হৃত, হর্তব্য, হর্তা, হারয়িতব্য।